শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৪ বিষ্ণু ও মধুসূদন।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা

৪৩৪ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত।

বার্ষিক ভিক্ষা ১৷৷০ নমুনা প্রেরিত হয় না।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৪ বিষ্ণু ও মধুসূদন।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা

৪৩৪ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত।

বার্ষিক ভিক্ষা ১৷৷০ নমুনা প্রেরিত হয় না।

গ্রাহকগণের প্রতি।

গ্রাহক মহোদয়গণ দ্বাদশসংখ্যা মিলাইয়া লইবেন। ইহার অগ্রিম দেয় বার্ষিক ভিক্ষা ও মণি অর্ডার মাশুল মোট ১॥/০।

শ্রীপত্রিকা শ্রীশ্রীমন্মায়াপুরচন্দ্র বিগ্রহের সম্পত্তি। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুভাণ্ডারের অর্থব্যয়ে শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। গ্রাহক মহোদয়গণ স্ব স্ব বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া ঐ ভাণ্ডারের আনুকূল্য দ্বারা শ্রীহরি-সেবা করিয়া ধন্য হইবার অবসর প্রাপ্ত হইতেছেন। আশা করি প্রতি গ্রাহক মহোদয় এবারে অন্ততঃ পাঁচ সাতটী গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া এ দাসকে জানাইতেছেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থ দুইখানি শ্রদ্ধামূল্যে প্রেরণ করিতেছি।

১। প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর—ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহু তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে। ডাক মাশুলাদি ৵০।

২। "প্রাচীন নদীয়ার অবস্থিতি মীমাংসা"—ইহাতে শাস্ত্র প্রমাণ আপ্তবাক্য, গবর্ণমেট রেকর্ড, যথার্থ সিদ্ধ মহাত্মার ও বৈষ্ণবাচার্য্যের অপৌরুষেয় ও সমাধিলব্ধ অনুভূতি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলীর বিশেষরূপ মীমাংসা আছে। শ্রীপত্রিকার একবিংশ ও দ্বাবিংশ খণ্ডে এই গ্রন্থ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ দুই খণ্ডের গ্রাহকগণের সুতরাং ইহা প্রয়োজন নাই। ডাকমাশুলাদি ।৵০

নিবেদক—
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্,এ) ম্যানেজার শ্রীসজ্জন তোষণী।
কলিকাতা শ্রীপত্রিকা কার্য্যালয়

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্‌।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—————:০:—————

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২৩ বর্ষ } বিষ্ণু ও মধুসূদন ৪৩৪ { ১ম, ২য় সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

—————:০:—————

হায়নোদ্ঘাত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের ইচ্ছাক্রমে প্রাপঞ্চিক নিয়তিবলে মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতেছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালের পর হইতে বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া গিয়া ৪৩৪ হায়ন অতীত হইল। পুনরায় বর্ষ প্রবৃত্তি। অখণ্ড কাল যাঁহা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে এই নশ্বর ভূমিতে নশ্বর কালের সত্য ধারণা ও গণনা। এই খণ্ডকালকে মায়িক উদ্দেশে ভোগময় প্রবৃত্তিতে ব্যয়িত করিলে আত্মার নিত্যধর্ম্ম, চিন্ময়ধর্ম্ম ও অপ্রতিহত আনন্দময় ধর্ম্মের পূর্ণাভিব্যক্তি হয় না ইহা বিবেকীমাত্রেই উপলব্ধি করেন। আবার নিত্য খণ্ডকালের বিচিত্রতা নিত্যরাজ্যে, চিদ্রাজ্যে ও আনন্দময় রাজ্যে কিরূপ হরি সেবা

করিতে সমর্থ ও উপযোগী তাহা শ্রীগৌরপদাশ্রিতগণই বুঝিতে সমর্থ। কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধের উপদেশ যাঁহারা শুনিয়াছেন, বুঝিয়াছেন এ করিতেছেন তাঁহারাই জগতের পরম বরেণ্য সজ্জন। হরিসম্বন্ধি বস্তুকে জড়রাজ্যের হেয়ের সহিত সমজ্ঞানে প্রাপঞ্চিক বস্তুর অন্যতম জানিয়া যাঁহারা ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুত হন এবং হরি সম্বন্ধি অপ্রাকৃত ধর্ম্মময় বস্তু বা বিচিত্রতাকে প্রাকৃতজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন তাঁহাদের হরি বিরাগ পরমার্থ রাজ্যে হরিভজনের অপব্যবহার বলিয়া শ্রীগৌরহরি শ্রীসনাতনকে উপদেশ করিয়াছেন। আমরা সেই করুণা-রত্নাকর প্রেমময়তনু শ্রীগৌর বিগ্রহের নিত্যাশীষ লাভ করিয়া তাঁহার নিজ জন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয়ের কৃপাবলে যুক্ত বৈরাগ্য গ্রহণ ও বৈরাগ্যের অপব্যবহার পরিহার শিক্ষা করিয়া শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকার ত্রয়োবিংশ বার্ষিকী সেবায় অগ্রসর হই।

শ্রীগৌরহরি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহার নিত্য সেবকবৃন্দও তাহাই। তবে শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়জাতীয় সেব্য এবং ভক্তবৃন্দ আশ্রয়জাতীয় সেবক। বিষয় বিভু। আশ্রয়ের আশ্রিত অণু। আশ্রয়ের আশ্রিতগণ অণুত্বধর্ম্ম-প্রযুক্ত কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে আপনাদিগকে বিষয়বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া নশ্বর ভোগে প্রবৃত্ত হয়। আত্মদর্শনের অভাবে অনাত্মবস্তুকে আত্মবস্তু জ্ঞান করে। হরিকথা শ্রবণের পরিবর্ত্তে নশ্বর ভোগময় বিষয়কথায় দিন যাপন করে। কৃষ্ণচিন্তা ছাড়িয়া নিজ ভোগময় চিন্তায় ব্যাকুল হয়। অনাত্ম নশ্বর বস্তুকে উপাস্যজ্ঞানে হরিসেবাবিমুখ হইয়া প্রকৃতির ধর্ম্ম রজঃ সত্ব ও তমঃ গুণত্রয়কে নিজজ্ঞানে বহির্মুখী চেষ্টাবিশিষ্ট হয়। ইহা জীবের বদ্ধাভিমানে দুর্গতি। সৌভাগ্যক্রমে বদ্ধাবস্থায় জীব যখন বুঝেন যে তাঁহার চিদানন্দ সত্তা অণু হইলেও জড়ভোগরূপ বিষয়কে দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিহার করিলে তাঁহার নিত্যমঙ্গল প্রকাশিত হইবে, তখন তিনি সাধু-

পদাশ্রয় করিয়া সজ্জন হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। সাধুর কথায় সেকালে তিনি তুষ্টিলাভ করেন। সাধুর হৃদয়ে তখন তিনি শ্রীভগবানের মন্দির দর্শন করেন। সাধুর ভজনীয় বস্তুকে তিনি তখন উপাস্যজ্ঞানে তাঁহার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হন। এইরূপ বহু জীব প্রপঞ্চে থাকিবার কালে যে হরিপরিচর্য্যার আবাহন করেন, তাহার ফলে তাঁহাদের নিত্য ভগবৎ-প্রতীতির উদয় হয়। হরিসেবাময়ী চেষ্টা লইয়া তাঁহাদের প্রপঞ্চে জীবদ্দশায় সমাজ গঠিত হয়। উহা হরিবিমুখ সমাজের সহিত এক নহে। সজ্জনের আচরণে ও ব্যবহারে ব্যভিচারী সম্প্রদায় তুষ্টিলাভ করেন না, কিন্তু বিজ্ঞ কৃষ্ণোন্মুখ সমাজ তাহাতেই আনন্দিত হন।

সাধুর সমাজের অনুকরণে হরিবিমুখপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট কপটীগণ তদনুকরণে অপর একটী সমাজ গঠন করেন। তাহা আসল নহে, মেকি মাত্র। এই সমাজ সজ্জনগণের অনুমোদন করিলেও সাধুদিগের প্রচ্ছন্ন শত্রু। অনভিজ্ঞ হরিবিমুখ সমাজে তাহারা সজ্জন বলিয়া গৃহীত হইলেও ভক্তেরসহ প্রতিকূলাচরণ তাহাদিগকে কপট শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করে। এই কপটী সম্প্রদায় আপনাদিগকে বৈষ্ণবাভিমানে লোকের নিকট প্রচারিত করিবার ইচ্ছা করিলেও তাহারা অজ্ঞানচালিত হইয়া বহু জড়ের বিকৃত উপাসনা দ্বারা ভ্রান্তপথ সমর্থন, সাধু ও অসাধুর সমন্বয়তা, ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মাধীনতা, ভক্তাভক্তের আচারের একতা প্রভৃতি নানা অনর্থকে সত্যজ্ঞানে জগতের জঞ্জাল উপস্থিত করে। কলিকালে শুদ্ধভক্তিমার্গ নানা কণ্টকে পরিপূর্ণ। নানা কুতর্ক জাল বিস্তার করিয়া হরিবিমুখ সমাজ হরিভজন হইতে বিচ্যুত হইয়া ভোগপর বিষয়ে প্রমত্ত হয়।

বিগতবর্ষে আমরা দেখিতে পাই যে কতিপয় বিষয়ী ভক্তের সজ্জায় শুদ্ধাভক্তিকে বিদ্ধা করিবার যত্ন করিয়াছেন। তাহাদিগের সম্প্রদায় সমূহের

১। শৌক্রবংশপরম্পরায় আচার্য্যসন্তানাভিমানী এবং তাহাদের ভক্তি-বিরুদ্ধ কদর্য্যানুষ্ঠান।

২। প্রাকৃত সহজিয়া ও গৃহি বাউল কাচে ভক্তপ্রতিষ্ঠালাভোদ্দেশে অবান্তর উদ্দেশ্য বিশিষ্ট।

৩। সমন্বয়বাদী বা গোলে হরিবোল সম্প্রদায়।

৪। শুদ্ধভক্তি ছলনায় বিষয় ভোগী।

প্রথম সম্প্রদায়ের কথা এই যে তাঁহারা বিষ্ণু বা বৈষ্ণব শৌক্র বংশোদ্ভূত, তাদৃশ শৌক্র সম্বন্ধ ব্যতীত জগতে হরিভক্তি প্রচার সম্ভবপর নহে। তাঁহারা শৌক্রবংশে জাত হইয়াছেন বলিয়া সাধু বা বিষ্ণুপাদ। তাঁহারা দীক্ষাদান ব্যবসায়, ভাগবত পাঠে অর্থ সংগ্রহ ব্যবসায়, কীর্ত্তন গান প্রচার ব্যবসায়, বক্তৃতাদি দ্বারা ধর্ম্মের উপদেশদান ব্যবসায়, পরীক্ষিৎ প্রদত্ত কলির পাঁচটী স্থানকে ধর্ম্মক্ষেত্র জ্ঞান, অনুগত জনকে বিপ্রলিপ্সা বিস্তার করিয়া বঞ্চন, শালগ্রাম দ্বারা স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে নিজ সেবা করাইয়া লওয়া, অপ্রাকৃত নিত্য ভক্তিকে কর্ম্মজ্ঞানাবৃত করণ, অযোগ্য জনকে অর্থলোভে বহুমানন করিয়া সম্প্রদায়ের পোষণ, এবং তাহাদিগের নিকট অন্যায় পূর্ব্বক অর্থশোষণ, পতিতকে অনুন্নত করিবার প্রয়াস প্রভৃতি কদর্য্যানুষ্ঠান সমূহ শাস্ত্র সঙ্গত বলেন। বহির্মুখ সমাজের অন্যতম বলিয়া এই সম্প্রদায়, সজ্জন সম্প্রদায়ের আদৃত ব্যবহার গুলির প্রতিকূল আচরণ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় সম্প্রদায় ত্যাগের ছলনায় অথবা সুনীতি প্রচার ছলনায় ভক্তি ধর্ম্মের প্রতিকূলাচরণকারী ভোগীর দল। অনভিজ্ঞ হরিবিমুখ সমাজের নিকট স্ব স্ব কপট বিরাগের ভাণ প্রদর্শন করিয়া অথবা অভদ্র বেশ ও আচার গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে বাস করিয়া ভক্তির নামে নিজ [illegible]

কর্ম্মবাদ বা ত্যাগের ছলনায় গোপনে কদর্য্য ভোগের আবাহন এবং ধার্ম্মিক নামে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সজ্জনের সহিত প্রতিকূল আচরণ করেন। ইহাদের দ্বারাও ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। যেরূপ অভিনয় স্থলে রঙ্গমঞ্চে সাধু সাজিলে নিজের বা সমাজের কোন মঙ্গল হয় না, যেরূপ কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিলে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র পাওয়া যায় না, যেরূপ ঘোলের দ্বারা দুধের পিপাসা মিটে না, তদ্রূপ মেকি বস্তুকে আসল বস্তু বলিয়া চালাইবার প্রয়াস অবশেষে আত্মবঞ্চনায় পর্য্যবসিত হয়। শ্রীরূপ-সনাতন লুপ্তধাম জগতে প্রকাশ করিলেন, শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু, শ্রীবৃহদ্ভা-গবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বারা ভক্ত জীবন গঠনে প্রয়াস করিলেন, তদনুসরণে তদনুগ শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ শ্রীগৌর নিজ জনগণ স্ব স্ব ভজন চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাতে কৃষ্ণোন্মুখ শুদ্ধভক্তগণ বিদ্ধাভক্তি পরিহার পূর্ব্বক শুদ্ধপথে কৃষ্ণানুশীলনের সুযোগ পাইয়াছিলেন। আবার, কলিকাল বলিয়া মেকি সম্প্রদায় গৃহিবাউল সজ্জায় অথবা ত্যাগী প্রাকৃত সহজিয়া সজ্জায় সেই সকল ভক্ত্যঙ্গগুলিকে বিকৃত ভাবে প্রদর্শন করাইবার জন্য কেহ বা সখীভেক, কেহ বা তীর্থ ও সাধুসংস্কার, কেহ বা সত্যকথা আবৃত করিবার জন্য কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাকে ভক্তিধর্ম্ম বলিয়া চালাইবার জন্য যে সকল কুচেষ্টা সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা সজ্জন সম্প্রদায় কখনও আদর করেন না। ঐ গুলি ভগবদ্ ভজনের সম্পূর্ণ বিপরীত জানিয়া সজ্জন-গণ তাঁহাদিগের দিকে ধাবমান হইবার পরিবর্ত্তে তাদৃশ দুষ্প্রবৃত্তির তাড়-নাকে প্রশ্রয় দেননা। উপসম্প্রদায়িগণ অচিরেই নিজ নিজ হরি বিমুখ চেষ্টা দ্বারাই অবশেষে ধরা পড়িবেন। তজ্জন্য আমাদের কোন প্রয়াসের আবশ্যক নাই। আমরা সজ্জনের পদানুসরণ করিয়া দুরন্তপার তমোময় সংসার

তৃতীয় সম্প্রদায় অনভিজ্ঞতাক্রমে, ন্যূনাধিক মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরহরির বিরোধী। তাঁহারা ভক্তিমার্গের সৌন্দর্য্য অনুধাবন করিতে অসমর্থ হইয়া ভক্তিপ্রতিকূলে নির্ব্বিশেষ মতবাদিগণের প্রবঞ্চনায় প্রতারিত। নির্ব্বিশেষবাদীর পাপনির্ম্মুক্ত প্রবৃত্তি দেখিয়াই তাঁহারা চমৎকৃত হইয়া ভক্তাভক্ত, অপরাধি নিরপরাধীকে সমশ্রেণীস্থ মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে, ভগবদ্ভক্তির বহুল প্রচার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অনর্থবিশিষ্ট বহির্মুখ জীবের নিকট যে অপরাধময় বিদ্ধনাম কীর্ত্তিত হয় এবং নামাপরাধী সম্প্রদায় যে তুচ্ছ ফলপ্রদ অপরাধ সংযুক্ত নাম গান করে তাহাকেই শুদ্ধ নাম বলিয়া স্বীকার করিলে সমন্বয় হইবে উহাই উদারতা নতুবা ঠক্ বাছিতে গাঁ ওজড় হইয়া যায়। তাহা কখনও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইতে পারে না। শুদ্ধভক্তিপ্রচারক বলেন যে, নামাপরাধী ও নামাভাসী দলের নাম বিদ্ধনাম বা বিদ্ধাবিদ্ধ নাম। উহা শুদ্ধ নাম নহে। গোলে হরিবোল দিতে পারিলে অনেক হুজুগে লোক সংগ্রহ হয়, অনেক কপটাচারী, সত্বাভাস প্রদর্শনকারী লোক পাওয়া যায় কিন্তু শুদ্ধভক্তি প্রচারক শ্রীলরূপ গোস্বামী, শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ প্রভু এরূপ কপটাচারীকে নামাশ্রিত ভক্ত বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমরা জানি, শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ জন উপরি বর্ণিত মহাত্মাগণ ও তদীয় অনুগগণ শ্রীগৌরাঙ্গের কথা যত জানেন, গোলে হরিবোল সম্প্রদায়ের অসংখ্য লোক তাহার কণামাত্র ও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমরা শ্রীগৌরহরি ও শ্রীরূপানুগজনগণে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, সুতরাং গোলে হরিবোল দেওয়া নামাপরাধী গুরুর আদর করিতে পারি না। সেরূপ আদর করিলে আমরা গুর্ব্ববজ্ঞাপরাধে শুদ্ধ নাম গ্রহণে বঞ্চিত হইব।

চতুর্থ সম্প্রদায় শুদ্ধ ভক্ত বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করিয়া

বলেন যে অনর্থযুক্ত অবস্থায় নাম শ্রবণ এবং নাম সংকীর্ত্তন। অনর্থমুক্ত অবস্থায় বাহে নামকীর্ত্তন ও অন্তরে সম্বন্ধ জ্ঞান ক্রমপন্থায় প্রস্ফুটিত হইলে স্বীয় স্বরূপানুভূতি ও নিজ রতির অভিব্যক্তিক্রমে নির্ম্মল অন্তঃকরণে ভজন চেষ্টা। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে নামে নিত্যরূপের অবস্থানরূপ শ্রবণ কীর্ত্তন এবং রূপের স্ফুর্ত্তি। জড় রূপগুণ লীলাদি শ্রবণে যে ভজন হয় তাহা প্রাকৃত সহজিয়াগণের ভজন। উহা অপ্রাকৃত সহজ ভজন নহে। তৃতীয়স্কন্ধে শৃণ্বতঃ স্বকথাঃ শ্লোকের শ্রীচক্রবর্ত্তির টীকা যাঁহারা পড়িয়াছেন, এবং ষট্ সন্দর্ভ যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন অথবা শ্রীভক্তি বিনোদ ঠাকুরের হরিনাম চিন্তামণি যাঁহারা সাবহিত চিত্তে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিলেই শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের রূপ গুণ লীলা ক্রমে ক্রমে ভক্তের আত্মেন্দ্রিয় বা সিদ্ধদেহের অপরোক্ষ বিষয়রূপে প্রাপ্য হয়। জড় প্রতীতির অপগমে অর্থাৎ জড় কর্ত্তৃকর্ম্মব্যপদেশ নিরাকৃত হইলেই জীব শুদ্ধ নামগ্রহণ প্রভাবে হরিসান্নিধ্য লাভ করেন। তৎকালেই তাঁহার স্মরণাঙ্গের সাফল্য হয়। নতুবা ভোগতাড়নায় হরিবিমুখ দেহ ও মন নানা বিশৃঙ্খলতা আবাহন করে। নির্জ্জন ভজন বলিতে ইহাই বুঝায় যে, ভজনকারী কৃষ্ণেতরজনসঙ্গমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে জড়ভোগময় প্রতীতি নাই এবং তাদৃশ চিৎপ্রতীতিতে পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহার নিকট গোলোক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে সুতরাং জনসঙ্গ করিবার যোগ্যতার অভাবে সেই নির্ম্মল আত্মা কেবল হরিজনসঙ্গামোদে নির্জ্জনে ভজন করিতেছেন। কৃষ্ণরসাস্বাদনে কৃষ্ণদাস যে কালে প্রমত্তপ্রায়, তৎকালে বাহ্যদশায় অনুষ্ঠেয় শ্রবণ কীর্ত্তনাদিও নির্জ্জনে সম্পন্ন হইতেছে। এই কথা না বুঝিয়া যিনি কৃত্রিমভাবে পারমহংস্য প্রতীতির অহঙ্কারে নাম

হইয়া নিজের উন্নতভাবে ভজনের জাহির করিবেন, তদ্দ্বারা প্রাকৃ
সহজিয়াগণ ও গৃহিবাউলগণ গুরু হইতে গুরুতর ভ্রমে পাতিত হইবেন
যে কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণেতর বাহ্য প্রতীতি প্রবল, সেইকালে নির্জ্জনতার ভা
শ্রদ্ধধানজনরূপ অনুকূলসঙ্গ পরিহার করিলে কোন মঙ্গলোদয় হইবে না
অবশ্য দুর্ব্বল অনভিজ্ঞ অভক্ত সমাজে অপ্রাকৃত রসকথা প্রচারের আবশ্য
কতা নাই বলিয়া আমাদের ন্যায় হরিবিমুখজনের নিকট সাধন ভক্তি
উৎকর্ষ প্রচারিত হইবে না এরূপ নহে। যাহাদের মহাভাগবতাধিকা
হইয়াছে, তাঁহারা যতই কেন না নির্জ্জনে ভজন করুন, তাঁহাদের নিক
হরিভজনেচ্ছু নিষ্কপট জীব করুণাপ্রার্থী হইবেন। সেইকালে তাঁহার
জীবে দয়া বাদ দিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে পারেন না।

বিগত বর্ষে এই চারিপ্রকার দল নিজ নিজ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই,
কিন্তু সজ্জনগণ ঐ চারিপ্রকার দলের কোন একটীতেও মিশিয়া যান
নাই। উপরি উক্ত চারিটী সম্প্রদায় ন্যূনাধিক কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাশাযুক্ত
তাঁহারা সজ্জনের কেহই নহেন।

এই চারিদল, শুদ্ধ ভক্তগণকে তাঁহাদিগের অন্যতম জ্ঞানে নানাপ্রকারে
আক্রমণ করিয়াছে। তাহারা যতই হিংসা করুক্ না কেন, শ্রীগৌর সুন্দরের
ইচ্ছাক্রমে ঐ সকল হিংসাপর দল স্ব স্ব হিংসাবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাইবে।
আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশমত তদীয় নিজ জনগণের পদানুসরণে
শ্রীনামকীর্ত্তন করিয়া অনুজ্ঞাপালন করিব। প্রতীপজনকে সর্ব্বদাই গড়ের
পারে রাখিব।

শ্রীগৌরপদাশ্রিত কীর্ত্তনকারিগণ বলেন, শৌক্রপারম্পর্য্যক্রমেই যদি
বিষ্ণুসংসার হইত, তাহা হইলে ভগবান্ বরাহদেব ধরণীর গর্ভজাত সন্তান
নরকাসুরকে জগদ্গুরুপদে বরণ করিতেন। যাবতীয় বরাহশাবকগণকে,
মাছের পোনা গুলিকে, কূর্ম্মশাবকগণকে এবং ...

ঈশ্বর সন্তান বলিয়া গুরুপদে বরণ করা কথনই শাস্ত্র সঙ্গত ও মহাজনানুমোদিত নহে। অসুরকুলে সজ্জন জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন, দেব ব্রাহ্মণ কুলে ও অসুর জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং নরকাসুর, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ প্রভৃতি বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইতেন না। দুর্ব্বাসা প্রভৃতি হরিবিমুখ বৈষ্ণববিদ্বেষিগণ, কৃমিকণ্ঠ চোল প্রভৃতি হরিবিমুখগণ বৈষ্ণবগণের দ্বারা শোধিত হইতেন না। মধুকৈটভ, নরকাসুর এবং প্রত্যেক মৎস্য বরাহ আপনাদিগকে বিষ্ণুসন্তান জ্ঞানে যদি পতিত জীবগণকে শিষ্য করিতেন এবং তাহাদিগের নিকট ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে তাদৃশ শিষ্যগণ হরিদাস্যে সাফল্যলাভ করিতে পারিতেন না। ঐ বিষ্ণুসন্তানগণ হরিসেবা ছাড়িয়া নিজ নিজ কনককামিনী প্রতিষ্ঠা লোভে কতই না হরিসেবার প্রতিকূল সাধন করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদিগের অনুগত শিষ্যগণ যাহা করিবেন তাহাই বিষ্ণু-সেবা নহে। বিষ্ণু-সেবা না করিলে জীবের অমঙ্গল হয়, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি বৈষ্ণববিদ্বেষীকে গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট পুণ্য লাভের জন্য পুরাণ শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের শোচ্য অবস্থা আমরা অনুমোদন করি না। যাহারা শ্রীমদ্‌ভাগবতকে ভগবদ্ বিগ্রহ জ্ঞান না করিয়া তদ্দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করেন এবং সেই অর্থে প্রাকৃত ভোগবাসনায় মত্ত হ'ন, তাহাদিগের মুখ হইতে শ্রীমদ্‌ভাগবত তাৎপর্য্য কথনই শুনা যায় না। এই সকল কথা প্রত্যেক মঙ্গলপ্রার্থী ব্যক্তি বিচার করিয়া তাদৃশ সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও শ্রোত্রিয় গুরুর পাদপদ্মাশ্রয় করুন্। গুরু পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত নিজের কল্পিত অসাধুকে সাধুজ্ঞানে তৎস্থানীয় মনে করা সুকৃতির পরিচয় নহে। আমরা আশা করি বর্ত্তমান বর্ষে মন্ত্রের ব্যবসায়, পাঠের ব্যবসায়, বক্তৃতার ব্যবসায় ও গোলে হরিবোল দেওয়ার ব্যবসায়

হইবে। গৌরভক্ত সমাজ নামে যাহারা পরিচয় দিয়া ঘরপাগ্‌লা ও প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রয়াস ভজনের প্রতিকূল। ব্যাধির সময়ে চিকিৎসা না করিলে পরিশেষে বিষময় ফল হয়। সুতরাং সময় থাকিতে থাকিতে জীবমাত্রেই সজ্জনের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মঙ্গলের পথে অগ্রসর হউন।

ধর্ম্ম জগৎ হইতে ভোগময় সংসার পৃথক্। নিঃশ্রেয়স ভক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ হইতে পৃথক্। সজ্জনগণ সর্ব্বদাই এই সকল অপ্রিয় বাক্য বলিয়া জীবের হৃদয়গ্রন্থি অহঙ্কার ছেদন করেন। বিষয়ী জীব তাহাতে সন্তুষ্ট না হইলেও সজ্জনগণের তাহাই একমাত্র ধর্ম্ম।

শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজ জন শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আন্তরিক ইচ্ছাক্রমে এ বৎসর শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইয়াছে। কুলিয়ায় দক্ষিণাংশে বনচারীর বাগানে কতকগুলি তাক্তগৃহাভিমানী বাউল বনচারীর বাগান স্থাপন করিয়া বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি কুলিয়া বর্দ্ধিত হওয়ায় উত্তরাংশে গৃহিবাউল সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি ভক্তিযোগপীঠ শ্রীমায়াপুরের প্রতিযোগিতা আচরণ করিবার উদ্দেশে কাকড়ের মাঠে ঘরপাগ্‌লা বা গৃহচারীর বাগানে তৃণ কুটীর করিতেছেন। ইহাতে সহর বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা আশা করি মিউনিসিপ্যাল সহরটী বর্দ্ধিত হইয়া কাকড়ের মাঠ ও তদন্তর্ভুক্ত হউক্।

এই কাকড়ের মাঠের উদ্‌যোগীগণ কাকড়ের মাঠকে প্রাচীন মিশ্রাপুর নাম দিতেছেন কিন্তু বাস্তবিক ইহার "নবীন বাবুসহর" নাম হওয়া উচিত। রেলওয়ে ফিটিং কার্য্যে পারদর্শী কোন ব্যক্তি বেনামীতে জমী লইয়াছেন। একটী স্ত্রীলোক ৪৪ বিঘা জমী সংগ্রহ করিলে বা কয়েকটী মোক্তার বা

শুদ্ধাভক্তি আচ্ছাদিত হইবে মনে করেন। এই নব্য মিঞাপুর প্রাচীন মায়াপুরের জনৈক অধিবাসীর তহশীলের অন্তর্ভুক্ত। নবীনসহর নির্ম্মাতা মিস্ত্রীগণ প্রাচীন মায়াপুরের প্রতিযোগিতা করিতে গিয়াই কোলদ্বীপের অন্তর্গত কাকড়ের মাঠকে অন্তর্দ্বীপ বলিয়া লোকদৃষ্টি আবরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা হৃদয়ে প্রাচীন মায়াপুরের অবস্থান নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বিশ্বাস করিলেও প্রকাশ্যে নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য প্রাচীন মায়াপুরের বিরোধ করিতেছেন। কোলদ্বীপবাসিগণ চিরদিনই শ্রীমহাপ্রভুর সময় হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী এবং আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অন্যায়রূপে সচেষ্ট তাহার প্রমাণ দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতি। সেই জন্যই কুলিয়া অপরাধ ভঞ্জনের পাট বলিয়া বিখ্যাত। গুরুর অবজ্ঞাকারী বৈষ্ণববিদ্বেষিগণ কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে কোলদ্বীপের উত্তরাংশে স্থান লাভ করিলেই যে উহা অন্তর্দ্বীপ হইবে এরূপ নহে এবং উহা তাহাদের কপোলকল্পিত অপর স্থান, ইহা আর দেখাইয়া দিতে হইবে না। কাকড়ের মাঠকে রামচন্দ্রপুরের চড়ার বদলে প্রাচীন মিঞাপুর বলা, তাহাদিগের নিজ নিজ অন্তঃকরণে সন্দেহের পরিচয় দেওয়া মাত্র। প্রকৃত মায়াপুরকে বিষ্ণুভক্তিহীন ব্যক্তিগণ প্রাচীন না জানিলে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি হইবে না পরন্তু হরি গুরুবিদ্বেষিগণ নবীনকে প্রাচীন বলিয়া নাম দিলে সে নাম আর কতদিন চলিবে? কল্পনা করিয়া মহৎপুরকে মাধাইপুর নাম দিয়া কই রাখিতে পারিল না? সূর্য্যের প্রকাশে সকল কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার বিদূরিত হয়। যোগপীঠের সুবিমল মহিমা অচিরেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে। শ্রীগৌর সুন্দরের ইচ্ছাক্রমেই অঘ বক পূতনা, কংস জরাসন্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণলীলায় প্রতীপের কার্য্যের অভিনয় করিয়াছিল। শুদ্ধভক্তগণের বিরুদ্ধে প্রাকৃত সহজিয়া ও

বর্ত্তমান বর্ষে অবৈষ্ণব সমাজ বৈষ্ণব সমাজকে যেরূপ ভাবে আবরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা অনেকটা উন্মুক্ত হইয়াছে এবং দিনদিনই সেই উন্মোচনের পরিসর বৃদ্ধি লাভ করিতেছে। উত্তরবঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে যশোহর প্রভৃতি প্রদেশে ও দাক্ষিণ বঙ্গ প্রভৃতি নানাস্থানে প্রচার কার্য্য প্রবল উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল কার্য্যের প্রধান উদ্‌যোগী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য পঞ্চরাত্রাচার্য্য এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন কবিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় অদম্য উৎসাহে শ্রীনামহট্টের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম সেবাফলে আজ শুদ্ধবৈষ্ণব সমাজ যথেষ্ট বল লাভ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর দাসগণ তাঁহাদের এবং কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনস্থিত ভক্তগণকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছেন। তাঁহারা উত্তরোত্তর শ্রীশুদ্ধ ভক্তিপথে অগ্রসর হউন। এতাবৎ শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মোৎসব হইত। বিগত বর্ষে কলিকাতা মহানগরীতে শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় জন্মমহোৎসব পরম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং অভিন্ন ব্রজেন্দ্র নন্দন হইয়া শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের ভজন প্রণালী জগজ্জীবকে উপদেশ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। তদীয় অনুগ শ্রীগদাধর, শ্রীদামোদরস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীজীব শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীনরোত্তম দাস শ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু প্রমুখ শ্রীগৌর ভক্তবৃন্দ গৌরভক্তের পূজা মহিমা ও ভজন জন্মোৎসব যাত্রা প্রভৃতি চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের উপদেশ দিয়াছেন। এক্ষণে কেবল কনিষ্ঠাধিকারে বিষ্ণুপূজা ব্যতীত, উন্নত মধ্যমাধিকারে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের উভয়ের পূজা করিবার দিন আসিয়াছে। নতুবা বৈষ্ণব পূজা বাদ দিয়া যে বিষ্ণুপূজা তাহা কখনই ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্যাভিপ্রায়ের অনুকূল নহে।

স্বীয় লীলায় বৈষ্ণব পূজার যে মূল নিদর্শনের নিত্য অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমান কালে শ্রীগৌরভক্তগণের আদর্শ হউক্। নিষ্কপট ঐকান্তিক গৌরভক্তগণের পূজা বাদ দিয়া যে গৌর কৃষ্ণ পূজা, বা আবরণ বাদ দিয়া কৃষ্ণচৈতন্যের আনুগত্য তাহা কথনই সম্ভবপর হয় না। অর্দ্ধকুক্কুটীজরতীন্যায়ের যেরূপ সঙ্গতি নাই, শুদ্ধভক্ত পূজা বিরহিত গৌরার্চ্চন ও তাদৃশ।

ভাড়াটীয়া দল মন্ত্রের ব্যবসা, পাঠের ব্যবসা ও বক্তৃতার ব্যবসা প্রভৃতি চালাইয়া বৈষ্ণবাচার্য্য বা উপদেশক বলিয়া মূর্খজন সমাজে যে প্রতিপত্তি লাভবাসনা করেন তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের বা তাঁহার অনুগত গোস্বামিবৃন্দের অনুমোদিত নহে। এই ভাড়াটিয়া দল আপনাদিগকে গোদাস বা গৃহব্রত জানিবার পরিবর্ত্তে গোস্বামী প্রভৃতি মিথ্যা পদবী বা মায়ার উপাধি গ্রহণ করে তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ জানিতে আর কাহারও বাকী নাই। এই প্রচ্ছন্ন বৈষ্ণব শত্রুগণ সমাজের উপকার করা দূরে যাক, অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয়াদিদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিকূল উপদেশে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেছে। 'কাঁধে বাড়ি বলরামের' কথা এবং ঘৃণিত সামাজিক দুর্ব্যবহারাদির প্রচলনে যে বিষময় ফল হিন্দুসমাজ ভোগ করিয়াছেন তাহা শিক্ষাপ্রভাবে দিন দিনই ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে। আমরা আশা করি এই ব্যবসায়িদলের হস্ত হইতে ধর্ম্মপ্রাণ সমাজকে রক্ষা করা প্রত্যেক সাধুরই কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরহরির প্রকটকালের কিছু পূর্ব্বে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের দুর্দ্দশা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে স্পষ্টভাবে বিবৃত আছে। আর আজকালকার সমাজ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মে যেরূপ উৎকট অনভিজ্ঞতার আদর্শ পাইতেছেন তাহাও বৈষ্ণবধর্ম্মের পরিপন্থী। সুবিমল হরিপ্রেমকে পশুপক্ষীর কামের সহিত সাম্যজ্ঞান, অবৈধভাবে অহংগ্রহোপাসনার ছায়াপুষ্ট পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া স্থূলবিশ্বাসে সমাজ বিধ্বংসে প্রবীণ হইতেছেন।

এই সকল অপব্যবহার হইতে মুক্ত হইবার জন্য শ্রীসজ্জন-তোষণীই একমাত্র শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য শুদ্ধভক্তিযোগের আদর করেন তাহারা শ্রীসজ্জনতোষণী পাঠে সফলকাম হইবেন।

ভক্তপূজা।

ভাগবত বলিতে আমরা সাধারণতঃ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকেই বুঝি কিন্তু ভাগবত বলিতে ভগবানের অতিপ্রিয় ভক্তকেও বুঝায় তাহা আমাদের শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তি না থাকায় আমরা বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারি না, যদিও আমরা এই বাক্যের সত্যতা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই যথা 'গ্রন্থ ভাগবত আর ভক্ত ভাগবত'।

অনুদিত অবস্থায় শুদ্ধাভক্তি আমাদের সকলের হৃদয়ে রহিয়াছে কিন্তু যেকাল পর্য্যন্ত উহা ভগবৎকৃপায় সাধুসঙ্গক্রমে উদিত না হয় সে অবধি আমরা গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্ত ভাগবতের অভিন্নতা অনবগত থাকি। ভগবানের পার্ষদান্তর্গত অতিপ্রিয় জনই ভাগবত তাঁহারা মধ্যে মধ্যে জড়-জগতে প্রকটিত হইয়া বহির্ম্মুখ জীবগণকে কৃপাবিতরণে কৃষ্ণোন্মুখ ও সুকৃতজনের ভক্তি দৃঢ় করিয়া থাকেন। চারিশত চতুস্ত্রিংশবৎসর পূর্ব্বে পরম কারুণিক শ্রীল কলিপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি স্বয়ং শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া কলিকবলিত জীবগণকে কলিযুগোপযোগী নিত্য ধর্ম্ম রূপ শ্রীহরিনাম দানে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

এই অলঙ্ঘনীয় শ্রীমুখাদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এবং নিত্য-ধর্ম্ম সর্ব্ব প্রদেশে প্রচারার্থ তাঁহার নিত্য শুদ্ধ ভক্ত বা পার্ষদগণকে আমাদের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া নরজগতে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সেই পার্ষদ-গণের অন্যতম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌর হরির শ্রীমুখাজ্ঞা জগতে বহুল প্রচারার্থ প্রেরিত হন। কলিহত জীবের পারমার্থিক হিতের নিমিত্ত বিশেষ রূপে আদৃত উপধর্ম্ম গুলির অযুক্ত বিশ্বাস অপনোদনার্থ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় সরল ও নানা ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সুকৃত ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অমূল্য গ্রন্থরাজিপাঠে অনায়াসে অবগত হইবেন যে সমস্ত নিত্য ধর্ম্মের নির্য্যাসরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্মই অদ্বিতীয় ধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম ও জৈবধর্ম্ম।

চিৎকণজীব জড়াতীত বস্তু, কৃষ্ণদাস্য রূপ প্রেমই তাহার স্বরূপধর্ম্ম কিন্তু অণুত্ব ও তটস্থ ধর্ম্ম বশতঃ মায়া সম্বন্ধে অশুদ্ধ হইয়া সেই জীব কৃষ্ণ-দাস্য বিস্মৃত হওয়ায় নিজেকে ভোগ কর্ত্তা মনে করিয়া বা ভোক্তাভিমান করিয়া লিঙ্গ ও স্থূল দেহরূপ দুইটা মায়িক আবরণে আবৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ ভোগবাসনা হইতে জীবের পতন ঘটে। শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত পূর্ণ, সনাতন ও বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা নিত্য ধর্ম্ম ভুলিয়া বদ্ধাবস্থায় জীবের নৈমিত্তিক ও অনিত্য ধর্ম্মের উদয় হয়। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম সমূহের অসম্পূর্ণত্ব হেয়ত্ব ও অচির স্থায়িত্ব এবং বেদোত্থিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের পূর্ণত্ব, উপাদেয়ত্ব, নিত্যত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। সারগ্রাহী পারমার্থিকমাত্রেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের সমাধিলব্ধ অখিল বেদাদি সাত্বত শাস্ত্র সারাংশ সম্বলিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব তত্ত্বময় গ্রন্থাদি অধ্যয়নে তাঁহার শ্রীচরণের

বর্ত্তমান কালের জড়বিদ্যানুরাগী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থাদি পাঠে তাঁহার পরাবিদ্যার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রতিভায় চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে ভগবানের নিজ জন বলিয়া মৌখিক স্বীকার ও বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বার্জ্জিত ভক্তিপ্রদ সুকৃতির অভাবে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়া পরানুশীলনে পরাঙ্মুখ। হরিবিমুখঃ জড়বাদী মায়ামুগ্ধ জনেরা ভক্তজনের অনুগত না হইয়া স্বীয় প্রাকৃত মায়িক ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও তর্কের দ্বারা অসীম, অচিন্ত্যও অপ্রাকৃত ভগবৎ তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করিতে গিয়া মায়াবাদী, উপধর্ম্মী অপধর্ম্মী ও নাস্তিক হইয়া যায়। 'কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ' এই বচনানুযায়ী দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ভাগবতের পদাশ্রয় করিয়া বৈধীভক্তি সাধন দ্বারা সংসারী জীবের ক্রমোন্নতি হইয়া থাকে। ভগবৎপ্রসাদোত্থ স্বাধীন উন্নতি অতি বিরল কিন্তু অপকাবস্থায় অনর্থ ও অপরাধ শূন্য না হইয়া রাগমার্গ অবলম্বন করিয়া বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া দরবেশ, কিশোরীভজা, সহজিয়া, জাত বৈষ্ণব, জাত গোঁসাই প্রভৃতি এত উপধর্ম্মী ও অপধর্ম্মী দলের সৃষ্টি হইয়াছে। কেবল জ্ঞান ও কর্ম্মমার্গের প্রয়াস ও ভগবচ্চরণ লাভের মহাবিরোধী। সাধুসঙ্গজাত ভক্তিই এক মাত্র ভগবচ্চরণ লাভের হেতু ইহার প্রমাণ সর্ব্বশাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় যথা ভাগবতে :—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাং॥

শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং॥

মাঠর শ্রুতি— " ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি,
ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী। "

মুণ্ডকোপনিষদে :—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মাকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তবদ্বয় ও উপনিষদুদ্ধৃত বচনদ্বয় হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মলাভ ত্রিলোকের মধ্যে একমাত্র সাধুসঙ্গে তাঁহাদের মুখ নির্গত হরিকথা শ্রবণে কায়মনোবাক্যে সাধন ভক্তিমার্গ আশ্রয় ব্যতীত হয় না। শরণাপত্তি ও আনুগত্য ব্যতীত প্রবচন মেধা ও বহু অধ্যয়ন প্রয়াসে আত্মানুভূতি হয় না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে তাই জড়বিদ্যার অসারত্ব দেখাইয়া তাঁহার শ্রীকল্যাণ কল্পতরু নামক প্রার্থনা পুস্তিকায় কি অপূর্ব্ব উপদেশ দিয়াছেন দেখুন :—

মনরে কেন কর বিদ্যার গৌরব।

স্মৃতিশাস্ত্র ব্যাকরণ, নানা ভাষা আলোচন,
বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ ॥
কিন্তু দেখ চিন্তা করি, যদি না ভজিলে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।
কৃষ্ণ প্রতি অনুরক্তি, সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হইতে তাহা অসম্ভব ॥
বিদ্যায় মার্জ্জন তার, কভু কভু অপকার,
এ জগতে করি অনুভব।
যে বিদ্যার আলোচনে, কৃষ্ণরতি স্ফুরে মনে,
তাহারি আদর জান সব ॥

ভক্তিবাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যায় মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব ॥

কৃষ্ণবিমুখ অসুরাত্মজগণকে, ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ, হরিভক্তি শূন্য বহুজ্ঞতা, ব্রাহ্মণত্ব, ঋষিত্ব, প্রভৃতির অভিমান অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ও বর্জ্জনীয় এবং কর্ম্মমার্গীয় ব্রতাদি পালন কেবল বিড়ম্বন এই বিমল শিক্ষা প্রদান করেন যথা ঃ—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং চাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনং ॥

বহির্ম্মুখ মাথুর ব্রাহ্মণগণও আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন
ধিক্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্বহুজ্ঞতাং।
ধিক্‌কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥

অনেকে নিত্যবর্জ্জনীয় বর্ণমদ, বলমদ, ধনমদ, বিদ্যামদ, রূপমদ গুলিকে গোপনে কেহ বা প্রকাশ্যে হৃদয়ে পোষণ করিয়া বাহ্যবেশে ও বাক্যে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর শঠও দাম্ভিকগণ দ্বারা আজকাল বহু লোক প্রতারিত হইতেছেন। এইরূপ প্রতারিত ব্যক্তিগণ দুই শ্রেণীর, এক শ্রেণী ধূর্ত্ত ও বুজরুগ অপরটী ধূর্ত্ত ও বুজরুগগণের কপট অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্প এবং অন্তরালে তাহাদের কনককামিনী প্রতি অত্যাসক্তি দেখিয়া বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি দোষারোপ, মহাজন পথে দোষ দৃষ্টি ও তিলকমালা শিখা সূত্রের অনাদর করিয়া শ্রীরূপানুগ পথ পরিত্যাগ করিয়া

নবীনমত প্রচার করিয়া চির অপরাধী ও চির বঞ্চিত হন। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয় এতৎসম্বন্ধে কি সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন পাঠ করুন :—

মন তুমি বড়ই চঞ্চল।
একান্ত সরল ভক্ত, জনে নহ অনুরক্ত, ধূর্ত্তজনে আসক্তি প্রবল॥
বুজরুগী জানে যেই, তব সাধুজন সেই, তার সঙ্গ তোমারে নাচায়।
ক্রূর বেশ দেখ যার, শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার, ভক্তি করি পড় তার পায়॥
ভক্ত সঙ্গ হয় যাঁর, ভক্তি ফল ফলে তাঁর, অকৈতবে শাস্ত ভাব ধর।
চঞ্চলতা ছাড়ি মন, ভজ কৃষ্ণ শ্রীচরণ, ধূর্ত্ত সঙ্গ দূরে পরিহর॥

মন তোরে বলি এ বারতা।
অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক পায়, বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা।
সম্প্রদায়ে দোষ বুদ্ধি, জানি তুমি আত্মশুদ্ধি, করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলকমালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা, নিজে কৈলে নবীন বিধান॥
পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজমত প্রচারিয়া, নিজে অবতার বুদ্ধি ধরি।
ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্ব পথ জলে দিলে, মহাজনে ভ্রম দৃষ্টি করি॥
ফোটা দীক্ষা মালা ধরি, ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী, তাই তাহে তোমার বিরাগ।
মহাজন পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ, পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ॥
এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি লইলে ছাই, ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে, দেহান্তে বা কি হবে উপায়॥

শুষ্কজ্ঞান, কর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ বা প্রয়াস বৈরাগ্যাদি যদি হরিকথায় আমাদের রতি উৎপাদন না করে তাহারও অনুষ্ঠান কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র যথা ভাগবতে :—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রমএব হি কেবলং॥

সেই হেতু ভক্তি-যোগেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি ব্যতীত স্থায়ী বৈরাগ্য ও কৃষ্ণদাস্যবুদ্ধ্যাত্মক জ্ঞানের উদয় হয় না যথা :—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং ॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মপ্রিয়ঃ সতাং।
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥

উপরি উক্ত ভাগবত বচনে জাতশ্রদ্ধ বুদ্ধিমান জনগণ শুদ্ধাভক্তিই জীবের চরম প্রতিপাদ্য জানিয়া ভক্ত ভাগবতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভক্ত ভাগবতের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার কৃপায় সম্বন্ধ জ্ঞান উদিত হইলে বিশুদ্ধ ভাবে ভজন করিতে করিতে মায়াভিমান বিদূরিত হইয়া জীব শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়া এই সংসারে অশেষ রসের সার স্বরূপ কৃষ্ণভক্তি কথামৃত রসকে সর্ব্বদা ভজনা করেন এবং ইহাতে যাহারা বিমুখ তাহারা দেব দানব মানব, পশুপক্ষী প্রভৃতি বিবিধ দেহ ধারণ পূর্ব্বক জন্মজরামরণাদি বহুবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে যথা পদ্মপুরাণে :—

যাবজ্জনো ভজতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্তিবার্ত্তাসুধারসমশেষরসৈকসারম্।
তাবজ্জরামরণজন্মশতাভিঘাতদুঃখানি তানি লভতে বহু দেহজানি ॥

বর্ত্তমান কালে বেদাদি শাস্ত্র ও ছয় গোস্বামী পাদকৃত দুরবগাহ্য বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মূলক গ্রন্থাদির সদর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণে অপটু মায়াবদ্ধ জীবগণের প্রতি সকৃপ হইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে ভক্তি-ব্যাখ্যাপূর্ণ বহুগ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন কিন্তু ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা রূপ ভ্রম চতুষ্টয় দুষ্ট মানববুদ্ধি দ্বারা ঐ সকল গ্রন্থের সদর্থ হৃদয়-

গম্য হয় না। জড়জাত বাক্য ও মন চিদ্বস্তুর নির্ম্মলতা স্পর্শ করিতে পারে না যথা বেদ বলিয়াছেন :—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

সাধুসঙ্গে শ্রীহরিনামের অনুশীলনে পারমার্থিকগণের চিদনুশীলন বর্দ্ধিত হইলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বর্ণিত চিৎ সমাধিলব্ধ অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। শ্রীগৌর সুন্দরের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীপাদ দামোদর নিগম কল্পতরুর সুমিষ্ট রস রূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রসজ্ঞ ভক্ত ভাগবতের নিকট আস্বাদন করিবার উপদেশ দিয়াছেন যথা :—

যাহ ভাগবত পড়, বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ॥

এই সদুপদেশ গ্রহণকারী কৃষ্ণোন্মুখী সাধকগণ, রসবহির্ম্মুখ মন্ত্রজীবি পেশাদার পাঠক বা বক্তার মুখে শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ শুদ্ধাভক্তির বাধক ও অপরাধ বোধে বর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বদা কৃষ্ণৈকভক্ত ভাগবত সঙ্গ বা তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থাদি সঙ্গ করিয়া থাকেন। 'সাধ্য বস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়' ও 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়' এইদুইটী তত্ত্বকে সংসারী জীবগণের গোচরীভূত করণাভিপ্রায়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই মরজগতে আবির্ভূত হন। তিনি, ভাগবত ধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক ও সংসারে মানব স্বতন্ত্র ভাবে অন্য দেবতাদির আরাধনা না করিয়া কি উপায়ে বৈধীসাধনভক্তির অনুষ্ঠানে ক্রমোন্নত হইয়া ভক্তপ্রিয় শ্রীভগবানের শ্রীচরণ প্রাপ্ত হন তাহা শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, জৈব ধর্ম্ম, শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা, শ্রীতত্ত্বসূত্র প্রভৃতি নানা গ্রন্থে প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার

গ্রন্থগুলি শুদ্ধভক্তগণের হৃদয়গ্রাহী ও নিত্যাস্বাদ্য। স্কান্দোক্ত ব্রহ্মনারদ সংবাদে আমরা দেখিতে পাই ভাগবত বা কৃষ্ণৈকভক্তের আসন সর্ব্বোচ্চ যথা :—

ন সৌরো ন চ শৈবো বা ন ব্রাহ্মো ন চ শাক্তিকঃ।
ন চান্য-দেবতা ভক্তো ভবেদ্ভাগবতোপমঃ॥

হে পাঠকবৃন্দ ভাগবতের বিকাশ এবং ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষত্ব যদি সম্যক্ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমার একান্ত অনুরোধ যে আপনারা অন্য সকল প্রকার জড়প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের অমৃতময় গ্রন্থগুলি শ্রদ্ধা সহকারে বিশেষ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক পাঠ করুন। শ্রীনামাশ্রয় পূর্ব্বক অনুক্ষণ ভক্তিশাস্ত্র সিদ্ধান্ত আলোচনা ব্যতীত ভক্তিবৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া জীবের শ্রীকৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস বা বিশ্বাস হয় না। বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রন্থাদির অনাদর করিয়া শ্রীচরিতামৃত বর্ণিত পাণ্ডিত্য প্রতিভা প্রতিষ্ঠা-লোলুপ পূর্ব্ববঙ্গবাসী অভক্ত কবির ন্যায় গৌরভক্ত সাজিয়া শুদ্ধভক্তি প্রচারের নানা প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে সেই জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

যদি রাজস ও তামস প্রবৃত্তি রূপ সংস্কারাসক্তি হৃদয় হইতে দূর করিয়া দশটী নামাপরাধ শূন্য হইয়া কৃষ্ণে একেশ্বর বুদ্ধি বা অনন্য শরণ হইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সিদ্ধান্ত বিচারে অলসতা পরিহার করিয়া উৎসাহের সহিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করুন।

জাড্য ও ঔদাসীন্য জাত শৈথিল্য দূরীকরণে ভক্তি সাধক ছয়টী বৃত্তির প্রথমটী উৎসাহ। ভজনের এক মাত্র সহায় জানিয়া ভগবদ্ভক্তি সাধক দিগের প্রথমেই ভাগবতগণের গ্রন্থাদি আলোচনায় উৎসাহ থাকা একান্ত আবশ্যক যথা শ্রীউপদেশামৃতে :—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিদ্ধ্যতি॥

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থগুলিতে বেদাদি শাস্ত্রের নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গুলি সরল ভাবে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সুবিচারিত হইয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আগ্রহ পূর্ব্বক ধীরচিত্তে পাঠ করিলে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় সকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে, উপাদেয়ত্ব অনুভব করিয়া চমৎকৃত হইবেন এবং তখন জানিতে পারিবেন যে পরম পুরুষ শ্রীভগবানের আরাধনায় ধন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপঃ, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়পটুতা, তেজ, প্রভাব, বল, পৌরুষ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি সমর্থ হয় না কেবল ভক্তির দ্বারা তিনি পরিতুষ্ট হন যথা প্রহ্লাদ বাক্যে :—

মন্যে ধনাভিজনরূপতপশ্রুতৌজ-
স্তেজঃ প্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়॥

ভক্তগণের নিরন্তর আস্বাদ্য ভক্তিসিদ্ধান্ত সমুদ্র শ্রীমদ্ভাগবত দুর্ব্বলচিত্ত মানবগণের স্বীয় স্বীয় যোগ্যতানুযায়ী ক্রমমার্গাবলম্বনে পাঠোপযোগী করিয়া 'শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালা' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণব জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। যদি অধিকারানুযায়ী বিশুদ্ধ ভক্তিভাবিত হৃদয়ে ভাগবতের সহিত ভাগবত রসাস্বাদ করিতে চান তাহা হইলে হে পাঠকবৃন্দ, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কৃত শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা পাঠ

করুন। রসসমুদ্র শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত মূলক নিত্য আস্বাদ্য শ্লোকগুলিকে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন নির্দ্দেশে বিভক্ত করিয়া স্বীয় বাঙ্গালা ভাষ্য সহ প্রকাশ করায় তত্ত্বপিপাসুগণের প্রকৃত আত্মকল্যাণ লাভের একটা মহা-সুযোগ হইয়াছে। সম্বন্ধ জ্ঞানশূন্য অনধিকারী পণ্ডিতাভিমানী ভাগবত জীবিগণের স্ব স্ব মত পোষক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অপরাধ ও অপসিদ্ধান্ত বিচারাক্ষম কোমলশ্রদ্ধ সরলজনগণকে প্রতারিত হইতে দেখিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ব্যথিত ও করুণ হইয়া বিংশ কিরণে শ্রীমদ্ভাগবতীমালা গুম্ফন করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার স্বার্থাভিসন্ধানশূন্য ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তির সাধনাতেই ভগবত্তত্ত্বের পরিস্ফুরণ হয় যথা শ্রীচরিতামৃতে ঃ—

সাধনভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহমান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

বিষয়মদান্ধ দুর্ভাগা জীবের চিন্ময় প্রেমের রাজ্যে অগ্রসর হইতে হইলে এই সাধনমার্গ অবলম্বন একমাত্র উপায়-বোধে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় কৃত শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম্ম, শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা, শ্রীতত্ত্বসূত্র, তত্ত্ববিবেক প্রভৃতি বিচার গ্রন্থ পাঠে সৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ভগবৎ আভিমুখ্য উৎপন্ন হইলে অবশেষে তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতার্ক মরীচিমালা অপ্রাকৃত মণিমালা জানিয়া কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক সুদুর্লভ প্রেমফল প্রাপ্ত হইয়া পরম কৃতার্থতা লাভ করেন। ক্রমমার্গের উপেক্ষীগণ সাধন ভক্তিক্রমে রাগানুগমার্গে অধিকারী না হইয়া কপট বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিয়া সাধারণকে রাগের ভজন শিক্ষা দিয়া সমাজকে অধঃপাতে লইয়া যাইতেছে। অনর্থমুক্ত হইয়া প্রকৃত শ্রীরূপানুগ ভক্তেরা রাগানুগমার্গে মানসে ব্রজভাবের দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবা করিয়া থাকেন এবং

সাধকভাব ধারণ করেন। কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী গোপীদিগের রাগ-মার্গের ভজন দেখিয়া যে সকল পরিমিতবুদ্ধি জীব প্রাকৃত শৃগাল কুক্কুর-ভক্ষ্য দেহে বাহ্যিক স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া ললিতা চিত্রা প্রভৃতি সখী নামে পরিচিত হইয়া রাগমার্গে গমন করে তাহারা প্রাকৃত কামের অনুসরণ করে। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিই ইহাদের উদ্দেশ্য, ইহাদেরই মর্কট-বৈরাগী বলে। ইহারাই 'ইন্দ্রিয়চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া'. ইহারা পরিহার্য্য, এই প্রকার চিন্ময় রসাস্বাদের ভানকারি জড়রসাস্বাদিগণ শুদ্ধ ভক্তগণের অগ্রহণীয় শোচ্য ও ত্যাজ্য। আজকাল স্বীয় অধিকার ও শ্রোতৃগণের অধিকার বিচার না করিয়া তথা কথিত ভাগবত পণ্ডিতেরা স্থানাস্থান পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া, নটাচার্য্যের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরাস পঞ্চাধ্যায় ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা করিয়া জগতে নানা অনিষ্ট সাধন করিতেছে

স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকুল।

শ্রীল রঘুনাথ দাসের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের এই সার উপদেশ আমাদের ন্যায় কলিহত সংসারী জীবের একমাত্র প্রতিপাল্য। পুঞ্জ পুঞ্জ ভক্তিপ্রদ সুকৃতি ও সাক্ষাৎ ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত একেবারে রাগানুগমার্গে সিদ্ধ হওয়া যায় না। সেই হেতু কলিতে অনুরাগ ভজন সার্ব্বজনিক ধর্ম্ম হইতে পারে না।

হে সুধী পাঠকবৃন্দ! কপটী মর্কটীগণের অসদাচরণ দৃষ্টে বৈষ্ণবধর্ম্মকে একটা কদাচারের বা যথেচ্ছাচারের ধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন না, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষিত বেদগর্ভোত্থিত শ্রীভাগবত ধর্ম্ম। যদি আপনারা আত্ম-যথার্থ অবগত হইয়া প্রকৃত বৈষ্ণব পন্থাবলম্বন করিয়া হরিভজন দ্বারা জীব-নের চরমার্থ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে নিষ্কপটে শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের অমূল্য সারগর্ভ তত্ত্বোপদেশ পূর্ণ গ্রন্থগুলির নিত্য

সঙ্গ করুন, অচিরেই তাঁহার কৃপায় অনর্থ বিগতে সুপ্তপ্রায় স্বধর্ম্মসুখ পুনরুদিত হইলে অন্তশ্চক্ষু লাভ করিবেন এবং আপনাদের শ্রীকৃষ্ণে স্থায়ী অনন্ত ভক্তি উদয় হইবে। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন ভক্ত ভাগবতের ভক্ত না হইয়া আমার ভক্ত হইলেই ভক্ত হয় না যথা :— .

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

ভাগবতে — নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

তাই বলি, হে সাধকগণ, আসুন, আমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তদাশ্রিত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত মহাজনদিগের পদধূলি পরমার্থ বোধে বরণ করিয়া দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম সফল করি এবং নিম্নলিখিত ব্রহ্মাকৃত স্তবদ্বারা তাঁহাদের সঙ্গ প্রতিজন্মে প্রার্থনা করি যথা :—

তদস্তু মে নাথ সভূরিভাগো ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাং।
যে নাহমেকোপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তবপাদপল্লবং॥

পদ্যানুবাদ—

এই নর জন্মেইবা অন্য কোন ভবে।
পশুপক্ষী হয়ে জন্মি তোমার বিভবে॥
এই মাত্র আশা তব ভক্তগণ সঙ্গে।
থাকি তব পদ-সেবা করি নানা রঙ্গে॥

শ্রীবিপিন বিহারি বিদ্যাভূষণ।

মায়াবাদ বিচার।

(দ্বাবিংশখণ্ডের ৩৩৬ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি ক্রমে)

শি—শুনিয়াছি, জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হইলে পাপ শূন্য হইয়া সর্ব্বেশ্বরত্ব লাভ করা যায়। এখানে জীবে ব্রহ্মত্ব সম্ভব হইতেছে ও ব্রহ্মীভূত জীব দ্বারা জন্মাদি কারণত্ব সম্ভব হইতেছে বলিয়া জীবই ব্রহ্ম।

আ—না। ব্রহ্মের লক্ষণ, বেদান্ত শাস্ত্রকর্ত্তা স্বয়ং কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঋষি বলিতেছেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। কীট পতঙ্গ হইতে বিরিঞ্চি পর্য্যন্ত অনন্তকোটি জীবাদি পূর্ণ অনন্ত অসংখ্য বিশ্বের জন্ম স্থিতি ও ভঙ্গের যিনি কারণ স্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম।

শি—এই জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়া থাকে, তবে এই জগতও ত ব্রহ্ম। কারণ স্বর্ণ হইতে উৎপন্ন হার যখন স্বর্ণ তখন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগৎও ব্রহ্ম।

আ—না তা হয় না। তুমি সাদৃশ্যটি এইরূপে বুঝিতে চেষ্টা কর কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করে। তাই বলিয়া কি ঘট ও কুম্ভকার এক বস্তু? ঘট্‌টিও কি কুম্ভকার? যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সে তাহার সমলক্ষণ বা তাহা হইতে অভিন্ন হইবে, তাহার বিচার ও প্রমাণ কি?

শি—প্রভু, শুনিয়াছি প্রকৃতি হইতে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি আদি হয়। তবে কি "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে প্রকৃতিকে লক্ষ্য করে?

আ—সাংখ্য দার্শনিকগণের মত তাহা বটে। কিন্তু তাহা একটী মতা-বাদ মাত্র তাহা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি। ঐ মত ভ্রান্ত ও কুতর্ক প্রসূত।

শি—প্রভু, সাংখ্য দর্শন, কপিল প্রণীত। কপিল ঋষি, তাঁহার বাক্য আপ্তবাক্য বলিয়া গণ্য। তাঁহার বাক্য ও মত ভ্রান্ত বলিতে সাংখ্য

অপ্রতিহত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রুতি ও শুনিয়াছি কপিলকে আপ্ত বলিয়া স্বীকার করেন। এ অবস্থায় তাঁহার মত যে ভ্রান্তিময় তাহা কিরূপে সম্ভব হয় ?

আ—"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" অর্থাৎ যিনি প্রথম প্রসূত কপিলকে জাত মাত্র ঋষি ও জ্ঞানী করিয়াছেন ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে কপিলের আপ্তত্ব কথিত হইয়াছে। সুতরাং কপিলের মত শ্রুতির বিরুদ্ধ হইতে পারে না। যেখানে শ্রুতি বিরুদ্ধ দেখা যায় সেখানে কপিল, শ্রুতির উক্ত কপিল নহেন। বেদ বিরুদ্ধ সাংখ্যস্মৃতিপ্রবর্ত্তক কপিল অগ্নিবংশে উৎপন্ন জীব বিশেষ। মায়া-মোহিত হইয়া ঐরূপ বেদবিরুদ্ধ সাংখ্য মত সৃষ্টি করিয়াছেন; যে কপিল কর্দ্দম ঋষি হইতে উদ্ভূত বাসুদেব কপিল নহেন। যথা স্মৃতি—

কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যতত্ত্বং জগাদ হ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ॥
তথৈবাসুরায় সর্ব্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্।
সর্ব্ববেদবিরুদ্ধন্তু কপিলোঽন্যো জগাদ হ॥
সাংখ্যমাসুরায়ান্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্। ইতি

এই সকল কারণ প্রযুক্ত বেদবিরুদ্ধ সাংখ্য শাস্ত্র রচয়িতা কপিলের আপ্তত্ব অসিদ্ধ হওয়ায় তাহার কথিত প্রকৃতিকারণবাদ (যাহা শ্রুতি মধ্যে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না) কেবল মায়ার ক্রীড়া বা মোহ মাত্র। সুতরাং প্রচলিত সাংখ্য দর্শন যে ভ্রান্ত মত সে বিষয়ে সংশয় নাই। দ্বিতীয়তঃ যদিও শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি কপিলকে আপ্ত মধ্যে স্থান দিয়াছেন এবং প্রাচীন দর্শনে মল্লবর বলিয়া কপিলের খ্যাতি আছে সত্য কিন্তু বৃহস্পতি বলিয়াছেন "[illegible]

যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে। সাংখ্যমতপ্রবর্ত্তক কপিল আপ্ত ঋষি হইলে তাহার মত শ্রুতিবিরুদ্ধ হইত না তৃতীয়তঃ যেপর্য্যন্ত সাংখ্য হইতেও উৎকৃষ্টতর দর্শন বেদান্ত দর্শনের সৃষ্টি ও প্রচার না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত সাংখ্যের আদর ছিল। বেদান্তের উদয়ে সাংখ্যের জ্যোতিঃ হীনপ্রভ হইয়াছে। "কিরাত" ও "মাঘ" কাব্য জগতে শীর্ষ স্থানীয় ছিল। কিন্তু শুনা যায় তাবদ্‌ভা ভারবের্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ। উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ক মাঘঃ ক্ক চ ভারবিঃ॥

শি—প্রভু তবে সাংখ্য দার্শনিকদিগের মত সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

আ—কপিলের সাংখ্য শাস্ত্র একটি বিস্তৃত বিচার শাস্ত্র। আমি সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিতেছি। তুমি অনুধাবন করিতে চেষ্টা কর। মূলপ্রকৃতি বা প্রধান নামক পদার্থটী অবিকৃতি অর্থাৎ কাহার ও কার্য্য নহে। পরন্তু সেই প্রকৃতিই পরম কারণ স্বরূপ। মহৎ অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ শব্দ গন্ধ রূপরস স্পর্শ তন্মাত্র এই সাতটী পদার্থ কার্য্য ও বটে কারণ ও বটে। অর্থাৎ কার্য্য কারণ এই উভয় স্বরূপ। আর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত ও মন এই ষোলটী পদার্থ বিকার বা কার্য্য স্বরূপ। এবং পুরুষ কারণ ও নহে কার্য্য ও নহে। ইহাই সাংখ্যগণের পদার্থ সঙ্কলন।

শি—এখন আপনার কথিত সাংখ্যের মূল প্রকৃতি বা প্রধান আদি পদার্থ সমুহের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি। প্রথমতঃ প্রকৃতিটি কি? সাংখ্যগণ যাহাকে কারণ বলিতেছে ?

আ—প্রকৃতি—সুখ দুঃখ মোহাত্মক, লঘুত্ব প্রকাশ স্পন্দন বা চলন, ... এবং অতিশয় অতীন্দ্রিয় একমাত্র কার্য্য

গম্য পার্থক্য, ন্যূনাধিক ভাবশূন্য ও সত্ত্বরজস্তমোনামক দ্রব্য। সত্ত্বরজঃ তমোনামক গুণত্রয়ের সাম্যরূপা সেই প্রকৃতি স্বয়ং অচেতন কিন্তু চেতন পদার্থ পুরুষের ভোগ-মোক্ষ-প্রয়োজনরূপা। প্রকৃতি—নিত্য, সর্ব্বব্যাপী ও নিরন্তর বিকারশীল। সে কাহারও কার্য্য নহে। পরন্তু পরম কারণ স্বরূপ। সাংখ্য,কারিকায় উক্ত হইয়াছে ঃ—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"

শি—সাংখ্যের মূল প্রকৃতি কি তাহা আপনার কৃপায় বুঝিলাম এখন মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই যে সাতটী পদার্থ, ইহারা কি?

আ—উহারা মূলপ্রকৃতির কার্য্য এবং নিজ অধস্তন তত্ত্ব সকলের কারণ।

শি—সাংখ্যের ষোলটী পদার্থ কি কি? ও তাহাদের বিবরণ বলিতে আজ্ঞা হয়?

আ—ক্ষিতি অপ তেজ, মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত। চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই ষোলটী পদার্থ। ইহারা কেবল বিকারাত্মক বা পরিণামশীল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ।

চেতনা না হবে কভু।

(১)

কৃষ্ণ, আমি শিশু, জ্ঞানহীন পশু,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
অতি ক্ষুদ্র মন, বধির শ্রবণ,
আনন্দে উন্মত্ত প্রাণি।

(২)

তোমার আদেশ, না মানি বিশেষ,
পদে পদে সদা পড়ি।
কাঁদিয়া আকুল, না দেখিগো কুল,
সহজে দাঁড়াতে নারি।

(৩)

ক্ষম বার বার, কত শত বার,
তথাপি পড়ি যে ভুলে।
সাধ দাঁড়াইতে, না দেয় রিপুতে,
সুধু মনের দুর্ব্বলে।

(৪)

না আছে সম্বল, অতি যে দুর্ব্বল,
সবলে দাড়াতে যায়।
সংসার পিচ্ছিলে, পড়ে যাই বলে,

(৫)

কৃষ্ণ, জনম অবধি, শিশু নিরবধি,
খেলা করি ধূলা ল'য়ে।
ধূলাতে আনন্দ, ধূলাতেই অন্ধ,
ভুলে গেছি ধূলা পেয়ে।

(৬)

ধূলার গৃহেতে, খেলিগো সুখেতে,
ধূলা লয়ে হাসি খুশি।
মোদের অভয়, দাও দয়াময়,
বিপদ দুর্ব্বল নাশি।

(৭)

ভুল একবার হলে কি গো আর
লবেনা কোলেতে তুলি।
ঘৃণিত বলিয়া যাবে কি চলিয়া,
আমাকে দূরেতে ফেলি।

(৮)

কৃষ্ণ, তাহলে না আর, হব পরিষ্কার,
এজনমে আর প্রভু।
রব অচেতন, ভূমেতে পতন,
চেতনা না হবে কভু।

শ্রীসতীশ সাধু।

ঐকান্তিক ও ব্যভিচারী।

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।" একটী মাত্র অন্ত যাহার তিনি ঐকান্তিক বা ভক্তভৃত্য। একটী বলিতে সংখ্যাগত যাবতীয় নানাত্বের বিপরীতভাব প্রকাশ করে। শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ॥ হে অর্জ্জুন এক মাত্র ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি করিবে; অব্যবসায়ীগণ নানা প্রকার বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া অসংখ্য বিষয় সৃষ্টি করে। লক্ষ্যবস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে দুই নৌকায় দুই পা দিলে অকল্যাণ প্রসব করে। ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হন। ব্যভিচার আচারের অপব্যবহার; লক্ষ্য-ভ্রষ্ট জীবের তাহাই উপাস্য। অসংযত ব্যক্তিগণ বহুলক্ষের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কোন বস্তুই লাভ করিতে পারেন না। যেখানে স্বজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণ সমবেত না হন সেইখানেই বিষম জাতীয় সংহতিতেই ব্যভিচার।

অদ্বয় জ্ঞান ভগবান, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু কিন্তু ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অভাবে ব্যভিচারক্রমে সেই বস্তু বিভিন্ন বলিয়া উপলব্ধ হয়। ঐকান্তিকতার অভাবই এই ব্যভিচার আনয়ন করে। আবার এই প্রকার ব্যভিচার পোষণ করিয়াও কাল্পনিক পঞ্চদেবতার উপাসকবৃন্দ বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক এক মাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কল্পনা করেন। বহ্বীশ্বর বাদের ব্যভিচার হইতে রক্ষা পাইতে গেলে একমাত্র নির্ব্বিশেষ কল্পনাই ঐকান্তিকতা পোষণ করে। ঐকান্তিকতার অভাবে একজ্ঞানের পরিবর্ত্তে পাঁচ প্রকার কৃষ্ণেতর বাহ্যলক্ষণে লক্ষীভূত বস্তুকে ঈশ্বর স্বীকার ও তাহাদের ঈশ্বরত্বের বিলোপ সাধন করিয়া বস্তুন্তরকে অদ্বয় জ্ঞানে পর্য্যবসিত করিলে

ঈশ্বরগুলির বিশেষত্ব ধ্বংস হয়, সেই কালে কৃষ্ণেতর বাহ্যদর্শন জন্য পঞ্চোপাসনাগত ব্যভিচার আর থাকিতে পারে না। একজন সেবক যেরূপ বহু প্রভুর সেবা করিতে অসমর্থ তদ্রূপ ঐকান্তিক, বহ্বীশ্বরবাদের প্রশ্রয় দেন না। ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিলে উদারতা হয় যাহারা বলেন তাঁহারা কখনই অসাম্প্রদায়িক হইতে পারেন না। উপাস্যবস্তু কখনই বহু হইতে পারেন না। অনুরাগের অভাব হইতে বিরোধের স্বভাব হইতে বহ্বীশ্বরের প্রবর্তন শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।

অদ্বয় কৃষ্ণ জ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই মানব দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হন। এই অভিনিবেশই তাঁহাকে অভয়পদ ঐকান্তিকতা হইতে বিস্মরণ করাইয়া ভয়রূপ ব্যভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করেন। ঐকান্তিকগণের উপাস্য বস্তুকে বহুজ্ঞান হইলে ভয়ের উৎপত্তি। বিষয়ের বহুত্বজ্ঞানই ভয়ের কারণ। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়। যাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ব্যভিচার কামনা ক্রমে কামনানুসারে নিজ নিজ কাম পুষ্টি জন্য সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও রুদ্র উপাসনা প্রবর্তন করেন তাহারাই বহ্বীশ্বর বাদী ও ব্যভিচারী। ভগবৎ তত্ত্ব হইতেই বিমুখতাক্রমে বাহ্যবিচার ও বাহ্য দর্শন দ্বারা পঞ্চদেবতার কল্পনা হয়। বহু কামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে জীব কৃষ্ণকাম বা অদ্বয় জ্ঞান লাভ করেন। সেকালে তাঁহার বাসনাবশে বিভিন্ন উপাসনা থাকে না। ব্যভিচারিসম্প্রদায় এই বুক্তাবস্থাকেও গর্হণ করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। ব্যভিচারির দল বলেন কৃষ্ণভক্তগণ স্বার্থপর ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বিজড়িত তাঁহারা ভগবানকে ব্যক্তিগত (personal) করিতে ব্যগ্র। সুতরাং ঐকান্তিক ভক্তের সহিত গণেশ পূজকের মত ভেদ আছে। গণেশ পূজা করিলে অর্থসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী কিন্তু কৃষ্ণ পূজা করিলে পার্থিব অর্থকে অনর্থ

ব্যক্তিগত স্বার্থ স্বার্থপরের চমৎকারিতা পোষণ করে না। জড়ার্থকামী ব্যভিচারিদল পঞ্চোপাসনার প্রতি আদর করিয়া ঐকান্তিকতা বিনাশ করে এবং ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তকে তাহারই ন্যায় ব্যক্তিগত জড় স্বার্থের দাস বলিয়া মনে করে। কিন্তু এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে কৃষ্ণ বস্তুটী জড়ের অন্যতম নহে। কৃষ্ণদাস্যে যে ঐকান্তিকতা ও স্বার্থপরতা, ব্যভিচারিদল দেখিতে পান উহা তাহাদিগের ন্যায় হেয়-পূর্ণ স্বার্থপরতা নহে। গণেশ পূজকের স্বার্থ অর্থালিপ্সা। তাদৃশ অর্থের দ্বারা কৃষ্ণৈকশরণের স্বার্থ বিলোপ সাধন ও নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণাদি ঘটে। অনন্য কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণপূজা অনন্য কৃষ্ণভক্তের ইন্দ্রিয় তর্পণ ও ব্যক্তিগত ঘৃণিত স্বার্থ নহে। গণেশ পূজক তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন যে জগৎ পঞ্চাইতী শাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই উচিত। ভক্তগণের ঐকান্তিকতা ঘুচাইয়া দিয়া আমরা পাঁচজনে ভোট দিয়া ব্যভিচার আনয়ন করিব। জড়জগতে পাঁচের অধিকার থাকুক কিন্তু ঐকান্তিকতা ও অনুরাগের স্বরূপ যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারা নানাত্ব বহুত্ব ও সাধারণী ভাবেরই আদর না করিয়া ভগবান্ আমারই স্বায়ত্তীকৃত বস্তু ইহাতে ব্যভিচারীর সাধারণের বা অন্যের স্বরূপতঃ কোন অংশ নাই জানেন। ঐকান্তিকতার মধ্যে অপরের কোন অংশ থাকিতে পারে না। ঐকান্তিক ভক্ত একল সেবা পরায়ণ আবার তাঁহার স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ উদ্দেশের অনুকূল সহচরগণকে নিজ হইতে অপৃথক্ বুদ্ধি করেন। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় প্রভৃতি ভক্তির পরমোচ্চস্তরের ভজন প্রভাবের কিছু কিছু উপলব্ধি যাহার হইয়াছে তিনিই ঐকান্তিকের নিষ্ঠা বুঝিতে সমর্থ। তৎপূর্ব্বে নানা অনর্থ ও জঞ্জাল আসিয়া তাঁহার অদ্বয় স্বরূপ জ্ঞানে বিপৎপাত ঘটাইবে। কৃষ্ণভক্তই ঐকান্তিক

কৃষ্ণভক্ত কখনই সাধারণী বহ্বীশ্বরসেবীর সঙ্গ করেন না। তাঁহাদিগকে সৎপথে আনয়নের জন্ত, তাঁহাদের বিষয় উন্মুক্ত করিবার জন্য যত্ন করেন কিন্তু তাদৃশ সাধারণী কৃষ্ণেতর দেবোপাসকের বিমুখ চেষ্টার আদর করেন না। শুদ্ধবৈষ্ণবকে স্বার্থপর মনে করিয়া তাহাকে পাঁচমিশালী মতবাদী করিয়া তুলিবার চেষ্টা ব্যভিচারিদলে আদর পাইতে পারে কিন্তু তাদৃশ দল যখন নিজ নিজ অসৎচেষ্টা ছাড়িয়া দেন তৎকালে তিনিও ঐকান্তিক হইতে পারেন। ঐকান্তিকতা বিনাশ প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তাহার কোন মঙ্গল হয় না।

বাল্যে নামাশ্রয়।

ছেলে কালই হরিনামের
অধিকারের মূল,
মনে রয়না (তখন) বিষয়-বেড়া
(জড়ে) বুদ্ধি থাকে স্থূল।
যুবা, বৃদ্ধের চিন্তা নানা,
(তাদের) শীঘ্র যায়না (সৎ) পথে আনা
মনে রয় বিষয়ের টানা
(তাদের) স্ব স্বরূপ হয় ভুল।
রুচি মন কোমল সহজে,
সরল মন সহজে মজে;
বালক প্রাণের ব্যাকুল ডাকে—

ছেলে কালে ভজ্‌লে হরি,
কৃপা করেন বংশীধারি
আহা সে কেমন সুশোভা
(ফুটে যেন) চারা গাছে ফুল।

বঞ্চিত—
শ্রীনারায়ণ দাস বিদ্যাভূষণ।

নির্জ্জনে অনর্থ।

(দুষ্ট) মন তুমি কিসের বৈষ্ণব।

প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে, তব হরিনাম কেবল কৈতব।
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা, জাননা কি তাহা মায়ার বৈভব॥
কনক কামিনী, দিবস যামিনী, ভাবিয়া কি কাষ অনিত্য সে সব।
তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব॥
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব।
প্রতিষ্ঠাশাতরু, জড়মায়ামরু, না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব॥
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা, তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।
হরিজন দ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশা ক্লেশ, কর কেন তবে তাহার গৌরব॥
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে, তাত কভু নহে অনিত্য বৈভব।
সে হরি সম্বন্ধ, শূন্য মায়া গন্ধ, তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব॥
প্রতিষ্ঠা চণ্ডালী, নির্জ্জনতা জালি, উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব।
কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব, কি কাজ ঢুড়িয়া তাদৃশ গৌরব॥
মাধবেন্দ্রপুরী, ভাব ঘরে চুরি, না করিল কভু সদাই জানব।
তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা, তার সহ সম কভু না মানব॥

মৎসরতা বশে, তুমি জড় রসে, মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন সৌষ্ঠব।
তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন, প্রচারিছ ছলে কুযোগী বৈভব॥
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে, শিক্ষা দিল যাহা চিন্ত সেই সব।
সেই দুটী কথা, ভুলনা সর্ব্বথা, উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম রব॥
ফল্গু আর যুক্ত, বদ্ধ আর মুক্ত, কভু না ভাবিহ একাকার সব।
কনক কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব॥
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত, সংসার তথায় পায় পরাভব।
যথা যোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ, অনাসক্ত সেই কি আর কহব॥
আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত, বিষয় সমূহ সকলি মাধব॥
সে যুক্ত বৈরাগ্য, তাহাত সৌভাগ্য, তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।
কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠা সম্ভার, তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব॥
বিষয় মুমুক্ষু, ভোগের বুভুক্ষু, দুয়ে ত্যজ মন দুই অবৈষ্ণব।
কৃষ্ণের সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত স্কন্ধ, কভু নহে তাহা জড়ের সম্ভব॥
মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন, মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ, কেনবা ডাকিছ নির্জ্জন আহব।
যে ফল্গু বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী, সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
হরি পদ ছাড়ি, নির্জ্জনতা বাড়ি, লভিয়া কি ফল ফল্গু সে বৈভব॥
রাধা দাস্যে রহি, ছাড়ি ভোগ অহি, প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন গৌরব।
রাধা নিত্যজন, তাহা ছাড়ি মন, কেনবা নির্জ্জন ভজন কৈতব॥
ব্রজবাসিগণ, প্রচারক ধন, প্রতিষ্ঠা ভিক্ষুক তারা নহে শব।
প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণ-গাথা সব॥
শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ, কর উচ্চৈঃস্বরে হরি নাম রব।
কীর্ত্তন প্রভাবে, স্মরণ হইবে, সেকালে ভজনে নির্জ্জন সম্ভব॥

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কাকড়ের মাঠে পথ ও জলাশয়।

নূতন মিঞাপুর গ্রাম পত্তনকারীগণ নদীয়া জেলা বোর্ডে ২৯শে বৈশাখ তারিখে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে তাহারা কুলিয়া হইতে কাকড়ের মাঠকে মিঞাপুর নাম দিয়া সেই পর্য্যন্ত নূতন রাস্তার উন্নতি কল্পে আনুকূল্য চাহেন। ১২ই জুন বোর্ডের মিটিংএ স্থির হয় যে তাহাদের আবেদন নামঞ্জুর হউক এবং বোর্ড কোন আনুকূল্য করিবেন না। ২৯শে জুন আবেদনকারী এই সংবাদ জানিতে পারিয়াছেন। কাকড়ের মাঠে নূতন মিঞাপুর বসাইয়া সেখানে আবার ঘোষ হাট নাম দেওয়া হইয়াছে।

জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নদীয়ার মহারাজ বাহাদুরের নিকট মহেশগঞ্জ নদীয়া রোড হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তার আবেদন হইবে। অনেক ভদ্রলোক এই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিতেছেন। প্রাচীন গ্রাম শ্রীমায়াপুরেই শ্রীগৌর জন্মস্থান যোগপীঠ শ্রীমন্দির, কাজীর সমাধি, সেনবংশীয়গণের ভগ্ন প্রাসাদ প্রভৃতি সাধারণের দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ প্রাচীনতার নিদর্শন রাখিয়াছে।

নির্য্যাণ সংবাদ।

ফরিদপুর ডোমসার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী পরম ভাগবত রাজর্ষি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায় মহোদয় বিগত ৬ই আষাঢ় মধ্যাহ্নকালে তাঁহার কলিকাতা-স্থিত ভবনে ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বধামে বিজয় করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তি-অনুষ্ঠানের কথা আর শুদ্ধবৈষ্ণবজগতে জানিতে কাহারও বাকী নাই। [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী স্বামিপাদের দর্শনেচ্ছালাভের আর্ত্তি

তাঁহার সুনির্ম্মল ভক্তির আদর্শ তাঁহার জীবনী লেখকের নির্দর্শন হইবে। তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার একজন বিশিষ্ট সহায় ছিলেন। বিগত বর্ষে কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ জন্মোৎসবে তাঁহার ঐকান্তিক সেবা-প্রবৃত্তি দর্শকবৃন্দের কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণকালে বিগতবর্ষে তিনি নগ্নপদে যে ভাগবত জীবনের বিশুদ্ধ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা বঙ্গের প্রত্যেক ভক্তিমান্ সুখ-পালিত ভূম্যধিকারীর অনুসরণের বস্তু। তাঁহার অনুপম চরিত্র, অলৌকিক অমায়িকতা ও শুদ্ধভক্তিতে আশ্চর্য্য অনুরাগ বৈষ্ণবগণের সর্ব্বদা আলোচ্য বিষয়রূপে এখন কিছু দিন হরি সেবার সহায়তা করিবে। তাঁহার অনুসরণ প্রত্যেক সাধুহৃদয় গৃহস্থবৈষ্ণবের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। রাজর্ষি মহোদয়ের বিরহ বৈষ্ণবজগতে দুর্ব্বিষহ॥

স্বধাম প্রয়াণ।

বিগত ৯ই আষাঢ় বুধবার শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ঠাকুরাণী দ্বিসপ্ততিবর্ষে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর মহাশয় ঠিক ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই ৯ই আষাঢ় দিবসেই নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। ঠাকুর মহাশয়ের পরম পদ লাভ করিবার দিন হইতে এই পূর্ণ ছয় বর্ষ কাল তিনি অহর্নিশ ভগবৎসেবায় শ্রীনাম গ্রহণ করিতেন। শ্রীগিরিধারী সেবাতৎপরা থাকিয়াও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের ত্যক্তগৃহাভ্যন্তর ও নির্দ্দিষ্ট স্থান ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করেন নাই ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রিতজনগণকে অপ্রাকৃত বাৎসল্যে দর্শন ও সর্ব্বদাই তাহাদের প্রকৃত্যাতীত গুণের অনুরাগিণী ছিলেন। শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অনুরাগের পরাকাষ্ঠা অন্য কোন ভক্তে অদ্যাপিও দৃষ্ট হয় না।

গ্রন্থ প্রচার।

ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থখানি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দার্শনিক গ্রন্থ। ইহার আলোচনা বর্ত্তমানকালে শিক্ষিত ভক্তসম্প্রদায়ের মধ্যে হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থনির্ম্মাণের কাল হইতে অতি অল্প সংখ্যক ভক্তই এই গ্রন্থের প্রভূতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীভাগবতের নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রীগৌর-সুন্দর নিজ পার্ষদগণের মধ্যে যাহা অভিব্যক্ত করেন, শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাহাই ষট্‌সন্দর্ভ বা ভাগবতসন্দর্ভে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়াই সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাহাতে এই গ্রন্থ নিষ্কপট তত্ত্বপিপাসুর সহজে আয়ত্তাধীন হয় তজ্জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সকলেই বিশেষতঃ অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী ও সহায়বর্গ সর্ব্বদাই অভিলাষ করেন। এই অভাবমোচনকল্পে শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী স্বামিপাদ সন্দর্ভের অনুবাদ ব্যাখ্যা প্রভৃতি নির্ম্মাণ কার্য্যে দুই মাস হইতে বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়াছেন। সেই কার্য্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তবাস ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ মহাশয় তাঁহার সাহায্যের জন্য ব্রতী হইয়াছেন। ভাগবত সন্দর্ভের উপোদ্‌ঘাত তত্ত্বসন্দর্ভের কয়েকটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাই প্রথমে পুনঃ প্রচার করা অপেক্ষা গ্রন্থের অপরাংশ যাহা পাঠকের দুর্ল্লভ আছে তত্তদংশ প্রচার করা সমীচীন বিচারে ভক্তিসন্দর্ভের কার্য্য সর্ব্বাগ্রে আরম্ভ হইয়াছে। সম্বন্ধ বিষয়ক তিনটী সন্দর্ভের অনেকাংশ পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছে। যদ্দ্বারা পাঠক-গণ ঐ গ্রন্থের অভাব তাদৃশ বোধ করিতেছেন না।

ষষ্ঠ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব।

শ্রীগোদ্রুমে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে এবার বিরহ মহোৎসব ২রা আষাঢ় হইতে ৬ই আষাঢ় পর্য্যন্ত পরম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তি-

বিনোদ কিঙ্কর শ্রীভক্তিতীর্থ মহাশয়, শ্রীভক্ত্যাশ্রম মহাশয় ও শ্রীভক্তিপ্রদীপ মহাশয় এবং অন্য অনেক ভক্তমণ্ডলী উপস্থিত থাকিয়া যথাবিধি উৎসবের সর্ব্বাঙ্গের পারিপাট্য বিধান করেন। কীর্ত্তনানন্দ ও হরিকথার আদৌ অবচ্ছেদ ছিল না। শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের বিরহ মহোৎসবও ধারাবাহিক সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা।

(শিবপুর)

কুষ্টিয়ার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে ২০শে চৈত্র হইতে দিবসত্রয় শ্রীসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভামণ্ডপে প্রত্যহই শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী স্বামিপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ আসনস্থ ভক্তগণ সহ হরিকথা ও ভজনের অনুকূল বর্ণাশ্রম বিধির সকল কথা আলোচনা করেন। বিরক্তভক্ত শ্রীযুত মুকুন্দ বিনোদ দাস বাবাজী মহাশয় স্থানীয় কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে শ্রীনামহট্ট প্রচার কার্য্যে এ প্রদেশে সহায়তা করেন।

(খুলনা।)

বিগত ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে খুলনা ধর্ম্ম সভাগৃহে শ্রীসভার একটী অধিবেশন হয়। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী স্বামিপাদ এবং মহা-মহোপদেশক শ্রীযুত জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বিদ্যাবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী বি এ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তভূষণ মহোদয় পরম মধুর হরিকথা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের কৌতূহল বৃদ্ধি করেন।

(বরহাণগঞ্জ)

১০ই জ্যৈষ্ঠ হইতে চারি দিবস কাল ফরিদপুর জেলার বরহাণগঞ্জ বন্দরে শ্রীযুত [illegible]

হইয়াছিল। প্রত্যেক দিবসেই শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী পাদ হরি কথায় শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রত্যহই শুদ্ধ নাম-সংকীর্ত্তন ও নানা বিষয়ে ভক্তগণ অনেকেই সভাস্থলে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত অধিকারী মহাশয়ের বৈষ্ণবজনোচিত ব্যবহারে ভক্তগণ বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন।

পত্রাবলী।

(১)

কুমিল্লায় কিছুদিন পূর্ব্বে ১৯শে চৈত্র হইতে ২৮শে পর্য্যন্ত কাশিম-বাজার গৌড়ীয় শ্রীবৈষ্ণব সম্মিলনীর একটি অধিবেশন হয়। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার কয়েকটী সভ্যকেও সেই সম্মিলনীতে যোগদান পত্র দেওয়া হয়। তাঁহারা শ্রীসভায় ঐ পত্র ও বিবরণ পত্র প্রেরণ করেন। সভা হইতে কয়েকটী প্রশ্ন সম্মিলনীতে প্রেরিত হয়। তৃতীয় প্রশ্নটিতে সাধারণ বিচার লক্ষ্য করিয়া ব্যক্তিগত নাম প্রবেশ করিলেও উহাও ব্যক্তিগতভাবে উদ্দিষ্ট হয় নাই কারণ বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা সভাপতি বাহাদুরকে আন্ত-রিক শ্রদ্ধা করেন। শ্রীসভা প্রত্যেক দীক্ষিত বৈষ্ণব দাসাভিমানীর দীক্ষিতের লক্ষণ উপনয়ন সংস্কারের আবশ্যকতা আছে জনসাধারণকে শুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিগূঢ় বিচার জানাইতে চাহেন। দীক্ষিত ব্যক্তি বর্ণাশ্রমাতীত হইলে তাঁহাকে পরমহংস বৈষ্ণব বলে। সেকালে জড়াভিমানের পরমোচ্চতমত্ব স্বীকৃত হয় মাত্র। উহা তৃণাদপি সুনীচত্বের প্রতিকূল। সম্মিলনী হইতে ঐ পত্রের কোন সদুত্তর অদ্যাবধি আগত না হওয়ায় এবং বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিচার করিয়া ইহা সাধারণ্যে প্রচারার্থ সভার সম্পাদক শ্রীপত্রিকায় প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং—

আপনার প্রেরিত ১ খানা নিমন্ত্রণ পত্র ও কার্য্যবিবরণী পাওয়া গেল। সম্মিলনীর উদ্‌যোগকারী ও সমাগত বৈষ্ণববৃন্দের নিকট আমাদের নিম্ন-লিখিত কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থাপিত করিয়া তাহার সদুত্তর যথাসম্ভব শীঘ্র জানাইলে বাধিত হইব এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভায় আলোচিত হইতে পারে।

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি।
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন কবিভূষণ (এম্, এ।
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সম্পাদক।

১ম প্রশ্ন—কাশীম শব্দের পূর্ব্বে দুইটি শ্রী লিখিবার সার্থকতা কি ? উহা গৌড়ীয় শব্দের পরে ও বৈষ্ণব শব্দের পূর্ব্বে বসাইলে কি অসুবিধা হইত ?

২য় প্রশ্ন—খৃষ্টানী ফ্যাসনে যে ৪৩৪ চৈতন্যাব্দ লিখিত হয় তাহা কি ১৩২৬ সালের চৈত্রের শেষ দিন পর্য্যন্ত চলিবে ? না শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথি হইতে আরম্ভ হইয়া আর্য্যপদ্ধতি অনুসারে লিখিত হইতেছে।

৩য় প্রশ্ন—কাশীম বাজার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর সভাপতি বাহাদুর যদি দীক্ষিতবৈষ্ণব হন, তবে তিনি দ্বিজ এবং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ জানিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব সম্মিলনীর সভাপতি করা শাস্ত্র সঙ্গত। নতুবা শূদ্রের সভাপতিত্বে বৈষ্ণবপ্রভুগণ ও প্রভুসন্তানগণ কিরূপে সভ্য হইতে পারেন ? ভক্তির পরিমাণানুসারে সভাপতিত্ব ? না অন্য বিচারে বৈষ্ণব সম্মিলনীর সভাপতিত্ব নির্দ্দিষ্ট হইবে ? একথাও আমাদের জিজ্ঞাস্য।

৪র্থ প্রশ্ন—কার্য্য বিবরণীতে দেখা যায় যে শ্রীরসালস ও কুঞ্জভঙ্গ শ্রীদানলীলা, শ্রীরূপাভিসার, শ্রীবাসক সজ্জা, শ্রীউৎকণ্ঠা, শ্রীবিপ্রলব্ধা, শ্রীখণ্ডিতা, শ্রীরসোদ্গার, শ্রীরূপানুরাগ,শ্রীঅভিসার ও মিলন, শ্রীনিত্যরাগ, শ্রীঅলস ও জাগরণ, ও শ্রীস্বাধীনভর্তৃকা গান হইবে। কোন্ কোন্ মুক্ত পুরুষ, কোন্ কোন্ মুক্ত পুরুষের নিকট বা দ্বারা উপরি লিখিত রূপ, গুণ, লীলা শ্রবণ করিবেন তাহার একটী তালিকা কি আমরা পাইতে পারি? জড়েন্দ্রিয় তর্পণরত বদ্ধজীবের নিকট এই সকল লীলা গান শ্রবণ ও তাদৃশ চেষ্টা বদ্ধজগতে করিতে গেলে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে বৈষ্ণব প্রভুগণ ও প্রভুসন্তানগণ কি করিয়া দাসসন্তানগণকে রক্ষা করিবেন? কেনই বা শ্রীল ঠাকুর মহাশয় "আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা" লিখিলেন? কেনই বা শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু "প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণং অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপস্য স্ফুরণম্" লিখিলেন? এবং কাহার জন্য লিখিলেন? আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, প্রভু সন্তান, শূদ্র বৈষ্ণব সন্তান, আচার্য্য সন্তান, গৃহি বাউল, অতিবাড়ী গৌরনাগরী ও দাদা ও মা সম্প্রদায়ের সকলকেই আপনারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেন কি না? খোলবাজনদার, নাচনেওয়ালা, কৃত্রিম ভাবুকদল, রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়, বিজয় কৃষ্ণ সম্প্রদায়, ধনীয়া পাহাড়ী সম্প্রদায়, ত্রিবিধ দয়ানন্দী, নিগমানন্দী, বালানন্দী, পাগলহরনাথ সম্প্রদায় তথা বামাক্ষেপাই, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনী প্রতীপ প্রিয়নাথীয়, রাধাস্বামী বা ধারা ফকিরিয়া, জগদ্বন্ধুদাসগণ, রাত ভিখারী, বলাহাড়ীয়া, বাবা ঠাকুরিয়া, সাহেব ধনীয়া, হরিবলা, কালাচাঁদি বা কিশোরী ভজা, কানাই ঘোষী, রামদুলালী, চরণদাসীয় ও চরণপালীয় প্রভৃতি যাবতীয় হিন্দুগণকে আপনারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেন কি না?

শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব ব্যতীত আর কাহাকেও আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিতে প্রস্তুত নহি। এ বিষয়ে আপনাদের কি বক্তব্য আছে?

৫ম প্রশ্ন—নামাপরাধ কীর্ত্তনকে আপনারা নাম কীর্ত্তন বলেন কিনা? এবং নামাভাস কীর্ত্তনকে আপনারা নামকীর্ত্তন বলেন কিনা? "নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন" একথা আপনারা বিশ্বাস করেন কিনা? অপরাধবিদ্ধ নাম কীর্ত্তনকে আপনারা তুচ্ছফলপ্রদ জানেন কি না? নাম ও নামীর মধ্যে ভেদ আছে জ.নিয়া অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত নামের সমতা বুদ্ধি, অপরাধের অন্তর্গত জানেন কি না?

৬ষ্ঠ প্রশ্ন—কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা লোভে যাহারা নাম মন্ত্র ও ভাগবত বিক্রয় বা খরিদ করে, অথবা হরিভজনের নামে প্রাকৃত লাম্পট্য প্রচারের আবাহন করে, তাহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব কি না? ভৃতক অধ্যাপনা ও ভৃতাধ্যয়ন কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্য স্বীকার করিতে পারেন কি না? অর্থাৎ উদর ও উপস্থ চারণ দ্বারা বৈষ্ণব আচার্য্য হওয়া যায় কি না? এবং তাদৃশ ব্যক্তির সহায়তা কারবার জন্য শুদ্ধভক্তের অর্থ, শরীর ও নিজের প্রতিষ্ঠা দান করা ভক্তিশাস্ত্র সম্মত কি না?

৭ম প্রশ্ন—দেহারামী ও মনোনিগ্রহকারীর বিরোধী বিষয়ী সম্প্রদায় লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী করিলে অথবা তাদৃশ বিদ্যালয় বা পরীক্ষাদি দ্বারা নির্ব্বিষয়ী অপ্রাকৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কি উপকারে আসিবে?

---

(২)

শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধর।

ইছাপুর গ্রাম, নোয়াখালি।

শ্রীযুক্ত যশোদা নন্দন ভাগবতভূষণ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত।

অসংখ্য প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন এই—

মহাত্মন্, আপনারা জীবকুলের মঙ্গল জন্য জগতে যে পবিত্র ভক্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন [illegible]

পারিয়াছি। আমার বন্ধু অনাথ বন্ধু সেন নামক জনৈক ভদ্রলোক সর্ব্বদা আপনাদিগের নাম হট্টের কথা আমাকে বলিয়া থাকেন। অনেক সময় ইচ্ছা হয় একবার সাক্ষাৎ মতে আপনাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া এবং মধুর উপদেশ শুনিয়া ধন্য হই কিন্তু নানা বিভ্রাটে তাহা হইয়া উঠিতেছে না তাই পত্র যোগে আপনাদের সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি। জীব-উদ্ধার ব্রতকেই আপনারা প্রধান প্রয়োজন নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এই আশায় উৎসাহিত হইয়া আজ আপনার চরণে উপস্থিত হইলাম। আমাকে নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলে বাধিত হইব।

(১) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় যাঁহারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত বলিয়া নিজদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করেন তাঁহাদের মৎস্যাহার শাস্ত্রসম্মত কি না? যাঁহারা রাগানুগা ভক্তির যাজক বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাদের পক্ষে মৎস্যাহার সম্ভব কি না? মোট কথা মৎস্যাহার সম্বন্ধে আপনাদের সভার মত কি?

(২) বর্ত্তমান সময় বৈষ্ণব সমাজে কতিপয় সম্প্রদায়ে স্ত্রীলোক লইয়া চলাফিরা করার প্রথা অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়। তাঁহারা স্ত্রীলোক সাধনের উপকরণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন কিন্তু শ্রী শ্রীমহাপ্রভু কখনও প্রকৃতি ঘটিত সাধনের প্রশ্রয় দিয়াছেন কি না তাহা আমি জানি না। আমার এই বিষয় লইয়া ঘোরতর সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে আপনি কৃপা করিয়া ইহার একটা যুক্তিমূলক উপদেশ দিলে বাধিত হইব। আমার মনে হয় যেন আপনাদের সভা হইতে এ বিষয় একবার ঘোরতর আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছিল। আজ জগতের সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর কৃপায় সাড়া পড়িয়াছে আপনারা এ সময় পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের সরল সুন্দর মতগুলি সকলকে জানাইলে বাধিত হইব। স্ত্রীলোক ঘটিত বিভ্রাট দূরীকরণ জন্য যুক্তিমূলক পুস্তিকা বিতরণ প্রকাণ্ড প্রয়োজন আমার প্রাণে সর্ব্বদা এই বিষয় আন্দোলন উঠিতেছে।

এ ভাবে কার্য্য চলিলে যুবক সম্প্রদায় উৎসাহিত হইয়া সমাজের সেবায় ও নিজের আত্মার উন্নতিতে বিভোর হইয়া লাগিয়া যাইবে। দুঃখের বিষয় আজ যাহারা একটু সদাচার সম্মত বৈষ্ণব ধর্ম্মের যাজন করেন তাঁহারা বুকট শুষ্কবৈরাগ্য যাজী ইত্যাদি নামে সাধারণের উপহাসের পাত্র হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায় সকল রীতিমত আহার বিহার দ্বারা দিন কাটাইয়া নিজ দিগকে যুক্তবৈরাগ্য যাজী, রসযাজী, রাগানুগ ভক্ত ইত্যাদি বড় বড় নামে অভিহিত করিয়া সমাজধারীকে অবাক করিতেছে ইহার কি সংশোধন হইবে না।

সেবক

শ্রীচিন্তাহরণ দে।

(৩)

শ্রীশ্রীশুদ্ধবৈষ্ণবচরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ং—

আমার প্রাগ্ দৈক্ষ নাম সম্বলিত আপনার কৃপাপত্রী পাইলাম। দীক্ষা কালে জীব কৃষ্ণদাস্যপর নামে শ্রীগুরু কর্ত্তৃক ভূষিত হন, ঐ নামই দীক্ষিত জীবের নিত্য পরিচয়। দীক্ষিত জীব আর শৌক্র পরিচয়ে পরিচিত হন্ না।

মহাশয় যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার যথাযথ উত্তর শ্রীগুরুপদপ্রান্তে বসিয়া শ্রীশাস্ত্র বাক্য যাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি, তিনি যেরূপ হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি করান তদ্রূপ লিখিতে প্রয়াস করিব, তবে যদি সম্ভব হয় এই অবকাশে সামান্য কয়েক দিনের জন্য হইলেও সাক্ষাৎ মত এই সকল বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিতে পারিলে বিশেষ সুবিধা হইত। কলিকাতা শ্রীআসনে অথবা শ্রীনবদ্বীপ শ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ পরমহংস স্বামিভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত অমল বৈষ্ণব ধর্ম্মের সকল তথ্যই বিশদভাবে আলোচিত হইতে পারিবে, লেখনীর সাহায্যে সেকাজ অনেক স্থলে সুষ্ঠুভাবে

সম্ভব হয় না। গ্রন্থরাজি অনেক আছেন কিন্তু আচার্য্যের অভাবে তাঁহাদের ভাবার্থ গ্রহণে অনেক স্থলে ভ্রম জন্মে, কাযেই শ্রীআচার্য্য বা শুদ্ধবৈষ্ণব সঙ্গ লাভ একমাত্র প্রয়োজন।

(১ম) শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বা চতুঃসম্প্রদায়ে বৈষ্ণবের মৎস্য ব্যবহার নাই অথবা হিন্দুমাত্রেরই নিষিদ্ধ যথা মনু :—"মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ" মৎস্য খাইলে সকল রকম পশু মাংসই খাওয়া হয়, পশু বলিতে গো, মহিষ, শূকর ইত্যাদি বাদ যায় না। এক কথায় মৎস্যাহারী অহিন্দু ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ শ্রীবৈষ্ণব পদরজঃপ্রার্থী জীবের পক্ষে মৎস্যাদি অমেধ্য দ্রব্য গ্রহণ কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না কারণ তিনি নিত্যকালই শ্রীমহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্যবস্তু গ্রহণ করিতে পারেন না। বিশুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে বিশুদ্ধ সত্ত্বঃ গুণসম্পন্ন বস্তু ব্যতীত রজঃ বা তমো গুণজাত বস্তু সকল নিবেদন করা যায় না। শ্রীবৈষ্ণব বা তদীয় দাসাভিমানী জীব শ্রীবিষ্ণুর ভুক্তাবশেষ ব্যতীত অন্য দ্রব্য কোন কারণে কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করেন না ইহাই একমাত্র শাস্ত্র তাৎপর্য্য। রাগানুগ ভক্ত কোন ক্রমেই শাস্ত্র নিষিদ্ধ অবৈধ আচরণ করেন না, বা মহাজনের আচরণে কোনও রূপ অবৈধ ভাব দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই এবং মৎস্য ভজনের প্রমাণও গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

(২য়) শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত অমল বৈষ্ণবধর্ম্মে স্ত্রীলোক, সাধনের উপকরণ ইহা নিতান্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভাব। শ্রীমুখবাক্যে আমরা জানিতে পারি যে বৈষ্ণবের আচারোল্লেখে তিনি বলিলেন,

"অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥" চৈঃ চঃ

"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতিসম্ভাষণ।

দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥ ১১৭ ॥ চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য়

"দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।

দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥" ১১৮ ॥ চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য়

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নোবিবিক্তাসনো বসেৎ।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ভাঃ ৯ম স্কন্ধে

১৯ অধ্যায় ১৫শ শ্লোক।

অস্যার্থ ঃ—মাতার সহিত, ভগ্নির সহিত ও দুহিতার সহিত নির্জ্জনে কখন বসিবে না, কেননা বলবান ইন্দ্রিয় সমূহ বিদ্বান পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে।

"দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।

স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রীসম্ভাষণে ॥ ১৪৪ ॥ চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য়

স্বপ্নেও না কর ভাই স্ত্রী দরশন।

গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন ॥

যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।

ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে ॥ প্রেমবিবর্ত্ত

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হাহন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু ॥

চৈঃ চঃ নাটক ৮।২৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু দুঃখের সহিত বলিলেন, হায় ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।

বৈষ্ণবনামধারী কতকগুলি অপ বা উপ-সম্প্রদায় বস্তুত অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর পথ অবলম্বন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ ভক্ত সেবা অমল

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত জাত গোঁসাই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী গৌরাঙ্গ নাগরী।
তোতা কহে, এ দশের সঙ্গ নাহি করি॥

শ্রীগৌরভক্তি বা জীবের পরম প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসেবা লাভ করিতে হইলে মর্কট তুচ্ছ ফল্গু বৈরাগ্য পরিহার পূর্ব্বক যুক্ত বৈরাগ্য আশ্রয়ে শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুকৃপা লাভানন্তর সৎশাস্ত্রাদিষ্ট পথে কৃষ্ণানুশীলন দরকার। শ্রীমুখবাক্য যথা—

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
"অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥ চৈঃ চঃ

কৃষ্ণ সেবা প্রাপণেচ্ছু জীব যাহা কিছু গ্রহণ বা ত্যাগ করেন সমস্তই কৃষ্ণসেবানুকূলে অর্থাৎ কৃষ্ণার্থে তিনি অখিল চেষ্টাময়। তিনি স্বকর্ম্মফল-ভুক্ ক্ষুদ্র কর্ম্মির ন্যায় ইহ বা পরকালে নিজ ফলভোগ বাসনায় কোন কর্ম্মের আবাহন করেন না বা মোক্ষাভিলাষী শুষ্কজ্ঞানীর ন্যায় কর্ম্মফল ভোগবন্ধনের কারণ জানিয়া ফলত্যাগের জন্য ব্যস্ত নন। তিনি মুমুক্ষুর ফলত্যাগের চেষ্টাকে তুচ্ছ বা মর্কট বৈরাগ্যের প্রয়াস বলিয়া জানেন এবং কেবল মাত্র যুক্ত বৈরাগ্য অবলম্বনেই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। শ্রীভক্তি-রসামৃত সিন্ধুতে উল্লিখিত শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুপাদের উপদেশ বাক্যই তাঁহাকে তুচ্ছ বৈরাগ্য ও যুক্ত বৈরাগ্যের সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুভব করায়।

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্ত-বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

মুমুক্ষুর ন্যায় হরিসম্বন্ধীয় বস্তু সকলে প্রপঞ্চ জাত বা মায়া প্রসূত নশ্বরতা দর্শনে তাহাদের গ্রহণে বন্ধনের কারণ আশঙ্কায় তৎপরিহারে যত্নশীল ব্যক্তি ফল্গু বৈরাগী। আর নিজ ভোগতাৎপর্য্যবিহীন অনাসক্ত ব্যক্তির শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য শ্রীভগবানের বিশুদ্ধসত্ত্ব ভুক্তাবশেষ জ্ঞানে যথাযোগ্য গ্রহণ করতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমুদয়কে কৃষ্ণসেবাতাৎপর্য্যবিশিষ্ট অনুভব যুক্ত বৈরাগ্যের লক্ষণ। কৃষ্ণার্থ ব্যতীত নিজার্থে অশাস্ত্রীয় মনগড়া যে সকল ভোগ বা ত্যাগের আড়ম্বর দেখা যায় তাহাতে পরম প্রয়োজন সিদ্ধিলাভ দূরে থাকুক অনেক সময়েই নিজের ও সমাজে উৎপাত আনয়ন করে এবং অপরের নাসিকা কুঞ্চনের অবসর দেওয়া হয়। এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি বহুল পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু ইষ্টগোষ্ঠীতে বিষয়গুলি সম্যক্ উপলব্ধি হইবে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীযশোদানন্দন ভাগবতভূষণ

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ চতুঃষষ্টি ভজনাঙ্গের অন্যতম অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণসেবাত্যাগী জীব, অবিদ্যাবন্ধনে বদ্ধ হইয়া সর্ব্বপাপ বাসনার মূলীভূত লিঙ্গ দেহাবরণে আবৃত হন, পরে ফলভোগ জন্য বাসনানুযায়ী জড়স্থূল দেহাবরণে আবৃত হইয়া ইহ সংসারে স্বকৃত কর্ম্মানুযায়ী উচ্চনীচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করেন। স্বরূপাবস্থানকালে আপনাকে কৃষ্ণ-ভোগ্য জ্ঞান, এবং বর্ত্তমান

দ্বারা কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া তদ্দ্বারা বিরূপসেবা প্রবৃত্তিই প্রবল হওয়ায় তাহার দুর্দ্দশার সীমা নাই। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে অজ্ঞাত ভক্তি সুকৃতি ফলে সাধুসঙ্গে ও তৎ পদাশ্রয়ে জীবের পুনরায় শুদ্ধাবুদ্ধির উদয়ে কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তির উদয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ বলিলে—শ্রীকৃষ্ণ তদ্ প্রীতি, ভোগ ও ত্যাগ বুঝায়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব বিচারে উপনীত হইলে দেখা যায় তিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, অদ্বিতীয়, রসিক শেখর ও নন্দাত্মজ "পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং" ইতি আম্নায় বাক্যে।

অন্যত্র ব্রহ্মসংহিতায়াং—ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দসর্ব্বকারণকারণং॥

চৈতন্যচরিতামৃত—অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।

ইত্যাদি বহুবিধ শাস্ত্রে ও বেদ পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য ভগবত্তত্ত্ব।

তৎপ্রীত্যর্থে, তাঁহার সুখ বা আনন্দকে লক্ষ্য করে। তদ্‌শব্দে সাধকের স্বীয় প্রীতিসংগ্রহ নিরাস পূর্ব্বক তাঁহার অর্থাৎ সাধ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকেই উদ্দেশ করে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিজসুখার্থে বিষয় সংগ্রহের নাম ভোগ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই দশেন্দ্রিয় দ্বারা মন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয়ই আস্বাদন করে। মন তখন সম্পূর্ণরূপে ভোক্তাভিমানী হইয়া ভোগে রত থাকে। পণ্ডিতেরা এবম্প্রকার বিষয় গ্রহণকে ভোগ বলিয়া থাকেন।

ত্যাগ সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে আমরা দ্বিবিধ মত দেখিতে

মায়িক ইহার ভোগবাসনাই জীবের বন্ধনের হেতু সুতরাং বিশ্ব ও বিশ্বের যাবতীয় বস্তু ত্যাগ করিয়া তদ্ভোগে সংযত থাকার নামই ত্যাগ। অন্য সম্প্রদায় উপরি উক্ত সম্প্রদায়কে বলেন যে তোমাদের ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ নহে—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

তাঁহারা বলেন জীবের ভোগবাসনাক্রমে তাহার ভোগের স্থল এই বিশ্ব। এ জগৎ ভগবানের বহিরঙ্গা বা মায়া শক্তির প্রকাশ। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নয় তবে এখানে আমিও আমার বলিয়া জীবের যে আরোপিত সম্বন্ধ তাহাই মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা বলিলে ভগবানের ত্রিশক্তির এক শক্তির নাশ করা হয়, সুতরাং যাহারা জগৎকে মিথ্যা বলেন তাহারা মায়াবাদী। এই জগতের যাবতীয় বস্তুই আমার ভোগোপকরণ, ও আমিই ইহার ভোক্তা এবং তজ্জন্য বস্তু সংগ্রহ ও তদ্ভোগের নাম ভোগ। আর বিশ্ব ও বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই ভগবানের ভোগ্য, আমিও তদ্ভোগ্য, এবং বিষয় সকল ভগবৎ সেবার উদ্দেশ্যে অনাসক্তভাবে সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা ভগবৎসেবা করাকেই প্রকৃত ত্যাগ বলে। যথা—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

তাঁহারা বলেন জগতের সবই ভগবানের, নিজের বলিয়া ভোগ করিলে পরধন হরণহেতু চৌর্য্যাপরাধ হয়। যথা—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

বস্তুসংগ্রহত্যাগকে প্রকৃতত্যাগ বলিলে বিচার সুষ্ঠু হয় না কারণ

তিক, বস্তু, জীব প্রভৃতি সকলই ভগবানের। জীবের ভোগের জন্য নহে, জীবও ভগবানের ভোগ্য এবম্বিধ ত্যাগকে প্রকৃতত্যাগ বলে, কারণ তাহা হইলে কোন সময়েও ভোগপ্রবৃত্তি আসে না। আমি ভোক্তা, সমস্ত বস্তুই আমার ভোগ্য এ বুদ্ধিই সমস্ত অনর্থের হেতু।

এখন বিচার্য্য এই যে এই জড়দেহ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা জড়াতীত ভগবানের সেবা কিপ্রকারে করা যায়। তদুত্তরে দেখা যায় যে কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ অবিদ্যাবশে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব পরাক্ প্রবৃত্তিক্রমে ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোক্তাভিমানে বাহ্যবিষয় ভোগে রত হন। তখন তিনি কৃষ্ণসেবা ত্যাগী। পুনরায় যখন সেই জীব প্রত্যক্ প্রবৃত্তিক্রমে নিজকে ও বিষয় সকলকে কৃষ্ণ ভোগ্য জ্ঞানে কৃষ্ণ দাস্যাভিমানে কৃষ্ণ সেবোদ্দেশে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিতে থাকিলে কৃষ্ণ সেবক হন। তখন তিনি কৃষ্ণ-সেবী। উদাহরণ স্থলে দেখা যায় পরাক্ প্রবৃত্তিক্রমে কর্ণ দ্বারা সুললিত জড় প্রেম গীত শ্রবণ পরে প্রত্যগ্ প্রবৃত্তিতে ঐ কর্ণেই হৃদ্‌কর্ণ রসায়ন হরিলীলা শ্রবণ।

এইরূপে দেখা যায় পরাক্ প্রবৃত্তিক্রমে বিষয়সংগ্রহে জীবের ভোগ হয়, প্রত্যক্ প্রবৃত্তিতে বিষয় গ্রহণ ত্যাগ ও কৃষ্ণসেবা হয় যথা—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে।
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যাং রসনাং তদর্পিতে।
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চদাস্যে নতু কাম কাম্যয়া যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়ারতিঃ॥

এইরূপ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা ইন্দ্রিয় পতি শ্রীকৃষ্ণ সেবাই ভক্তি যথা—হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।

আহা! ভগবান্ কি দয়ালু! জীব মূঢ়তা বশতঃ নিজ প্রভু-সেবা ভুলিয়া মায়িক জগতে আসিল; বাঞ্ছাকল্পতরু সর্ব্বজ্ঞ তাহার প্রার্থনা পূরণ করিলেন। কিন্তু অদূরদর্শী জীবের সুবিধার জন্য স্বীয় স্বভাব সুলভ করুণার বশবর্ত্তী হইয়া জীবের জড়দেহ ও কৃষ্ণ সেবার উপযোগী করিয়া দিলেন। আমার ন্যায় পতিত জীব দেখ, সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর আমার কত নিজ ও হিতাকাঙ্ক্ষী। আমরা তাঁহাকে ভুলিয়াছি কিন্তু তিনি আমাদিগকে ভুলেন নাই এবং তাঁহার স্মৃতির ও সেবার উপকরণ দিয়াছেন। ভাই! দেখ আমাদের ন্যায় পাষণ্ড, মূঢ় আর নাই। আমরা দত্তাপহারক। যাঁর বস্তু তাঁর কাছে না লাগাইয়া নিজের তুচ্ছ কর্ম-ভোগে লাগাইতেছি। আমাদের গতি কি হইবে, চিন্তা করিয়া দেখ। আমরা নিজেকে কত বড় দেখি কিন্তু ভাই শ্রীমদ্ভাগবত খুলিয়া দেখ, আমাদিগের স্থান কোথায় দেখিবে আইস ঐ শ্রীভগবানের কলেবর শ্রীভাগবত বলিতেছেন:—

(২ স্ক। ৩অঃ ২১-২৬ শ্লোকঃ)

শ্ববিড়বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণ পথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥ ২১॥

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বা সতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥ ২২॥

ভারঃ পরং পট্ট কিরীট জুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎ কাঞ্চন কঙ্কনৌ বা॥ ২৩॥

শ্রীনয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী
নারায়ণপুর পাঁজিয়া যশোহর।

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

১। প্রেমবিবর্ত্ত। পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি বিরচিত। প্রাচীন শুদ্ধভক্তিগীতিগ্রন্থ মূল্য ।৶০

২। গৌর কৃষ্ণোদয়ঃ। শ্রীগোবিন্দদেব কবি বিরচিত গৌরলীলাময় সংস্কৃত মহাকাব্য মূল্য ৷৹

৩। ভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ভাগবতের সার শ্লোকমালা সম্বন্ধ-অভিধেয় ও প্রয়োজন বিভাগে গুম্ফিত মূল ও অনুবাদ মূল্য ২৲

৪। পদ্মপুরাণ শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু সম্পাদিত (সমগ্রমূল সপ্তখণ্ডাত্মক) মূল্য ৭৲

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীভক্তি-বিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ মূল্য ১৲

৬। সৎক্রিয়াসারদীপিকা সংস্কার দীপিকা সহ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি কৃত মূল, বঙ্গানুবাদসহ গৃহস্থের দশসংস্কার বিধি ও ত্যক্তগৃহের বেষাদি দশসংস্কার পদ্ধতি মূল্য ১।০

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত।

৭। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা মূল অনুবাদাদি সহ মূল্য ১৲

৮। ভজনরহস্য। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ॥৶০

৯।১০। শরণাগতি ও কল্যাণকল্পতরু।

১১। হরিনাম চিন্তামণি। নাম ভজনের অদ্বিতীয় গ্রন্থ মূল্য ৸০

১২। জৈবধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞাতব্য সকল কথা ইহাতে যেমন আছে জগতে আর কোথাও নাই। মূল্য ২৲ ভাল কাগজে, সাধারণ ১।৵

১৩। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বিরাট সংস্করণ কবিরাজ গোস্বামি কৃত তত্ত্বভাষ্য অনুভাষ্য সূচীপত্রাদি সহ ২৩৬৮ পৃষ্ঠা মূল্য ৬৲ ছয় টাকা

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম, এ,)

প্রকাশিত হইয়াছে—

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক

সিদ্ধান্ত।

ইহাতে ২০৪ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের স্বরূপ নির্ণয়, তাঁহাদের বিভিন্ন বিভাগ, তাঁহাদের অধিকার ও যোগ্যতা, ইতিহাস প্রভৃতি বেদ পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনবাক্যাদির প্রমাণ সহ দৃঢ়সদ্‌যুক্তিমূলে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ব্যবহার কাণ্ডে পরস্পরের তারতম্য বিষয়িণী মীমাংসা আছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিবার পরে কাহারও আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। গ্রন্থের মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র। ভিঃ পিতে ৸০ মাত্র।

শ্রীযশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর।

শ্রীপত্রিকার নিয়মাবলী।

১। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুকূল যাবতীয় হরিসেবাপর প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়। মতবাদিগণের ভ্রান্ত ধারণা ইহাতে স্থান পায় না। প্রকৃত আচার্য্য ও প্রচারকের লিখিত অবিসংবাদিত সত্যে ইহা পূর্ণ।

২। বিদ্ধভক্ত ও অচিহ্নিত ভক্তের পরমার্থ বিরোধিনী কথার অকর্ম্মণ্যতা সুষ্ঠুভাবে ইহাতে আলোচিত হয়।

৩। বার্ষিক ভিক্ষা ১॥০ মাত্র ডাক মাশুল সহ নির্দ্দিষ্ট আছে।

৪। শ্রীপত্রিকার পূর্ব্ব প্রচারিত অষ্টাদশ, উনবিংশ, বিংশ, একাবিংশ ও দ্বাবিংশ খণ্ড ৫৲ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ)

ম্যানেজার—সজ্জনতোষণী। কলিকাতা কার্য্যালয়।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত
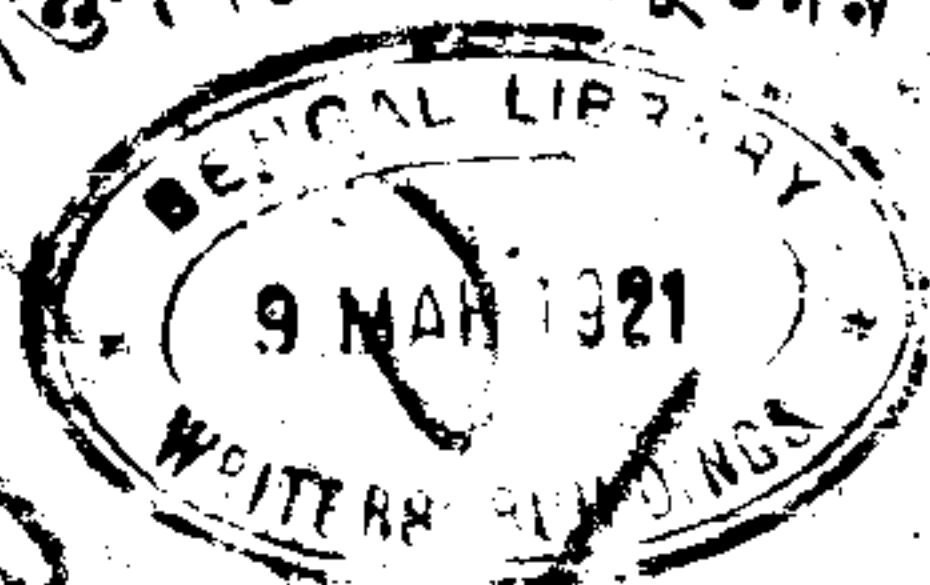
শ্রীসজ্জনতোষণী।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৪ ত্রিবিক্রম ও বামন।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা

৪৩৪ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত।

বার্ষিক ভিক্ষা ১৷৹ নমুনা প্রেরিত হয় না।

গ্রাহকগণের প্রতি।

শ্রীপত্রিকার অগ্রিম দেয় বার্ষিক ভিক্ষা ও মণি অর্ডার মাশুল মোট ১।৵০। ভিপিতে ১।৵০

শ্রীপত্রিকা শ্রীশ্রীমন্মায়াপুরচন্দ্র বিগ্রহের সম্পত্তি। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুভাণ্ডারের অর্থব্যয়ে শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। গ্রাহক মহোদয়গণ স্ব স্ব বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া ঐ ভাণ্ডারের আনুকূল্য দ্বারা শ্রীহরি-সেবা করিয়া ধন্য হইবার অবসর প্রাপ্ত হইতেছেন। আশা করি প্রতি গ্রাহক মহোদয় এবারে অন্ততঃ পাঁচ সাতটী গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া এ দাসকে জানাইতেছেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থ দুইখানি শ্রদ্ধামূল্যে প্রেরণ করিতেছি।

১। প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর—ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহুতত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে। ডাক মাশুলাদি ৵০।

২। "প্রাচীন নদীয়ার অবস্থিতি মীমাংসা"—ইহাতে শাস্ত্র প্রমাণ আপ্তবাক্য, গবর্ণমেণ্ট রেকর্ড, যথার্থ সিদ্ধ মহাত্মার ও বৈষ্ণবাচার্য্যের অপৌরুষেয় ও সমাধিলব্ধ অনুভূতি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলীর বিশেষরূপ মীমাংসা আছে। শ্রীপত্রিকার একবিংশ ও দ্বাবিংশ খণ্ডে এই গ্রন্থ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ দুই খণ্ডের গ্রাহকগণের সুতরাং ইহা প্রয়োজন নাই। ডাকমাশুলাদি ।৵০

নিবেদক—

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্,এ,বি, এল্) ম্যানেজার শ্রীসজ্জন তোষণী।

কলিকাতা শ্রীপত্রিকা কার্য্যালয়,

১নং উল্টাডিঙ্গিজংসন রোড, শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—:০:—

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২৩ বর্ষ } ত্রিবিক্রম ও বামন ৪৩৪ { ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

—:০:—

সজ্জন-কবি।

রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলে। কাব্যরচয়িতা ও কাব্য-আস্বাদককে কবি বলে। কাব্য দ্বিবিধ—গ্রাম্য কাব্য ও অপ্রাকৃত কাব্য। রস সাধারণতঃ দ্বাদশ প্রকার। তন্মধ্যে স্থায়ী পাঁচটী এবং গৌণ সাতটী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী মুখ্য রস। হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক, আগন্তুক হইয়া মুখ্য রসের পুষ্টি সাধন করে। প্রকৃতির অন্তর্গত রসসমূহ জড়কাব্যের উপাদান। তাহাতে প্রাকৃত নশ্বর অনুপাদেয় নায়কনায়িকা আলম্বনরূপে জড়ের অচিৎ উদ্দীপনার দ্বারা প্রচালিত হইয়া অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী

সামগ্রীর সহিত স্থায়িভাব রতির সংমিশ্রণে রসের উদ্ভাবনা করে। তাহা নিতান্ত বিরস ও কাব্যনামের অযোগ্য। সজ্জন তাদৃশ কুকবি নহেন। তিনি অপ্রাকৃত রসাত্মক বাক্যময় কাব্যে সুপণ্ডিত। তাদৃশ কাব্যের নায়ক ব্রজেন্দ্রনন্দনকে আশ্রয় করিয়া যে সকল কাব্য নির্ম্মিত হয়, তাহা সজ্জনের আস্বাদনীয় বিষয় এবং তিনি ও জড়কবিধিকারী নিত্য সৌন্দর্য্য উপলব্ধিক্ষম।

সজ্জন প্রবর শ্রীদামোদর স্বরূপ বলিয়াছেন :—

গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥

প্রাকৃত মায়াবাদী জড়কবির চিত্র শ্রীপাদ স্বরূপগোস্বামী যেরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা এই—

পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলে জড় নশ্বর প্রাকৃতকায়॥
পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তাঁকে কৈলে ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গসমান॥

আবার শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর কাব্য সজ্জনের কিরূপ আনন্দপ্রদ তাহা শ্রীচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়—

রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ॥
দুইশ্লোক কহি প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ॥
কহ তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।
রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার॥

ন্যায় কহে রূপের কাব্য অমৃতের পূর।

*　　*　　*

রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে।

*　　*　　*

মধুর প্রসঙ্গ ইহাঁর কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥

গ্রাম্য কবির কবিতার আস্বাদকগণ প্রকৃত প্রস্তাবে কবিত্বের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাঁহারা গ্রাম্য কবিতাগুলি ও কবিকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। রায় রামানন্দ, শ্রীদামোদর স্বরূপ এবং স্বয়ং সৌন্দর্য্যরত্নাকর অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন যে শ্রীরূপের কবিতা ও তাঁহাকে কবি বলিয়া বহু প্রশংসা করিলেন, বহরমপুরের গ্রাম্যরসরসিক জনৈক সাহিত্যিক বা চুঁচুড়ার শৈব সাহিত্যিক বা আজকালকার দিনের জড়রসপ্রচারক প্রাকৃত সহজিয়া সাহিত্যিকগণ সজ্জনের কবিতার আদর করেন না। যদি তাঁহারা সজ্জন হইতেন, তাহা হইলে গ্রাম্য কবির কাব্যের অবরতা জানিতে সমর্থ হইতেন ও হরিপ্রেমোন্মত্ত কবিগণের বাক্যের উৎকর্ষ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। অসতের রুচির সহ সজ্জনের রুচিভেদ আছে। মূর্খের সহিত পণ্ডিতের, অজ্ঞের সহিত অভিজ্ঞের ও জড়রস রসিকের সহিত ভগবদ্রসসেবী ভক্তের নিশ্চয়ই ভেদ আছে।

সজ্জনেই কবিত্বের সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত; তবে অভাবগ্রস্ত জড় কবিগণের কাব্যরসামোদী পাঠক অসৎসঙ্গক্রমে তাহা আস্বাদনে অসমর্থ হন। পরমসজ্জন ভাগবত শ্রীহংসবাহন বিরিঞ্চি, বাল্মিকী ও শ্রীবেদব্যাস হরিরস বর্ণনা করিয়াও আস্বাদন করিয়া মহাকবি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুগত সজ্জনগণও কবি নামে অনেকেই

খ্যাত। আজও বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য নিধিগুলির আদর কম নাই। তাঁহারা সকলেই সজ্জন। বৈষ্ণব কবি গুলিকে বাদ দিয়া বঙ্গীয় রিক্ত কবিতা ভাণ্ডারের আকর্ষণ কতটুকু, তাহা সাহিত্যিক ও কবি পরিচয়াকাঙ্ক্ষী গ্রাম্য কবিগণও বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

অসৎ সমাজের মধ্যে এরূপ একটী রুচিও প্রবল আছে যে হরিরস মদিরাপানোন্মত্ত জনগণকে কবি না বলিয়া জড়মদিরামত্ত ইন্দ্রিয়-তর্পণাভিলাষী নিরীশ্বর দুর্নীতিপরায়ণগণকে ও কবি বলা হউক। সজ্জনগণ তাহা অনুমোদন করেন না। শ্রীজয়দেব শ্রীবিল্বমঙ্গলাদি সজ্জনগণকে অনাদর করিয়া যাঁহারা গ্রাম্য কবিগণের আদর করেন, তাঁহাদের সজ্জন-সমাজে প্রবেশের আশা নাই। অনিত্য প্রাকৃত নিরানন্দের ক্লেশ যে গ্রাম্যকবিকে আচ্ছন্ন করে, সে কথনই সজ্জন হইতে পারে না। সজ্জন না হইলে যথার্থ কবি হওয়া যায় না। শ্রীচরিতামৃতের লেখক সজ্জনরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস "কবিরাজ" নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সজ্জন নিত্য কবি, চিন্ময় ও আনন্দময়। তাঁহার কাব্যের সহ অন্যের তুলনা নাই।

পত্রাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ মহোদয় সমীপে শ্রীচরণকমলেষু—

আমরা জানি, প্রণব কথন ও শূদ্রের উচ্চারণ করিতে নাই। উচ্চারণ করিতে আছে কিনা, যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদের শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় লেখেন, তবে বড়ই সুখী হই।

বৈষ্ণবদাসানুদাস— শ্রীচারুচন্দ্র কুণ্ডু।

তদুত্তর

যথাবিহিত বৈষ্ণবসম্মানপুরঃসরনিবেদন—

শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শূদ্র প্রণবোচ্চারণে অধিকারী নহে। সুতরাং শূদ্র হইয়া প্রণব উচ্চারণ করিতে নাই, তাহাতে সন্দেহ কি? তবে, প্রণবোচ্চারণে অনধিকারী শূদ্র কোন্ জন সেটী বিবেচ্য। যাঁহার শ্রীহরি-ভজনে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, যাঁহাতে ব্রাহ্মণের স্বরূপলক্ষণ অচ্যুতাত্মতা পরিদৃষ্ট হইতেছে, যিনি বিপ্রলক্ষণবিশিষ্ট, তিনি যে কুলেই জাত হইয়া থাকুন না কেন, শাস্ত্র তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥" এতৎসম্বন্ধে শ্রীপত্রিকার দ্বাবিংশ খণ্ডের ১০৩ পৃষ্ঠাতে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিঠাকুর লিখিত "শৌক্র ও বৃত্তগত বর্ণভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধ, ৩২২ পৃষ্ঠায় 'দীক্ষিত' প্রবন্ধ ও "প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নোত্তর" গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠা হইতে পাঠ করিতে আপনাকে অনুরোধ করি। এইরূপ বৃত্তব্রাহ্মণেরই প্রণবোচ্চারণে অধিকার আছে। শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে জাত হইলে বা না হইলে কিছু আসে যায় না। শূদ্রস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির প্রণবের সহিত কোন সম্পর্ক নাই তিনি শৌক্র বিপ্রকুলে জন্মিলেও তাঁহার সে সামর্থ্য নাই, যতক্ষণ না তিনি শ্রীহরিভক্তি আশ্রয় করেন বা হরিভক্তির জন্য উপনয়ন গ্রহণ না করেন। যেহেতু বেদের শিরোভাগের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং শুদ্ধাচার সম্পন্ন হইয়া বেদ মন্ত্র প্রণবের লক্ষীকৃত শ্রীকৃষ্ণভজনতৎপর না হইলে অসংস্কার্য্য পাপিষ্ঠ শূদ্রের প্রণবাধিকার জন্মে না। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে

জন্ম মহামহোৎসবের

আয়-ব্যয়ের হিসাব। ৪৩৩।

শ্রীযুক্ত রাজর্ষি ব্রজেন্দ্রকুমার রায় মহোদয়	১০৫৲
„ মদনমোহন বর্ম্মন্	১০০৲
„ স্বামি ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর	৫০৲
„ বঙ্কবিহারি পোদ্দার	৫০৲
„ মদনমোহন দাসাধিকারী	৫৯৲
„ দেবেন্দ্রনাথ সরকার	২০৲
„ সূর্য্যচরণ গুরুচরণ সাহা ও তদীয় ব্যাবসায়িগণ	১৮৲
শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ	১২৲
„ বিদ্যুল্লতা ঘোষ	১০৲
„ কাদম্বিনী মিত্র	১০৲
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র	১০৲
„ গোকুলকৃষ্ণ শিকদার	১০৲
„ ৺ বিহারিলাল মিত্রের স্ত্রী	১০৲
„ সিদ্ধেশ্বর মজুমদার	১০৲
„ সখীচরণ রায়	১০৲
„ যজ্ঞেশ্বর অধিকারী	১০৲
„ যোগেন্দ্রকৃষ্ণ রায় নীলকৃষ্ণ রায়	৬৲
„ হরিপদ কবিভূষণ	৫৲

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস বি,এল ৫৲
" নটবর পোদ্দার ৫৲
" বামাপদ ঘোষ এণ্ড সন্স ৫৲
" সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী ৫৲
" পুলিনবিহারী বসু ৫৲
" বনমালি দাস ভক্তানন্দ ৫৲
" হেমচন্দ্র ঘোষ ৫৲
" রায় সাহেব বিনোদবিহারী বসু ৫৲
" দুর্গাচরণ সাহা ৫৲
" কুমার ভোলানাথ রায় ৫৲
" লীলারাম এণ্ড কোং ৫৲
" কে, সি, দে ৫৲
" কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ ৫৲
শ্রীমতী প্রভাবতী ৫৲
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৫৲
" ললিতমোহন দাস অধিকারী ৫৲
" ৺ রসিকলাল সিকদারের স্ত্রী ৫৲
" মণিমাধব মিত্র ৫৲
" জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ ও অনন্তবাস বিদ্যাভূষণ ৪৲
" দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ ৪৲
" হীরালাল চুনীলাল সাধুখাঁ ৪৲
" রামগোপাল ঝাউর ৪৲
" রামরাজেন্দ্র ঘোষ ৩৲

শ্রীযুক্ত রাজকুমার কুণ্ডু	৩৲
" আনন্দ রায়	৩৲
" ফকির চন্দ্র সাধুখাঁ	২।৫

দুইটাকা হিসাবে প্রণামি ঃ—

১। দ্বারিকানাথ সাহা ২। উপেন্দ্রনাথ দাস অধিকারী ৩। ৺লাল-বিহারী সাধুখাঁ ৪। শীতলচন্দ্র সাহা ৫। রামদুর্ল্লভ সাধুচরণ রায় ৬। তারাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় ৭। অনাদিনাথ সরকার ৮। সর্ব্বানন্দ নন্দী ৯। সত্যচরণ পাল বি, এল্, ১০। তুষ্টলাল সাহা ১১। শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ১২। হরিদাস চক্রবর্ত্তী ১৩। জীবনচন্দ্র কুণ্ডু। ১৪। নগেন্দ্রনাথ সরকার ১৫। হীরালাল চক্রবর্ত্তী ১৬। উপেন্দ্রনাথ বক্সী ১৭। পুলিন বিহারী চৌধুরী ১৮। অন্নদাপ্রসাদ নন্দী ১৯। কিরণচন্দ্র দত্ত ২০। কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি ২১। বি, সি, নান্ ২২। সতীশচন্দ্র সাহা ২৩। তারিণীচরণ সাহা অমৃত লাল সাহা ২৪। রাসমোহন দালাল ২৫। ভগবান রাখাল দাস সাহা ২৬। নীলাম্বর সাধুখাঁ ২৭। ঈশ্বরচন্দ্র পাল ২৮। দুটবিহারী মণ্ডল ২৯। কুমুদকান্ত ভৌমিক ৩০। দুর্গাদাস শীল ৩১। অদ্বৈত দাসাধিকারী ৩২। নবকৃষ্ণ আঢ্য ৩৩। আশুতোষ কপালি ৩৪। কৃষ্ণ গোলদার ৩৫। নীলাম্বর সাহা ৩৬। দীননাথ দাস ৩৭। শ্রীমন্তকুমার দাস ৩৮। সখী বাবুর স্ত্রী ৩৯। শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী ৪০। রজনীকান্ত সাহা ৪১। শশীভূষণ রায় ৪২। পূর্ণচন্দ্র সাহা ৪৩। ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র ৪৪। গৌরহরি দে ৪৫। অভিরাম দাসাধিকারী ৪৬। শ্রীনাথ দাসাধিকারী ৪৭। কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ৪৮। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

মোট

শ্রীযুক্ত বল্লভচন্দ্র চৌধুরী ১৷৷০

" রাধানাথ দাসাধিকারী ১৵০

" নরোত্তম শর্ম্মা ১৵০

একটাকা হিসাবে প্রণামি ঃ—

১। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২। রামচরণ সাহা ৩। মাধবচন্দ্র সাহা ৪। ললিতমোহন পোদ্দার ৫। কিশোরীমোহন গুপ্ত এম, এ, ৬। অন্নদাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৭। জ্ঞানদাচরণ সাধুর্খা ৮। মথুরানাথ মিত্র ৯। শিবচন্দ্র গিরিশচন্দ্র সাহা ১০। কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১১। বলরাম রায় ১২। বলরাম সাহা ১৩। দশরথ সাহা ১৪। কানাইলাল সাহা ১৫। চন্দ্রনাথ সাহা ১৬। কৃষ্ণবিহারী সাহা ১৭। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ১৮। অবিনাশ চন্দ্র েৌনিক ১৯। নিমচাঁদ পোদ্দার ২০। মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ২১। দ্বারিকানাথ কর্ম্মকার ২২। যশোদালাল কুণ্ডু ২৩। হরলাল কুণ্ডু ২৪। নবকিশোর কামিনীকুমার রায় ২৫। রজনীকান্ত দাস ২৬। বিপিন বিহারী দাঁ ২৭। দিগম্বরচন্দ্র চন্দ্র ২৮। রাধিকালাল তালুকদার ২৯। সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৩০। মণীন্দ্রনাথ ঘোষ ৩১। সত্যচরণ কুমার এণ্ড ব্রাদার্স ৩২। কৃষ্ণচন্দ্র সাহা ৩৩। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ৩৪। হরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী ৩৫। চরণ সাধুর্খা ৩৬। হরেন্দ্রকুমার রায় ৩৭। যোগেন্দ্রলাল সাহা ৩৮। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ ৩৯। সেখ ওস্‌মান আলি ৪০। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১। শরৎচন্দ্র দে ৪২। হীরালাল সাধুর্খা ৪৩। অবিনাশ চন্দ্র বসু ৪৪। যুগলকিশোর আঢ্য ৪৫। গণেশচন্দ্র সেন ৪৬। বিহারিলাল রাধিকালাল কুণ্ডু ৪৭। কেদার নাথ সাহা ৪৮। নীরদ মোহন রায় ৪৯। ফনীন্দ্রলাল মৈত্র ৫০। মহেন্দ্রলাল ঘাটী ৫১। তুলসীচরণ ঘাটী ৫২। [illegible]

৫৪। গোষ্ঠবিহারী দে ৫৫। শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৫৬। যজ্ঞেশ্বর সাহ ৫৭। বিপিন বিহারী দত্ত ৫৮। ব্রজনাথ দে ৫৯। জে, সুর ৬০। অবিনাশ চন্দ্র উকিল ৬১। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৬২। ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ৬৩ ললিতলাল ভক্তিবিলাস ৬৪। নরহরি ব্রহ্মচারী ৬৫। হরিমোহন সীতানাথ সাহা ৬৬। কালীচরণ সাহা ৬৭। দুর্গাচরণ কাপুড়ীয়া ৬৮। দীনবন্ধু মহেশচন্দ্র কুণ্ডু ৬৯। রসিকলাল সাহা ৭০। ভোলানাথ পোদ্দার ৭১। বরদাকান্ত রায় ৭২। রাধাবল্লভ সাহা ৭৩। রামচরণ দত্ত ৭৪। মদনমোহন দত্ত ৭৫। যামিনীকান্ত মণ্ডল ৭৬। হোসেন আহমদ ইস্মাইল ৭৭। ঘোষ, এণ্ড কোং ৭৮। সীতানাথ ভৌমিক ৭৯। বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার ৮০। রামচরণ সাহা ৮১। বিন্দা সুন্দরী দাসী ৮২। কেশবচন্দ্র মণ্ডল যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ৮৩। ভোলানাথ রায় ৮৪। দেবেন্দ্রনাথ রায় ৮৫। পঞ্চানন সাহা ৮৬। কালীপদ সাহা ৮৭। যোগেন্দ্রনাথ দাস ৮৮। গজেন্দ্রনাথ সাহা ৮৯। ক্ষীরোদলাল সাহা ৯০। গুরুপ্রসন্ন সেন কবিরাজ ৯১। যামিনীকান্ত মিত্র ৯২। হীরালাল ঘোষ ৯৩। গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ। ৯৩৲

মোট	৮০৩ ২৫
খুচরা অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি প্রদত্ত	১১৫৸৴১২৷৹
	৯১৮৸৴১৭৷৹
উদ্বৃত্তজিনিস বিক্রয়	৩৪৫৸৴৹
	১২৬৪৸১৭৷৷৹

দ্রব্য তালিকা।

শ্রীযুক্ত রাজর্ষি ব্রজেন্দ্রকুমার রায় মহোদয় প্রদত্ত চাউল	৩০৴৹
শ্রীযুক্ত দীননাথ দাস প্রদত্ত চাউল	১৷৹
মাঃ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সাহা চাউল	১৴৹

খরচ।

চাউল	১০৮।/১২।০
ডাল	১০৸১৫
তৈল	৬২।৶১৫
ঘৃত	৯১।৵০
মসলা	১৩৸১০
তরকারি	৬/০
কাষ্ঠ ও কয়লা	৫৵১৫
গুড় ও চিনি	৯৯/৫
ফল	৵১৫
চিড়া	২৪৶৫
লবণ	১॥৶০
পাতা	১৩৸১০
দুগ্ধ	১৩৵১৫
মাটীর বাসন	১২৵৫
স্নানের সিক	।৵০
পারিশ্রমিক	৮৭।৵১৫
সেবা খরচ	৭৫৯॥১৭॥
বিতরণ জন্য বিজ্ঞাপন ও "শরণাগতি" গ্রন্থ	
ছাপান এবং ডাক খরচ	১৬৭।/১০
সরঞ্জাম	২২।৵৫

মেরাপ বান্ধান	৪৬৲
ফিনাইল	৷৹
বিবিধ খরচ	২৬০৸৴১৫
	১০২০৷৷১২৷৷
মজুত তহবিল	২৪৪৷৫
	১২৬৪৸১৭৷৷০

শ্রীজগদীশ ভক্তিপ্রদীপ (বি,এ)
শ্রীযশোদানন্দন ভাগবতভূষণ
শ্রীঅনন্তবাস ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ (বি,এ)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
(ভাগবতরত্ন, আচার্য্যত্রিক)

শ্রীপ্রণনাথ দেবশর্ম্মা বিদ্যাবাচস্পতি
শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্,এ)
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্, এ,)
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সম্পাদকত্রয়

কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ।

(১)

আঁধার প্রাণে চন্দ্রিকা এই নামই ব্রজের বংশীধারী,
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।
জ্ঞান করমের কুহক ভুলে' শ্রীনামে দাও চিত্ত বাঁধা,
নিত্য শুদ্ধা ভক্ত্যুদয়ে যাবে হৃদের নিখিল ধাঁধাঁ।
দশটি অপরাধকে ছেড়ে, অকৈতবে শ্রীনাম গাহ,
কৃষ্ণোদ্দেশে অর্পি বিষয় কৃষ্ণ ভজ সকল অহঃ।
আত্মকার্য্যে কৃষ্ণভক্তি করলে যাবে ভোগ বাধা

একান্তভাব সমাশ্রয়ি জ্ঞান করমে পরিহরি,
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

(২)

পুণ্য আদি সুখের ধামকে ঘৃণার সহিত তেয়াগিয়া,
কল্মষপাপ পুতিগন্ধি—তার কখনই নাম না নিয়া ;
ভক্ত্যনুকূল গ্রহণ কর প্রাতিকূল্য পরিত্যজি'
সদ্‌গুরুপাদ কৃতাশ্রয়ে শ্রীনামে হও অনুরাগী।
যোষিৎসঙ্গী, ভোগপিপাসু বুভুক্ষুদের সঙ্গ ত্যজি,'
শ্রীঅচ্যুতগোত্রীয়দের চরণ ধুলায় রইবে মজি'।
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং—ত্রেতাযুগে যজ্ঞবিধি,
দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যা, কলির যজ্ঞ শ্রীনামনিধি।
সর্ব্ব যজ্ঞাৎ মহৎ যজ্ঞ, বিজ্ঞাবিজ্ঞ সবার ইহা,
কেবল চাহি তীব্র নিষ্ঠা, কুণ্ঠাশূন্য প্রাণের স্পৃহা।
শ্রীসদ্‌গুরুর উদার কৃপায় সম্বন্ধ-বোধ চিত্তে ধরি,
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ।

(৩)

মলিন জীবের বদ্ধ প্রাণের ভবরোগের একৌষধি,
প্রাণের শ্রদ্ধা অনুপানে পান করা চাই নিরবধি।
সহজীয়া, আউল, বাউল, সখীভেকী, কর্ত্তাভজা,
জাতি গোঁসাই, সাঁই, দরবেশ, নেড়া, স্মার্ত্ত কর্ম্মধ্বজা,
এই প্রকারের সংখ্যাতীত অসৎ সঙ্গ দূরে রেখে,
যুক্ত বিরাগ দৃঢ় করি' উচ্চাদর্শ চিত্তে এঁকে

কুটিনাটি, ভক্তিশূন্য মায়িক চেষ্টা আদৌ ছেড়ে,
ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ, থেকোনা জড় মোহের বেড়ে।
আম্নায়াপ্ত তত্ত্বসূত্র মনোমূলে বদ্ধ করি'
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ।

(৪)

নাম গ্রহণই জৈবধর্ম্ম, এই কল্যাণের কল্পতরু,
শিক্ষাষ্টকের সংশাসনে সবাই শ্রীনাম গ্রহণ করু।
বিষয়াশ্রয় তত্ত্ব বুঝে নিত্য ভজ নন্দসুতে,
মর্কটীয়া বিরাগ ছেড়ে শ্রীনাম লবে খেতে শুতে।
আদৌ শ্রদ্ধা তাহার পরে সাধুসঙ্গে শ্রবণ ক্রিয়া,
দীক্ষান্তে দ্বিজত্ব লভি' ভজন সেবন অর্পি' হিয়া।
নামানন্দে বিভোর থাক—শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা বলবতী,
শীঘ্র তোমায় কৃপা হবে থাক্‌লে তোমার শ্রেষ্ঠা রতি।
উথলিয়া উঠ্‌বে পুলক—সে কেমন ভাব আহা মরি।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ।

দীন বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীনারায়ণ দাস বিদ্যাভূষণ
সাং আবুরী, নদীয়া।

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ক্রমে।)

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥ ২৪॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যামনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥ ২৫॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥ ২৬॥

এখন আমরা দেখিলাম, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণসেবা করা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের অবস্থা শোচনীয়, কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ অন্ধকারে আমরা মগ্ন, অতএব কিপ্রকারে আমরা কৃষ্ণসেবক হইতে পারি। সর্ব্বশাস্ত্র সার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবদ্বাক্যে—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

প্রপন্ন শব্দে শরণাগত, যথা—

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ।

অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয় অঙ্গীকার, যথা সাধুসঙ্গ, সৎগ্রন্থপাঠ, ভগবানের নামাদি কীর্ত্তন, সাত্ত্বিক আহার বিহারাদির অঙ্গীকার। ভক্তির প্রতিকূল বিষয়, যথা—

(ক) বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং।

(খ) অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তি র্বিনশ্যতি॥

উপদেশামৃত।

কৃষ্ণে রক্ষাকারী বুদ্ধি, পালক বুদ্ধি, নিজে দীন বুদ্ধি ও আত্মনিবেদন ও কাতরোক্তি—এই ষড়বিধ শরণাগতির একান্ত আশ্রয় লইলে জীব কৃষ্ণসেবোন্মুখ হন। কিন্তু এরূপ কৃষ্ণসেবোন্মুখ হওয়ার প্রবৃত্তিই বা কোথা হইতে আসিবে, দেখিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়—যে সঙ্গে জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল অর্থাৎ ভগবৎসেবা লাভ ঘটে, যথা—

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাং॥

অন্যত্র— ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

অতএব জীবের নিত্য প্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবাপ্রার্থী জীবের একমাত্র সাধুসঙ্গই অবলম্বনীয়। কেন? সাধুসঙ্গে কি হইবে? না, সাধুসঙ্গে জীবের পরম মঙ্গল হইবে। জীবের হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তির উদয় হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে—ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

সাধুর নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।

সাধুর হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম সাধুই পরাণ।

সুতরাং কৃষ্ণৈকশরণ সাধুর সঙ্গই জীবের বিমুক্তির দ্বার অর্থাৎ বিষয়-ভোগত্যাগের ও কৃষ্ণসেবা লাভের উপায়—মহৎসেবাং বিমুক্তের্দ্বারমাহুঃ।

তাই পতিতপাবন, ভুবনমঙ্গলকারী করুণাময় বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর গাহিলেন—

কেমনে পাইব সেবা আমি দুরাচার।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হ'ল আমার॥

অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি না জন্মিল॥

গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী।
বিষয়ে ডুবিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি॥

মায়াকে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরুকৃপা-বিনা না দেখি উপায়॥

অদোষদরশী প্রভু পতিত উদ্ধার।
এইবার এ অধমে করহ নিস্তার॥

শ্রীগুরুসেবা-প্রার্থী

শ্রীনয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী
সম্প্রদায়বৈভব-ভক্তিশাস্ত্র-পঞ্চরাত্রাচার্য্য।
পাঁজিয়া নারায়ণপুর (যশোহর)

চাতুর্ম্মাস্য।

বেদশাস্ত্রে অনেক স্থলে চাতুর্ম্মাস্যযাজির কথা এবং চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গত্ব উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও সৎকর্ম্মীর চাতুর্ম্মাস্য ব্যবস্থার অভাব নাই। পুরাণের মধ্যেও নানাস্থলে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক স্মৃতিনিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্য বিধান, পরমার্থী ও স্মার্ত্তগণের অপরিচিত নহে। পরমার্থস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস অথবা রঘুনন্দনের কৃত্যতত্ত্বে ও আমরা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা দেখিতে পাই।

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারেই যে কেবল চাতুর্ম্মাস্যযাজির ফল কথিত হইয়াছে এরূপ নহে। কাঠক গৃহ্যসূত্রেও আমরা যতিধর্ম্ম নিরূপণে পাঠ করি যে "একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্। বর্ষাভ্যোহন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ॥" একদণ্ডী জ্ঞানীগণও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণ করেন। শ্রীশঙ্কর মতাবলম্বিগণের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরিতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস কাল বাস করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ চারিমাস কাল শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌর পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরেই গমন করিতেন ও তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলালেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

চারি প্রকার আশ্রমেই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্টসাধ্য বলিয়া ঐ সকল প্রাচীন রীতি ক্রমশঃ সমাজবক্ষ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। ফলকামী কর্ম্মিগণে অথবা নিষ্কামভক্ত সম্প্রদায়ে ব্রতপালনের

থাকেন। ইহাতে ভোগত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভোগত্যাগ বিধান, কর্ম্মী জ্ঞানী ও ভক্ত ত্রিবিধ সমাজেই সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বী আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐ সকল ব্রতাদিতে শিথিলভাব প্রদর্শন করিতেছেন।

আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটী আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগ মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে যে নির্দ্দিষ্ট ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে তাহাও ভোগত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা আটমাস কালের মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালন করিবার মধ্যে মধ্যে অধিকার পান তাঁহারাও বৎসরের বর্ষাকাল বা চারিমাস ভোগত্যাগ বিধি পালন করিয়া অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহ ত্যক্তভোগ হইয়া বাস করেন। যিনি চারিমাস কাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ তাঁহারও কেবল উর্জ্জাবিধি বা কার্ত্তিক মাসে বিশেষভাবে নিয়মসেবা পালন করাই বিধি। ভক্তগণ কেহ কেহ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর ব্রত গ্রহণ করেন তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে ভক্তগণের চাতুর্ম্মাস্য বিধানের আবশ্যকতা নাই। উহা অসমর্থের অনুকল্প বিধিমাত্র। চারিমাস কাল নিয়মাধীন হইয়া হরিসেবা করিলে নিসর্গতঃ মনের ধর্ম্মে হরিসেবন প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জীব নৈসর্গিক হরিপরায়ণতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যের কাল বরাহ পুরাণে এরূপ লিখিত আছে।

"আষাঢ় শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট সংক্রমে॥

অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ ॥

আষাঢ় মাসে শুক্লাদ্বাদশী দিবস হইতে কার্ত্তিকের শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসে এই ব্রত নিয়ম পালন করিবে। অথবা আষাঢ় পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাস কাল এই ব্রতের সময়। অথবা কর্কট সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর শ্রাবণ হইতে সৌর কর্ত্তিক শেষ পর্য্যন্ত শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কাল। যাঁহারা চারিমাস কাল উপরি লিখিত তিনপ্রকার বিচার অবলম্বনে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে অসমর্থ তাঁহারা নিয়ম সেবা পালনপর হইয়া কার্ত্তিক মাসে স্বীয় মন্ত্র জপাদি দ্বারা বিধিপুর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন। ঊর্জ্জ ব্রত বিশেষতঃ কর্ত্তব্য ইহা চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কার্ত্তিক শুক্লাদ্বাদশী হইতে ব্রত পরিহার করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চবিংশ দিবস অবশ্যই ব্রত পালন করিবেন।

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাস কাল শয়ন করেন। সেই শয়ন কালে কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহা নিত্য ব্রত। ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র বলেন :—

ইত্যাশাস্য প্রভোরগ্রে গৃহ্লীয়ান্নিয়মং ব্রতী।
চতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণভক্তিবিবৃদ্ধয়ে ॥

ভবিষ্যে। যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥

ব্রতের গ্রহণীয় বিধিতে ভগবানের নিয়ম সেবা ও জপ সঙ্কীর্ত্তনাদি।

স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মনারদ সংবাদে :—

জপহোমাদ্যনুষ্ঠানং নামসঙ্কীর্ত্তনস্তথা।
স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ ॥

চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের বর্জ্জনীয় বিচারে লিখিয়াছেন :—

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধিভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥

চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিবে। শাক বলিতে কেহ কেহ পক্ক ব্যঞ্জনকে বুঝিয়া থাকেন। ভোগত্যাগ করিয়া হরি সঙ্কীর্ত্তনই উদ্দিষ্ট।

রুচ্যং তত্তৎকাললভ্যং ফলমূলাদি বর্জ্জয়েৎ।

কালোচিত ফলমূল যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরিবিস্মৃতি ঘটে তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবন করিলে জড় বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয় সুতরাং তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জন করিয়া সংযত হইয়া হরিকীর্ত্তন করিবে।

হরিশয়নে নিষ্পাব বা সীম, রাজমাষ বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটোল, বেগুন এবং পর্য্যুষিত বা বাসি দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। সাদা বেগুন বা সাহেব বেগুন অশুদ্ধ তাহাই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সমর্থ-পক্ষে পটোল বেগুন প্রভৃতি সুখময় খাদ্যও ত্যাগ করিবে।

নানাপ্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে তজ্জন্য সমর্থপক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায় তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্মিগণ ভোগপর তজ্জন্য ত্যাগের ফল প্রভৃতি রোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর ত্যাগ দ্বারা অভিনিবেশ শ্লথ হইলে ভগবদুন্মুখতার সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মধর্ম্মের বা নিত্য হরিসেবন ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করিতে হইলে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায় ততই হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

চাতুর্ম্মাস্য কালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হবিষ্যাশী হইবেন ও চারিমাস হরির অর্চ্চন করিবেন।

সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্পোপভোগ ত্যাগ করিবেন। সকল রস কটু অম্ল তিক্ত মধুর ক্ষার কাষায় বর্জ্জন করিবেন। ব্রতী যোগাভ্যাস করিবেন। সকল যোগের মধ্যে ভক্তিযোগই প্রশস্ত যেহেতু উহাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। রাজযোগ বা জ্ঞানযোগ মনের অনিত্যবৃত্তি এবং কর্ম্মযোগ বা হঠযোগ দেহ ও কিঞ্চিন্মানস বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বুল সেবা করা অবিধেয়। সমর্থবান্ পক্বদ্রব্য গ্রহণ করেন না। দধিদুগ্ধতক্র পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্থালীপাক বর্জ্জন চাতুর্ম্মাস্যে বিধেয়। সুরা মধু মাংস প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। সমর্থবান্ একদিবস অন্তর একদিবস উপবাস করিবেন। নখলোমাদির ক্ষৌরকার্য্য হরিশয়নে করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভদ্রতা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়। চারিমাস কাল মৌনব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরিকীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যায়। পাত্র রহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরিসেবনো-চিত দৈন্য উপস্থিত হয়। ভজনের সুষ্ঠুতায় ব্যাঘাত হয় না। অনুকূল জ্ঞানে ভক্তের চাতুর্ম্মাস্য বিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে। হরিশয়নকালে নিয়মে অবস্থান করা বিধিশাস্ত্রের আদেশ।

তস্মিন্ কালে চ মদ্ভক্তেণ যো মাসাংশ্চতুরঃক্ষিপেৎ।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠমানবঃ॥

এতদ্ব্যতীত নক্তভোজন, পঞ্চগব্যাশন, তীর্থস্নান, অযাচিত ভোজন, হরিমন্দিরে গীতবাদ্য, শাস্ত্রামোদ দ্বারা লোক প্রমোদন, অতৈল স্নান প্রভৃতি ও চাতুর্ম্মাস্যে নিয়মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ফলসমূহ কামপর কর্ম্মিগণের জন্য, জ্ঞানী বা ভক্তগণের লৌকিক ও পারত্রিক ফলের আবশ্যকতা নাই। মুমুক্ষু জ্ঞানীগণের মুক্তিফলও ভক্তের বর্জ্জনীয়। ভগবদ্ভক্তি হইলে মোক্ষবাসনা লঘু হইয়া পড়ে। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিরহ সংবাদ।

যশোহর পুরুলিয়াগ্রামনিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত লোকনাথ দাস অধিকারী মহাশয় সহসা সংন্যাস পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বাউরা জলপাই-গুড়িতে ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। এই মহাত্মা বিগত শ্রীপরিক্রমাকালে এবং শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবে সমধিক বৈষ্ণবসেবা করিয়া ভক্তগণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। সত্য নিত্য ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার অকপট উৎসাহ হরিসেবন কার্য্যে কিরূপে নিযুক্ত হইতে পারে তাহার তিনিই অতুলনীয় দেদীপ্যমান আদর্শ। তাঁহার নিষ্কপটচেষ্টার ফলে সরল ভাষায় শুদ্ধভক্ত লিখিত "শুদ্ধবর্ণাশ্রম ও পারমহংস্য" গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রিয় ভক্তকে অগোণে স্বীয় অঙ্কে স্থান দিতে কিরূপ উন্মুখ ইঁহার ব্রজবিজয়ে জগৎ তাহা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

কলিকাতা আসনে শ্রীবিগ্রহ।

শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সদস্যগণের চেষ্টায় তথায় শ্রীগৌর বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। ১৬ই ভাদ্র হইতে শ্রীসভার উদ্যোগে তথায় মাসব্যাপী শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব আবির্ভাব মহোৎসব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় মহা সমারোহে সম্পন্ন হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পাঠ ব্যাখ্যা ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ, সর্ব্বক্ষণ সংকীর্ত্তন মহাপ্রসাদ সম্মানাদি ভক্ত্যঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠানাদি হইতেছে। ভারতের সর্ব্ব

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের লেখনী নিঃসৃত অপ্রাকৃত শ্রীধা নবদ্বীপের সকল স্থানের পরিচয় সম্বলিত ভাবময় কবিতা সম্প্রতি স্বত পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। শ্রীধাম অনুরাগী শুদ্ধভক্ত মণ্ডলীর ইহ পরম আদরের গ্রন্থ। বৈষ্ণব সেবানুরাগী নৈহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত ডাক্তা সিদ্ধেশ্বর মজুমদার এল্, এম্, এস্ মহাশয়ের আনুকূল্য ইহা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীঠাকুরের গীতাবলী।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার উদ্যোগে কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসন হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত খণ্ড গীতগুলি তাঁহার দ্ব্যশীতিতম আবির্ভাব মহোৎসবে গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে অরুণোদয় গীত, নানাবিধ আরতি গীত, নাম কীর্ত্তন, নগর কীর্ত্তন, প্রসাদ গীত, শিক্ষাষ্টক নামাষ্টক রাধাষ্টক প্রভৃতি অনেকগুলি গীত প্রকাশিত হইয়াছে। গতবর্ষে শরণাগতি বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বার্ষিক প্রকট মহোৎসবে তাঁহার খণ্ড গীতগুলি একত্রে প্রকাশিত হইল। শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীরাজসভার সম্পাদক মহোদয়ের নিকট ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড কলিকাতা ঠিকানায় শুদ্ধভক্তগণ বিনাব্যয়ে পাইতে পারিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে গান্ধর্ব্বাসরসী।

শ্রীভাগবত প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি পরম-

সহৃদয় চেষ্টায় ও আনুকূল্যে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগান্ধর্ব্বাসরসী আবির্ভূতা হইয়াছেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহের নয়ন পথে গান্ধর্ব্বাসরসীর প্রাকট্য ও ভজনীয়তা প্রত্যেক শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে অনুক্ষণ বর্ত্তমান। এই শ্রীসরসী সম্প্রতি পরমভাগবত বিরক্ত বৈষ্ণবাগ্রণী শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ দাস বাবাজী ও শ্রীমঠের সেবাধিকারী শ্রীমৎ নরহরি ব্রহ্মচারী মহোদয় দ্বয়ের অকপট সেবাফলে উদিতা হইলেন। "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাৎ বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ। রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ।" শ্রীরূপের এই বাক্য শুদ্ধভক্তগণের সর্ব্বদা হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া আছে। বৈকুণ্ঠ হইতে হরিজন্মপীঠ মথুরার শ্রেষ্ঠতা, তাহা হইতে রাসস্থলী বৃন্দারণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব, বৃন্দারণ্য হইতে গোবর্দ্ধন গিরিরাজের এবং তাহা হইতে রাধাসরসীর পরমোচ্চতমতা ভক্তগণের ভজন চাতুরী। ভগবজ্জন্মস্থলী শ্রীমধুপুরী ব্রজাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপের মায়াপুর এবং তন্মধ্যস্থ শ্রীযোগপীঠ। রাসস্থলীর প্রকাশ ভেদ শ্রীবাস গৃহ। গোবর্দ্ধনের প্রকট ভেদ শ্রীব্রজপত্তন গিরিরাজ। বর্ষদ্বয়ের অধিক হইল তথায় শ্রীগান্ধর্ব্বা গিরিধর শ্রীচৈতন্যচন্দ্র লোকনয়নে প্রকটিত হইয়াছেন। এক্ষণে শ্রীগান্ধর্ব্বা-সরসীতে স্নানকারিজনগণের গৌরভক্তির তুলনা নাই।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত।

২৫শে আগষ্টের অমৃতবাজার হইতে উদ্ধৃত।

"We are in receipt of a treatise in Bengali of quite a new type embodying in it a comparative study of the respective status and functions of "Brahmins and Vaishnabas." The book is replete with historical, philosophical, social and spiritual topics and the principles laid down in it are copiously supported by quotations from the Vedas and other Vedic Shastras. It affords a very interesting reading and will be of much interest to the social economists, the religiously disposed persons and to all Hindus in general being a delineations of the comparative excellences of the two topmost classes of their community. There is much to learn from its 204 pages. We are glad to recommend it to the reading public."

মর্ম্মানুবাদ :—

আমরা বঙ্গভাষায় "ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত" নামক একখানি নূতন ধরণের লিখিত গ্রন্থ সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। উহাতে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের পরস্পরের স্থান ও কৃত্যাদি তুলনামূলে বিশেষভাবে বিচারিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি আগাগোড়া ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সামাজিক ও পারমার্থিক নানাবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ এবং ইহার বিচারপ্রণালী

সমর্থন করা হইয়াছে। পুস্তক খানি পড়িতে বিশেষ কৌতূহলপ্রদ ; উপরন্তু ইহাতে হিন্দু সমাজের দুইটী সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী-বিশেষের তুলনামূলক উৎকর্ষ সমূহ বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হওয়ায় কি সামাজিক, কি অর্থবিৎ, কি ধার্ম্মিক, সাধারণ হিন্দুমাত্রেরই সুখপাঠ্য হইবে বলা যায়। পত্রসংখ্যা ২০৪ হইলেও এই গ্রন্থরত্ন হইতে শিখিবার, জানিবার ও বুঝিবার অনেক নূতন কথা আছে। আমরা সর্ব্বসাধারণকেই ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা।

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত)

গুরুকৃপা-বলে লভি সম্বন্ধ বিজ্ঞান।
কৃতিজীব হয়েন ভজনে যত্নবান॥
সেই জীবে শ্রীরূপ-গোস্বামিমহোদয়।
উপদেশামৃতে ধন্য করেন নিশ্চয়॥

গৃহী গৃহত্যাগী ভেদে দ্বিপ্রকার জনে।
উপদেশ ভেদ বিচারিবে বিজ্ঞগণে॥
গৃহী প্রতি এই সব উপদেশ হয়।
গৃহত্যাগী প্রতি ইহা পরাকাষ্ঠাময়॥

বাক্যবেগ মনোবেগ ক্রোধবেগ আর।
জিহ্বাবেগ উদর উপস্থবেগ ছার॥
এই ছয় বেগ সহি কৃষ্ণনামাশ্রয়ে।
জগৎ শাসিতে পারে পরাজিয়া ভয়ে॥

কেবল শরণাগতি কৃষ্ণভক্তিময়।
ভক্তিপ্রতিকূল ত্যাগ তার অঙ্গ হয়॥

ছয় বেগ সহি যুক্ত-বৈরাগ্য আশ্রয়ে।
নামে অপরাধ শূন্য হইবে নির্ভয়ে॥

অত্যাহার প্রয়াস প্রজল্প জনসঙ্গ।
লৌল্যাদি নিয়মাগ্রহ হ'লে ভক্তিভঙ্গ॥

গৃহত্যাগীজনের সঞ্চয় অত্যাহার।
অধিক সঞ্চয়ী গৃহী বৈষ্ণবের ছার॥

ভক্তি অনুকূল নয় সে সব উদ্যম।
প্রয়াস নামেতে তার প্রকাশ বিষম॥

গ্রাম্যকথা প্রজল্প নামেতে পরিচয়।
মতের চাঞ্চল্য লৌল্য অসত্তৃষ্ণাময়॥

বিষয়ী যোষিৎসঙ্গী তত্তৎসঙ্গী আর।
মায়াবাদী ধর্ম্মধ্বজী নাস্তিক প্রকার॥

সে সব অসৎসঙ্গ ভক্তিহানিকর।
বিশেষ যতনে সেই সঙ্গ পরিহর॥

নিয়ম অগ্রহ আর নিয়ম আগ্রহ।
দ্বিপ্রকার দোষ এই ভক্ত গলগ্রহ॥

একে স্বাধিকারগত নিয়ম বর্জ্জন।
আরে অন্য অধিকার নিয়ম গ্রহণ॥

আনুকূল্য সঙ্কল্পের ছয় অঙ্গ সার।

সঙ্গত্যাগ সাধুবৃত্তি করিলে আশ্রয়।
ভক্তিযোগ সিদ্ধি লভে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

ভক্তি অনুষ্ঠানে উৎসাহের প্রয়োজন।
ভক্তিতে বিশ্বাস দৃঢ় ধৈর্য্যাবলম্বন॥

যে কর্ম্ম করিলে হয় ভক্তির উল্লাস।
যে কর্ম্ম জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে প্রয়াস॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগে হয় সঙ্গবিবর্জ্জন।
সদাচার সাধুবৃত্তি সর্ব্বদা পালন॥

ত্যাগী ভিক্ষাযোগে আর গৃহী ধর্ম্মাশ্রয়ে॥
করিবে জীবন যাত্রা সাবধান হয়ে॥
অসৎসঙ্গ ত্যজি সাধুসঙ্গ কর ভাই।
প্রীতির লক্ষণ ছয় বিচারি সদাই॥

দানগ্রহ স্ব স্ব গুহ্য জিজ্ঞাসা বর্ণন।
ভুঞ্জন ভোজন দান সঙ্গের লক্ষণ॥

অসৎ লক্ষণ হীন গায় কৃষ্ণনাম।
মনেতে আদর তাতে কর অবিশ্রাম॥

লব্ধদীক্ষ কৃষ্ণ ভজে যেই মহাজন।
প্রণমি আদর তারে কর সর্ব্বক্ষণ॥

ভজন চতুর সেই তাঁর কর সেবা।
কৃষ্ণময় সবে দেখে সুবৈষ্ণব যেবা॥

শত্রু মিত্র সদসৎ কিছু না বিচারে।

নীরধর্ম্ম গত ফেন পঙ্কাদি সংযুক্ত।
গঙ্গাজল ব্রহ্মতা হইতে নহে চ্যুত॥

সেইরূপ শুদ্ধ ভক্ত জড়দেহ গত।
স্বভাব বপুর দোষে না হয় প্রাকৃত॥

অতএব দেখিয়া ভক্তের কদাকার।
স্বভাবজ বর্ণ কার্কশ্যাদি দোষ আর॥

প্রাকৃত বলিয়া ভক্তে কভু না নিন্দিবে।
শুদ্ধভক্তি দেখি তাঁরে সর্ব্বদা বন্দিবে॥

অবিদ্যা পিত্তের দোষে দুষ্ট রসনায়।
কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে রুচি নাহি হয় হায়॥

সিতপল প্রায় কৃষ্ণকথা অনুদিন।
আদরে সেবিতে রুচি দেন সমীচীন॥

কৃষ্ণ কামা বিস্মৃতি অবিদ্যা গদমূল।
কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ক্রমে হয়ত নির্ম্মূল॥

সেই ক্রমে কৃষ্ণনামাদিতে আস্বাদন।
অনুদিন বাড়ে রুচি কয় অনুক্ষণ॥

নামাদির স্মৃতি আর কীর্ত্তন নিয়মে।
নিয়োজিত কর জিহ্বা চিত্ত ক্রমে ক্রমে॥

ব্রজে বসি অনুরাগীর সেবা অনুসার।
সর্ব্বকাল ভজ এই উপদেশ সার॥

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মাথুর মণ্ডল।

তদপেক্ষা গোবর্দ্ধন নিত্য কেলিস্থান।
রাধাকুণ্ডে তদপেক্ষা প্রেমের বিজ্ঞান ॥

চিদন্বেষী জ্ঞানী জড়কর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ।
জ্ঞানিচর ভক্ত তদপেক্ষা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ ॥
প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানি।
গোপীগণে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলি মানি ॥
সর্ব্বগোপী শ্রেষ্ঠা রাধা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠা সদা।
তাঁহার সরসী নিত্য কৃষ্ণের প্রীতিদা ॥
এ হেন প্রেমের স্থান গোবর্দ্ধন তটে।
আশ্রয় না করে কেবা কৃতী নিষ্কপটে ॥

সকল প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা বৃষভানুসুতা।
তাঁহার সরসী নিত্য শ্রীকৃষ্ণ দয়িতা ॥
মুনিগণ শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্ধারিল।
ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি কুণ্ডে স্থির কৈল ॥
সাধন ভক্তির কথা কি বলিব আর।
কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ গণের দুর্লভ প্রেমসার ॥
নিষ্কপটে সেই কুণ্ডে যে করে মজ্জন।
কৃষ্ণ তাঁরে সেই প্রেম করে বিতরণ ॥

শ্রীনন্দলালা।

জয় যশোদা দুলালা

রক্তিম চরণেতে, বঙ্কিম নূপুর,
চঞ্চল চলণেতে, রুণু রুণু ঝঙ্কার,
পদনখপ্রান্তে লাঞ্ছিত শশধর
কিবা সাজে ভালা।
লম্বিত পৃষ্ঠেতে, কুন্তল কুঞ্চিত,
কুণ্ডল কর্ণেতে, বিদ্যুত চমকিত,
গুঞ্জ চূড়া পরে শিখিপাখা গুচ্ছিত
জগমন ভোলা।
খঞ্জন নয়নেতে, অঞ্জন রঞ্জিত,
বিম্ব অধরেতে, মৃদু হাস বিম্বিত,
আধ আধ ভাষে নবনীত চাহত
যশোমতী গৃহ করি আলা।

শ্রীমতী ত্রৈলোক্য তারিণী দেবী।
সাং আবুরি, (নদীয়া)

সদ্ধর্ম্মপ্রচ্ছা।

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কঃ ৫অঃ ১৮ শ্লোঃ॥

যাহা সত্য, মহঃ প্রভৃতি উপরিধামে, সুতল, অতলাদি অধোদেশে ভ্রমণ করিলেও পাওয়া যায় না এরূপ দুর্ল্লভ বস্তুর জন্য পণ্ডিতগণ যত্ন করিবেন, কেননা চতুর্দ্দশ ভুবনের উপরি এবং অধোদেশে যে সুখ আছে সে সমস্ত সুখই গভীর বেগ যুক্ত কালের দ্বারাই দুঃখের ন্যায় অনায়াসে পাওয়া যায় অর্থাৎ দুঃখ না চাহিলেও যেমন স্বয়ংই উপস্থিত হয়, সেইরূপ চতুর্দ্দশ ভুবনস্থিত সমস্ত সুখও উপস্থিত হয় কারণ—

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥"

এই দুর্ল্লভ বস্তু কি? না, ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ এই যে, যে বস্তুর যাহা নিত্য স্বভাব তাহাই তাহার ধর্ম্ম। এখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে প্রথমতঃ বস্তুর বিচার আবশ্যক। কারণ, বস্তুর বিচার যত সূক্ষ্ম হইবে, ধর্ম্মের বিচারও তত সূক্ষ্ম হইবে।

সদসদ্ বস্তুর বিচারে উপস্থিত হইয়া আমরা প্রপঞ্চজাত বস্তু হইতে বস্তুন্তরের অস্তিত্ব পরীক্ষায় দেখিতে পাই যে প্রত্যেক বস্তু, জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়াধীন; অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক সমস্ত বস্তুই অনিত্য এবং প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব ভাণ মাত্র। গম্‌ধাতু ক্বিপ্ এই প্রকৃতিগত অর্থ ধরিয়া জগতের

অস্তিত্বের সত্য সম্বন্ধের বিচার বুদ্ধিমান্‌জনগণের সহজেই বোধগম্য। তবে কি বস্তুর বিচার ও সন্ধান হইবে না? উত্তরে বলা যায় যে, নিশ্চয়ই হইবে শ্রীমদ্ভাগবতালোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং" অর্থাৎ বাস্তব বস্তুই একমাত্র মঙ্গলপ্রদ বস্তু। কারণ বাস্তব শব্দে নিত্য অস্তিত্ব বুঝায়। কিন্তু উপরি উক্ত বিচারে জাগতিক সমস্ত বস্তুই অনিত্য প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং বাস্তব বস্তু অপার্থিব বস্তুকে উদ্দেশ করে; এবং সেই অপার্থিব বস্তুই শ্রীভগবান্। তাই শ্রীভগবানই এক-মাত্র বাস্তব বস্তু। সেই বস্তুর পৃথক অংশ জীব ও সেই বস্তুর শক্তি মায়া। তাই বস্তু শব্দে ভগবান্, জীব ও মায়া এই তিন তত্ত্বকে বুঝায়।

বস্তুর বিচার হইলে ধর্ম্মের বিচার আবশ্যক। প্রথমতঃ—শ্রীভগবত্তত্ত্ব বিচার করিলে জানা যায় তিনি সর্ব্বপ্রভু, সর্ব্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যনিলয়, অনাদি সর্ব্বকারণকারণ ও ধর্ম্মাধর্ম্মাতীত।

দ্বিতীয়তঃ—মায়াতত্ত্ব বিচারে—মায়া ভগবানের ছায়া বা আবরণী শক্তি। ছায়া হেতু জড়া সুতরাং জড়ধর্ম্ম বিশিষ্ট যথা ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ। তৃতীয়তঃ জীবতত্ত্বানুসন্ধানে, অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই বাক্যে জীবকে অপরা বা শ্রেষ্ঠা শক্তি এবং স্ফুলিঙ্গা ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবঃ জীবনিচয়াঃ শ্লোকে জীবকে শ্রীভগবানের অংশ বলা হয়।

উপরি উক্ত ত্রিবিধ তত্ত্ব বিচারে দেখা যায় সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্মাতীত সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবানের ধর্ম্ম নাই। জড়হেতু জড়তাই মায়ার ধর্ম্ম, সুতরাং মায়ার ধর্ম্ম সৎ নহে। তাহা হইলে এখন দেখা যাইতেছে জীবই সদ্ধর্ম্মী। কিন্তু জীবের সেই ধর্ম্ম কি? দেখা যাইতেছে জীব অপ্রাকৃত, শ্রীভগবানের অংশ ও মায়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা শক্তি। ভগবান্ পূর্ণ চিৎ, জীব তাঁহার

কিরণকণ। চিদ্ধর্ম্মে উভয়ের ঐক্য আছে কিন্তু পূর্ণতা ও অপূর্ণতা ভেদে উভয়ের স্বভাব-ভেদ অবশ্যই আছে। সুতরাং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান প্রভু ও সর্ব্বশক্ত্যসম্পন্ন জীব ভগবানের নিত্য দাস। ক্ষুদ্রের ধর্ম্মই বৃহতের সেবা করা; সুতরাং অণুচিৎ জীবের ধর্ম্মই বৃহচ্চিদ্ ভগবানের সেবা। বস্তু ও ধর্ম্মের বিচারে—জীবই নিত্য বস্তু এবং জীবের ধর্ম্মই সদ্ধর্ম্ম বা ভগবৎসেবা স্থিরীকৃত হইল। এখন দেখিতে হইবে সেই জীব কে?

সাধারণতঃ জীব বলিলে ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম নির্ম্মিত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই দশেন্দ্রিয়যুক্ত জড় দেহ এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার নির্ম্মিত লিঙ্গ দেহকে বুঝায়; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জড় ও লিঙ্গ দেহদ্বয়, জীবের স্বস্বরূপাবরণ-বিশেষ মাত্র প্রমাণিত হয় যথা—

> স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
> হরের্মায়া-দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
> তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
> র্মহাকর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ॥
>
> শ্রীদশমূল ৬ষ্ঠ শ্লোক।

> যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
> স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ।
> যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
> জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ—   শ্রীমদ্ভাগবত

দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
দেহ কভু জীব নয়—জৈবধর্ম্ম-ফলশ্রুতি।

তাই, আমরা যদি দেহের ধর্ম্মকে সদ্ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করি এবং তৎসংগ্রহে ব্যস্ত থাকি, তবে আমাদের পরিণাম কি হয়? ...

তত্ত্ব বিচারে দেহ যখন অনিত্য ও জড় প্রমাণিত হয়, তখন জড় বস্তুর ধর্ম্মও অনিত্য ও জড় ব্যতীত অন্য কিছুই হয় না। জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়াধীন বস্তুর ধর্ম্ম অসৎ বই সৎ হইতে পারে না।

মনোরূপ লিঙ্গদেহের ধর্ম্মকেও সদ্ধর্ম্ম বলা যায় না, কারণ লিঙ্গদেহও পরিণামশীল। জন্মের দ্বারা জড়দেহপ্রাপ্তি ও মৃত্যুতে তদ্বিয়োগ হয় আর সাধনা দ্বারা জীবের আত্ম জ্ঞানোদয়ে লিঙ্গদেহের বিয়োগ হয়। স্বরূপ বিস্মৃতিতেই জীবের লিঙ্গদেহ লাভ হয়। সুতরাং জড়দেহের ন্যায় লিঙ্গদেহও জীবের নৈমিত্তিক আবরণ বিশেষ, পক্ষান্তরে স্বরূপ নহে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অদাহ্যোঽয়মচ্ছেদ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই বাক্য এবং "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥" শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে চতুর্দ্দশ ভুবনপতি সর্ব্বেশ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাক্য হইতে আমরা দেখিতে পাই যে জীবের ধর্ম্ম ভুক্তি বা ভোগ নহে, কারণ নিত্যবস্তুর ক্ষয়, বৃদ্ধি, ক্ষুধা তৃষ্ণা, অভাবাদি ধর্ম্ম না থাকায় তাহার ভোগের প্রয়োজন নাই। সেই নিত্য বস্তুর ধর্ম্ম মুক্তি বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ নহে। কারণ, বন্ধনমোচন বা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তির নাম মুক্তি। জীব স্বভাবতঃই মায়াপরতন্ত্র, স্বতন্ত্র শক্তির অপব্যবহারে কৃষ্ণবিস্মৃতিতে জীবের জড়াভিনিবেশ হয়, পুনরায় কৃষ্ণোন্মুখতায় তাহার নিত্যস্বভাবের প্রকাশ পায়। সুতরাং বন্ধনাবস্থায় যে ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়, তাহা নিত্য নহে, নৈমিত্তিক। বন্ধনরূপ নিমিত্ত উপস্থিত না হইলে মুক্তি এই বাক্যের সৃষ্টিও হইত না। সুতরাং নৈমিত্তিক ধর্ম্ম সদ্ধর্ম্ম নহে। দ্বিতীয়তঃ জীব ব্রহ্মজাতীয় বস্তু হইলেও ব্রহ্ম নহে। "নিত্যো

নিত্যানাংচেতনশ্চেতনানাং" এই বেদবাক্য এবং এবম্বিধ বহুতর বেদ ও শাস্ত্র-বাক্যে জীব ব্রহ্মের শক্তিজাতীয় অংশ প্রমাণিত হইয়াছে। ঘটাকাশ মহাকাশের ন্যায় জীবে ও ব্রহ্মে ঐক্য-সমাধান সমীচীন নহে।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং॥

জীবে ও ব্রহ্মে ঐক্য-সমাধান খপুষ্প ও অশ্বডিম্ববৎ।

সুতরাং বদ্ধজীবের গোখরের ন্যায় বাতপিত্তকফরূপ ত্রিধাতু-নির্ম্মিত, জড়দেহে অহং বুদ্ধিতে জড়দেহের ধর্ম্ম আহার, নিদ্রা, ভয় ও মিথুন এই চতুর্ব্বিধ ভোগকে স্বীয় সদ্ধর্ম্ম জানিয়া সদসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যানুসারে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে স্বর্গ-ভোগ ও অসৎকর্ম্মানুষ্ঠানে নরকভোগক্রমে উচ্চনীচ যোনিসমূহে ভ্রমণ ও ত্রিতাপ ধর্ম্মবিশিষ্ট এই সংসারে গতায়াত ভিন্ন অন্য লাভ হইবে না।

পক্ষান্তরে লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধি জীব নিজকে ব্রহ্ম ধারণায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাকে কল্পনা ভাবিয়া অনিত্য কাল্পনিক উপাসনার আবাহন করিয়া মরুভূমিতে মরীচিকা দর্শনে জলবোধে জলপানে ধাবিত হইয়া মৃত্যুলাভের ন্যায় আত্মঘাতী হন। বিকারগ্রস্ত রোগীর কার্য্য ও চেষ্টা যেমন অলীক, মদিরাপানোন্মত্ত জীবের ক্রিয়া ও মত্ততা যেমন অসত্য সেইরূপ মোহ মদিরান্ধ, ভবরোগগ্রস্ত জীবের আরামী হইয়া দেহধর্ম্ম ও মনোনিগ্রহকারী হইয়া মনোধর্ম্মকে সদ্ধর্ম্ম বলিয়া ধারণা অলীক বই সত্য নহে।

সুতরাং সদ্ধর্ম্ম দেহ ও মনের ধর্ম্ম নহে, তাহা জীবের আত্মধর্ম্ম বা স্বরূপ ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম ভুক্তি বা ভোগ, মুক্তি বা মোক্ষ নহে, তাহা ভক্তি বা সেবা

তাই সদ্ধর্ম্ম নিরূপণে সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবানই স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবকে বলিলেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।"

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছিঁড়ে পায় কৃষ্ণের চরণ॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

সুতরাং নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের শ্রীকৃষ্ণসেবাই সদ্ধর্ম্ম।

সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির দেহারামী ও মনোনিগ্রহকারী গুরুসঙ্গ দূর হইয়া প্রকৃত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা গুরুসঙ্গ লাভ হয়। তখন সেই ভাগ্যবান্ জীব তাদৃশ গুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক সেই সর্ব্বজনবন্দ্য পরমহংস শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে কৃষ্ণদীক্ষাশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সদ্ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হন। সেই সময় প্রাপ্তদীক্ষ ব্যক্তির ঐকান্তিক শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবায় ও অনন্যগতিতে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে সদ্ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি হয়। সাধকের সেবার ও চেষ্টার শিথিলতায় সদ্ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি অসম্ভব তাই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুপাদ গাহিলেন :—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্সিতঃ॥

শ্রীগুরুচরণ সেবাপ্রার্থী—
শ্রীনয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী,
সম্প্রদায়বৈভব-ভক্তিশাস্ত্র-পঞ্চরাত্রাচার্য্য।
(নারায়ণপুর, যশোহর।)

পঞ্চোপাসনা।

যাঁহা হইতে এই জড়জগৎ জাত হইয়াছে, যাঁহা হইতে জীবজগৎ প্রকটিত হইয়াছে, যাঁহাতে এই জড়জগৎ ও জীবজগৎ প্রতিষ্ঠিত ও প্রতি-পালিত, যিনি জড়জগতের ও জীবজগতের নিত্য-আশ্রয়রূপে অধিষ্ঠিত, জিজ্ঞাসুগণের যিনি জিজ্ঞাস্য বস্তু, এবং জ্ঞানিগণের যিনি জ্ঞেয় বস্তু, ঔপনিষদ ব্রহ্ম-নামে তিনি সংজ্ঞিত হন। উপরিলিখিত শ্রুতি যে ব্রহ্ম-বস্তুর কথা বলিলেন, তিনি সবিশেষ কি নির্ব্বিশেষ, ইহা নিরূপণ করিতে গিয়া দুইটী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈত ও কেবলাদ্বৈত-নির্ব্বিশেষবাদী বলিয়া আখ্যাত হ'ন।

নির্ব্বিশেষবাদী বলেন, জড়জগতে ও জীবজগতে যে কিছু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উভয়ই অনিত্য ও মিথ্যা, যেহেতু ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। জীব ও জড় জগতের বিশেষত্ব ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ভূত মাত্র; তাঁহাদের বাস্তব অধিষ্ঠান নাই। দ্রষ্টা খণ্ডদর্শনে দর্শন করিতে গিয়াই ঐরূপ মিথ্যা-ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। ব্রহ্ম শক্তি-রহিত এবং বিশেষ-রহিত বস্তু। ব্রহ্ম চিদ্বস্তু বলিয়া ব্রহ্ম-সত্তায় বিশেষত্ব সম্ভবপর নহে। বিশেষত্ব বা ভেদ জড়মায়া-কল্পিত। মায়ার অভাবে স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরাহিত্যযুক্ত চিন্মাত্র অবস্থিত।

সবিশেষবাদী বলেন, জড়-বিশেষে নশ্বর ধর্ম্ম অবস্থিত, প্রতীতি সত্য, ব্রহ্ম বস্তুর বহিরঙ্গাশক্তি-পরিণামে জগৎ উদ্ভূত। অন্তরঙ্গা-শক্তি পরিণত হইয়া তদ্রূপবৈভব এবং অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তিদ্বয়ের অন্তরালে, তটদেশে, উভয় প্রকার জগতে বিচরণশীল জীবজগৎ অবস্থিত। ব্রহ্মে বিশেষ-ধর্ম্ম নিত্যাবস্থিত। বহিরঙ্গাশক্তির পরিণত জগৎকে বা অণুচিৎ জীবজগৎকে মিথ্যা বলিবার আবশ্যক নাই। চেতন ধর্ম্মে বিপরীত অচিৎ বস্তু গ্রহণবৃত্তি অণুচিদ্ গঠনে

বর্ত্তমান থাকায় ব্রহ্মের অন্তরঙ্গা শক্তির নিত্যপরিণাম-রূপ বৈকুণ্ঠে অণুচিৎ-মাত্রেই সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত নয়। অণুচিদ্ বস্তু বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল অবস্থিত হইলেও অচিদ্‌বস্তুর অনুশীলনে নিজের স্বরূপ-ভ্রান্তি ঘটিবার অবকাশ হয়, ব্রহ্মের বহিরঙ্গাশক্তি-পরিণত জগৎ দর্শন করিতে করিতে অন্তরঙ্গাশক্তি প্রকটিত জগদ্দর্শনে বিমুখ হন। সেই কালেই তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া দেহ ও মনোরূপ অনাত্ম বস্তুদ্বয়কে আত্মা বলিয়া মনে করেন। দেহ ও মনের ধর্ম্ম জড়জগৎ ও বদ্ধজীব জগতের ভোক্তৃত্বময়। আত্মচক্ষুর দ্বারা স্বরূপাবস্থ হইয়া জীব যখন ভগবান ও তদ্রূপবৈভব দর্শন করেন, তখনই তাঁহার অচিৎ পরিচয় ন্যূনাধিক বিস্মরণ হয়। অনুকূলভাবে অধোক্ষজের অনুশীলন করিলেই জীবের ভোগময় প্রতীতি থাকে না। ভগবৎসেবার অভাবেই জীব জড়ের বিষয় সেবায় ব্যস্ত হন। অনাত্ম বস্তু দেহ ও মনের দ্বারাই জড়ের বিষয়সেবা হয়। ভগবদ্বস্তু জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না। অতীন্দ্রিয় আত্মেন্দ্রিয় দ্বারাই নিত্যকাল বিষ্ণুর সেবা হইয়া থাকে। যে কালে জীব আত্মেন্দ্রিয় দ্বারা বিষ্ণুসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণদাস্যের পরিবর্ত্তে জড়েন্দ্রিয়ের ভোগময় প্রবৃত্তিতে চালিত হন, সেই কালে কৃষ্ণকে মায়াশক্তি বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হয়। যে কালে জড় অর্থসিদ্ধিলাভের জন্য নিত্য বিষ্ণুসেবা পরিহার করেন সেই কালেই বিষ্ণুকে গণেশ-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। যে কালে প্রাপঞ্চিক অনুভূতিবিশিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকামী দেহ ও মন বিষ্ণুপূজা করিতে আরম্ভ করে, তৎকালে বিষ্ণু-দর্শনের পরিবর্ত্তে সবিতা দেখিয়া ফেলেন। ধর্ম্মার্থকামী ভুক্তি-পরবশ হইয়া সূর্য্য গণেশ ও শক্তির সেবাকেই বিষ্ণুসেবা মনে করেন। আবার মোক্ষকামী হইয়া উপাস্য বস্তুকে রুদ্ররূপে দর্শন করেন। জড় কামনাই জীবকে বদ্ধানুভূতিতে চতুর্ব্বর্গের সেবক করিয়া তোলে। বিষ্ণু-উপাসনায় জীবের কোন

সেবা হয়। উহাই আত্মবিদ্‌গণের নিত্যধর্ম্ম। বিষ্ণুমায়ায় সম্মোহিত হইয়া জীব কামনার বশবর্ত্তী হন, ও চতুর্বর্গলাভের বাসনায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কোন একটা রূপ কল্পনা করিয়া বসেন। কিন্তু বাস্তব নিষ্কাম হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্‌কে পরব্রহ্ম জানিবার পরিবর্ত্তে সগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণময় উপাস্য জানা তাঁহার অপরাধের পরিচয় মাত্র। জীব অনাত্মধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বদ্ধাভিমানে বিশুদ্ধসত্ত্ব বিষ্ণুর নিকটও কোন কোন সময় জড়কামনা প্রার্থনা করেন। তাদৃশ বিষ্ণু-উপাসনাও পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত। নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত সগুণ জ্ঞান করিয়া যে কামনাময়ী উপাসনা জগতে চলিতেছে, তাহার ভোক্তৃস্বরূপ দেহ ও মনকে বিবর্ত্তবুদ্ধিতেই আত্মজ্ঞান হয়। স্বরূপজ্ঞানের অভাবে বিশুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ ভগবান্ বিষ্ণুকে কামদাস হইয়া অপর সগুণ কাল্পনিক ব্রহ্মবস্তুর সহিত সমজ্ঞান অপরাধের লক্ষণ। বিশুদ্ধসত্ত্ব-রুচিবিশিষ্ট জীব বিষ্ণু, সত্ত্বরজোমিশ্রগুণবিশিষ্ট জীব সূর্য্য, সত্ত্বতমোমিশ্রগুণ-বিশিষ্ট জীব গণেশ, রজস্তমোগুণবিশিষ্ট জীব শক্তি এবং তমোগুণবিশিষ্ট জীব রুদ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। সগুণ উপাসনায় এই সম্প্রদায় সমূহের লক্ষ্য বস্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। শুদ্ধজীবের আত্মা যেকালে মায়া দ্বারা সম্মোহিত হয় তখনই আপনাকে গুণদাস জানিয়া জীবের জড়চেষ্টার উদয় এবং জড়চেষ্টা প্রভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বাশ্রয়কে গুণাবতার জ্ঞানে উপাসনার প্রবৃত্তি। নিজ স্বরূপের নির্গুণতার উপলব্ধিতে সবিশেষ বিষ্ণুবিগ্রহই পরব্রহ্ম এবং নিজেকে বৈষ্ণব বিশ্বাস আর উপাসকগণের হিতের জন্য অনিত্য গুণোপেত কাল্পনিক মূর্ত্তব্রহ্মগুলির শেষ অভ্রান্ত পরিণাম নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং নিজের অস্তিত্বাভাবহেতু উপাস্য-উপাসক-ভ্রান্তির অপগমে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে পারেন, আশা করেন। পঞ্চোপাসন একণে চন্দ্রধিষ্ণ্য ও ক্রমযোগে সগুণো-পাসনাবাদ সৃষ্টি করিয়াছে। পরিশেষে সকলেরই মুক্তিই লক্ষ্য। মুক্তিতে

বোধরাহিত্য স্বীকার করেন। কেবলাদ্বৈত নির্ব্বিশেষবাদী মুক্তিতে বোদ্ধা-বোদ্ধব্য ও মুক্তিরহিত অখণ্ড বোধ স্বীকার করেন। বদ্ধজীব নানা প্রকার জড় ক্লেশের মধ্যে থাকিয়া নিজাস্তিত্বে অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। প্রাতীতির সত্যতা অবলম্বন করিলে তাঁহার সেই অসুবিধা হইতে মুক্ত হইয়া নিজ অস্তিত্ব সংরক্ষিত হউক, ইহাই তাঁহার আবশ্যক ছিল। কিন্তু নির্ব্বিশেষ বাদীর হস্তে পড়িয়া তাঁহার নিজত্ব বিনষ্ট হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাম্য হওয়ায় জানিতে পারায় অন্য বস্তু রূপে পরিণত হইলেন অর্থাৎ সে জিনিষ রহিলেন না। জীব নিজের নির্ম্মল সত্তা, চিন্ময়তা ও আনন্দ পরিহার করিয়া বিভু বস্তুর সত্তা, চিন্ময়তা ও আনন্দের নির্ব্বিশেষ অবস্থা ব্রহ্মকবলে লীন হওয়ায় তাঁহার নিত্য অণুচিৎ স্বরূপের বিলোপ সাধিত হইবে বুঝিতে পারিবেন। অবশ্য অণুচিদ্ধর্ম্মে বদ্ধদশাজনিত দোষাপগমের প্রয়োজনীয়তা ছিল বলিয়া নিজ নিত্য অণুচিদ্ধর্ম্ম ধ্বংস হউক এরূপ পরামর্শ গ্রহণ করা সমীচীন মনে করা নিত্যত্বের ব্যাঘাতকারক। মুক্ত অবস্থায় নিত্য অণুধর্ম্ম বিগত হইলে তিনি আর সে বস্তু রহিলেন না। অবশ্য জড়ের অণুত্বে নানা অনুপাদেয়তা বা হেয়তা অবস্থান করে কিন্তু চিন্ময় অণুস্বরূপে তাদৃশ অবরতার সম্ভাবনা নাই। সেখানে ভগবানের নিত্যসেবা বিরাজিত বলিয়া অনুপাদেয় ক্লেশাদির সম্ভাবনা নাই অথচ নশ্বরতা ও হেয়তা তথায় আদৌ না থাকায় মুক্তির প্রাপ্য বিষয়সমূহ প্রকৃত প্রস্তাবেই অবস্থান করিল।

পঞ্চোপাসকগণ কালক্ষুব্ধ নশ্বর ফলাকাঙ্ক্ষী। ঐকান্তিক বৈষ্ণব তাদৃশ নহেন। তিনি নিত্যকাল ভগবানের সেবক। পঞ্চোপাসকগণ নিজ নিজ কামাভিলাষী, বৈষ্ণবগণ নিত্য বিষ্ণুদাস্যাভিলাষী। পঞ্চোপাসকগণ কর্ম্ম ফলাধীন, বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলাতীত। বৈষ্ণবগণের নিজ বিচারে ভগবদ্গঠন হয় নাই। জড় বিচারের পর্ব্ব হইতে নিরাকৃত ভগবান [illegible]

স্থায়ী ব্রহ্মের সগুণরূপ কল্পিত পঞ্চোপাসনা অল্পকালের জন্য, পরিবর্ত্তিত হইবার জন্য কামী বদ্ধজীব-সৃষ্ট বা কল্পিত মাত্র।

বৈষ্ণব ও ইতরস্মৃতি।

ধর্ম্মশাস্ত্রের যে সকল বিধি অবলম্বন করিয়া জীবদ্দশায় ব্যবহারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সেই বিধিসম্বলিত শাস্ত্রকে স্মৃতিশাস্ত্র বলে। ভক্তাভক্ত-ভেদে স্মৃতিশাস্ত্রও দ্বিবিধ। অপ্রাকৃত বিচার গ্রহণ না করিয়া জড়জ্ঞানে সামাজিক শৃঙ্খলতা রক্ষা করিবার জন্য বৈষ্ণবেতর স্মার্ত্তগণ ইতরস্মৃতি-বিধিগুলিকে বহুমানন পূর্ব্বক হরিবিমুখ সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। সেই হরিবিমুখ সমাজের মধ্যে যাঁহারা ভগবদুন্মুখ, তাঁহারা কেবলমাত্র অভক্ত স্মার্ত্তের উপদেশ ও বিধিগুলি পালন করেন না। ভগবদ্ভক্তিবহির্ম্মুখ সমাজ সংখ্যায় প্রচুর হইলেও ভগবদুন্মুখ সমাজের উপর কোন প্রকার আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয় না। ইতর স্মার্ত্তগণ বলেন, ভগবদ্ভক্তির আদর না করিয়া শাস্ত্রীয় প্রাণহীন বিধিগুলিকে পালন করিলেই সৎকর্ম্মী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা যাইতে পারে কিন্তু পরমার্থিগণ তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন না। স্মার্ত্ত ও পরমার্থিরুচিক্রমে একই শাস্ত্র হইতে আচারগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। শ্রীরঘুনন্দনাদি ব্যবহার কুশল স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের নিজপ্রণীত নিবন্ধ গুলিতে বৈষ্ণবগণের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার পারমার্থিক স্মার্ত্ত শ্রীহরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থে অবৈষ্ণবপর স্মৃতিবচন বৈষ্ণবের পালনীয় নহে এরূপ মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবদবিমুখতার স্রোত সমাজে প্রবলভাবে প্রবাহিত

বৈষ্ণবস্মৃতির সমাদর সর্ব্বত্র না থাকায়, সমাজে উহার উপযোগিতা থাকিতে পারে না, এরূপ বিচার নির্ব্বোধ সমাজেই শোভা পায়। মানব যেকালে আপনাদিগকে ভগবদ্বহির্ম্মুখ ও অবৈষ্ণব মনে করেন, সেই কালেই তাঁহার বহির্ম্মুখ সমাজে অবস্থানের দৃঢ় প্রতীতি হয়। তিনি মনে করেন বৈষ্ণবেতর স্মার্ত্তগণের প্রবল তাড়নার হস্ত হইতে তাঁহার রক্ষার আর উপায় নাই। বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট গৃহীতমন্ত্র হইয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির পদাবলেহন পুরুষপরম্পরাক্রমে তাঁহার কৌলিক পদ্ধতি। কিন্তু ইহা তাঁহার স্বরূপবিস্মৃতির ফল মাত্র। দীক্ষিতবৈষ্ণব যখন দেখিবেন, যে অদীক্ষিত হরিবিমুখসমাজে আচার ব্যবহার তাঁহার পরমার্থবিরোধী এবং পরমার্থের অনুরোধে ব্যবহারিক জীবনকেও কৃষ্ণোন্মুখ করা আবশ্যক, তখন তাঁহার বৈষ্ণবস্মৃতির অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে। যে কাল পর্য্যন্ত না তিনি পরমার্থে অগ্রসর হ'ন, তৎকালাবধি তাঁহার ইতরস্মৃতির অনুগমন ধর্ম্ম ব'লয়া প্রতিভাত হইবে, কিন্তু আচার্য্যের অনুগমনে বদ্ধপরিকর হইলে সমাজের হিতৈষিগণ বৈষ্ণবস্মৃতির আদর করিতে শিখিবেন।

হায়, কি দুঃখের বিষয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিষ্ট শ্রীসনাতনগোস্বামী-লিখিত স্মৃতিশাস্ত্রের আদর আজ গৌড়ীয়বৈষ্ণবনামধারি সমাজে নাই! বৈষ্ণবের দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া আমরা কুলাঙ্গারের কার্য্য করিবার জন্য বৈষ্ণবস্মৃতির প্রচলন উৎসাদন করিয়াছি! যাঁহারা বৈষ্ণবস্মৃতির পুনঃপ্রবর্ত্তনের প্রয়াস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে শত্রুজ্ঞান করিতেছি! শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিনির্ম্মিত বৈদিক পদ্ধতি অবলম্বনে যে সৎক্রিয়াসার দীপিকা গ্রন্থ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের শতবর্ষপূর্ব্বে গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজে সংরক্ষিত ছিল, তাহা এতদিন আচার্য্যের অভাবে বৈষ্ণবকুলের মধ্যে বদ্ধমঞ্জুষায় অজ্ঞাত ছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর

করিয়াছেন, তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সহস্র বৎসর লাগিতে পারে। আবার শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা হইলে বৈষ্ণব সমাজ নিজ নির্ম্মলতা রক্ষা করিবার জন্য উহাই নির্ব্বিবাদে প্রচলন করাইয়া লইতে পারেন। যে সময় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই সময় বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের চরম দুরবস্থার কাল। তিনি পরমার্থ ও হরিনাম প্রবর্ত্তন করাইয়া ছিলেন বলিয়া তাৎকালিক হরিনামবিরোধী সমাজ তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতেও বিরত হয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ ও গৌরভক্তের ভক্তগণ বর্ত্তমান কালে বর্ণাশ্রমে সুষ্ঠুভাবে অবস্থিত হইয়া সেই শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকুন। সমাজের প্রত্যেক ক্রিয়ার সহিত হরিবৈমুখ্য সংশ্লিষ্ট থাকিলে অনর্থজনিত হরিবিমুখপ্রবৃত্তিক্রমে জীব জড়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িবেন। যদি সামাজিক প্রত্যেক ক্রিয়ায় হরিবৈমুখ্য অনাদৃত হইয়া হরিসেবন প্রবৃত্তিমুখে শুদ্ধবর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বহুলভাবে পুনঃ সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণবস্মৃতির আদর আমরা অচিরেই দর্শন করিয়া প্রোৎফুল্ল হইব। মুখে হরিভক্ত আর প্রত্যেক কার্য্যে হরিবিমুখ ভাবপোষণ ও অন্তরের সহিত ইতর স্মৃতির আদর করিতে গেলে আমরা নিষ্কপটে বৈষ্ণবদাস্যে অধিষ্ঠিত হইতে পারিব না। নির্ব্যলীক না হইলে ভগবানের দয়া পাওয়া যাইবে না এবং শুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে না। বর্ণাশ্রমাতীত শুদ্ধ পারমহংস্য বৈষ্ণবধর্ম্ম, অশুদ্ধ বর্ণাশ্রম প্রতীতির মধ্যে কথনই সাধিত হইবার নহে, একথা বিজ্ঞকুলের বিবেচ্য বিষয়। "অন্তরনিষ্ঠা কর বাহে লোক ব্যবহার" এই বাক্যটীর বিকৃত অর্থ করিয়া অশুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অন্তরে পোষণ করিতে হইবে, এরূপ নহে। যাঁহারা নিষ্কপটে ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শ্রীরূপপাদ একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

ভক্তির অনুকূল জীবন যাঁহারা যাপন করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারাই লৌকিক ও বৈদিক যাবতীয় ক্রিয়াবলী নিজ নিজ হরিসেবার অনুকূলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহারা যে ব্যবহার লোকে স্থাপন করিবেন, উহা বৈষ্ণবের অন্তরনিষ্ঠার সহিত বিরোধী হওয়া উচিত নহে। যদি আজ আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের আচার্য্য ও তদধীন সমাজকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূলে শুদ্ধবর্ণাশ্রমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তনামধারীর অন্তরনিষ্ঠায় গোলযোগ উপস্থিত হইত না। আজ বহির্ম্মুখ সমাজের ব্যবহার দেখিয়া অন্তর নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবগণ পরম দুঃখে বাহ্য লোকব্যবহারের দৌরাত্ম্যের কথা লোকসমাজে জ্ঞাপন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি তাঁহারা অন্তরনিষ্ঠ না হইতেন, তাহা হইলে লোক-ব্যবহার, ভজনকারী সমাজের অনুকূল হউক, এরূপ সদুদ্দেশ্যবিশিষ্ট হইতেন না। হৃদয়ে নিষ্ঠা না থাকিলেই অর্থাৎ বিষ্ণুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিষ্ঠার অভাব হইলেই লোকব্যবহারের বাহ্য হেয় দর্শন জীবকে কৃষ্ণনিষ্ঠ হইতে দেয় না। মহাভারতে দুর্য্যোধনোক্ত "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই শ্লোকের দোহাই দিয়া কত না পাপ কার্য্যে অভক্ত জীবগণ অগ্রসর হইতেছেন! "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" শ্লোকের দোহাই দিয়া বৈষ্ণবনামধারী কত শত ব্যক্তি দুরন্ত নরকপথে দিশাহারা হইতেছেন! "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্য বিস্মৃত হইয়া আমাদের ন্যায় নামধারী আচার্য্যগণ ভগবদ্ভক্তির পথে কণ্টকারোপণ করিতেছেন, যেহেতু বাহ্যে সাধারণ লোকের মধ্যে অসদ্ব্যবহার প্রচলিত আছে বলিয়া আপনাকে অন্তরনিষ্ঠ বলিয়া কপটতা সহকারে পরিচয় দিতে গিয়া কতই না পরমার্থের প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন। রাগানুগা ভক্তির নামে [illegible]

লোকাচারে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাই পালনীয় জানিয়া ব্যভিচারী সম্প্রদায় নিজ নিজ অন্তরনিষ্ঠার পরিচয় দিতেছেন। বৈষ্ণবসামাজিকগণ এই সকল কথা ধীরভাবে আলোচনা করতঃ বৈষ্ণবস্মৃতির অনুগমনে ভক্তিপথে অগ্রসর হউন—ইহাই আমাদের সবিনয় নিবেদন। আমাদিগকে অযথা আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের কোন কল্যাণলাভ ঘটিবে না। দেহ ও মনের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহারা আমাদের সুবিনীত বাক্যগুলি পর্য্যালোচনা করুন্।

সংস্কার সন্দর্ভ।

(প্রশ্নোত্তরমালা)

অন্তেবাসী। পিতা, আচার্য্য ও গুরু শব্দে আমরা কি বুঝিব?

আচার্য্য। যাঁহা হইতে পাঞ্চভৌতিক শরীর লাভ করা যায়, যিনি পাঞ্চভৌতিক শরীর পালন করেন, রক্ষা করেন ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি পিতা। নীতিশাস্ত্রবিৎ চাণক্য বলেন, "অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্ত কন্যা বিবাহিতা। জনয়িতা চোপনেতা পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।" অর্থাৎ আহার দাতা, অভয় প্রদাতা, শ্বশুরমহাশয়, জনক এবং সাবিত্র্য সংস্কর্ত্তা, এই পঞ্চ জনকে পিতৃসংজ্ঞা দেওয়া হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে সাত প্রকার পিতার উল্লেখ আছে, "কন্যাদাতান্নদাতা জ্ঞানদাতাঽভয়প্রদঃ। জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ।" অর্থাৎ শ্বশুর, ভোজন দাতা, শিক্ষক, অভয় প্রদাতা, জন্মদাতা, মন্ত্রদাতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা, বস্তুতঃ যাঁহারা পালন করেন এবং যাঁহাদের পাল্য বুদ্ধিতে আমরা বাস করি তাঁহারাই পিতা। গরুড় পুরাণে পিতৃস্তোত্রে পিতৃগণ বিচারে দেখিতে

পাওয়া যায় পিতৃগণ একত্রিংশৎ প্রকারে সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন।

যিনি ব্যাহৃতির উপদেশ করেন ও মৌঞ্জী বন্ধন সংস্কারের কর্ত্তা এবং বেদ অধ্যায়ন করান, তিনি আচার্য্য। ভার্গবীয় মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে চত্বারিংশৎসংখ্যক শ্লোকে "উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে।" অর্থাৎ শিষ্যকে যিনি বেদমাতা গায়ত্রীর উপদেশ করিয়া কল্প ও নিগূঢ়তত্ত্বের সহিত বেদ অধ্যয়ন করান তিনিই আচার্য্য। শিক্ষার অভাবে চিজ্জাতীয় জীব কেবল স্থূল বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া চেতনের সুষ্ঠুব্যবহার না করিতে পারিয়া শোকে অভিভূত হইবে তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য বেদের পঠন পাঠন। মানবের সহিত মনুষ্যেতর জীবের পার্থক্য এই যে মানব পরলোকের বিষয় অনুশীলন করিতে পারে, মানবেতর প্রাণী চেতনের সেরূপ ব্যবহার করিতে পারে না। কার্য্য-সৌকার্য্যার্থে যে টুকু চিদাভাসের পরিচালনা করে, তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূতি প্রসূত মানবেতর প্রাণিগণের চেষ্টা। আচার্য্যের নিকট যে কাল পর্য্যন্ত মানবক গমন করেন না তদবধি তাঁহার জ্ঞানের সহিত পাশব জ্ঞানের অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকে। শোকামর্ষ প্রভৃতি ভাবের অধীন হইয়া মানব পাশব স্তরে অবস্থিত। তাহা অতিক্রম করিতে একমাত্র আচার্য্যের নিকট গমনই প্রয়োজনীয়। যাঁহারা আচার্য্যের নিকট যাইবার রুচিলাভ করেন না, অথবা পুরুষ পরম্পরায় শূদ্রাভিমানে বেদাধ্যয়নে অযোগ্য, তাঁহারা চিরদিনই অশিক্ষিত শূদ্র শব্দবাচ্য। শোকই তাঁহাদের প্রধান বৃত্তি। অনেক সময়ে পিতা আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। পিতা অসমর্থ হইলে পৃথক আচার্য্যের নিকট বেদের বিভিন্ন শাখা সমূহে অধিকার লাভ করিতে হয়। পিতা অথবা আচার্য্যই উপনয়নের পূর্ব্বে সংস্কার সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাপঞ্চিক দেহধারী জীবকে পাপ হইতে উন্মুক্ত করেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন "এবমেনঃশমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্।" অর্থাৎ এই দশ

প্রকার সংস্কার দ্বারা শুক্রশোণিতজাত দেহের পাপরূপ মল উপনাম প্রাপ্ত হয়। জীবাত্মার বদ্ধদশায় দুইটী উপাধি। ঐ উপাধিদ্বয় আত্মবস্তু না হইলেও আত্মবৃত্তিতে ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট হইবার যোগ্য। স্থূল উপাধিটীর নাম বাহ্য শরীর, সূক্ষ্ম উপাধিটীর নাম মানস বা লিঙ্গশরীর। অচিজ্জগতের সহিত সম্বন্ধ করিয়া জীবাত্মা তদন্তর্গত পরিচয়ে জড়বিষয়ের ভোক্তা হ'ন। আবার অচিদনুভূতিমুক্ত জীবাত্মা হরিসেবা করিয়া ভগবানের ভোগ্য। শুদ্ধ জীবাত্মপ্রতীতিতে যখন অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ ভোক্তা এবং শুদ্ধজীব ভোগ্য হন, তখন অণুচিৎ জীবাত্মা অভিজ্ঞ, সুতরাং সেকালে নিজকে ভোগ্য দর্শন করেন ও তাঁহার অনভিজ্ঞতা থাকে না। কেবল পাঞ্চভৌতিক জড়পিণ্ড প্রতীতি প্রবল থাকায় বদ্ধজীব পশুতুল্য ও শোকগ্রস্ত শূদ্র অভিমান করেন। তাহাতেই তিনি নানাপ্রকার পাপে মতিবিশিষ্ট হ'ন। পাপ বর্জ্জন করিতে হইলে তাঁহার বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হয়। কষ্ট পাইতে পাইতে তিনি উত্তরোত্তর অধিকতর ক্লেশে পতিত হ'ন। পিতা বেদজ্ঞ আচার্য্য হইলে পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিবার উদ্দেশে তাহাকে দশসংস্কার দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহের অসুবিধারূপ পাপ হইতে উন্মোচন করিবার অভিপ্রায়ে সংস্কার বিধান করেন। আচার্য্যের অনুকম্পায় বদ্ধজীব বাহ্য-জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ পরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন। বদ্ধজীবের স্থূলোপাধির জনক ও রক্ষকরূপে মাতাপিতা এবং সূক্ষ্ম দেহের পালক পালিকারূপে আচার্য্য ও বেদমাতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানে সন্তানকে সম্বর্দ্ধিত হইতে দেখেন। আচার্য্যের উপদেশ লাভ করিয়া বেদশাস্ত্রে পারদর্শিতাক্রমে জীব নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধান রত হন অথবা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মায়াবাদের অকর্ম্মণ্যতা আত্মবিচারে উপলব্ধি করেন। ইহাই জীবাত্মার অপরোক্ষানু-

পূর্ব্বোক্ত উপাধিদ্বয় ব্যতীত স্বরূপভূত বস্তু জীবাত্মা উপাধিসম্পত্তিদ্বয়ের হস্ত হইতে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন হইলে অবিমিশ্র জীবাত্মা ঐ সম্পত্তিদ্বয়ের অধিকারী বলিয়া আপনাকে অভিমানন করেন। যখন উপাধিমুক্ত আত্মা পূর্ণ চিদ্বিলাসময় ভগবানের সেবনকেই জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি জানেন, তখনই তিনি যে অভিজ্ঞ আচার্য্যের নিকট প্রকৃতির অতীত জ্ঞানলাভ করেন সেই ভগবৎপর বস্তুই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব নিত্যবস্তু। তাঁহার সেবক জীবাত্মা নিত্যবস্তু। গুরুদেবের উপাস্য বস্তু সচ্চিদানন্দ ভগবান্। সেবকের নিত্য উপাস্য ভগবান্ ও শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব উপাস্যবস্তু হইলেও তাঁহার লীলাবিচিত্রতায় সেবক-সাম্য আছে। অপ্রাকৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন বিষয়জাতীয় সেব্যবস্তুই ভগবান্ চিচ্ছক্তিমান্, এবং আশ্রয়জাতীয় শক্তিবর্গই বিভিন্ন রসে বিচিত্রবিগ্রহবিশিষ্ট সেবক ভগবান্। জীবাত্মার শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ অনুভূতিতে শ্রীগুরুতত্ত্ব আশ্রয় জাতীয় ভাগবতত্ত্ব হইতে অভিন্নতত্ত্ব।

বদ্ধজীবের স্থূল দেহের জনক, রক্ষক ও শুভ চিন্তক পিতা। সূক্ষ্ম শরীরের জনক, পালক ও শুভানুধ্যায়ী আচার্য্য। এবং অবিমিশ্র নিত্য জীবাত্মার উদ্দীপক ভগবদভিন্ন আশ্রয় ও নিত্যবৃত্তির নিত্য সহায় শ্রীগুরু। স্থূল শরীরের জন্ম, সূক্ষ্মশরীরের জন্ম ও অবিমিশ্র আত্মার প্রকাশ-এই ত্রিবিধ জন্মে বদ্ধজীবের যোগ্যতা আছে। জনকসূত্রে আমরা পিতা, আচার্য্য ও শ্রীগুরুদেবকে দেখিতে পাই। পিতৃত্বে কর্ম্মকাণ্ড, আচার্য্যত্বে জ্ঞানকাণ্ড ও গুরুত্বে ভক্তিকাণ্ডের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। মনু বলিয়াছেন,

"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥"

শ্রীকৃষ্ণলীলা।

শ্রীকৃষ্ণলীলা বিচারে কয়েকটী বিষয় আলোচ্য, যথা—কৃষ্ণতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব ও তচ্ছ্রবণ বর্ণনাদি বিষয়ে অধিকার নির্ণয়। শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিতেছেন,

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর, তিনি অনাদি ও সকলের আদি। শাস্ত্রে তাঁহার নামান্তর গোবিন্দ অর্থাৎ বিশ্বপাতা, সকল কারণের কারণ। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পার্ষদবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীসনাতন শিক্ষা হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন,

"কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব-আদি সর্ব্ব-অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দদেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দাপরনাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥"

অখিল বেদের প্রপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥"

কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবত্তত্ত্ব; অন্যান্য অবতার তাঁহার অংশকলাসমূহ। অসুর প্রপীড়িত ভূভার হরণার্থ ধরাধামে অবতীর্ণ। সনাতন শিক্ষায় প্রভু আবার বলিতেছেন,

"অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
স্বরূপ শক্তিতে তাঁর হয় অবস্থান ॥"

ব্রহ্মতত্ত্ব বা পরমাত্মতত্ত্ব, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিদ্‌বিগ্রহ-জ্যোতিঃ বা খণ্ডবৈভব অর্থাৎ আংশিক প্রতীতি মাত্র। নচেৎ তত্ত্বতঃ একই বস্তু, যেহেতু—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ।"

ঔপনিষদ ব্রহ্ম চিদ্বিলাসবিগ্রহের জ্যোতিঃ; জ্যোতিষ্মান্ হইতে অপৃথক্ হইলেও জ্যোতিঃ ও জ্যোতিষ্মানের মধ্যে বিশেষ আছে। পরমাত্মা পূর্ণ বিভব ভগবানের অংশবিভব প্রকাশবিশেষ। ব্রহ্ম চিদ্বিলাসের অসম্যক্ আবির্ভাব, পরমাত্মা চিদ্বিলাসের খণ্ড আবির্ভাব। ব্রহ্ম অস্ফুট চিদ্বিলাস, পরমাত্মা খণ্ড চিদ্বিলাস।

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ ও তদাভিন্নতনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ,

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল্

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

১। প্রেমবিবর্ত্ত। পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি বিরচিত। প্রাচীন শুদ্ধভক্তিগীতিগ্রন্থ মূল্য ।৶০।

২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। শ্রীগোবিন্দদেব কবি বিরচিত গৌরলীলাময় সংস্কৃত মহাকাব্য মূল্য ৸০।

৩। ভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ভাগবতের সার শ্লোকমালা সম্বন্ধ-অভিধেয় ও প্রয়োজন বিভাগে গুম্ফিত মূল ও অনুবাদ মূল্য ২৲।

৪। পদ্মপুরাণ শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু সম্পাদিত (সমগ্রমূল সপ্তখণ্ডাত্মক) মূল্য ৭৲।

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ মূল্য [illegible]

৬। সৎক্রিয়াসারদীপিকা সংস্কার দীপিকা সহ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি কৃত মূল, বঙ্গানুবাদসহ গৃহস্থের দশসংস্কার বিধি ও ত্যক্তগৃহের বেষাদি দশসংস্কার পদ্ধতি মূল্য ১।০।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত।

৭। তত্ত্বসূত্র। সূত্রাকারে তত্ত্ববিষয়ক বিচার গ্রন্থ ভাষ্য ও ব্যাখ্যাসহ মূল্য ॥০

৮। শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা। মূল অনুবাদাদি সহ মূল্য ১৲।

৯। ভজন রহস্য। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ॥৴০।

১০। ১১। ১২। শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু ও গীতাবলী।

১৩। হরিনাম চিন্তামণি। নামে ভজনের অদ্বিতীয় গ্রন্থ মূল্য ৸০।

১৪। জৈবধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞাতব্য সকল কথা ইহাতে যেমন আছে জগতে আর কোথাও নাই। মূল্য ২৲ ভাল কাগজে, সাধারণ ১।০।

১৫। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (বিরাট সংস্করণ, শ্রীকবিরাজ গোস্বামি কৃত,) তত্ভাষ্য ও অনুভাষ্য সূচীপত্রাদি সহ ২৩১৮ পৃষ্ঠা মূল্য ৬৲ ছয় টাকা।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম, এ, বি, এল,)

প্রকাশিত হইয়াছে—

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক

সিদ্ধান্ত।

ইহাতে ২০৪ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের স্বরূপ নির্ণয়, তাঁহাদের বিভিন্ন বিভাগ, তাঁহাদের অধিকার ও যোগ্যতা, ইতিহাস প্রভৃতি বেদ পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনবাক্যাদির প্রমাণ সহ দৃঢ়সুদৃঢ়যুক্তিমূলে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ব্যবহার কাণ্ডে পরস্পরের তারতম্য বিষয়িণী মীমাংসা আছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিবার পরে কাহারও আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। গ্রন্থের মূল্য ॥৶০ দশ আনা মাত্র। ভিঃ পিতে ৸০ মাত্র।

শ্রীপত্রিকার নিয়মাবলী।

১। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুকূল যাবতীয় হরিসেবাপর প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়। মতবাদিগণের ভ্রান্ত ধারণা ইহাতে স্থান পায় না। প্রকৃত আচার্য্য ও প্রচারকের লিখিত অবিসংবাদিত সত্যে ইহা পূর্ণ।

২। বিদ্ধভক্ত ও অচিহ্নিত ভক্তের পরমার্থ বিরোধিনী কথার অকর্ম্মণ্যতা সুষ্ঠুভাবে ইহাতে আলোচিত হয়।

৩। বার্ষিক ভিক্ষা ১॥০ মাত্র ডাক মাশুল সহ নির্দ্দিষ্ট আছে।

৪। শ্রীপত্রিকার পূর্ব্ব প্রচারিত অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ ও দ্বাবিংশ খণ্ড ৫৲ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল্)

ম্যানেজার—সজ্জনতোষণী। কলিকাতা কার্য্যালয়।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী ।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৪ শ্রীধর ।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা ।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত ।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া ।

বিষয় বিবরণ ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা
৪৩৪ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত ।

বার্ষিক ভিক্ষা ১॥০ নমুনা প্রেরিত হয় না ।

গ্রাহকগণের প্রতি।

শ্রীপত্রিকার অগ্রিম দেয় বার্ষিক ভিক্ষা ও মণি অর্ডার মাশুল মোট ১৷৴০। ভিপিতে ১৷৵০

শ্রীপত্রিকা শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্র বিগ্রহের সম্পত্তি। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুভাণ্ডারের অর্থব্যয়ে শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। গ্রাহক মহোদয়গণ স্ব স্ব বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া ঐ ভাণ্ডারের আনুকূল্য দ্বারা শ্রীহরি-সেবা করিয়া ধন্য হইবার অবসর প্রাপ্ত হইতেছেন। আশা করি প্রতি গ্রাহক মহোদয় এবারে অন্ততঃ পাঁচ সাতটী গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া এ দাসকে জানাইতেছেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থ দুইখানি শ্রদ্ধামুল্যে প্রেরণ করিতেছি।

১। প্রতাপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর—ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহু তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে। ডাক মাশুলাদি ৵০।

২। "প্রাচীন নদীয়ার অবস্থিতি মীমাংসা"—ইহাতে শাস্ত্র প্রমাণ আপ্তবাক্য, গবর্ণমেট রেকর্ড, যথার্থ সিদ্ধ মহাত্মার ও বৈষ্ণবাচার্য্যের অপৌরুষেয় ও সমাধিলব্ধ অনুভূতি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলীর বিশেষরূপ মীমাংসা আছে। শ্রীপত্রিকার একবিংশ ও দ্বাবিংশ খণ্ডে এই গ্রন্থ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ দুই খণ্ডের গ্রাহকগণের সুতরাং ইহা প্রয়োজন নাই। ডাকমাশুলাদি।

নিবেদক—

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্ এ, বি এল্) ম্যানেজার শ্রীসজ্জন তোষণী।

কলিকাতা শ্রীপত্রিকা কার্য্যালয়,

১নং উল্টাডিঙ্গিজংসন রোড্ শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—:o:—

শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার মুখপত্রী।
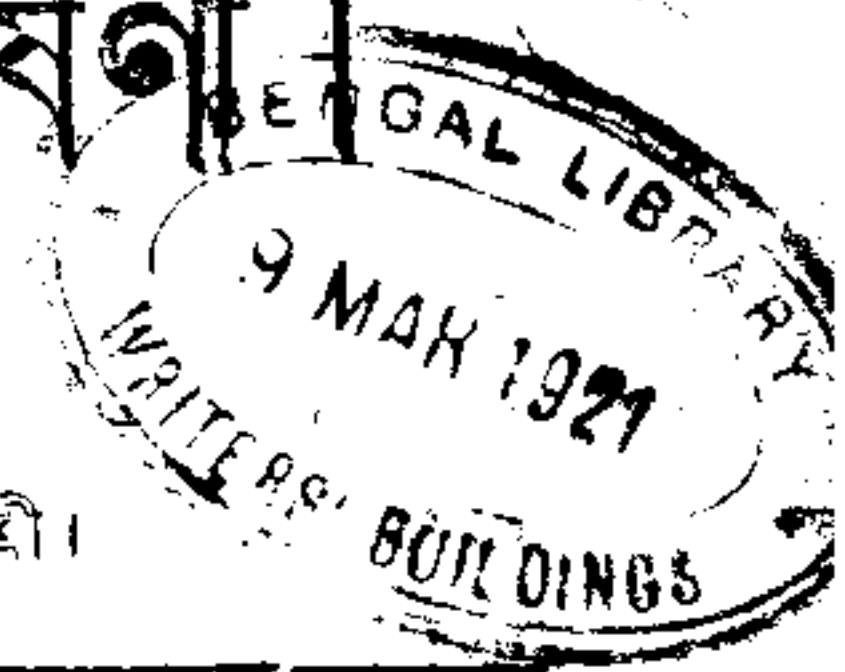
২৩ বর্ষ } শ্রীধর। ৪৩৪ {৫ম সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

—:o:—

সজ্জন—দক্ষ।

বিষয়বিরক্ত সজ্জন সাধারণের দৃষ্টিতে কর্ম্মারম্ভ করেন না, তথাপি হরিসেবার সকল কার্য্যেই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে দক্ষতা আছে। সৎকর্ম্মিগণ কার্য্যক্ষেত্রে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন, তাদৃশ নিজ ভোগপরায়ণ দক্ষতা না দেখাইয়াও সজ্জন তদপেক্ষা দক্ষ। মায়াবাদী ব্রহ্মবিচারে যে সকল অভিজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তি ও বিচার প্রদর্শন করেন, তাহার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝাইতে সজ্জন দক্ষ। সজ্জন অন্যাভিলাষী নহেন, কর্ম্মী নহেন বা জ্ঞানী নহেন। তিনি অন্যাভিলাষমুক্ত হইয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানাবরণ দ্বারা বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বদা অনুকূল ভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন করেন।

কুকর্ম্মবীরের ন্যায় অসৎ কার্য্যের প্রশ্রয় না দেওয়ায় অথবা পুণ্যময় কর্ম্মবীরের ন্যায় অবৈষ্ণবগণের উপকারে ব্যস্ততা প্রদর্শন না করায় তাঁহাকে কখনও অকর্ম্মণ্য বলা যায় না। তিনি নিজ কর্ম্মফলভোগপর কার্য্যের আবাহন না করিয়া অথবা বিষয়ে একেবারে নিমগ্ন না হইয়া জ্ঞানবৈরাগ্য সহিত কেবলা ভক্তিতে অবস্থিত হন, তাহাকেই অবৈষ্ণবগণ নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ বলেন। তিনি কৃষ্ণজ্ঞানে প্রোদ্ভাসিত হইয়া সর্ব্বদা সেবনোৎসুক। কৃষ্ণভক্তিতে দক্ষতা না থাকিলে তিনি কখনই কর্ম্মাবরণ ও জ্ঞানাবরণ উন্মোচনে দক্ষ হইতেন না। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ কেবল জ্ঞান সজ্জনকে তাঁহার দক্ষতা নিবন্ধন পরাভূত করিতে পারে না।

সজ্জন বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রকুশল। জড়ীয় প্রতিষ্ঠা ও পাপপুণ্য তাঁহাকে বাধ্য করিতে অসমর্থ। তিনি কর্ম্মবীরগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর এবং জড়ীয় কর্ম্মবীরগণের কর্ম্মনৈপুণ্যে উদাসীন। এই সকলই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয়। সজ্জন তৌর্য্যত্রিকের সেবা করেন না; অথচ তিনি হরিসেবা করিতে গিয়া তৌর্য্যত্রিকে পরম কুশল। তাঁহার অপ্রাকৃত কবিত্বে সাধারণ কবিগণ পরাহত। তাঁহার পাণ্ডিত্যে জড়পণ্ডিতগণ পশ্চাৎপদ। জগতের অনেক প্রতিভাসম্পন্ন বিদ্বন্মণ্ডলীর জড়বিষয়ে কার্য্যতৎপরতা প্রচুর। কিন্তু দক্ষ সজ্জন তাহা হইতে বিরত এবং তিনি সংযমিগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম।

সজ্জনগণ নিজ দক্ষতার কথা জগৎকে জানান না বলিয়া সাধারণ ব্যক্তি তাঁহাদের গুণসমূহ দেখিতে পায় না। কৃষ্ণকৃপাক্রমে দ্রষ্টার ভগবদ্ভক্তি হৃদয়ে জাগরূক হইলে তিনি সজ্জনের দক্ষতার পক্ষপাতী হন। অসৎকার্য্যে সজ্জনের প্রবৃত্তি নাই, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার দক্ষতা তাঁহার আছে। তিনি ভগবদ্বিদ্বেষী অসদ্ব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন। তাদৃশ উপেক্ষা করিয়াই স্বীয় দক্ষতা জগতের আদর্শরূপে প্রতিপন্ন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার দাসগণ শ্রীহরিভক্তি প্রচারকার্য্যে কিরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বিদ্বৎসমাজে জানিবার আর বাকী নাই। বিদ্বেষী মায়াবাদিগণের কুযুক্তি খণ্ডন ও সাংসারিক জীবগণের ইন্দ্রিয়তর্পণপিপাসা ধ্বংস করিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি গোস্বামিগণ অভূতপূর্ব্ব দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচার ফলেই আজ ভারতবর্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবার ন্যূনাধিক দুই কোটী লোক দেখা যাইতেছে। এই দুই কোটী লোকই যে শুদ্ধ বৈষ্ণব ও দক্ষ তাহা নহে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সুদক্ষ তাঁহারাই শুদ্ধভক্তিপথের আদর করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জীবমাত্রকেই বৈষ্ণব জানেন। পাণ্ডিত্যের প্রতিভায় শ্রীজীবপাদের নাম, কাব্যরচনায় শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রমুখ গোস্বামিগণের কথা, অসামান্য বিনয় প্রদর্শন কার্য্যে ও ভগবদ্ভক্তের সাহায্যকল্পে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রাদির নাম শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের গীতিগুলি এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম সংরক্ষণকার্য্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমিত চেষ্টা বৈষ্ণব দক্ষতার পরিচায়ক।

শ্রীকৃষ্ণ লীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে—১০৮ পৃষ্ঠার পর)

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ঐশ্বর্য্যষট্‌কসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান্। জ্ঞানীর সাধ্য উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য অদ্বৈত ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গ কান্তি। অঙ্গ ও তৎকান্তি অবিচ্ছেদ্য হইলেও পরস্পরের বিলাসবৈচিত্র্য নিত্য। কর্ম্মযোগীর উপাস্য অন্তর্য্যামী পুরুষ পরমাত্মা তাঁহার অংশবিভব মাত্র। তাঁহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই। এক অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বই ব্রহ্ম

পরমাত্মা ও ভগবান্ অভিধানে অভিহিত হইলেও ভগবানই পূর্ণতত্ত্ব। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা তাঁহার অঙ্গকান্তি ও অংশবিভব। যেমন আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অপটুতাপ্রযুক্ত আমরা সূর্য্যের বিগ্রহ দেখিতে পাই না; তাঁহাকে কিরণপুঞ্জই জানি, সেইরূপ নির্ভেদজ্ঞানানুসন্ধিৎসুগণ শ্রীভগবানের নিত্যবিলাসময় চিদ্বিগ্রহের ধারণা করিতে না পারিয়া চিন্মাত্র ব্রহ্ম স্বীকার করেন। ব্রহ্মে সদানন্দভাবের বৈচিত্র্য অপরিস্ফুট, যেহেতু বিবর্ত্তবাদের সাহায্যে কালগত ব্যবধান নিরস্ত আর স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত বিচারে বিচিত্র আনন্দ বা বিলাস রহিত। আবার কৈবল্যকামী যোগিগণ আনন্দবর্জ্জিত সচ্চিৎ আশ্রয়ে পরমাত্মার ভাবনা করেন। তাঁহারা কেবল ধর্ম্মমেঘ সঞ্চারে আনন্দের সন্ধান না পাইয়া পূর্ণ ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ ন'ন। তাই ইঁহারা নিজ নিজ বৃত্তিতে উভয়েই কৃষ্ণতত্ত্বনিরূপণে উদাসীন। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। কিন্তু ইঁহারা কেহ মাত্র চিৎ, কেহ বা সচ্চিৎ পর্য্যন্ত অনুধাবন করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া জনগণকেও স্বীয় অসমর্থতা জানাইয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের অনুগ-গণও ভক্ত হইবার সুযোগ পান না।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বলিতে খণ্ডকালের ও খণ্ডদেশের অন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ নহেন। তিনি নিত্য বিগ্রহ, অনাদি অনন্তকালব্যাপী। তাঁহার স্থান মায়ারাজ্যের অতীত। মীয়তে অনয়া ইতি মায়া, যাহা জড় ইন্দ্রিয়দ্বারা খণ্ডজ্ঞানের গম্য করা যায়, যাহা পরিমেয়, তাহাই মায়িক। তদতীত স্থানে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠরাজ্যে—যেখান হইতে কুণ্ঠা বা খণ্ড ধর্ম্ম বিগত হইয়াছে সেই ধামে—খণ্ডজ্ঞানবোধ্য কিছুই নাই, কেবল অদ্বয়জ্ঞান অধিষ্ঠিত। চিদ্ বৈচিত্র্য সকলই প্রকৃতিবহির্ভূত অপ্রাকৃত তত্ত্ব। সেই বৈকুণ্ঠের উপরিভাগস্থিত গোলোক বা নিত্য বৃন্দাবনই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাস্থলী। প্রপঞ্চে দ্বাপরের শেষভাগে ভৌমবৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা

জড়ীরকাল দ্বাপরান্তে ও মথুরা জেলার জড়ীয় স্থানবিশেষে আবদ্ধ করা আত্মার নিত্য প্রবঞ্চনা মাত্র। আবার মাটীয়া বিচার অবলম্বনে তাঁহাকে আমাদের ন্যায় ভেদজ্ঞানরত শুক্রশোণিতজাত ব্যক্তিগণের অন্যতম মনে করিয়া তাঁহার ক্রিয়াবলী আমাদের বিচারাধীন-বোধে মতামত প্রকাশ ধৃষ্টতা মাত্র। বৈকুণ্ঠ বস্তু স্বয়ং ভগবান্‌কে জড়রাজ্যের অভিযুক্তের স্থানে স্থিত করিয়া আমরা যে জড়জ্ঞানময় বিচারপতির আসনাসীন হইয়া তাঁহার কার্য্যাবলীর দোষাদোষ মীমাংসা করিতে স্পর্দ্ধা করি, ইহাই আমাদের হরিবৈমুখ্য বা পরম দুর্ভাগ্য। পাশ্চাত্য ব্যবহারতন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই, "The King can do no wrong", রাজা ন্যায়ান্যায় বিচারের উপরে অধিষ্ঠিত। পার্থিব রাজার বিষয়েই আমাদের বিচারে অনধিকার, আর আমাদের ধন্য সাহস যে আমরা রাজার রাজা সর্ব্বেশ্বরেশ্বরের লীলাকে জড়ভেদময় বস্তুজ্ঞানে নীতিশাস্ত্রের বিধির গণ্ডীর অভ্যন্তরে আনিয়া তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে ডিক্রী ডিসমিসের ভার লইয়া বসি। আমরা ভুলিয়া যাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকারণকারণ, তিনিই একমাত্র ভোক্তা, শুদ্ধ জীবজগতে ভোক্তা কেহই নাই, সকলেই ভোগ্য, অর্থাৎ সেবক মাত্র। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত সম্বন্ধজ্ঞান এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥"

হায়, হায়! মায়ার মোহন আবরণে স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, সম্বন্ধজ্ঞান ভুলিয়া ও আপনাকে ভোক্তা অভিমান করিয়া জীব কি বিষম ভ্রান্তিতেই না পতিত হইয়াছে! জীবগণ স্ব স্ব ভোক্তৃত্বাভিমানান্ধ হইয়া বিচার করেন তাঁহাদেরই অন্যতম কৃষ্ণ অপরের ভোগের ব্যাঘাত জন্মাইয়া বড়ই নীতি বিগর্হিত ব্যাপার সমূহ সম্পাদন করিয়া তাঁহাদের বিচারে হেয়ত্ব অর্জ্জন করিয়া-

ছেন। আবার তাঁহাদের মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ নিজেকে অধিক বুদ্ধিমান্ মনে করিয়া ভগবদ্বস্তুতে কলঙ্কলেপের ভয়ে কৃষ্ণলীলার "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" করিতে প্রয়াসী হ'ন। তাঁহারা কৃষ্ণলীলার নিত্য সত্যতা স্বীকার করেন না ও নানারূপ জটিল আধ্যাত্মিক অর্থজাল বিস্তার করিয়া মনে মনে দম্ভ করেন তাঁহারা ভগবানের উপর অত্যন্ত কৃপা দেখাইয়া তাঁহাকে বিচারে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিবার শক্তি দেখাইয়াছেন। হায়, হায়! ইঁহারা কৃষ্ণলীলা না বুঝিয়া কেহ বা তাঁহার অন্যায্যত্ব জড়বুদ্ধিতে বিচার করিয়া, আর কেহ বা তাহার সত্তা অস্বীকার করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিতেছেন, ইঁহাদের দেখিয়া আমাদের বিশেষ দুঃখ হয়। শেষোক্ত সম্প্রদায় চিদ্বিলাসের সন্ধান না পাইয়া চিন্মাত্র প্রতীতিতে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানতৎপর হইয়া মায়াবাদী নামে অভিহিত। স্ব স্ব চরমমঙ্গলেপ্সু, পরমার্থনিরত, ভক্তিধর্ম্মযাজি সুধীগণ ইঁহাদের সঙ্গকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে বর্জ্জন এবং সাধুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া সাধনভক্তির ক্রমানুসারে ভাবরতিক্রমে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমনিধি লাভ করিয়া কৃষ্ণলীলামৃত রসাস্বাদ করিতে থাকেন। তাঁহারা ধন্য। সাধুগুরু বৈষ্ণবের শ্রীচরণে প্রার্থনা যেন আমাদের কৃষ্ণলীলা বিষয়ে উক্তরূপ ভ্রান্তি না ঘটে ও আমাদের ক্রমশঃ তচ্ছ্রবণকীর্ত্তনাদিতে অধিকার জন্মে।

যাঁহাদের অবিদ্বৎপ্রতীতি অত্যন্ত প্রবল, শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ে সন্দিহান হইয়া তাঁহারাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েন, যাঁহারা জড়চিন্তাকে অতিক্রম পূর্ব্বক চিত্তত্ত্বের উপলব্ধিরূপ বিদ্বৎপ্রতীতির সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন কৃষ্ণলীলা সমস্তই অপ্রাকৃত জড়াতীত তত্ত্ব। তাঁহারা চিচ্চক্ষুঃসহযোগে কৃষ্ণরূপ দর্শন, চিৎকর্ণ দ্বারা কৃষ্ণলীলা শ্রবণ ও চিদ্রসে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে আস্বাদন করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। অবিদ্বৎ

তত্ত্বকে প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ও নির্ব্বিশেষ অবস্থাকেই সত্য বুঝিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হয়েন। তাঁহাদের নিমিত্ত আমরা বিশেষ দুঃখিত। কবে তাঁহারা সাধুগুরুবৈষ্ণবপাদাশ্রয় করিয়া এই বিষম ভ্রান্তি হইতে নিস্তার পাইবেন, কবে তাঁহারা মহাজন নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থোপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত-লিখিত এই উপদেশের অনুবর্ত্তন করিবেন! তখন তাঁহারা বৃথা অবিদ্বৎ প্রতীতি লইয়া বিবাদে ব্যস্ত থাকিবেন না, বিদ্বৎ প্রতীতি লাভ করিয়া পরম তত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। তখন আর তাঁহাদের দুঃসঙ্গে রতি হইবে না, তাঁহারা বুঝিবেন,

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

তখন কৃষ্ণমাহাত্ম্য ও কৃষ্ণসৌন্দর্য্য তাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হইবে, তাঁহারা নিরাকারাদি ব্যতিরেক বুদ্ধি হইতে নিস্তার পাইয়া অপ্রাকৃত রাজ্য দর্শন করিবেন, তখন তাঁহারা পণ্ডিতাভিমানী নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানানুসন্ধিৎসুকে অসৎসঙ্গজ্ঞানে দূরে বর্জ্জন করিয়া তাঁহার দুর্ভাগ্যে ব্যথিত হইবেন ও দেখিবেন যে তিনি পাছে নরপূজা বা গুণপূজা হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় খণ্ড জ্ঞানাশ্রয়ে কল্পিত নিরাকার নির্ব্বিকার তত্ত্বের উপাসনা করিয়া প্রেম-ধনে বঞ্চিত আছেন, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না ও

শ্রীমদ্ভাগবতের এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ পাইতেছেন না। সমস্ত আত্মার আত্মা কৃষ্ণ, জগন্মঙ্গল নিমিত্ত যোগমায়াবলে দেহ ধারণ পূর্ব্বক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, হইলেও কৃষ্ণলীলা নিত্য। প্রাপঞ্চিকলীলা তাঁহারই এক অধ্যায়। উহা প্রাকৃত দেশকালে অপরিচ্ছিন্ন। ইহা আত্মার বিশুদ্ধ সমাধি হইতে জীব অবগত হইয়া থাকেন। ব্যাসদেব তাঁহার সমাধিলব্ধ জ্ঞানই শ্রীমদ্ভাগবতে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য লোকই শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ক্রিয়া কলাপ ন্যায়ানুমোদিত কিনা তাহার বিচার করিতে যা'ন। দুর্ভাগ্যগণ জানেন না যে পরমেশ্বরের ইচ্ছাই ন্যায়। বিধিসমূহ সেই ইচ্ছাপ্রসূত এবং সেরূপ বিধিপালনই ন্যায়পক্ষ বলিয়া পরিগণিত। স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় ভগবানের নিকট বিধি অতি ক্ষুদ্র। বিধি ভগবদধীন, ভগবান্ বিধির অধীন নহে। নর সম্বন্ধে যে বিধি প্রমাণ, যদ্দ্বারা ন্যায়ান্যায় বিচার হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাহা হইতে সম্পূর্ণ অতীত।

তবে যে অপ্রাকৃত উপাদেয়তম মধুর রস অত্যন্ত হেয় স্ত্রীপুরুষগত শৃঙ্গাররসের সদৃশ পরিদৃশ্যমান হইয়াছে, তাহার কারণ জড়প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড়বিলক্ষণ ধর্ম্ম দুরূহ। ব্রহ্মের মধুর রস জড়ধর্ম্মের শৃঙ্গাররস হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ, অতএব তাহা সহজে বোধগম্য হয় না জড়ের বিকৃত প্রতিফলনে তাহা হেয়ত্বযুক্ত হইয়া প্রতিভাত হয়। উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, জড়জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলন (ছান্দোগ্য অষ্টম প্রপাঠকে), জড়বিচিত্রতা মাত্রই চিত্তত্ত্বের বিচিত্রতার প্রতিফলন। আবার প্রতিফলিত প্রতীতি স্বভাবতঃ বিপর্য্যয়ধর্ম্ম প্রাপ্ত। যেমন মুকুরের বা জলতলের উপরে দণ্ডায়মান হইলে প্রতিফলনে চরণযুগল ঊর্দ্ধে ও শিরো-ভাগ নিম্নতম হইয়া যায়, সেইরূপ পরমবস্তুগত পরম উপাদেয় রস প্রতিফলনধর্ম্মক্রমে বিপর্য্যস্ত হইয়া জড়ের হেয়তা সম্প্রাপ্ত, পরম চমৎ-

হইয়া গিয়াছে। সুতরাং জড় ধর্ম্মের স্বভাব আশ্রয় করিয়া যাহারা ভাবনা করে, তাহারা মধুর রসকে হেয়, লজ্জাকর ও হীন মনে করে। চিজ্জগতে ঐ রস শুদ্ধ, নির্ম্মল ও অদ্ভুতরূপে মাধুর্য্যপরিপূর্ণ। চিজ্জগতে কৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ এবং চিৎসত্ত্বাগণ ঐ রসের প্রকৃতি হওয়ায় কোন ধর্ম্ম বিরোধ নাই। জড়ে কোন জীব ভোক্তা ও কোন জীব ভোগ্য। মূল তত্ত্বেই বিরোধভাব আসিয়া পড়াতে হেয়তা আসিয়া পড়িয়াছে। সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয়ে এই দুর্ভাগ্য অপনীত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাবান্ জন যত্ন-সহকারে শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীজৈবধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত গ্রন্থে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই সকল তত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা বিচার করিবেন।

উপরে কৃষ্ণলীলাবিচার সম্বন্ধে একশ্রেণীর দুর্ভাগ্য জীবের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল। ইঁহারা স্মার্ত্তদিগের পদলেহনে আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন। নিজদিগকে নৈতিকজীবন যাপক জানিয়া স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় ভগবান্‌কেও নৈতিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইয়া স্বীয় দুর্ভাগ্য বর্দ্ধন করেন। আর একশ্রেণীর জীব আছেন যাঁহাদের দুর্ভাগ্য আলোচনাকালে সজ্জ-নের হৃদয় যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া থাকে। তাঁহারা বৈষ্ণববেশে প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী। তাঁহারা সাধারণ মায়াবাদী অপেক্ষা অধিকতর শোচ্য। তাঁহারা লোকচক্ষে কৃষ্ণলীলার সমধিক আদর দেখান ও তদনুসারে স্বীয় জীবন পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইয়া অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যবস্থা পূর্ব্বক অনন্ত নিরয়বাসের বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগ-বতের দশম স্কন্ধ পাঠ করেন, অপরকে শ্রবণ করান, তদ্দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করেন, আর অহংগ্রহোপাসনার সহিত বৈষ্ণবনাম মিশ্রিত করিয়া নিজ নিজকে কৃষ্ণ হইতে সম্যক্ অভিন্নতত্ত্ব মনে করিয়া স্বীয় চরিত্রে ভোক্তৃত্বের আবাহন পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারের স্রোত প্রবাহিত করেন ও তাহাই প্রকৃষ্ট

জীবের প্রভূত অকল্যাণ-সাধন করিতেছেন। সাধারণ স্মার্ত্ত মায়াবাদী এই সকল জীবকে বৈষ্ণবসজ্জায় সজ্জিত, বৈষ্ণব-অভিধানে অভিহিত ও বৈষ্ণব-অভিমানে গর্ব্বিত দেখিয়া বৈষ্ণবসজ্জার উপর, বৈষ্ণবনামের উপর, বৈষ্ণব-সম্মানের উপর বিগতশ্রদ্ধ হইয়া আরও অপরাধ সঞ্চয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া ফেলিতেছেন। অসতর্ক জীবের বিপদ ক্রমেই আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। সমাজ-সংস্কার ও জীবে দয়ার নাম লইয়া ও সেগুলিকে বৈষ্ণবমাহাত্ম্যের আবরণ দিয়া কতদিকে কত যে বীভৎস ব্যাপার সংসাধিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করাও দুরূহ। এখন তস্করও অনুসৃত হইয়া ধাবমান অবস্থায় সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক "ঐ চোর পালায়, ঐ চোর পালায়" বলিয়া চীৎকার দ্বারা পার্শ্বস্থ ও সম্মুখস্থ লোক গুলিকে প্রতারিত করিতেছে। অর্দ্ধ শতাব্দীকাল পূর্ব্বে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পার্ষদবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণবতত্ত্বের কদর্থসমূহ লোকচক্ষে প্রতিভাত ও শুদ্ধ রূপানুগ বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্ম উদ্ঘাটিত করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণব-সম্মান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলে তখন শিক্ষিতাভিমানী অল্পশিক্ষিত কয়েক মূর্ত্তি, সম্প্রতি এক আধ জন ডিগ্রী-ধারীও, কয়েকটী প্রভুসন্তানপরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিও বৈষ্ণব ধর্ম্ম (?) সংস্কারের আর্জী হস্তে উপস্থিত হইয়া ব্যভিচারের স্রোত, ধর্ম্মবিক্রয়ের ধারা, বৈষ্ণববিদ্বেষের আবর্ত্ত আরও প্রবল ও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছেন। কোথাও বা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অমল ধর্ম্ম প্রচারনামে গৃহিবাউলের মত চালাইবার কাগজ হইয়াছে, কোথাও আবার তীর্থমণ্ডলে জীবে দয়া ব্যপদেশে কুলটার অসচ্চরিত্রতার প্রশ্রয় ও উৎসাহদানকল্পে আশ্রম বা মন্দির হইয়াছে, কোথাও লুপ্ত তীর্থোদ্ধার নামে নির্ব্বিঘ্নে ব্যভিচার

কোথাও বা শুদ্ধভক্তিপ্রচারককে স্বীয় জড়স্বার্থ-বৈরি "কালসাপ" জানিয়া স্বীয় অনুগতজনসম্মুখে তাঁহার একটী অলীক বীভৎস চিত্র প্রদর্শন করা হইতেছে। এ সকলগুলিই বৈষ্ণববিদ্বেষময়। ইহাদিগকে পূতনা-তত্ত্ব বলা যাইতে পারে। স্তন্য দ্বারা কৃষ্ণতোষণচ্ছলে কৃষ্ণব্যাপাদনই যেমন পূতনার চেষ্টা, ইহারাও তদ্রূপ বৈষ্ণববন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের লোপসাধনে বদ্ধপরিকর, কিন্তু স্মরণ রাখিতেছে না, ইহাদের দশাও পূতনারই ন্যায় পতন।

এই শ্রেণীর লোক স্বীয় দুশ্চরিত্রতা পোষণের নিমিত্ত শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক তাহাদের বড় সুবিধা করিয়া দিয়াছে বলিয়া তাহাদের ধারণা। কিন্তু তন্নিকটবর্ত্তী শ্লোক সমূহ বিচার করিলে ঐ শ্লোকের যে কদর্থ তাহারা করে তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই ধরিয়া ফেলিতে পারেন। শ্লোকটী এই—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

এখন কথা, "তৎপরো ভবেৎ" ইহার অর্থ কি? তাহারা বলে, "ক্রীড়া-পর" অর্থাৎ কৃষ্ণ হইয়া শৃঙ্গার রসের আস্বাদন করিতে হইবে, নচেৎ মধুর রসের ভজন হইল না। হায়, দুর্ভাগা! ইহাপেক্ষা কি অধিকতর ঘৃণার্হ মায়াবাদ আর হইতে আছে? আর, বদ্ধজীবসকলের কৃষ্ণবিমুখতা ত আছেই, তাহাতে এই আদর্শ। কথায় বলে, "একে টক্ ঘোল, তায় ছেঁদা মালা", মণিকাঞ্চন-সংযোগ! কর্ত্তারা সব পারকীয় মধুর রসের উপাসক বলিয়া পরিচয় দিয়া "মধুর রস" পদকে যেন অশ্রাব্য করিয়া তুলিয়াছে। হায়, হায়, কোথায় গোপীভাবে মধুররস দ্বারা কৃষ্ণের সেবাই

হায়, সহজিয়া বাউল কর্ত্তাভজা সাঁই দরবেশদের দুর্দ্দশা দেখিয়া সাধুজনের চিত্ত বিগলিত হয়, তাই তাঁহারা "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ" এই ভাগবতবাক্য স্মরণ করিয়া কৃপাপূর্ব্বক তাহাদের দোষ দেখাইয়া দিয়া তাহাদের অপ্রীতিভাজন ও শত্রুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন ; কিন্তু সাধু তাহাতে বিচলিত না হইয়া নিত্যকাল সজ্জনতোষণ ও অসজ্জন সংশোধন করিতে থাকিবেন, কিছুতেই বিচলিত হইবেন না। তাঁহাকে বৈরি ভাবিয়া যতই ষড়যন্ত্র কর, মিথ্যাপবাদে অভিযুক্ত করিবার চেষ্টা কর, কিছুতেই তাঁহার জীবে দয়া শিথিল হইবে না' কিছুতেই তিনি দুর্জ্জন শাসন হইতে বিরত হইবেন না। তাঁহার শোধন-কশাঘাত তুমি অসজ্জন থাকা কাল পর্য্যন্ত তোমাকে সহ্য করিতেই হইবে। তুমি কি তোমারই প্রিয় ভাগবতের দশমে রাসপঞ্চাধ্যায়ে আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখ নাই—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনাশত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥"

রুদ্র ভিন্ন অন্য জীব রুদ্র বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন, অতএব আমিও নীলকণ্ঠ হইব বলিয়া বিষ পান করিলে যেমন তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, তেমনই অনীশ্বর জীব মন দ্বারাও কৃষ্ণলীলা আচরণ করিবে না, মূঢ়তাবশতঃ করিলে বিনাশ অর্থাৎ অনন্ত নিরয়বাস নিশ্চিত। ইহা শ্রীব্যাসদেবের উক্তি, কর্ম্মকাণ্ডের অলীক ফলশ্রুতি নহে। শ্রীচরিতামৃতের

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

এই উক্তি কৃষ্ণলীলায় খাটে না। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাতেই ইহার সামঞ্জস্য। আবার তাহাও বলি, তাহাদের ইন্দ্রিয়রসায়নে যেন কিছুতেই

রহিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ আবার শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস মূর্ত্তি পর্য্যন্ত দেখিতে নারাজ, তাহাদের ধারণা যেন শ্রীগৌরসুন্দর ত তাহাদেরই ন্যায় গৃহিবাউল ছিলেন। হায় হায়, এই সকল মনগড়া উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে শুদ্ধকৃষ্ণভজনের কথা কেহ লইতে চাহিতেছে না। সাধু বৈষ্ণব বিগতসংসাররাগ হইয়া পরিব্রাজকভাবে দেশে দেশে জীবের দ্বারে দ্বারে এই পারমহংস্য ধর্ম্ম, দোষনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল রূপানুগভজনমাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন, কিন্তু কয়জনই বা অপরাধবর্জ্জনের চেষ্টারত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন? বদ্ধজীবের দশাই এই। কৃষ্ণ-লীলা বিচারে এইবার তৃতীয় শ্রেণীর কথা বলিব।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধরূপানুগকিঙ্করচরণ-সেবার্থী
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন, (ভক্তিশাস্ত্রী, কবিভূষণ, এম্, এ, বি, এল্)
শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, কলিকাতা।

সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন।

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য-তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

একাদশীতত্ত্বে ধৃতব্যাসবচন ॥

সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের একাঙ্গ। বর্ত্ম শব্দে মার্গ বা পথ বুঝায়। আমরা বিচারে উপনীত হইলে চতুর্ব্বিধ মার্গ দেখিতে

পাই—যথা অন্যাভিলাষ মার্গ, কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। সদসৎ বিচারবিহীন হইয়া অনিত্য জড়দেহের সুখভোগ উদ্দেশ্যে যে পন্থানুসরণে কর্ম্মের আবাহন করা হয়, তাহা কৃষ্ণেতর অর্থাৎ অন্যাভিলাষ মার্গ। সদসৎ বিচারযুক্ত হইয়া অসৎ কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার পরিবর্ত্তে ভেদবুদ্ধিতে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানমার্গকে কর্ম্মমার্গ; সদসৎ কর্ম্মত্যাগানন্তর নিজকে কৃষ্ণসেবনের পরিবর্ত্তে অভেদবুদ্ধিতে ব্রহ্মধারণাপূর্ব্বক পরব্রহ্মে ঐক্য লাভাশয়ে তাদৃশ মার্গে অবস্থানকে জ্ঞানমার্গ ও সদসদ কর্ম্ম, ব্রহ্মৈক্যচিন্তা, ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক নিজ অনিত্য ভোগতাৎপর্য্যবিহীন হইয়া কেবল মাত্র সেব্য ভগবদ্বস্তুর সেবোদ্দেশক ভেদময় কর্ম্ম ও অভেদময় বৈকুণ্ঠের যুগপৎ অচিন্ত্য অনুষ্ঠান-মার্গকে ভক্তিমার্গ বলে।

এখন উপরি উক্ত মার্গচতুষ্টয়ের কোন্‌টী সাধুমার্গ তাহাই বিচার্য্য। প্রথমতঃ অন্যাভিলাষমার্গে জীবের কোনও মঙ্গল নাই। কারণ, মায়া-মোহবদ্ধ জীব সদসৎ বিচারহীন। অসৎ ব্যক্তিকে সৎপথে আনিবার জন্য যেমন শাসনবাক্যের প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ অসদ্বস্তুতে ধাবিত বদ্ধজীবের মঙ্গল প্রদাতা শ্রীভগবান্‌ আর্যহৃদয়াকাশে উদিত হইয়া শাসনবাক্যরূপ শাস্ত্রের উদয় করাইয়াছেন। সুতরাং শ্রীভগবানের শাসনবাক্যরূপ শাস্ত্রই বদ্ধ-জীবের একমাত্র অবলম্বনীয়। যে জীব সেই শাস্ত্রোপদেশ শুনেন না, শাস্ত্রবহির্ভূতাচরণে মত্ত, তিনিই অন্যাভিলাষী বা যথেচ্ছাচারী। সুতরাং অন্যাভিলাষমার্গ, শাস্ত্রবহির্ভূত বা অশাস্ত্রীয় মার্গ।

কর্ম্মমার্গঃ—এই মার্গে শরীরকে আত্মা বা নিত্যবস্তু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তাই ইহকালে ও পরকালে শরীরের সুখভোগোদ্দেশ্যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। অসৎকর্ম্মানুষ্ঠানে পাপ ও পাপফলে শরীরের কষ্টভোগ হয় বলিয়া এই মার্গে অসৎকর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে

হয় না। কর্ম্মসমূহের ফলশ্রুতিই এই মার্গের একমাত্র অবলম্বন এবং সেই ফললাভাশায় এই মার্গের যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠান। দেহ যখন নিত্য নয়, তখন তাহার সুখও নিত্য নয় ও সেই দেহের সুখোদ্দেশক কর্ম্মানুষ্ঠান নিত্য নয়। মূলবস্তু অনিত্য হইলে মূলবস্তুর আশ্রিত সমস্তই অনিত্য। প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন, তবে কি শরীরে সুখভোগ উদ্দেশক কর্ম্মানুষ্ঠান মিথ্যা ও কর্ম্মমার্গীয় ব্যক্তিরা ভ্রমে পতিত? তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন:—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বতমায়য়ালং।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

অর্থাৎ কর্ম্মমার্গানুগ ব্যক্তিরা মহাজন নহেন কারণ তাঁহারা অনন্তশক্তিযুক্ত শ্রীভগবানের অঘটনঘটনপটিয়সী, সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণাত্মক মায়া দ্বারা বিমোহিতচিত্ত হইয়া কর্ম্মসমূহের ফলশ্রুতিতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া মহান্ কর্ম্মের আবাহন করেন। তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্মের আবাহনে কৃতকর্ম্মফলে জীব উচ্চনীচ যোনিতে ভ্রমণশীল হইয়া বারংবার অসহ্য সংসারযাতনা ভোগ করেন। অনাত্ম দেহধর্ম্মের যাজনে নিত্য আত্মধর্ম্মানুদয়ে তাহার সংসার যাতনা নিবৃত্তি হয় না।

জ্ঞানমার্গ:—এই মার্গে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গ দেহকে আত্ম অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। এই মার্গানুগগণ জীব ও শ্রীভগবানে নিত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব স্বীকার না করিয়া জীবকে ভগবান্ বা ব্রহ্ম বলেন। তাই জীব ব্রহ্মের পরমব্রহ্মৈক্য বা মুক্তিই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু:—

হরেঃ শক্তেঃ সর্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতি-
বিবর্ত্তং নো সত্যং শ্রুতিমিতি বিরুদ্ধং কলিমলং।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং সুবিমলং
ততঃ প্রেম্নঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্যবিষয়ে॥

দশমূল।

আরও ঃ—যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম অঃ ২৬ শ্লোঃ।

তত্রৈব ঃ—

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং॥

"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা।"
"ভক্তি মুখনিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সুতরাং জ্ঞানমার্গ নিত্য আত্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানমার্গ নহে পক্ষান্তরে অনিত্য অমূলক লিঙ্গদেহ ধর্ম্মানুষ্ঠান মার্গ।

ভক্তিমার্গ ঃ— "ভক্তিঃ পরেশানুরক্তিঃ"— শাণ্ডিল্যসূত্রে

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ।"

নারদ পঞ্চরাত্রে।

"অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।"

শ্রীমদ্ভাগবত।

এই মার্গে নিত্য আত্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান। এই মার্গে সেব্য সেবন ও সেবক এই ত্রিবিধ তত্ত্বের নিত্যত্ব দৃষ্ট হয়। ইহাতে সেবকের বিরূপ অনিত্য

নিজ সুখভোগ বাঞ্ছা নাই কেবলমাত্র সেব্য বস্তুরই সুখভোগ তাৎপর্য্য লক্ষিত হয়। কর্ম্মমার্গে সাধকের জড়দেহ সুখভোগই উদ্দেশ্য; জ্ঞানমার্গে সাধকের জড়লিঙ্গ-দেহ সুখভোগই উদ্দেশ্য কিন্তু ভক্তিমার্গে সাধকের নিজ সুখভোগ ত্যাগ ও সেব্যবস্তুর সুষ্ঠু, ব্যবধান রহিত সেবাই উদ্দেশ্য। কর্ম্ম-মার্গানুগ ব্যক্তির অনিত্য স্বর্গভোগ কামনা, জ্ঞানমার্গানুগ ব্যক্তির জন্ম মরণ রহিত কাল্পনিক ব্রহ্মৈক্য কামনা ভক্তিমার্গানুগ ব্যক্তির নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

যথা :—

নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুং।
রম্যা রামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তুম্
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥
নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

শ্রীকুলশেখরেণোক্তং।

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণং সুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীবাক্যং।

শাস্ত্রে দেখা যায়—সমৃগাং শ্রেয়সাংহেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।

অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে॥ স্কান্দে।

সুতরাং সন্তাপবর্জ্জিত মার্গানুসরণ করিতে হইলে একমাত্র ভক্তিমার্গই অবলম্বনীয়। "কারণ—ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" বাক্যে দেখা যায় যে কর্ম্মমার্গের ফলভোগ নিতান্ত অনিত্য তুচ্ছ ও ক্ষণিক, "আরুহ্য পরম পদং ততোহধঃপতন্ত্যনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" বাক্যে জ্ঞানমার্গের চরমফললাভ অনায়াসে জানিবা। দেহ ও মনের সুখভোগ অনিত্য সুতরাং কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গ সন্তাপবর্জ্জিত মার্গ নহে। ভক্তিমার্গই একমাত্র আত্মধর্ম্মানুশীলনমার্গ। এই মার্গানুসরণে নিত্য কৃষ্ণদাস জীব স্বীয় আত্মধর্ম্মযাজনে নৈমিত্তিক দ্বিবিধ স্থূল ও লিঙ্গ দেহাবরণ ত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্বরূপোপলব্ধিতে স্বীয় প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণসেবাসুখ লাভে চিরকৃতার্থ হন পক্ষান্তরে অনিত্য লিঙ্গ ও স্থূল-দেহধর্ম্ম কর্ম্ম ও জ্ঞানানুশীলনে স্বস্বরূপ অপ্রাপ্তিতে অনন্ত অসহ্য সংসার যাতনা ভোগ করিতে থাকেন ও স্বীয় প্রাণনাথের সেবা হইতে বিচ্যুত হইয়া অপরাধে উচ্চ নীচ যোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকেন। সুতরাং ভক্তি-মার্গই একমাত্র অবলম্বনীয় কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ যে ভাবে ভক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়াছেন সেইভাবে অনুসরণ করিতে হইবে নতুবা স্বকপোল-কল্পিত মতাবলম্বনে অথবা স্বীয় জড়সুখভোগ রাখিয়া কৃষ্ণসেবা করিতে গেলে সেব্য বস্তুর সেবা সুষ্ঠুরূপে না হইয়া সেবকের সুখভোগ লাভই হয়। তাই ব্রহ্মযামলেঃ—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।
ভক্তিরৈকান্তিকী বেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে।
বস্তুতস্তু তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষতে॥

তাইঃ— অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শুদ্ধ সাধুকৃপা প্রার্থী শ্রীনয়নাভিরামভক্তিশাস্ত্রী

বৈষ্ণব-মর্য্যাদা।

এই জগতের প্রাণিগণের মধ্যে মানবের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে। প্রাণিগণের মধ্যে অজড় চেতনভাব মানবেই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়াছে। তাৎকালিক প্রতীতিবশে পশুও চেতনবিশিষ্ট বলিয়া তাহার কার্য্যাবলীতে পরিচয় দেয়। ঐহিক ও ব্যবহার বিচারবিষয়ে পশু ও মানবে অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি ব্যাপারে মানবের সহিত পশুগণের সাদৃশ্য থাকিলেও মানব পশু হইতে অধিকতর বুদ্ধিমান্। সেই বুদ্ধিটী অন্য কিছুই নহে, কেবল ঐহিক জ্ঞানাতীত মানব পারলৌকিক জ্ঞান সম্পন্ন। মানবের পারলৌকিক জ্ঞানে ত্রিবিধ বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। দেহ ও মন সম্বলিত আত্মপরিচয়ে ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখ ও সুখ ভোগের যে বৃত্তিবশে মানব চালিত হন, ঐ গমনযোগ্য পথকে কর্ম্মপথ বলে। ইহারই নামান্তর প্রবৃত্তিমার্গ। দেহ ও মন সম্বলিত আত্মপরিচয়ে যেকালে মানব ঐহিক পারত্রিক ভোগ হইতে বিরত হন, এবং দেহ ও মনের চেষ্টা-সমূহ স্তব্ধ হয়, শান্তিই যখন আরাধ্য বস্তু হয়, সেইকালে অপ্রবৃত্ত দেহ ও মন জ্ঞানের উদ্দেশে অজ্ঞানপথে চলেন এবং তাদৃশ প্রবৃত্তিপথ পরিহার করিবার ইচ্ছা করেন, উহাই জ্ঞানপথ বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। এই দুই প্রকার পথ ব্যতীত অবিমিশ্র আত্মা নিত্যবৃত্তি বিশিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত জগতে বৈকুণ্ঠনাথের যে অনুশীলন করেন, তাহাই অবিমিশ্র আত্মার নিত্য অয়নমার্গ বা ভক্তিপথ। ভক্তিপথ কেবল নিবৃত্তি মার্গ নহে, উহা ভোগপর প্রবৃত্তি মার্গও নহে, কিন্তু কৃষ্ণভোগপর প্রবৃত্তিমার্গ এবং জড়ত্যাগপর নিবৃত্তিমার্গ। আত্মধর্ম্মে চেতনের স্বভাব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গাত্মক। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হইতে চিদ্বৈচিত্র্য, তাহা নিত্য এবং তদ্রূপবৈভব নামে

প্রবৃত্তি হইতে আশ্রয়ের নিত্য সেবনচেষ্টা। তিনি সেবন চেষ্টায় উদাসীন হইলেই তাঁহার স্বপবিলাস বা চিদ্বৈচিত্র্য শান্ত হইয়া পড়ে। তটস্থশক্তি বর্ণনে জীবের স্বরূপ শান্তধর্ম্মময়। বৈকুণ্ঠে এবং তদুপরিভাগ গোলোকে শান্ত জীব নিত্যসেবনোন্মুখ হইয়া চিদ্‌বৃত্তির পরিচয় দেন, এজন্যই ভক্তিযোগিগণ মানব-মাত্রেরই ভগবদ্ভক্তিতে অধিকার আছে বলেন। মানব ব্যতীত অন্য চেতন বিশিষ্ট প্রাণীরও কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথে জড় রাজ্যে বিচরণ করা সম্ভবপর। কিন্তুকর্ম্মজ্ঞানাবরণ-মুক্ত হইবার সম্ভাবনা পশুতে নাই। হরিবিমুখ জ্ঞানী জড়কে ভোগ করিতে অভিলাষী নহেন, নিত্য সচ্চিদানন্দ বস্তুকেও সেবা করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তুকেও ন্যূনাধিক জড়ের অন্যতম বস্তু মনে করেন। এজন্য তাঁহার নিবৃত্তিমার্গে এত আদর। ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব বৈকুণ্ঠবুদ্ধিবিশিষ্ট। তিনি কর্ম্মী ও জ্ঞানী মানবের ন্যায় মায়িক রাজ্যে বিচরণ করেন না ; মায়াবাদ দ্বারা জীব ও জগতের বিচার করেন না বা ভোগ্য ও ভোক্তার বিচার করেন না। বিষ্ণু বৈষ্ণবের অনুগ্রহে কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই ন্যূনাধিক ভগবদ্ভক্তির সৌন্দর্য্য দেখিবার অবকাশ পান এবং ভক্তিসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে আকর্ষণকারী ও নিজেকে এবং তাঁহার মিত্রবর্গকে আকৃষ্ট তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। কর্ম্ম জ্ঞানের আবরণ সে কালে বৈষ্ণবকে বৈষ্ণব জানিবার বাধা দেয় না। যে কালে আত্মাকে কৃষ্ণ-দাস জানিবার অন্তরায় উপস্থিত হয়, তৎকালেই হরিবিমুখ বদ্ধজীব ও ভোগময় জড়জগৎ দৃশ্যরূপে উপলব্ধ হয়। সেইকালে জীব আপনাকে প্রকৃতির অন্তর্গত বস্তুবিশেষ অভিমান করেন। এই নশ্বর অভিমানফলে জীব কর্ম্ম ও জ্ঞানপথের পথিক হইয়া প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমার্গকে আদর করিতে থাকেন। গুণজাত প্রাকৃত জগতে যে সত্ত্বগুণের অংশ আমরা দেখিতে পাই, তাহা মিশ্রধর্ম্ম ... অপূর্ণ ও ... প্রাকৃত জগতের সত্ত্বগুণ ... ও অপূর্ণ

ভাবে প্রপঞ্চে আছে বলিয়া পূর্ণ মাত্রায় পরম উপাদেয়রূপে নিত্য বৈকুণ্ঠে তাঁহার নিত্যপূর্ণ অজড় অবস্থান নাই—এরূপ মায়িক যুক্তিচাঞ্চল্য যাঁহারা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রে মায়াবাদী বলে। তাঁহারা স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও বিমুখবৃত্তিবশে মায়াবাদী বা অবৈষ্ণব। এই মায়াবাদ বা অবৈষ্ণবতার হস্ত হইতে শুদ্ধজীবাত্মা যতটা মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া হরিসেবাপর হন, ততটা পরিমাণে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারেন। বৈষ্ণবের মর্য্যাদা ভগবন্মর্য্যাদার তুল্য বা অধিক জানিতে পারিলে জীবাত্মার নিত্য স্বরূপগত ধর্ম্ম স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।

প্রাকৃত জগতে উচ্চাবচ বিচারে শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতার বিশেষত্ব আছে। প্রাকৃত জগতে ক্রমোন্নতিক্রমে যে পরমোৎকৃষ্ট আসন আমরা ধারণা করি, তাহাই বরণীয় ও মর্য্যাদাসম্পন্ন। হেয়, অনুপাদেয় অভাববিশিষ্ট অনুভব সমূহ জীবের আনন্দে বাধা প্রদর্শন করে। আনন্দময় জীব চেতনবৃত্তিদ্বারা উপাদেয় অনন্ত পূর্ণ প্রভৃতি মর্য্যাদাসমূহ আবাহন করিয়া স্বীয় নিত্য স্বভাবের পরিচয় দেন। তৎসম্বন্ধীয় প্রাকৃত পরিচয়সমূহে উচ্চাবচ থাকিলেও প্রকৃতির অতীতরাজ্য,—যাহাকে আত্মরাজ্য, বৈকুণ্ঠ, গোলোক বা পরব্যোম প্রভৃতি শব্দদ্বারা লক্ষ্য করা হয়,—সেই নিত্যধামে পরমোপাদেয়তার জন্য অকুণ্ঠতার জন্য চিদ্বিলাস বা চিদ্বৈচিত্র্য নিত্যাবস্থিত। উহা যদি মায়িক রাজ্য হইত, তাহা হইলে বদ্ধজীব মায়াবাদীর ন্যায় সেখানে যাইতে অসমর্থ হইত। কিন্তু পরম নির্ম্মল শুদ্ধজীবাত্মা মায়াবাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করতঃ তথায় গিয়া সেব্যতত্ত্ব সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ কৃষ্ণের সেবা করিতে নিত্যকাল যোগ্য। জড়জগতে মায়ান্তর্গত মায়াবাদী যতই কেন না উচ্চত্বের আদর করুন না, তাঁহার সর্ব্বোত্তম আদর্শ অপেক্ষা বিষ্ণুর

নিবন্ধন অসমর্থতা অর্ব্বাচীনতা তাঁহার সঙ্গত্যাগ করে না। সুতরাং বৈষ্ণবমর্য্যাদা সমস্ত জ্ঞানিপরমহংসগণের মর্য্যাদা অপেক্ষা উন্নত সোপানে অবস্থিত। সমস্ত পরমহংসগণ বৈষ্ণবের পদবী সমন্বয়-বিচারে বহুমানন করেন না বলিয়াই যে তাদৃশ মর্য্যাদা অনিত্য, এরূপ নহে। দেহ ও মন যখন আত্মার নিত্য সেবনবৃত্তিতে অবস্থিত হয়, তখনই শব্দজগতে থাকিয়াও তাঁহার বৈষ্ণবাভিমান হয়। বৈষ্ণবাভিমানে কোন প্রাকৃত দম্ভ অহঙ্কার নাই। তাহাতে দৈহিক ও মানসিক হিংসার বস্তু কিছুই নাই। তবে দৈহিক ও মানসিক হিংসার বস্তু থাকা কাল পর্য্যন্ত যে দৈহিক ও মানসিক বৈষ্ণবাভিমান তাহা নরকের হেতু। বৈষ্ণবেরা সেজন্য উত্তমা ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াও আপনাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠাননিরত কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র ভক্ত বলিয়া প্রচার পূর্ব্বক আদর্শ শুদ্ধভক্তি স্থাপন করেন। বাস্তবিক অবিমিশ্র শুদ্ধ জীবাত্মার কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র অভিমান আদৌ নাই। শুদ্ধ জীবাত্মার কেবলা ভক্তিই একমাত্র বৃত্তি, যেহেতু কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভজনই অভিধেয়, এবং কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন—এবিষয়ে বৈষ্ণবপরমহংসের মতভেদ নাই। কর্ম্মী ও জ্ঞানী যেকালে কর্ম্মমিশ্র ভক্ত ও জ্ঞানমিশ্র ভক্ত হইবার সুযোগ পান, সেই সময়ই তিনি কেবলাভক্তির স্বরূপ স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারেন। আত্মবৃত্তি দ্বারা কেবলাভক্তিতে অবস্থিত হইলে জীব হরিসেবার প্রতিকূল জড়ীয় বস্তুসমূহে ভোগবুদ্ধি করেন না এবং যাঁহারা ভোগবুদ্ধি করেন, তাঁহাদিগের সহিত একমত হন না। এতাদৃশ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাহা কর্ম্মী জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী অনেক সময় বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি সহিতে না পারোঁ।" অর্থাৎ যদ্যপি কেহ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি

অপরাধযুক্ত হইয়া ভগবানের বিরাগ ভাজন হইবেন। প্রাকৃত বিচারে প্রমত্ত হইয়া বৈষ্ণবকে উপদেশ দিতে গেলেও মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়। বৈষ্ণবগণ সকলের গুরু, সুতরাং গুরুকে উপদেশ দিতে গেলে মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়; সেই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদানন্দকে শ্রীমদ্ সনাতন বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীউপদেশামৃতে লিখিয়াছেন, "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ॥" আমরা শুনিতে পাই, অনেক আচার্য্যসন্তান, নিত্যানন্দাদ্বৈত বংশপরিচয়াকাঙ্ক্ষী সন্তানগণ শৌক্রজড়দেহের প্রাকৃতগর্ব্বে স্ফীত হইয়া জড় সমাজের সামাজিকগণের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া বৈষ্ণবমর্য্যাদার লঙ্ঘন করিয়া বসেন। এই অপরাধে জড়ীয় শৌক্রসম্বন্ধকে প্রবল করায় যোষিৎসঙ্গ হেতু তাহারা বিশুদ্ধ অবৈষ্ণব ও জড়ীয় স্বার্থের ভারবাহী চতুষ্পদ না হইলেও বিপদ সম্বন্ধ জ্ঞানহীন অবৈষ্ণব। এই সকল মূঢ় কপটাচারী ভাড়াটিয়া আচার্য্যকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইলেও অপরাধ বশতঃ নরকপথের পথিক। তাহারা বৈষ্ণবদিগকে তাহাদের জড়চক্ষে জড়ের অন্যতম মনে করে। তাদৃশ মননই সেই নারকিগণকে স্বরূপপরিচয় বিস্মৃত করাইয়া বৈষ্ণবাপরাধে অপরাধী করাইয়াছে। এই অবৈষ্ণবগণের নিকট হইতে কেহ যেন পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ না করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ" এই শাস্ত্রশাসনের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে আপনাদিগকে কেহই কখন নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন না। আমরা এই বৈষ্ণবমর্য্যাদালঙ্ঘনকারী জড় শৌক্রাভিমানদৃপ্ত জনগণকে সম্বন্ধ জ্ঞানহীন জানিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ হইতে তাহাদিগকে অবর সপ্তলোকে পাঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করি। তাহা হইলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে ভক্তিভক্তির নির্বাধ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্বধাম প্রাপ্তি।

যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী পরমভাগবত রায় শ্রীযুক্ত রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর আশ্বিনের শেষভাগেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা তাঁহার বিশেষ অভাব অনুভব করিবেন।

যশোহর পুরুলিয়া নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ দাসাধিকারী স্বধাম লাভ করিয়াছেন। বিগত বর্ষে পরিক্রমাকালে তিনি বৈষ্ণবগণের সহায়তা করিয়াছিলেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদাসংরক্ষণেও তিনি উদ্যম প্রদর্শন করেন।

শ্রীপাট খেতরী।

গৌড়ীয় শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাটের সম্প্রতি দুরবস্থা। সেখানে যে মেলা হয়, তাহা বৈষ্ণবনামধারী নানাজনের সঙ্ঘমাত্র। শুদ্ধভক্তির কোন কথা তথায় নাই। ১৫ই কার্ত্তিকে কৃষ্ণাপঞ্চমী দিবসে সেখানে বহুজনের সম্মিলন হইয়াছিল। প্রাচীন শ্রীমন্দিরের অবশেষ হওয়ায় একটী নবনির্ম্মিত গৃহে শ্রীমূর্ত্তিসমূহ বিরাজ করিতেছেন। শুনা যায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পনে শ্রীমূর্ত্তিসমূহের অঙ্গবৈকৃত্য ঘটিয়াছে। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যবংশের শেষ পুত্রবধূ শ্রীমতী রাধাসুন্দরী চৌধুরাণী প্রেমতলীতে চলিয়া যাওয়ায় গ্রামস্থ লোকের অনুরোধক্রমে শ্রীঠাকুরসেবার ভার মুর্শিদাবাদ বালুচরনিবাসী পরলোকগত শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী গ্রহণ করেন। তাঁহার পোষ্য পুত্র শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী ১৩১৫ সালে

দয়কে দানপত্র করেন। ১৩১৬ সালে পূর্ণচন্দ্র, সচ্চিদানন্দকে ভজন-টুলির সম্পূর্ণ স্বত্ব ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলে তিনি উঁহাকে নিজাংশ পুনঃ প্রত্যর্পণ করেন। পরলোকপ্রাপ্ত রাখালচন্দ্রের পত্নী স্বীয় নিজাংশ পুঁটিয়ার চারি আনার ভূম্যধিকারী শ্রীযুত নরেশচন্দ্র রায় বাহাদুরকে ১৩২৬ সালের আশ্বিন মাসে সমর্পণ করিয়াছেন। এই সকল সম্পত্তিতে অধিকারাদি লইয়াও সম্প্রতি ধর্ম্মাধিকরণে বিবাদ উপস্থাপিত হইয়াছে শুনা যায়। শুদ্ধবৈষ্ণবের হস্তে সেবাধিকার সমর্পিত হইলে এতাদৃশ নানা গোলোযোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

উপর খেতুরীতে ভজনটুলি ও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের স্থানসমূহের ভগ্নাবশেষ আজ ও ন্যূনাধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মার সন্নিকটে নীচ খেতরীতে প্রেমতলী নামক স্থানেও একটী দেবসেবা বহুদিন হইতে আছে।

রাধাবল্লভ ভবন।

কাশিমবাজারের বৈষ্ণব মহারাজ সৈদাবাদে রাধাবল্লভের নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। শীঘ্রই তথায় শ্রীমূর্ত্তিগণ বিরাজ করিবেন। এখানে দুইটী যুগল রাধাবল্লভ আছেন। একটী দ্বাদশগোপালের অন্যতম ঠাকুর সুন্দরানন্দের প্রতিষ্ঠিত মহেশপুরের রাধাবল্লভ অপরটী শ্রীমন্নিত্যানন্দ পরিবারস্থ রূপলালকৃষ্ণলাল-স্থাপিত।

শ্রীমোহন রায় ও শ্রীকৃষ্ণ রায়।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য রাঢ়ীশ্রেণীস্থ শিমলাই গাঁই শ্রীশিবানন্দ ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ তনয় শ্রীহরিরাম ভট্টাচার্য্য স্থাপিত। সম্প্রতি এই বিগ্রহ সৈদাবাদে শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বংশের অধস্তন ও তাঁহাদের সম্পর্কিত আত্মীয়গণ দ্বারা সেবিত হইতেছেন। কেহ কেহ এই শ্রীবিগ্রহকে "শ্রীমোহন রাই" বলেন। কেহ কেহ বলেন শ্রীঠাকুর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত

খেতরী গ্রামের ছয় বিগ্রহের অন্যতম শ্রীব্রজমোহনই সৈদাবাদস্থিত মোহন রায়। কেহ বলেন শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীবংশীয়গণই মোহনরায় বিগ্রহের সেবাইত। কাশিমবাজার বৈষ্ণব মহারাজের এই সেবাসমূহের প্রতি দৃষ্টি আছে। খেতরীর শ্রীবিগ্রহগুলির আকার সহ এই মোহন রায়ের মিল নাই।

সৈদাবাদের অপর পল্লীতে শ্রীকৃষ্ণ রায় বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ রায়ের সেবা শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য স্থাপিত প্রাচীন সেবা। কথিত আছে রামকৃষ্ণের স্থাপিত বিগ্রহ হরিরামের অধস্তনগণ সেবা করেন এবং হরিরামের স্থাপিত বিগ্রহ রামকৃষ্ণের বংশে পূজিত হন। এই সেবাদ্বয়ের এখন অনেকগুলি সরিক সেবায়েৎ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ রায় বিগ্রহের সেবায়েৎ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ঠাকুর মহাশয় পরম ভাগবত ও সদালাপী। শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার প্রচুর পরিমাণে সহৃদয়তা আছে।

শ্রীমোহন রায়ের এক সরিক সেবায়েতের গৃহে মণিপুরের মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ প্রদত্ত একটী বৃহৎ ঘণ্টা আছে। উহা ১২০৫ সালে ২৮শে পৌষ গুরুগাদি উল্লেখে শ্রীমোহন রায় শ্রীবিগ্রহের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।

নেয়াল্লিশ পাড়া।

সৈদাবাদের ভাগীরথীর অপরকূলে নেয়াল্লিশ পাড়ায় শ্রীমদাচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা দেবীর স্থাপিত শ্রীবিগ্রহগণ বিরাজ করিতেছেন। প্রাচীন বুধুইপাড়া গ্রাম শ্রীভাগীরথীর গর্ভস্থ হওয়ায় এখানে বহুদিন হইতে প্রাচীন সেবা স্থানান্তরিত হইয়াছেন। শ্রীআচার্য্য প্রভুর শ্রীরাধামাধব, শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শ্রীবংশীবদন এবং পরে নীলাগোবিন্দ বিগ্রহগণের সেবা

ত্রিদণ্ডি যতি।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর মহোদয়ের পরম কৃপাপাত্র মহামহোপদেশক শ্রীযুত জগদীশনাথাধিকারী বিদ্যাবিনোদ ভক্তিপ্রদীপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য মহাশয় বিগত শারদীয় পূজার অব্যবহিত-পরেই শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ মহোদয়ের সমক্ষে অনেক সময় শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার সুমিষ্ট চরিতামৃত পাঠের প্রশংসা ঠাকুর মহাশয়ের কৃপার নিদর্শন ছিল। শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ পাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট্ এবং বহুবর্ষ ধরিয়া উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান ও সহকারী শিক্ষকের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি ত্রিদণ্ড গ্রহণানন্তর শ্রীনাম যজ্ঞের যাজ্ঞিক হইয়া দেশে বিদেশে একমাত্র শুদ্ধভক্তি প্রচারে যত্ন প্রদর্শন করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কাশিম বাজারের বৈষ্ণবমহারাজ বাহাদুর ও তাঁহাকে শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে প্রচারক হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। শ্রীভক্তি-প্রদীপতীর্থ স্বামী মহোদয় একজন সুবক্তা। তাঁহার হৃদয়গ্রাহিনী বাণী যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার গুণগ্রহণে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি ভাড়াটিয়া বক্তৃগণের ন্যায় অবৈষ্ণব ও অশুদ্ধমতের কোন প্রচারে অনুমোদন করেন না।

ঢাকায় নাম প্রচার।

ঢাকা নগরীতে অনেকগুলি ভাড়াটিয়া পাঠক কয়েক বর্ষ হইতে বিষয়ী-গণের মধ্যে কতকটা প্রতিপত্তি করিয়া ছিলেন। তাহারা অনেকেই সরলমতি বিষয়িগণের বিষয়াচ্ছন্ন চিত্তে ভাগবত পাঠ হরিকথা ও রসকথা

উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাহাদের লৌকিক ভাড়াটিয়া বৃত্তি বা অর্থ সংগ্রহ চেষ্টা বাধা পাইবে আশঙ্কা করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রচারে গোপনে শত্রুতা আরম্ভ করেন। কিন্তু ত্রিদণ্ডিস্বামি ভক্তিপ্রদীপ গোস্বামী মহারাজের কালব্যাপী শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার ফলে তাঁহাদের মধ্যে সুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। তীর্থপাদ নগরীর প্রত্যেক গৃহের দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিতেছেন। তাঁহার সহায়তার জন্য কতিপয় শুদ্ধ ভক্ত ও ঢাকায় উপস্থিত হইয়া ভক্তির কথা জগৎকে জানাইতেছেন। রায় সাহেব গৌর নিতাই শঙ্খনিধির ভগবন্মন্দিরে প্রত্যহই সন্ধ্যায় শ্রীচরিতামৃত পাঠ হইতেছে। ঢাকায় যেরূপ ভক্তগণের বাহুল্য সেইরূপ ভক্তির সুষ্ঠুতা ও নির্ম্মলতা বিষয়ে যত্ন দেখাগেলে বিপুল আনন্দের বিষয় হয়। বৈষ্ণব বিষ্ণুর শৌক্র পারম্পর্য্য প্রথা আচার্য্য যোগ্যতা নিরূপণে চিরদিনই শত্রুতা করিতেছে। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে কুসংস্কার রহিত হইয়া প্রাচীন সুসংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবে আশা করা যায়। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত হরিদাস মুনি ও তীর্থপাদের সহায়তায় ঢাকায় নাম প্রচার করিতেছেন।

শ্রীঅদ্বৈত ভবন।

শ্রীধাম প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে সম্প্রতি শ্রীঅদ্বৈত ভবন নির্ম্মিত হইতেছে। শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সম্পাদক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিপদ বিদ্যারত্ন কবিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বি এল, মহোদয় শ্রীঅদ্বৈত ভবন নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়াছেন। আমরা অচিরেই তথায় শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠিত দেখিব।

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

১। প্রেমবিবর্ত্ত। পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি বিরচিত। প্রাচীন শুদ্ধভক্তিগীতিগ্রন্থ মূল্য ।৵০।

২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। শ্রীগোবিন্দদেব কবি বিরচিত গৌরলীলাময় সংস্কৃত মহাকাব্য মূল্য ৮০।

৩। ভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ভাগবতের সার শ্লোকমালা সম্বন্ধ-অভিধেয় ও প্রয়োজন বিভাগে গুম্ফিত মূল ও অনুবাদ মূল্য ২্।

৪। পদ্মপুরাণ শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু সম্পাদিত (সমগ্রমূল সপ্তখণ্ডাত্মক) মূল্য ৭্।

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীভক্তি-বিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ মূল্য ১্।

৬। সৎক্রিয়াসারদীপিকা সংস্কার দীপিকা সহ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি কৃত মূল, বঙ্গানুবাদসহ গৃহস্থের দশসংস্কার বিধি ও ত্যক্তগৃহের বেষাদি দশসংস্কার পদ্ধতি মূল্য ১।০।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত।

৭। তত্ত্বসূত্র। সূত্রাকারে তত্ত্ববিষয়ক বিচার গ্রন্থ ভাষ্য ও ব্যাখ্যাসহ মূল্য ।০

৮। শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা। মূল অনুবাদাদি সহ মূল্য ১্।

৯। ভজন রহস্য। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ।৵০।

১০। ১১। ১২। শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু ও গীতাবলী।

১৩। হরিনাম চিন্তামণি। নাম ভজনের অদ্বিতীয় গ্রন্থ মূল্য ৸০।

১৪। জৈবধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞাতব্য সকল কথা ইহাতে যেমন আছে জগতে আর কোথাও নাই। মূল্য ২্ ভাল কাগজে, সাধারণ ১।০।

১৫। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (বিরাট সংস্করণ, শ্রীকবিরাজ গোস্বামি কৃত,) তত্ত্বাভাষ্য ও অনুভাষ্য সূচীপত্রাদি সহ ২৩০৮ পৃষ্ঠা মূল্য ৬্ ছয় টাকা।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম এ, বি এল্)

প্রাপ্তিস্থান—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

ও ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

শ্রীপত্রিকার নিয়মাবলী।

১। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুকূল যাবতীয় হরিসেবাপর প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়। মতবাদিগণের ভ্রান্ত ধারণা ইহাতে স্থান পায় না। প্রকৃত আচার্য্য ও প্রচারকের লিখিত অবিসংবাদিত সত্যে ইহা পূর্ণ।

২। বিদ্ধভক্ত ও অচিহ্নিত ভক্তের পরমার্থ বিরোধিনী কথার অকর্ম্মণ্যতা সুষ্ঠুভাবে ইহাতে আলোচিত হয়।

৩। বার্ষিক ভিক্ষা ১৷৷০ মাত্র ডাক মাশুল সহ নির্দ্দিষ্ট আছে।

৪। শ্রীপত্রিকার পূর্ব্ব প্রচারিত অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ ও দ্বাবিংশ খণ্ড ৫৲ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, বি এল্)
ম্যানেজার—সজ্জনতোষণী। কলিকাতা কার্য্যালয়।
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর।

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৪ হৃষীকেশ ও পদ্মনাভ।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা

৪৩৪ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত।

বার্ষিক ভিক্ষা ১॥০ নমুনা প্রেরিত হয় না।

নিবেদন।

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের যাবতীয় জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর একাধারে পাইবার কোন সংগ্রহ গ্রন্থ নাই। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ যাবতীয় বৈষ্ণব গ্রন্থের তাৎপর্য্য, বৈষ্ণবগণের জীবনী, তৎসম্পর্কিত শ্রীমন্দির, শ্রীবিগ্রহ, স্থান প্রভৃতির সকল সংবাদ একাধারে কোনও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। ঐ সকল সংগ্রহ করা কেবল যে বহু ব্যয়সাধ্য তাহা নহে, অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাবে ঐ সকল তথ্য ধারাবাহিক জানিবারও উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত সকল গ্রন্থাধ্যয়ন, এবং সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ ও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

এই সব যাবতীয় অভাব মোচন কল্পে একখানি সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণবকোষগ্রন্থ সংগৃহীত হইতেছে।

সম্প্রতি শ্রীমঞ্জুষার উপকরণ সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে সমাহরণ বিভাগের কার্য্যভার অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়ক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ বি এল্ মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড ঠিকানায় যাবতীয় সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে। এই বিরাট কার্য্যের সহায়তার জন্য বিদ্বৎসমাজ ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সকলের নিকট আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইতেছি। কাশিম বাজারের দানশৌণ্ড বৈষ্ণব মহারাজ এই কার্য্যে বিশেষ আনুকূল্য করিতেছেন। পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বহু ভক্ত পণ্ডিতের সহায়তায় মঞ্জুষা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীঅনন্তবাস ব্রহ্মচারী
(বিদ্যাভূষণ বি, এ)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

———:০:———

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

[২]৩ বর্ষ } হৃষীকেশ ও পদ্মনাভ। { ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা

৪৩৪

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।

জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

———:০:———

সজ্জন-মৌনী।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। [বী]তরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধীর্মুনিরুচ্যতে॥" অর্থাৎ যিনি অনাত্ম দেহ ও মনের [অ]ভাব-অপূর্ণতা জনিত নিরানন্দ নহেন, জড়বস্তু ও ইন্দ্রিয়তর্পণে উদ্‌গ্রীব [ন]হেন, যিনি দ্বৈতবস্তুতে অভিনিবিষ্ট, তাহা হইতে ভীত এবং বস্তুর [অ]প্রাপ্তিতে ক্রুদ্ধ নহেন, সেই স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন জীবই মুনিশব্দ বাচ্য। ব্রহ্ম[চ]ারী সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থজীবনে নানাপ্রকার রাগ ভয় ও ক্রোধবিশিষ্ট [হ]ন, জড় সুখের জন্য তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া জড়দুঃখ পরিহারে ব্যস্ত থাকেন। এই আবিল অবস্থা হইতে উন্মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে জীব যখন গৃহপরি-

ত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করেন, তখন তাঁহাকে বানপ্রস্থ বনচারী মুনি বলে যে পালিতাত্ম গৃহস্থ অপত্যের অপত্য দর্শন করিয়া পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়ঃ প্রা হইয়া জড়ের অনিত্য উপলব্ধি করতঃ হরিভজনোদ্দেশে বনে গমন করে তাঁহার বৃত্তিই মুনিবৃত্তি। মুনিবৃত্তিবিশিষ্টজনই মৌনী।

অনিত্য পরিচয় বিশিষ্ট জীব অসজ্জন অর্থাৎ দেহ ও মনের পরিচ কেবলমাত্র পরিচিত জীব অসৎ যেহেতু দেহ ও মন পরিবর্ত্তনশী ক্ষণভঙ্গুর উপাধিদ্বয়। বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেহই সৎশব্দবা নহেন। এজন্যই সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যবর শ্রীরামানুজস্বামী নিজ সম্প্রদায়ে সৎ সম্প্রদায় আখ্যা দিয়াছেন। মায়াবাদী বা কর্ম্মফলভোগী অসচ্ছব্দবাচ যেহেতু তাঁহাদের অনুষ্ঠানাবলী স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে আবদ্ধ। বৈষ্ণ নিত্যস্বরূপের অনুবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণসেবাতৎপর বলিয়া একমাত্র সজ্জ শব্দ বাচ্য।

সজ্জন বাহ্যজগতের বিক্রান্তি সমূহ হইতে সুদূরে অবস্থান পূর্ব্ব ভগবৎসেবানিরত। বাহ্য জগতের উচ্চধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবি হইলেও তিনি উচ্চধ্বনিগণের সহিত যোগদান করেন না। তি নির্জ্জনে উচ্চৈঃস্বরে বা স্বররহিত হইয়া বাহ্য উপাধিদ্বারা আপনা ভোক্তা অভিমান করেন না। হরিনামের উচ্চরব সমূহ তাঁহার মৌ ভঙ্গ করে না। প্রজল্প তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কিন্তু অবৈষ্ণব বা মৌনব্রত হইয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে মৌনী হইতে পারেন না। অন্য বাগ্‌বেগে সজ্জনকে কখনই অভিভূত করিয়া কপট মৌনী করে ন পক্ষান্তরে হরিধ্বনিতে দশদিক প্রপূরিত করিলেও তিনি মৌনিরাজ কল্যাণ কল্পতরুর এই গীতটী মৌনিগণের আদর্শ হউক—"বৈষ্ণবচরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে থাকে সদা মৌন ধরি॥"

সজ্জন প্রজল্পী নহেন। যে সকল কথা হরিসেবার তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে, তাদৃশ বাক্য-সমূহই প্রজল্প। ভগবদ্ভক্ত সেবাতাৎপর্য্যময় সুতরাং বাহ্যিক যাবতীয় কথায় তিনি মৌন। ইতররাগের আকর্ষণ তাঁহার মৌন ভঙ্গ করায় না। আত্মারাম মুনিগণ জড়ীয় গ্রন্থশূন্য হইয়া ভগবানের নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন। মুক্ত পুরুষগণের জড়াকর্ষণে যোগ্যতা নাই। তাঁহারা জড়ের অভিনিবেশরূপ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত ধামে হরিসেবা করেন। সজ্জন হরিসেবা করিতে গিয়া কৃষ্ণসেবাপর তৌর্য্যত্রিক আবাহন করেন বলিয়া তাঁহার মৌনধর্ম্ম বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া ভক্তির অনুকূল শাস্ত্রালোচনা নিষেধ তাঁহার উপর প্রযোজ্য নহে। সজ্জন মৌনী হইলেও বৈদিকী ও লৌকিকী যাবতীয় ক্রিয়াসমূহকে হরিসেবার অনুকূলভাবে নিযুক্ত করেন। হরিকথা কীর্ত্তন করিতে গেলে সজ্জনের মুনিধর্ম্ম বাধা প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু মুনির হরিসেবাপ্রবৃত্তি না থাকিলে তিনি নিজের মৌনব্রত রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। সর্ব্বগুণগণ বৈষ্ণব শরীরেই অধিষ্ঠিত। অবৈষ্ণবে তাৎকালিক গুণ দেখা গেলেও সেই গুণ গুলি স্থায়ী নহে। অচ্যুতাশ্রিতা বা কৃষ্ণৈকশরণতা ছাড়িয়া অন্যান্য গুণের নিত্য অবস্থান সম্ভবপর নহে। যেখানে গুণগুলি নিত্য, সেখানে অবৈষ্ণবতার সম্ভাবনা নাই এবং যে স্থলে হরিসেবার অভাব তথায় গুণগুলির পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। সজ্জনের গুণ ও গুণী সজ্জন এই দুইটী অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু সজ্জনতা ও তাৎকালিক গুণের ক্ষণিক অধিষ্ঠান একতাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে। সজ্জনেই প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যকাল মৌনিত্ব আছে।

উচ্ছ্বাস।

ভকতিবিনোদ প্রভো ! কৃপাময় তুমি।

যে করুণা তুমি, করেছ জীবেরে বর্ণিতে না পারি আমি ॥১

বলে'ছ জীবেরে, শ্রীকৃষ্ণভজন মূল প্রয়োজন হয়।

করে'ছ তাহাই, নিজের জীবনে, শুধু উপদেশ নয় ॥২

ভাগবত, গীতা, বেদ, পুরাণাদি নিহিত-প্রকৃত-কথা।

বলে'ছ লিখেছ, নিরপেক্ষ হয়ে কি অমৃত কথা-গাথা ॥৩

দেখিনি শুনিনি জীবনে কখন হেন নিরপেক্ষ ভাব।

তাহাতে বুঝেছি তুমি অপ্রাকৃত, নহ সাধারণ জীব ॥৪

আধুনিক সব নব নব দলে নব নব ভাবে যত।

(তুমি) দেশে দেশে ভ্রমি উপদেশে সবে শ্রীগৌরহরির মত ॥৫

শুনি উপদেশ দেখিয়া আচার বুঝেছি কৃপায় তব।

শূন্য পাত্র সম, শুধু শব্দময়, ভক্তিহীন সেই সব ॥৬

মুখে বলে সবে সংসার বিরাগী গৌরসেবা প্রাণব্রত।

কামিনী, কাঞ্চন আশাটী দেখে'ছি, সে হৃদয়ে ওতপ্রোত ॥৭

শ্রীগৌরহরির অপূর্ব্ব, অশ্রুত- উপদেশমালা যত।

প্রচার কালেতে, অপ্রকৃত সব আচার ও পাষণ্ডী মত ॥৮

ভগবদ্দ্বেষ, প্রকৃতি সম্ভাষ প্রভুর নিষেধ যাহা।

(কি) আসক্তি তাদের সেই দুটীতেই বলিবার নাহে তাহা ॥৯

ভাড়াটিয়া সাজে প্রতিষ্ঠা আশায় চামার-ব্যবসা রত।

শ্রীগৌরহরির প্রচ্ছন্ন বৈরিতা দেখি সব করে যত ॥১০

"চরিতামৃতের ঘুণ" মুখে বলে সবে শুনি প্রাণ ফেটে যায়।

শ্রীগৌরচরিত কথা আস্বাদিলে, মন কি বিষয়ে ধায় ?॥১১

যদি ধায় তবে জানিনু নিশ্চয় চৈতন্য চরিত শুনে নাই সে।
অভিমানী ছার, বিষয়ের কীট দম্ভভরে মত্ত বলে তাই সে ॥১২
কৃষ্ণদাস বাণী "শ্রীগৌরচরিত বুঝিতে নারিনু আমি।
তাঁর চেয়ে বড় বুদ্ধিমান তিনি হইবে নিরয়গামী ॥১৩
এ সব দুর্জ্জন তব কৃপাবলে শাস্ত্র দৃষ্ট আচরণে।
জানিয়া ছেড়েছি সম্ভাষা তাদের শুদ্ধাভক্তি আরাধনে ॥১৪
কৃষ্ণদাস জীব স্বরূপ ভুলিয়া সংসারে অনর্থ ঘোরে।
ত্রিতাপে তাপিত, দেখি শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ ধরাপরে ॥১৫
জানালেন জীবে প্রভুসেবা ভুলি জীবের সংসার গতি।
শুদ্ধ সাধুসঙ্গে শ্রীনাম কীর্ত্তনে, লভে পুনঃ শুদ্ধামতি ॥১৬
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বিধ নৈমিত্তিক ধর্ম্ম যত।
জানে শুদ্ধজ্ঞানে, গুরু কৃপাবলে প্রেমধর্ম্ম আত্মগত ॥১৭
শ্রীগৌরহরির অপ্রকট হ'তে এ হেন অপূর্ব্ব কথা।
বলে নাই কেহ, পাইনা কোথাও বিনা তব গীতি-গাথা ॥১৮
কেহ বা দেহের, কেহ বা মনের ধরম প্রচার করে।
নিত্যতত্ত্ব জীব আত্মার ধরম কেহ না ধরিতে পারে ॥১৯
আচরে কেহ না করে প্রচার, কেহ বা প্রচারে রত।
আচারে প্রচারে সেইত প্রধান শ্রীগৌরহরির মত ॥২০
তোমার জীবনে শুনেছি যাহা শ্রীকৃষ্ণভজন কথা।
অপূর্ব্ব সে সব শুনি নাই কভু দেখি নাই কভু কোথা ॥২১
প্রভু শ্রীচৈতন্য শক্তি সঞ্চারিয়া শ্রীরূপ শ্রীসনাতনে।
শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ যত উদ্ধারিলা সবে জানে ॥২২
গোবিন্দ দেবাদি শ্রীবিগ্রহ ত্রয় সেবা প্রকাশিল যথা।

গৌরজন্ম ভিটা "মায়াপুর" ধাম লুপ্ত ভাবে ছিল যাহা।
গৌর কৃপা লভি প্রকাশিলে তুমি বলিবার হয় তাহা ॥২৪
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া সেবা প্রকাশিয়া মো হেন অধম জনে।
দেখালে শুনালে নিত্য প্রভুকথা গৌর নিত্যানন্দ ধনে ॥২৫
বুঝেছি দেখিয়া শ্রীগৌরহরির শক্তির প্রকাশ তুমি।
নিজ জন দিয়া নিজ সেবা জীবে জানাল জীবের স্বামী ॥২৬
সামান্য মানব বিষয়ের জ্ঞানে তোমাকে চিনিতে নারে।
বহুভাগ্য তাঁর কৃপা কর যারে সে তোমা চিনিতে পারে ॥২
শুনি হাসি পায় দুঃখ হয় মনে মত্ত হ'য়ে মায়া ঘোরে।
বিষয়ী মদান্ধ বান্তাশী যত তব কার্য্যে ভুল ধরে ॥২৮
জানেনা তাহারা প্রাকৃত মানব ভ্রমাদি অজ্ঞান দ্বারে।
সদা ভ্রান্ত হয় অভ্রান্ত বিষয় অপ্রাকৃত অগোচরে ॥২৯
দেখি মনে হয় শ্রীকৃষ্ণলীলায় অঘ বক আদি যত।
বিপথ গমনে অপরাধী হ'য়ে নরকাদি ভোগে কত ॥৩০
বৈষ্ণব বিদ্বেষী অভক্ত পাষণ্ডী বিষয় সেবীরা যত।
অপ্রাকৃত তত্ব শ্রীগৌর সেবার প্রচারে বিরোধী মত ॥৩১
বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ সেই কর্ম্ম করে যায়।
হাতে গলে বান্ধি বিষয় সেবীরে নরক ভবনে লয় ॥৩২
একেত বিষয়ী শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ বৈষ্ণব বিদ্বেষী ছারে।
শাস্তি প্রদানিতে মায়াদেবী তারে লইবে নরকে ঘোরে ॥৩৩
তাই তব পাশে এই কৃপা মাগি কৃপার-সাগর তুমি।
মায়া ভ্রান্ত হই অভক্ত সঙ্গেতে না হই কুপথগামী ॥৩৪
অগ্নির মাঝারে কিবা গর্ভবাসে হউক বসতি মোর।
তবু যেন প্রভু অভক্ত সম্ভাষ না হয় জীবনে আর ॥৩

ভক্তপদরেণুপ্রার্থী—শ্রীনয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী।

সম্প্রদায় বৈভব ভক্তিশাস্ত্র, পঞ্চরাত্রাচার্য্য নারায়ণপুর, পাঁজিয়া (যশোহর
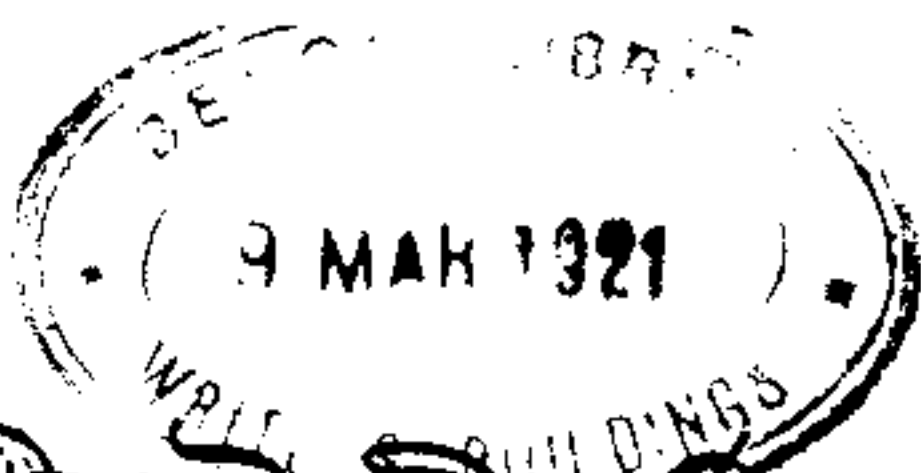
যোগপীঠে-শ্রীমূর্ত্তি সেবা।

গোলোকে নিত্যকাল শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রকটিত হইয়া বিলাস বিশিষ্ট। করুণাকর শ্রীরাধাবিনোদ প্রপঞ্চে দ্বাপরান্তে অবতীর্ণ হইয়া সেই নিত্যপ্রেমলীলা, সুকৃতিসম্পন্ন জীবের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। লীলাকালের অবসানে সেই বার্ষভানবী-দয়িত অর্চ্চা-বিগ্রহে প্রপঞ্চে সকল কালে অবতরণ করিয়া সৌভাগ্যবান্ জীবের দ্বারা সেবিত হন। এই শ্রীবিগ্রহের লীলা-ত্রয়ে তিনপ্রকার বিশেষ পরিলক্ষিত হইলেও বস্তুতঃ ভগবানের বিগ্রহ অদ্বয় বস্তু। গোলোকে নিত্যকাল আশ্রয় জাতীয় সেবকবৃন্দ বিষয় জাতীয়ের সেবা-প্রমত্ত। প্রপঞ্চে লীলাকালেও আশ্রয় জাতীয় পার্ষদগণ ভগবানের সেবাই করিয়া থাকেন। আবার কালে কালে পার্ষদ মহাত্মাগণ অর্চ্চাবিগ্রহে লীলাকালোচিত আশ্রয়ানুগত্যে তাদৃশ সেবাই করেন। শ্রীভগবদ্ বিষ্ণু বস্তুতে শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিগ্রহী ভেদ নাই। মায়াবাদিগণ আত্মার নিত্যধর্ম্ম ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বিষ্ণুবিগ্রহেও দেহদেহীর বিচার আনিয়া বিষ্ণু কলেবরকে প্রাকৃত জ্ঞান করেন। বস্তুতঃ অপ্রাকৃত সেবনোন্মুখ না হইলে ভগবন্মায়ার হস্ত হইতে বদ্ধজীব পরিত্রাণ পান না। বদ্ধজীবের দেহদেহী ভেদ আছে, মধ্যে ব্যবধান মায়া। কিন্তু সেবোন্মুখ জীবের অপ্রাকৃত অনুভূতিক্রমে সেব্যসেবকের মধ্যে প্রকৃতির অতীত আত্মার নিত্য-বৃত্তি ভক্তি অধিষ্ঠিত তাহা কখনই মায়িক ব্যবধানশব্দ বাচ্য নহে।

মায়ার ব্যবধান না থাকায় সন্ধিনীরূপা ভক্তি নিত্য সেব্যসেবকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। সেব্য, অপ্রাকৃতচিৎ এবং সেবক প্রাকৃত জড়—এরূপ নহে। সেব্য, সেবক ও সেবন, এই ত্রিতত্ত্বই প্রকৃতির অতীত ব্যাপার। যে কালে হরিবিমুখ জীবের বাহ্যদর্শনে কোন ভগবৎসেবক দৃষ্ট হন, তখন তিনি যে বদ্ধজীবের চক্ষে স্বরূপতঃ দৃষ্ট হন এরূপ নহে। এজন্যই নিত্যসিদ্ধ পার্যদদিগকে দুষ্কৃতিবশে বদ্ধজীব বলিয়া অনুমান করায় অভক্তের ভক্তের স্বরূপদর্শনের অভাব ঘটে। বাস্তবিক অপ্রাকৃত ভক্তের ও পার্যদত্বহেতু দেহদেহীর মধ্যে মায়ার ব্যবধান নাই। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে প্রেমভক্তি নিত্যকাল অবস্থিত। মায়াই চিদ্বস্তুকে আবৃত করিয়া সেই স্থান দখল করে। জীব মায়াগ্রস্ত হইলে মায়া তাঁহার স্বরূপ আবৃত করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক চিৎ ও জড়ে অদ্বয়তা সাধন করে। বস্তুতঃ চিৎ ও জড় এক বস্তু নহে। জড় বস্তু কখনই চিতের ভোক্তা হইতে পারে না। চিদ্বস্তু জড়মিশ্র বুদ্ধিতে জড়ের ভোক্তা অঙ্গীকার করায় বদ্ধজীবাভিমান প্রবল হইয়া দেহ ও মনকে আত্মা বলিয়া ধারণা করে। যাঁহারা অনাত্ম দেহ ও মনকে আত্মবস্তু বলিয়া ভ্রম করেন, তাঁহারাই বদ্ধ জীব, আর যাঁহাদের স্বস্বরূপ উপলব্ধি হওয়ায় সেব্য কৃষ্ণের নিত্য সেবাপ্রবৃত্তি জাগরূক হইয়াছে, তাঁহারা জীবন্মুক্ত সিদ্ধস্বরূপ লাভ করিয়া অহর্নিশ হরিসেবা করেন। হরিসেবা ব্যতীত জড়ভোগের প্রবৃত্তি তাঁহাদের অস্মিতাকে অধিকার করে

ভাস দেখা যায়, তদ্দ্বারা জীব দিন দিন অধিকতর প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া মায়াবাদী হইয়া পড়েন। শ্রীমদ্ভাগবতের বক্ষ্যমাণ পদ্যই তাদৃশ মিছা ভক্তের স্থান নির্দ্দেশ করে—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হি চিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

মুক্তপুরুষ উপাধিদ্বয় মুক্ত অবস্থায় কখনই জড়কে চিন্ময় বলিয়া ভ্রম করেন না। জীবের দেহ ও মন জড়মিশ্র চিৎ জানিয়া তাহাদের চিদ্বুদ্ধি করা অথবা তাদৃশ জড়ে চিন্ময় বুদ্ধি করিয়া পুত্র কলত্রাদি প্রাকৃত ভোগ্য জীবগণে আত্মীয়বুদ্ধি, সলিলাদিতে নিজ জড়ভোগ্য জানিয়া অপ্রাকৃত বুদ্ধি করা জীবন্মুক্ত পুরুষের ধর্ম্ম নহে। উহা নির্ব্বোধ প্রাকৃত সহজিয়ার ধর্ম্ম মাত্র। প্রাকৃত সহজিয়াগণ যে সকল সেবা করেন, তাহা তাঁহাদের জড়ভোগমাত্র, পুণ্যসঞ্চয়ের হেতু হইতে পারে। তদ্দ্বারা তাঁহারা উত্তরোত্তর অন্ধ হইতে অন্ধতর ও অন্ধতমলোকে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন। হরিসেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের মায়িক ভোগে সেবাভাস-সমূহ পর্য্যবসিত হইবে।

যাঁহারা তদ্রূপবৈভবকে প্রকৃতির অতীত বস্তু জানেন না—জড়ের অন্যতম ভোগ্য বস্তু জ্ঞান করেন, তাঁহারা শ্রীধামের অলৌকিক দিব্যজ্জ্যোতিঃদর্শনে নিত্যকাল বিমুখ। শ্রীজগন্নাথ দেবকে যেরূপ এক বৃদ্ধা পুতিকামঞ্চ দেখিয়াছিলেন, "গোপাল ঠাকুর যেরূপ শালুক চিনিতে পারেন" তাহার যেরূপ ...

তদ্রূপ বৈভব বা শ্রীধাম দেখিবার ভাগ্য ঘটিবার নহে। বৈষ্ণবগণ যেরূপ চিন্ময়চক্ষে তদ্রূপ বৈভব দর্শন করেন, জড়বদ্ধজীব ভাগবতের 'গোখর' শব্দবাচ্য জীবের পক্ষেও শ্রীধামদর্শন তদ্রূপ। ছাগের মুখে দধি দেখিয়াই যেন কেহ মিছাভক্তের প্রতারণায় তদ্রূপবৈভব শ্রীধামকে জড়ের অন্যতম মনে না করেন। যদি কেহ নরক-গমনের পথ প্রশস্ত করিতে চান, তাহা হইলে তিনি শ্রীভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তিতে জড়ারোপ, তদ্রূপবৈভব শ্রীধামাদিতে জড়াধারারোপ, ভগবৎপার্ষদে বদ্ধজীববোধ, ভগবৎপ্রসাদে জড়খাদ্যদ্রব্যভ্রম, বিষ্ণু-বৈষ্ণবপাদোদকে জলমাত্রারোপ, বিষ্ণুবৈষ্ণবনামমন্ত্রে শব্দ-সাধারণ-বোধারোপ, ভগবদ্বিগ্রহে অন্যদেবসাম্য ভ্রম, বৈষ্ণবে শৌক্রজননা-রোপ, শ্রীগুরুদেবে বদ্ধজীবভ্রম করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত বৈষ্ণব গুরুর নিকট নিষ্কপটে গমন না করিলেই এরূপ দুর্ভাগ্যের উদয় হয়।

অপ্রাকৃত সেবাবস্তুকে অপ্রাকৃত সেবক ব্যতীত অন্য কেহই অনুশীলন করিতে পারে না। নিত্যকাল গোলোকে পার্ষদতনু ব্যতীত শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত উপাসনা হয় না। প্রকট কালীয় লীলায় প্রবেশ করিয়া ভৌম বৃন্দাবনে আশ্রয় জাতীয়ের আনুগত্যে অপ্রাকৃত বুদ্ধিতেও অপ্রাকৃত শরীর লাভ করিয়া প্রকটকালীয় সেবা সহচর হইতে পারা যায়। আবার প্রকটকালে জন্মগ্রহণ না করিলেও অন্য সময়ে শ্রীভগবানের অর্চ্চা অবতারের সেবা দ্বারা অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে অর্চ্চন হইতে পারে। অর্চ্চকের দ্বারা অর্চ্চার অর্চ্চন দেখিয়া অবৈষ্ণবের মনে ধারণা হইতে পারে যে ইহা ভোগ-

পর কর্ম্মমাত্র কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাপারটী তাহা নহে। অর্চ্চক ভূতশুদ্ধি দ্বারা আপনার অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করেন। নিত্য ভগবানের অপ্রাকৃত সেবনোদ্দেশে উপকরণগুলিকে অপ্রাকৃতবোধে প্রকৃতির অতীত রাজ্যের অধীশ্বর শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত অনুশীলন করেন। নির্ব্বোধ প্রাকৃত বুদ্ধিযুক্ত চক্ষু তাহা দেখিতে সমর্থ না হইলেও অপর ভোগপর ক্রিয়াসামা তাহাতে আরোপ করা যাইতে পারে না। এই বিশুদ্ধ অর্চ্চন পদ্ধতি কালের প্রভাবে নির্ব্বোধ সমাজের হস্তে পড়িয়া কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে জানিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সাত্বত তন্ত্রের অনুশাসনক্রমে অর্চ্চন পদ্ধতির প্রচার বৈষ্ণব সমাজমধ্যে প্রচলন করিয়াও ভোগপর কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের অর্চ্চন প্রণালীর বহুল আদর করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীরঙ্গনাথের বহুকাল ধরিয়া সেবা করিয়া জগৎকে অর্চ্চন মার্গের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য উড়ুপীতে উত্তরাঢ়ী মঠে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া অর্চ্চনের পদ্ধতি বৈষ্ণবের অনুসরণীয় তদনুগজনগণের মধ্যে বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী মহোদয়দ্বয়ও শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তির নিজ নিজ সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌর সুন্দরের পরবর্ত্তী মহাজনগণ ও তদনুগগণ শ্রীমূর্ত্তির সেবা অনুমোদন ও অনুষ্ঠানাদি করিয়াছেন। ইহা সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্যগণ উত্তমরূপে অবগত আছেন। শ্রীযাজিগ্রামে সেবা, শ্রীচাখন্দির সেবা, নেয়াল্লিশ পাড়ার শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর সেবা, শ্রীল নরোত্তম

কান্ত, ব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকান্ত প্রমুখসেবাসমূহ শ্রীশ্যামানন্দ, প্রভুর শ্রীগোপীনাথ সেবা ও তদনুগ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের শ্রীশ্যামসুন্দর সেবা এই বিষয়ে জ্বলন্ত ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালে শ্রীরূপ সনাতনের শ্রীগোবিন্দ মদনমোহন সেবা, শ্রীরঘুনাথের শ্রীগিরিধারি সেবা, শ্রীগোপালভট্টের শ্রীরাধারমণ সেবা, শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীরাধা দামোদর সেবা, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীরাধাকান্ত সেবা, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীগোপীনাথ সেবা, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীগৌরনিতাই সেবা দেখিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রেই শ্রীঅর্চ্চনমার্গের আদর করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না।

বর্ত্তমানকালে প্রায় অষ্টাবিংশবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটায় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কতকগুলি ভক্তের সাহায্যে শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীশ্রীরাধামাধব প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীঅর্চ্চনমার্গের আদর করিয়াছেন। শ্রীঅর্চ্চা বিগ্রহ যে সাক্ষাৎ ভগবান্ এতাদৃশ প্রতীতি শ্রীমহাভাগবতের নয়নে পরিদৃষ্ট হয়। মধ্যম ভাগবত ও কনিষ্ঠ ভাগবতগণ মহাভাগবতের অনুসরণ করেন মাত্র। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তি সেবা প্রতিষ্ঠাকালাবধি শাস্ত্রীয় বিধিমতে পূজাকার্য্যাদি চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য জগতে বর্ত্তমানকালে অনেকগুলি শ্রীমূর্ত্তিসেবা আছে ও চলিতেছে। কিন্তু তাদৃশ সেবাসমূহের সহিত শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের শ্রীমূর্ত্তি সেবার সর্ব্বতোভাবে ভেদ আছে। পর্য্যালোচনা করিলে শ্রীভাগবতমাত্রেই জানিতে পারিবেন

যে শ্রীমায়াপুরের শ্রীমূর্ত্তি সেবা ব্যতীত অন্যত্র প্রায় সর্ব্বত্র সেবাকার্য্য কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত। অন্যত্র সেবকের বা সেবকগণের অসংখ্য সম্পত্তির মধ্যে শ্রীমূর্ত্তি একটী জড়ভোগ্য সম্পত্তি বিশেষ। সেবা-কার্য্যটী তাঁহাদের জগতে প্রতিপাদ্য ফলভোগময় কর্ম্মবিশেষ, কিন্তু এই দুই প্রকার বিচারই ভগবদ্বুদ্ধি উৎসাদিত করিয়াছে। শ্রীমায়াপুরের শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বস্তু। শ্রীমায়াপুর প্রকৃতির অতীত রাজ্যের তদ্রূপবৈভব, সম্প্রতি প্রপঞ্চে উদিত এবং প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষুর দ্বারাই দ্রষ্টব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্পত্তিসমূহ কোন ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মফল ভোগের যন্ত্রবিশেষ নহে। ভগবৎ সেবনোদ্দেশে উপায়ন ও উপচার সমূহ সমর্পিত হওয়ায় তত্তদ্বস্তু অপ্রাকৃত। কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্ম্মালানে বদ্ধ হইয়া নিজের অসংখ্য জড়বস্তুর অন্যতম জ্ঞানে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তাঁহার বৈভবসমূহকে নিজ ভোগপরতায় পর্য্যবসিত করিতে সমর্থ নহেন। যাঁহারা যে কোন প্রকারে শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন সকলগুলিই ভগবানের নিজস্ব, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মযোগ্য ফলাধিষ্ঠান নাই। একটু সূক্ষ্মভাবে বিষয়টীর মধ্যে প্রবেশ করিলে ভক্তগণ জানিতে পারিবেন যে অন্যত্র যে সকল সেবা-উপলক্ষণে অনুষ্ঠানাদি সম্পাদিত হয়, তাহা ব্যক্তিবিশেষের উদর পোষণ, ভগবদর্থে স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন, পুত্রকলত্রাদির ভূষণ নির্ম্মাণ ও অন্যান্য ভোগপর ব্যবহারিক কার্য্য সম্পাদনের কারণ মাত্র। আর শ্রীমায়াপুর চন্দ্রের সম্পত্তি তাঁহার নিজের। উহাতে অপরের ভোগের অবসর দেওয়া হয় না। সেবকগণ শ্রীমায়াপুর-

চন্দ্রের ভোগ্যবস্তু বিশেষ। তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়ার ন্যায় কর্ম্মফলের ভোক্তা নহেন। সেবকগুলিও শ্রীগৌরসুন্দরের আংশিক ভোগ্য সম্পত্তি সুতরাং এইরূপ অর্চ্চাবতারের আদর্শলীলা জগতের কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরই সেবকগণের মালিক। সেবনযোগ্য উপায়নের মালিক। আর অন্যত্র, তত্তদ্ভক্ত্যনুষ্ঠান-ব্যাজে ব্যক্তিবিশেষের ইন্দ্রিয়তর্পণপরতা লক্ষিত হয়। শ্রীগৌর-সুন্দর সর্ব্বসাধারণ গৌরভক্তের আরাধ্য বস্তু। ইহাতে সর্ব্ব-সাধারণের ভোগপরতা নাই। পরন্তু ভোক্তৃবিচার স্থাপিত হইতেছে মাত্র। প্রাকৃত সহজিয়াগণ ও বর্ত্তমান বাউল সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীমায়াপুর চন্দ্রের সেবকগণের ভূলোক হইতে গোলোক পর্য্যন্ত পরস্পরের পার্থক্য অর্থাৎ আকাশ পাতাল ভেদ। নাথদ্বারায় যে শ্রীমূর্ত্তি সেবার মহাপ্রকাশ দেখা যায়, তাহাতে দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক ব্যয় হয় এবং তাহা জগতের মধ্যে সর্ব্বৈ-শ্বর্য্য সম্পন্ন সেবা। শ্রীজগন্নাথের সেবাও সর্ব্বজন বিদিত। তাহা হইলেও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবার যে বৈলক্ষণ্য ও বিশেষত্ব আছে, তাহা ধীর ভক্তবর্গ বুঝিতে পারিবেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের এবং অন্যান্য ভারতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকস্থলে উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হইয়া যে বিষম বিপত্তি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা পরিহার পূর্ব্বক ভক্তির বিশুদ্ধতা সংস্থাপনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় যে বিশুদ্ধ পথটি প্রদর্শন করিয়া-ছেন, সেই পথের নীরাজনের অভাব হইলে পূর্ব্বপ্রচলিত আবিলতা আসিয়া গমনশীলব্যক্তিকে পঙ্কমধ্যে পুনরায় প্রোথিত করে।

পঙ্কনিমগ্ন জনগণ বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াও ভক্তির সুষ্ঠু পথে বিচরণ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া অভক্তিপথকেই বহুমানন করেন ও পঙ্কে নিমগ্ন হন। সাধন ভক্তিপথ ভুলিয়া সাধন ভক্তিকে নিজ ভোগপর কর্ম্মপথ জানিয়া যোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তির সেবাকেও ভোগপর কর্ম্মকাণ্ডে পাতিত করেন। কিন্তু বাস্তবিক যোগপীঠের সেবা নিত্যকাল স্বীয় অপ্রাকৃত মর্য্যাদা স্থাপনে অসমর্থ নহে।

বর্ত্তমানকালে শুদ্ধ ভক্তগণ অনেকেই শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবার বিশেষত্ব ও মাহাত্ম্য অবগত হইয়া সেবার মর্য্যাদা বৃদ্ধি উদ্দেশে ও বিশুদ্ধভাবে হরিসেবনাভিপ্রায়ে জড়ভোগযোগ্য দ্রবিণ ও চেষ্টা-সমূহ আংশিকভাবে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে যত্নবান হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুরোধমতে স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বরচর বৈকুণ্ঠগত মহারাজ শ্রীরাধাকিশোর দেব বর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মহারাজ শ্রীমায়া-পুরের সেবা কার্য্য গ্রহণ করিয়া রাজকোষ হইতে স্থায়িভাবে বার্ষিক তিনশত মুদ্রা আজ বিশবৎসরের উপর হইতে প্রদান করিয়া আসিতেছেন। ঐ ভগবদর্পিত অর্থসাহায্যে বর্ত্তমানকালে সেবা-কার্য্যের সঙ্কীর্ণতা উপস্থিত হওয়ায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভার কার্য্যাধ্যক্ষ জনৈক ভিক্ষু অপর ভিক্ষুর সহযোগে সেবার উজ্জ্বলতা সাধনে পরমোৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহাদের উৎকণ্ঠাফলে সম্প্রতি শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের অপ্রাকৃত সেবার উদ্দেশে নিম্নলিখিত আনুকূল্য সমর্পিত হইতেছে। সম্প্রতি ভিক্ষালব্ধ মাসিক বৃত্তির তালিকার প্রথম পর্য্যায় প্রদর্শিত হইল।

পরমভাগবত	শ্রীযুক্ত বিরজাপ্রসাদ দত্ত	৫৲
”	শ্রীযুক্ত মণিমাধব মিত্র ভক্তিসুহৃদ	৫৲
”	শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু	৫৲
”	শ্রীচৈতন্যমঠের সেবাধ্যক্ষ	২৲
”	শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি	২৲
”	শ্রীযুক্ত রাম গোপাল দত্ত	২৲
”	শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন	২৲
”	শ্রীযুক্ত তিনকড়ি নন্দী	২৲
”	শ্রীযুক্ত গয়ারাম ঘোষ ভক্তিসূরি	২৲
”	শ্রীযুক্ত রাধামাধব নারায়ণ দেব হিকিম	২৲
”	শ্রীযুক্ত কুমুদ কান্ত ভৌমিক	২৲
”	শ্রীযুক্ত ললিতা প্রসাদ দত্ত	২৲
”	শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার সরকার	২৲
”	শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায়	২৲
”	শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাসাধিকারী	২৲
”	শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র বসু	২৲
”	শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ	১৲
”	শ্রীযুত নটবর পোদ্দার	১৲
”	শ্রীযুত ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র	১৲
”	শ্রীযুত শৈলজা প্রসাদ দত্ত	১৲
”	শ্রীযুত রাধিকা প্রসাদ দত্ত	১৲
”	শ্রীযুত শচীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস বি, এল	১৲

পরমভাগবত	শ্রীযুত অক্ষয়কুমার নন্দী	১৲
”	শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর মজুমদার	১৲
”	শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র বসু	১৲
”	শ্রীযুত গজেন্দ্রনাথ সাহা	১৲
”	শ্রীযুত হরিদাস নন্দী	১৲
”	শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
”	স্বধামগত রাজর্ষির পরিবার	১৲
”	শ্রীযুত হরিপদ বিদ্যারত্ন	১৲
”	শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ	১৲
”	শ্রীযুত ক্ষুদিরাম মিত্র	১৲
”	শ্রীযুত সীতানাথ দাসাধিকারী	১৲
”	শ্রীযুত কমলাপ্রসাদ দত্ত এম্ এ বি এল	১৲
”	শ্রীযুত অতুলচন্দ্র দত্ত	২৲
”	শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲

শ্রীকৃষ্ণলীলা।

(পূর্ব্ববৃত্তানুক্রমে)

যে তৃতীয় শ্রেণীর লোকের বিষয় বর্ণন করিবার কথা আছে, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর বিচারকদিগের ন্যায় কৃষ্ণদ্বেষী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ন্যায় ব্যভিচারপর না হইলেও এবং সাধারণ হিসাবে নৈতিক জীবন যাপন করিলেও শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ে তাঁহাদিগের মত মহাজনগণ কর্ত্তৃক বিচারপুষ্ট বলিয়া স্বীকৃত নহে। তাঁহারা শুনিয়াছেন বা পাঠ করিয়াছেন এবং হয়ত. তাহাতে বিশ্বাস স্থাপনাও করিয়াছেন যে, সাধু বৈষ্ণবগণ অষ্টকাল লীলা স্মরণ *

ও অপ্রাকৃত মধুর রস আস্বাদন করেন, কিন্তু তাঁহাদের সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের সৌভাগ্য উদিত না হওয়ায় তাঁহারা সতর্কীকৃত হয়েন নাই যে আদৌ শ্রদ্ধাক্রমে গুরুরূপে সাধুসঙ্গপ্রভাবে শ্রীনামভজন ক্রিয়া দ্বারা জড়ভোগ-স্পৃহারূপ অনর্থ-নিবৃত্তি না হইলে লীলা-শ্রবণ-পাঠের অধিকার হয় না। অবশ্য শ্রীরূপানুগভজন-প্রবৃত্ত জন-মাত্রেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, লীলা শ্রবণ-স্মরণাস্বাদ পূর্ব্বক সিদ্ধদেহে (এই জড়দেহে নহে, যেহেতু "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।") গোপীভাবে কৃষ্ণে মধুর রসদ্বারা সেবাই ভক্তের নিত্য কৃত্য তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু জড়ময় ভাব অপগত না হইলে অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবের কৃত্রিম ভাবে লীলা-স্মরণাদি দ্বারা হেয় জড়রস প্রবল হইয়া অনর্থ ও অপরাধ বর্দ্ধন করিবে মাত্র, লাভের পরিবর্ত্তে সমূহ ক্ষতি। অবান্তর উদ্দেশ্যসিদ্ধিকাম, ভজন পথানবলম্বী, কপট, ভজন-পক্ক-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী, গুরুসজ্জায় সজ্জিত প্রতারকগণের নিকট মূল্য বিনিময়ে সিদ্ধপ্রণালী-ক্রয়ে কোন সুবিধা হইবে না। অষ্টকালীয় লীলাস্মরণাদি, মুক্ত অর্থাৎ অনর্থ-নিবৃত্ত জীবেরই অধিকার, বদ্ধের নহে। স্বীয় জড়ভোগতাৎপর্য্যময়তা যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ অনর্থ আছে জানিতে হইবে, ততক্ষণ কেবল শ্রীনামই ভজনীয় বস্তু। ঐকান্তিকভাবে শ্রীনাম ভজন করিতে করিতে অপরাধনির্ম্মুক্ত হইলে ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও অবশেষে প্রেমোদয় হয়, অনর্থ থাকিলে এ গুলির কোনটীরই উদয় হয় নাই জানা উচিত; একটু স্বভাব-পিচ্ছিলতাকে নিষ্ঠা বা রতি বলে না। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর বৈশিষ্ট্য-প্রভৃতির কৃত্রিম ভাবে ভাবনা করিতে হইবে না। শ্রীনাম-গ্রহণের নৈরন্তর্য্য সাধনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ দূরীকৃত হইয়া নামাভাসের উদয়ে মুক্তি হয়, তৎপরে সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে শুদ্ধনাম উদিত হইলে রূপ-গুণাদির স্বয়ং স্ফুরণ হয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন, "প্রেমে

কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম, হেন বল করয়ে প্রকাশ। ঈষৎ বিকশি পুনঃ, দেখায় নিজ রূপ গুণ, চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণ-পাশ॥ পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা, দেখায় মোরে স্বরূপ বিলাস। মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণ-পাশে রাখে গিয়া, এ দেহের করে সর্ব্বনাশ॥" (শ্রীজৈব-ধর্ম্ম, ২৯৮ পৃঃ।) সুতরাং নির্ম্মলান্তঃকরণে নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনাম-কীর্ত্তনই বদ্ধজীবের একমাত্র গতি। বদ্ধাবস্থায় যাহারা লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি করে, তাহাদের সমূহ অশুভ উদিত হয় ও তাহারা আত্ম-প্রতারণা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণলীলা বিচারে ভ্রান্ত তৃতীয় শ্রেণীর দল পুষ্টি করে। তাহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও সদ্গুরুর আশ্রিত বলিয়া পরিচিত দেখা যায়। কিন্তু সম্যকরূপে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যথার্থ তাহা নহে, তাহারা সদ্গুরুর সন্নিধানে উপনীত হইয়া বাহ্য দণ্ডবৎ দিয়াছিল বটে, কিন্তু অকপটে গুরুপাদাশ্রয় করে নাই, গুর্ব্বাজ্ঞা লঙ্ঘন, বৈষ্ণববিদ্বেষ-পোষণ ও প্রকাশ এবং তজ্জনিত স্পর্দ্ধাময় চেষ্টা দ্বারা অপরাধরাশি সঞ্চয়পূর্ব্বক তদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া উৎসাহের সহিত রৌরবপুরে প্রয়াণ করিতেছে। তাহাদের দুর্দ্দশায় সজ্জনের ক্ষোভ হয়। একদিন যাহাকে সদ্গুরুর কৃপাপাত্র বলিয়া জানা ছিল, যাহার মুখে শুদ্ধভক্তির কথা শুনিয়া আনন্দ-সিন্ধু উথলিত হইত, ক্রমশঃ সে ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর দলভুক্ত হইয়া অসৎসঙ্গে সকল হারাইল, ক্রমশঃ তাহার মুখে সাধুকথা শুকের পঠনের ন্যায় অসংবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল, হরিনাম তাহার কপটতার পরিচায়ক হইল ও তাহার নিকট মায়িক অর্থার্জ্জনের তুলনায় পচাল বোধ হইল, ক্রমশঃ হরিনাম-মাহাত্ম্যের প্রগাঢ় সমর্থনকারীর উচ্চ স্থান হইতে সে শ্রীনামে সন্দিগ্ধচিত্তের স্তরে নামিয়া পড়িল। সাধুগণ এরূপ আত্মপ্রবঞ্চককে করুণা করিয়া উদ্ধার করুন-এইটীই সরল ব্যক্তির ঈপ্সিত। এই তৃতীয় শ্রেণীর দলের লোকের সঙ্গ বড় বিষম। কৃষ্ণলীলায় সন্দিহান প্রথম শ্রেণী ও তাহাতে ব্যভিচারারোপ-

পরায়ণ ব্যভিচাররত দ্বিতীয় শ্রেণী ও যাহাকে ভ্রষ্ট করিতে না পারে, সে একটু অতর্কিতভাবে চলিলেই তৃতীয় শ্রেণীর ফাঁদে অবশ্যই পড়িবে। সে কৃত্রিম ভাবে পরিচালিত ভজনপ্রণালীর অনুবর্ত্তন করিয়া লীলাভজন করিতেছি মনে করিয়া হেয় রসের অনুশীলন করিতে করিতে ক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্তরে গিয়াও মিশিতে পারে। এই দলের মোড়লেরা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে রাসপঞ্চাধ্যায়ের :—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

শ্লোকটী উদ্ধার করিয়া দেখাইতে প্রয়াস পায় যে লীলাকথা শ্রবণ ও বর্ণন করিতে করিতে তবে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্রোগকামকে দূরীকৃত করিতে হয়। হায়, হায়! সচ্ছাস্ত্রের দোহাই দিয়া তাহার কদর্থ করিয়া কত লোকই যে কত প্রকারে বিপন্ন হইতেছে ও পরকে ডাকিয়া বিপন্ন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে অভিন্ন গুরুতত্ত্ব পাঠ করিয়া কত গুরু-সজ্জায় সজ্জিত লোক না অধঃপতিত হইয়াছে ও আশ্রিতগণকে অধঃপাতিত করিয়া বাউল প্রভৃতি অসৎ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীবৈষ্ণবজগতে কলঙ্করাশি লেপন করার চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে! উদ্ধৃত শ্লোকের সম্বন্ধেও ঐরূপ জড়বিচার আসিয়া অসংখ্য লোককে পারম্পর্য্যক্রমে অধঃ-পতিত করিতেছে। তাহারা হয় "শ্রদ্ধান্বিতঃ" পদটীকে অনাবশ্যক বোধে বর্জ্জন করে অথবা উহার লৌকিক অর্থ "বিরক্তিভাবশূন্য" গ্রহণ করিয়া সমূহ অনর্থের আবাহন করে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় (শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত

গ্রন্থের অবশ্য পঠিতব্য ৩৭১ সংখ্যক পৃষ্ঠায়) উপদেশ করিয়াছেন, "শ্রদ্ধা শব্দে অপ্রাকৃত বিষয়ে শ্রদ্ধা"। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রদ্ধার "সা চ শরণাপত্তিলক্ষণা" সংজ্ঞা উদাহৃত হইয়াছে। ঠাকুর মহাশয় স্পষ্টই লিখিয়াছেন "নামরূপগুণলীলার অপ্রাকৃত অর্থাৎ শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপ যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত এই লীলাশ্রবণের অধিকার হয় না।" এরূপ অবস্থায় ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রিত থাকিবার পরিচয় দিয়া অনর্থযুক্ত অবস্থায় লীলা শ্রবণ কথনের যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহারা কি প্রকার গুরুপাদাশ্রয় করিয়াছেন তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। তাঁহারা যেন ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীগ্রন্থ সমূহ পুনঃ পুনঃ পাঠ করেন এই অনুরোধ। তাঁহারা অনেক সময়ে পরিচয় দিয়া ফেলেন যে তাঁহারা শ্রীজৈবধর্ম্ম, শ্রীশিক্ষামৃত, শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকা, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা প্রভৃতি সদ্গ্রন্থ কেবল সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র, অকপটচিত্তে অধ্যয়নের অবসর প্রাপ্ত হ'ন নাই। অনধিকারীর দুর্দ্দশা এই যে লীলাপাঠ শ্রবণ করিয়া জড়ীয় স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ অনুশীলন করিয়া অধোগতি লাভ করে। এই নিমিত্ত যে পর্য্যন্ত না শিষ্যের চিত্তক্ষেত্রে রাগমার্গের লোভ না জন্মে সে পর্য্যন্ত সদ্গুরু তাঁহার নিকট হইতে লীলা বর্ণন স্থগিত রাখেন। যাহারা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধপ্রণালী প্রদান করে তাহারা কোন্ শ্রেণীর গুরু, আমরা এস্থলে সে বিচার করিয়া লোকের বিরাগ উৎপাদন করিবার যত্ন করিব না। একমাত্র অধিকারিগণই নিত্য শ্রীকৃষ্ণলীলা পাঠ ও চিন্তা করিবেন। তখনই ইহা সর্ব্বপাপহর, হৃদ্রোগ কামের নাশক, অপ্রাকৃত ভাবের উন্মেষক, নচেৎ শ্রদ্ধার অভাবে সকলই পণ্ড। ভজনের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া লীলাচর্চ্চার অধিকার জন্মাইলে তবে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ, শ্রীজয়দেব কৃত গীতগোবিন্দ, শ্রীবিল্বমঙ্গল কৃত কৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীললিতমাধব, শ্রীবিদগ্ধমাধব, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীচণ্ডীদাস,
শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি [illegible]

প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণলীলার আস্বাদনমূলক আলোচনা স্থান পাইল না। লেখক এ বিষয়ে অনধিকারী ও পাঠকবর্গের মধ্যেও বোধ হয় সকলেই অধিকারী নহেন। সুতরাং সে আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। শ্রীজৈবধর্ম্মের ষড়বিংশ অধ্যায় হইতে শেষ পর্য্যন্তও উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহ প্রাথমিক সাধকের পাঠ্য নহে, শ্রীকৃষ্ণলীলা বিচারে ইহা সর্ব্বদা স্মরণপথারূঢ় থাকা উচিত।

শ্রীরূপানুগভজনপরবৈষ্ণবজনকিঙ্কর
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন
(কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, এম্, এ, বি এল্)

ষড়্দর্শন-সঙ্ক্ষেপ।

পূর্ব্বাভাস।

জীবের স্বরূপ বিচারে দেখা যায়, জীব জড় বস্তু হইতে পৃথক। জড়-জগতে একমাত্র জীবই চেতনধর্ম্মযুক্ত। কিন্তু তাহার চেতন ধর্ম্ম সর্ব্বা-বস্থায় নির্ম্মল বা সম্যগ্রূপে অচিদ্ধর্ম্ম-নির্ম্মুক্ত নহে, চিদচিৎ মিশ্রিত ভাব। চিদচিদ্বিচারে এই জগতের জীবকে পঞ্চাবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। বৃক্ষ-প্রস্তরাদি আচ্ছাদিত-চেতন জীব, পশুপক্ষিসরীসৃপদেহগত জীবগণ সঙ্কোচিত-চেতন, আর নর অবস্থা-ভেদে মুকুলিতচেতন, বিকচিত চেতন ও পূর্ণবিকচিতচেতন হইয়া থাকেন। জীব যত স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া পড়ে, ততই তাহাকে জড়ভাব আবৃত করিবার অবসর পায়। কিন্তু

সেটী আনন্দ। জীবই জগতে আনন্দ ধাম, জীব ব্যতীত পৃথিবী, জলে, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশে কোথাও আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায় না। জড়-সঙ্গ ক্রমে জীবের চিদ্দেহ সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহাবৃত হইয়া পড়ে, আনন্দাংশে ও জীবের ধর্ম্ম লিঙ্গ ও স্থূল গত হইয়া আনন্দের বিকৃতানুভূতি দুঃখ আবাহন করে। জীবস্বভাবে আনন্দের অন্বেষণ করে, কিন্তু জড় সংস্পর্শে দুঃখই তাহার প্রাপ্য বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, সে নিত্য সুখের সন্ধান পায় না। আহার-প্রিয় ব্যক্তিগণ আহার্য্য পাইয়া পরম প্রীত, কিন্তু আহার্য্যের পুনরাবশ্যক হয়, অপ্রাপ্তিতে দুঃখ। এইরূপ সর্ব্ব বিষয়েই আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দই তাহার ভাগ্যে ঘটে, ইহার কারণ তাহার অচিজ্জড় বস্তুতে অভিনিবেশ। জীবের আর একটী স্বরূপ সত্তা, জীব সদ্বস্তু, অসৎ অর্থাৎ অনিত্য নহে। যাহাদের জড়াভিনিবেশ অত্যন্ত অধিক, তাহারা স্বীয় নিত্যত্বে সন্দিহান হইয়া অনিত্য ক্ষণিক আনন্দলাভের লোভে ধাবমান হয় ও অশেষ দুঃখের মধ্যে পতিত হইয়া জীবনধারণ ক্লেশাবহ করিয়া তুলে। তাহাদের নীতিহীন যথেচ্ছাচারের কুফল দেখিয়া অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ জন সতর্ক হইয়া সংযম শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করেন ও তাঁহাদের নৈতিক জীবন যাপন করিবার স্পৃহা বলবতী দেখা যায়। আর যাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে জীবের নিত্য সত্তায় বিশ্বাস জন্মিয়াছে—যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জীবের নাশ হয় না, যাহাদের গীতোক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীমুখনিঃসৃত

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ ঘটিয়া তাঁহারা মাত্র নৈতিক জীবন যাপন করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহাদের চিত্ত নিত্যানন্দের অন্বেষণের

স্বীয় চিৎস্বরূপে অবস্থিতির জন্য উপায় উদ্ভাবনে প্রযত্নশীল হয়েন। তখন কেহ বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপে জড় হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যস্ত, আর কেহ বা সমধিক বুদ্ধিমত্তাপ্রযুক্ত স্বীয় নিত্য বৃত্তি ভগবদ্দাস্য সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য তদিতর ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষ বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া নির্ম্মলাত্মবৃত্তি কৃষ্ণ সেবার অনুশীলনে তৎপর ও তন্ময় হইয়া পড়েন। এইরূপে ইহজগতে কোন প্রকারে সুখ দুঃখের মধ্যে জীবন যাপন করা ছাড়া বুদ্ধিমান্ জীবগণ আরও অন্য প্রকার কৃত্য স্ব স্ব অনুশীলনের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের সমাগ্রূপে বস্তু দর্শনের আবশ্যকতা নির্ণীত হইয়াছে। তাহাতেই দর্শন শাস্ত্রের অবতারণা। আবার ভিন্ন ভিন্ন স্তর হইতে বস্তু দর্শন করিতে গিয়া দর্শন ভেদ ঘটিয়া গিয়াছে। ভারতীয় মনীষিবৃন্দ যত প্রকারে বস্তু দর্শন করিবার যত্ন করিয়াছেন তাঁহাদিগের চেষ্টাসমূহ সাম্যবৈষম্য ভেদে শ্রেণীবিভক্ত করিলে স্থূলতঃ ছয় প্রকার দর্শন ভারত ভূমিতে আধিপত্য বিস্তারের অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ বা কপিলের সাংখ্যের অনুবর্ত্তন, কেহ বা পতঞ্জলির যোগপথাবলম্বন, আবার কাহাকেও কণাদের বৈশেষিক মতের আদর করিতে দেখা যায়, আবার কাহারও মতে অক্ষপাদ গৌতমের ন্যায়-দর্শনই প্রমাণ। কেহ কেহ এ গুলিতে তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রাণতার উপযোগী না দেখিয়া জৈমিনীকৃত কর্ম্মকাণ্ডীয় পূর্ব্বমীমাংসার আশ্রয় লইয়া নিরুদ্বেগ হইতেছে। আবার অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বিচারপরায়ণ সুধীগণ বেদবিহিত বৈয়াসিক উত্তর মীমাংসার বহুল সম্মান করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন। আবার এই উত্তর মীমাংসা বেদান্তসূত্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য রচিত হইয়া বৈদান্তিকগণকেও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। আবার এককালে বৌদ্ধমতও ভারতে বিজয়-দুন্দুভিনিনাদিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, এখনও তদনুবর্ত্তিগণ পৃথিবীর স্থানে স্থানে সম্মান

ভাজন হইয়া আছেন। ভারতবর্ষের বাহিরে আরবের মহম্মদীয় মত চীনের কন্ফুশিয়ের মত, প্যালেষ্টাইনের যোসেফকুমারের মতও ভিন্ন ভিন্ন দর্শন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। প্রাচীন গ্রীসের সক্রেটীসের মতও পিথাগোরাসের চিন্তাস্রোত, এবং আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে ক্যাণ্ট্‌ হেগেল, শোপেনহর প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিবৃন্দের ধারণা সমূহ ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছে। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে কেবল সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তের বিচারে প্রবৃত্তি হইব এবং পরস্পরের তারতম্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। তৎপূর্ব্বে আমরা অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্রকেই প্রামাণ জানিয়া তদনুগ ও যুক্ত্যনুকূল দর্শনের বহুমানন এবং তদ্বিরুদ্ধ শাস্ত্র বর্জ্জন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া দর্শন বিচারে হস্তক্ষেপ করিব। নচেৎ কোন বিষয়েই আমাদের নিষ্ঠা সঞ্জাত হইবে না, সদা সঞ্চলনশীল উপলখণ্ডের শৈবাল সংগ্রহে অক্ষমতার ন্যায় আমাদের ও প্রাপ্তব্য প্রয়োজনের সংগ্রহকরণে শক্তি জন্মিবে না। অনেক দর্শনাধীতী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিকে দেখা যায় তাঁহারা কেবল শুকের পঠনের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে অংশ বিশেষ সমূহ আবৃত্তি করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, অপরকে কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ বুঝাইবার শক্তি সঞ্চয়েও সক্ষম হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং কোন মত অনুবর্ত্তন করেন তাহা বুঝা যায় না। কার্য্যতঃ দেখা যায় তাঁহারা "যে তিমিরে সেই তিমিরে," সেই জাগতিক সুখ দুঃখের আবর্ত্তে পড়িয়াই আছেন। আবৃত্তির সময় কিন্তু আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, মোক্ষ ইত্যাদি কথার তর্ক বিচারে তাহারা শতমুখ। দার্শনিকের এরূপ কপট জীবন হওয়া উচিত নহে। দর্শন গুলির মত বিচার করিয়া যে মতটী সমীচীন বলিয়া বোধ হয় তাহাই সম্যগ্‌ভাবে অবলম্বন স্বীয় জীবনকে সেই ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে, নচেৎ দর্শনাধ্যয়নের আবশ্যকতা কি? এ বিষয়ে সামান্য হিতোপদেশ গ্রন্থে একটী সুন্দর শ্লোক আছে।

"শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ
যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্।
সুচিন্তিতমৌষধমাতুরাণাং
ন নামমাত্রেণ করোত্যরোগম্॥"

যেমন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক শাস্ত্র দর্শন করিয়া সম্যক্ তটস্থ বিচারে যে ঔষধ নির্ণয় করিলেন, তাহার যদি ব্যবহার না হয় কেবল নামোল্লেখ করিয়া রোগ নিরাকরণ হয় না, সেইরূপ শাস্ত্রপাঠের ফল যদি ক্রিয়ায় পর্য্যবসিত না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রী মূর্খ। এই উপদেশ আধুনিক কালে বিশেষ বিচার্য্য। পণ্ডিতাভিমানিগণ কি ইহা বিবেচনা করিবেন?

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধপরমার্থি চরণসেবার্থী
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন
(কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, এম, এ, বি, এল।)
শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগৌরলীলা কথামৃত।

জন্মলীলা।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ গুরুদেব ও বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া এবং জগজ্জীবের পরমমঙ্গলকারী যে সুবর্ণবর্ণ পুরুষ শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে উদিত হইয়া স্বীয় চিজ্জ্যোতি জগতে বিকিরণ দ্বারা সমস্ত জীব জগতের অন্ধকার দূর করিয়াছেন সেই বেদ-বেদান্ত মণিগণ-নীরাজিত শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত শ্রীচরণকমল হৃদয়ে ধ্যান করিয়া আমি

তাঁহার জগ-মন-মোহিনী অমৃতময়ী লীলা বর্ণনে অগ্রসর হইলাম। সকলে কৃপা করিয়া এই বরাককে শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক উৎসাহিত করিবেন।

এই পৃথিবীর মধ্যে তীর্থগণ পরিশোভিত ভারতবর্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূমি। আবার ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহের মধ্যে জাহ্নবী-জল-পবিত্রিত শ্রীগৌড়ভূমিকে তীর্থরাজ বলিয়া মুনিঋষি এবং কবিগণ ভূয়ঃ ভূয়ঃ বর্ণন করিয়াছেন। সেই গৌড়ভূমির অন্তর্গত চতুর্যোজন পরিমিত শ্রীমন্নবদ্বীপ মণ্ডলকে ধরণী মণ্ডলের শিরোরত্ন বলিয়া পণ্ডিতগণ অনেক সময়ে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলই সমগ্র জগতের পূজনীয় ধাম এবং ধার্ম্মিক জনগণের সেবনীয় তীর্থ স্বরূপে এই কলিযুগে বিরাজমান। সত্যত্রেতাদি যুগে শ্রীনবদ্বীপে যে প্রভূত ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান ছিল তাহার বিষয় আলোচনার এখন বিশেষ প্রয়োজন নাই। এই কলিকালে যে সকল রাজচক্রবর্ত্তীগণ এই ধরণীমণ্ডলকে শাসন করিয়াছেন তন্মধ্যে সেন বংশীয় রাজা শ্রীলক্ষ্মণ সেন বহুকাল নবদ্বীপে সিংহাসনারূঢ় হইয়া ভারতবাসী প্রজাবর্গকে পালন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যকালে রাজপ্রাসাদ ও রাজদুর্গ গঙ্গাদেবীর পূর্ব্বতীরে শোভা বিস্তার করিতেছিল। সুবিস্তৃত শ্রীনবদ্বীপ সহরের এক অংশে লক্ষ্মণসেনের দুর্গ, রাজ-প্রাসাদ বহু দেবদেবী মন্দির এবং অপরাংশে শ্রুতিস্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপকগণের গৃহ, দেবালয়, গঙ্গাঘাট, পুষ্পোদ্যান ও চতুষ্পাঠী নগরের শোভা বিস্তার করিতেছিল। গঙ্গানগর ভরদ্বাজটীলা বল্লালদিঘী, তারণবাস, বিল্বপক্ষ, শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি অনেকানেক পল্লী এই বিপুল নগরের মধ্যে অবস্থিত ছিল। রাজবর্ত্ম বিপণি গঙ্গাদেবীর প্রবাহরোধক বিপুল বাঁধ, স্থানে স্থানে সকামোপাসকদিগের কামনাময়, কল্পিত দেবদেবী মূর্ত্তি এই সকল সর্ব্বত্র দৃশ্যমান ছিল। স্থানে স্থানে রাজকর্ম্মচারীবর্গ ও আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ কবিরাজ বৃন্দ স্বীয় স্বীয় ব্যবহারোপযোগী ঐশ্বর্য্য বিস্তার পূর্ব্বক বাস করিতেন। তন্তুবায়, শঙ্খবণিক, গোপ,

নরসুন্দর, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণের সুবৃহৎ পল্লী সমূহ গঙ্গাদেবীর উভয় তীরবর্ত্তী ভূমি সকলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। গঙ্গাদেবী স্বয়ং দ্বিধারা হইয়া সমস্ত নবদ্বীপ মণ্ডলকে বেষ্টন করতঃ নবদ্বীপের দ্বীপ সংজ্ঞার স্বার্থকতা বিধান করিয়াছিলেন। আর কয়েকটী জলধারা গাঙ্গধারা ত্রয়ে সংযোগ পূর্ব্বক এক নবদ্বীপ ভূমিকে নবখণ্ডে বিভাগ করতঃ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ এই নয়টী নাম বিধান করিয়াছিল। অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুর নামে সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ সমস্ত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর বাসস্থান ছিল।

শ্রীহট্ট প্রদেশস্থিত ঢাকা দক্ষিণ গ্রাম বাসী পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামান্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীপুরন্দর মিশ্র শ্রীনবদ্বীপ বাস ও গঙ্গা প্রবাহে দৈনন্দিন স্নান লালসায় চতুর্দ্দশ শকাব্দার শেষাংশে তাঁহার পূর্ব্বাবাস ত্যাগ করিয়া শ্রীমায়াপুরে আসিয়া স্বীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তিনি নবদ্বীপান্তর্গত বিল্বপক্ষপল্লী নিবাসী শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা শ্রীশচী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহস্থ ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হন। পুরন্দর মিশ্রের নামান্তর জগন্নাথ মিশ্র। জগন্নাথ মিশ্র অতিশয় ধার্ম্মিক ও অর্থলালসা শূন্য ছিলেন, তজ্জন্য সর্ব্বদাই তিনি অর্থহীন ও দরিদ্র। দরিদ্র হইলেও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া সুন্দর ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ হইতে কখনই অতিথি বিমুখ হইয়া যাইতেন না—এমনকি কখন কখন সপত্নীক মিশ্র পুরন্দর উপবাসী থাকিয়াও অতিথিগণের যথাযোগ্য সেবা করিতেন। শ্রীশচীদেবী, রমণীকুলের একমাত্র অনুকরণীয়া সাধ্বী পতিব্রতা বলিয়া জগতে পরিচিতা হইয়াছিলেন। পতির অভীষ্ট সিদ্ধিরূপ অতিথি সৎকার ও ভাগবত সেবা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক তাঁহার ভোজনান্তে প্রসাদ সেবা করতঃ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

স্বীয় ভোগবাঞ্ছা বলিয়া কোন প্রবৃত্তিই তাঁহার হৃদয়ে ছিল না। তাঁহার অসংখ্য মহৎ গুণের জন্য তিনি প্রতিবেশিনীগণের বিশেষ ভক্তি পাত্রী ছিলেন। অর্থাভাবে অতিথি সংকার হয় না বলিয়া পতির মুখ কখনও মলিন দেখিলে জগন্মাতা শচীদেবী নিজ পল্লী মধ্যস্থিতা প্রতিবেশিনীগণের সহায়তায় যথোপযুক্ত অতিথি সেবা করিয়া পতির আনন্দোৎপাদনে যত্ন করিতেন। পল্লীবাসিনী স্ত্রীগণও শচীদেবীর এবম্প্রকার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দেখিয়া পরম ভক্তি সহকারে তাঁহার সাহায্যে নিরন্তর যত্নবতী থাকিতেন।

গৃহস্থ ধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত বিপ্রদম্পতির ক্রমে ক্রমে আটটী কন্যা সন্তান উৎপন্ন হয় কিন্তু তাহারা সকলেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাঁহাদের বিশেষ ক্লেশ হইতে লাগিল। একে অর্থাভাব তাহাতে আবার পুনঃ পুনঃ সন্তান ক্ষয়রূপ বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিপ্রদম্পতি বিশেষ ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। এত দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও স্বধর্ম্মাচরণে তাঁহাদের মতি পূর্ব্ববৎ দৃঢ় ছিল। এক একবার নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতেন "হে গোপীজন বল্লভ! আমাদের যত প্রাকৃত দুঃখ হয় হউক, কিন্তু আমাদের চিত্ত যেন অবিচলিত ভাবে তোমার পাদপদ্মে সংলগ্ন থাকে। এই নশ্বর জগতের কোন সুখই আমরা আশা করি না।"

জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী এই প্রকারে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কিছুকালের মধ্যে শচীদেবী একটী পরম রূপলাবণ্য বিশিষ্ট পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। পুত্রসন্তানের সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া জগন্নাথ ও শচীর সমস্ত পূর্ব্বশোক দূরীভূত হইল। শচীদেবীর পিতা দৈবজ্ঞ চূড়ামণি শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুত্রটীর আকার, কর ও জন্মপত্রিকা আলোচনা পূর্ব্বক বিশ্বরূপ বলিয়া তাঁহার নামকরণ করিলেন।

এদিকে বেনাপোলের ভজন কুটীর হইতে পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁর উৎপাতে উত্যক্ত হইয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুরে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর বাটীর

নিকটে থাকিয়া ভজন করিতে লাগিলেন। তৎকালে এতদ্দেশবাসী জনগণ বিষয় মদান্ধ হইয়া সকামোপাসনায় এবং জড়বিদ্যামদে প্রমত্ত। মনসা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি কল্পিত অভীপ্সিত ফলদাত্রী দেবীগণের এবং ভৈরব, ধর্ম্ম-রাজ প্রভৃতি দেবগণের মদ্যমাংসাদি দ্বারা তান্ত্রিক অর্চ্চনে সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত দেখিয়া পরদুঃখ কাতর বৈষ্ণবগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সহ তৎকালীয় সমগ্র বৈষ্ণবগণের অগ্রণী হইয়া এই জড়চিন্তাপর জীবগণের উদ্ধারার্থ ভগবানের অবতারের জন্য জলতুলসী দ্বারা অর্চ্চন পূর্ব্বক আহ্বান করিতে লাগিলেন। ভক্তের আহ্বানে গোলোক প্রকোষ্ঠে শ্রীভগবানের আসন টলিল—তাঁহার যুগাবতার কাল ও ঠিক এই সময়ে উপস্থিত হওয়ায় রাধিকা ভাবনাময় বিগ্রহ শ্রীরাধিকার রুক্মবর্ণে নিজ ইন্দ্রনীলঘন-শ্যামবর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া শ্রীরাধিকার সেবন-ভাবে ভাবিত হইয়া নিজস্বরূপ শ্রীনাম জগতের ত্রিতাপ-তাপিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া বিতরণ করিবার জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন মনস্থ করিলেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু অপরোক্ষানুভূতিতে এই কথা অনুভব করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং ভবিষ্যৎ বার্ত্তা শুদ্ধভাগবতগণের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের আনন্দও শতগুণে বর্দ্ধিত করিলেন।

নবদ্বীপে শ্রীশচী জগন্নাথ গৃহে বিশ্বরূপ ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করতঃ জনক জননীর পরম সুখের বিষয় হইয়া পড়িলেন। বিদ্যারম্ভের পর বিশ্বরূপের বুদ্ধি প্রাখর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দর্শন করিয়া সকলেই সুখী হইতে লাগিলেন। বিশ্বরূপ অত্যল্প বয়সেই সাহিত্যবিদ্যা অর্জ্জন করতঃ বেদান্ত শাস্ত্রালোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা পূর্ব্বক পরমার্থতত্ত্বে তাঁহার বিশেষ প্রীতি জন্মিল।

ইতিমধ্যে শ্রীশচীদেবী পুনঃ সন্তানসম্ভবা হইলেন। তিনি দিন দিন

সুবস্তুতি সন্দর্শন করিয়া বিস্মিতা হইতেছিলেন। বিপ্রদম্পতি অনেক সময় এই সব অলৌকিকতা দর্শন করিয়া এবং নানাপ্রকার অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এবার তাঁহাদের গৃহে পুত্ররূপে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে।

অপ্রাকৃত চৌদ্দশত সাত শকাব্দার অপ্রাকৃত ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যার পরেই জগন্মঙ্গল মহাপ্রভু বিশ্বম্ভরের জন্ম হয়। একে দোলযাত্রার মহোৎসব তাহাতে আবার গ্রহণ উপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপ ধামে সে দিবস সন্ধ্যার সময় মহাসমারোহ হইতেছিল। যখন শ্রীমায়াপুরের ঘাটে সহস্র সহস্র নরনারী চন্দ্রগ্রহণ দর্শন ও তদুপলক্ষে স্নানদানাদিতে ব্যস্ত হইয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবের কল্যাণকর নাম সকল উচ্চারণ করিতেছিলেন, যখন বল্লাল-দীঘিকার পশ্চিমভাগস্থিত বিপণিপতি বণিকগণের হরিনাম কোলাহল গঙ্গানগরের গৃহ প্রাচীর হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, যখন গোদ্রুমবাসী গোপবৃন্দ নন্দনন্দনের নাম কীর্ত্তন দ্বারা উত্তরাভিমুখী মরুদ্‌গণকে নামামৃত-বাহী করিয়া মায়াপুরাভিমুখে প্রেরণ করিতেছিলেন, যখন ব্রাহ্মণপুষ্করিণীর পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ গণের গৃহ হইতে শঙ্খধ্বনি মহাকলরব গঙ্গাতীরাভিমুখে চালিত হইতেছিল, যখন রাহু দর্শনে পূর্ণ শশধর গগনমণ্ডলে প্রকম্পিত হইয়া গঙ্গাদেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল, এবং শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু শ্রীল হরিদাস শ্রীবাসাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ জগন্মঙ্গলামৃত শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন সহকারে অপ্রাকৃত আকর্ষণে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের মন্দিরাভিমুখে যাইতেছিলেন সেই সময়ে পরমানন্দ-সন্দোহ-স্বরূপ সাক্ষাৎ নন্দ-নন্দন শ্রীশচীদেবীর গর্ভ-সিন্ধু হইতে উদ্ভূত হইয়া সর্ব্বদিকে স্বীয় ভগবজ্জ্যোতি বিস্তার করিয়াছিলেন। যদিও মহাকলরবে মহানগরী নবদ্বীপ উৎসাহিত হইয়া হরিধ্বনি পূর্ণ শব্দদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, তথাপি ভগবান গৌরসুন্দরের আবির্ভাব অবসর লাভ করতঃ ত্রিদিববাসী দেববৃন্দ পুষ্পবর্ষণ পূর্ব্বক যে দুন্দুভিবাদ্য করিতে-

ছিলেন তাহা সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছিল। রমা, দুর্গা, অরুন্ধতী প্রভৃতি দেবললনাগণ বিপ্রপত্নী বেশে জগন্নাথ মিশ্রালয়ে নিম্ববৃক্ষ মূলে সূতিকাগারে প্রবেশ করতঃ পরানন্দ স্বরূপ মহাপ্রভুর বালমূর্ত্তি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেছিলেন। ঐ সমস্ত দেব রমণীবৃন্দ অপূর্ব্ব বস্ত্রালঙ্কার সমূহ উপঢৌকন অর্পণ করিতে লাগিলেন। সরলহৃদয় জগন্নাথ মিশ্র স্বীয় নবকুমারের জাতক্রিয়া ও তৎসম্বন্ধে দানাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী স্বীয় দৌহিত্রের জন্ম বিষয় শ্রবণ করতঃ সেই রাত্রেই সূতিকাগারে বালকের রূপ ভাব ও জাতক আলোচনা করতঃ সকল মহাপুরুষ লক্ষণের একত্র সমাবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি পরম হৃষ্টচিত্তে কহিয়াছিলেন যে "এই নবজাত কুমারটী অতি অল্প কালের মধ্যে সর্ব্ববিদ্যা-সম্পন্ন হইয়া সমস্ত জগতের কল্যাণ সাধন করিবে।" এই সংবাদে বিপ্র-দম্পতির হৃদয় আহ্লাদে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বিশ্বরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভ্রাতৃমুখ পুনঃ পুনঃ সন্দর্শন করিয়া নিজ কৌতূহল বর্দ্ধন এবং নানা ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্ন মানসপটে অঙ্কিত করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছিলেন।

পরদিবস প্রাতে সূত, ভাট, নট, বাদ্যকর, দৈবজ্ঞ ও দুঃখী দরিদ্র সকলকে যথাযোগ্য দান করিয়া জগন্নাথ মিশ্র বিপুল আনন্দ লাভ করিয়া-ছিলেন। পল্লীবাসী সজ্জন সমূহ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। নরগণ, দেবগণ ও দেবানুগত জীব সমূহ সময়ে সময়ে পুরন্দর মিশ্রের বাটীতে আগমন পূর্ব্বক নবকুমারের জন্মোৎসব উপলক্ষে যে পরিমাণ অর্থ সামগ্রী দিয়াছিলেন তাহাতে আর মিশ্রের গৃহে দারিদ্র রহিল না। তিনি অকাতরে দরিদ্র দীন দুঃখী ও বুভুক্ষুদিগকে অর্থ ও অন্নদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে একমাস বিগত হইলে

পুনরাগমন করিলেন। মিশ্রগৃহে তুলসী ও বিষ্ণুমণ্ডপ পরিশোভিত প্রাঙ্গণে যখন শচীদেবী স্বীয় বালককে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন তখন অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী, শ্রীবাসপত্নী মালিনী প্রভৃতি পরমপূজনীয়া নারীবৃন্দ স্বীয় স্বীয় বাসনানুসারে আশীর্ব্বাদ সময়ে নবকুমারকে অলঙ্কার ও সুন্দর সুন্দর বস্ত্রাদি অর্পণ করিলেন। তদ্বিনিময়ে শ্রীশচীদেবী ঐ সমস্ত সাধ্বী স্ত্রীগণকে খই, কলা, সন্দেশ, তিল, সিন্দুর, গুবাক, পান, বস্ত্র প্রভৃতি অনেক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। রমণীগণ বালককে আশীর্ব্বাদ করতঃ স্বীয় স্বীয় গৃহে গমন করিলেন।

ধরণী তাঁহার পরমারাধ্যদেবের স্পর্শ পাইয়া আনন্দে যেন নবভাব ধারণ করিলেন। ঋতুরাজ বসন্তসঙ্গী, জগদেকবন্দ্য বিশ্বপতির অঙ্গগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া সেই অপ্রাকৃত সৌরভে দশদিক আমোদিত করিয়া তুলিলেন। জগন্নাথ মিশ্র গৃহে শ্রীশচীমাতার ক্রোড়ে গোলোকপতি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শুক্লপক্ষের শশীকলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধ বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী (বিদ্যারত্ন)
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর।

শ্রীমায়াপুরের প্রতি।

তুমি ভকতের সদুপায়।
তুমি নিত্য শকতি, ভকতের গতি;
করুণা প্লাবিত কায়।

তুমি পরম শ্রীধাম চিন্ময় সার,
দিন দুঃখহারি নিলয় কৃপার
দেবী সুরধুনী মেখলা তোমার
প্রভুপদ-রেণু গায়।

তব শান্ত উদার ও হৃদয় পরে,
হরি কীর্ত্তন সুমধুর স্বরে,
সমুদ্ঘোষিত—জীব ইষ্ট তরে,
(নামামৃত) উছলিয়া ব'হে যায়।

বিষয় পিপাসা প্রপীড়িত নরে,
তুমি বিনা বল কেবা কৃপা করে,
অধমেরে, সবে বলে যাও স'রে ;
তুমি বল,—না—না—আয়

তুমি ভারতবক্ষে মরকত মণি;
ভব গরলারি তুঁহু রত্নখনি,—
নিখিল বিশ্ব ক্রোড়ে লও টানি ;
বেদে তুয়া যশঃ গায়।

যত আন জনে চিনে না তোমারে,
তাইত সতত হেথা সেথা করে,
অন্ধে যৈছে গজ অনুভব করে ;
হেরি দুঃখে হাসি পায়।

তোমার স্বরূপ তুমি না জানালে,
কে পারে জানিতে জড় চেষ্টা কলে

আছত প্রকাশ বিশ্বে ভূমণ্ডলে
জীব দেখে না ফিরিয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারি-কৃপাপ্রার্থী
দীন শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ।
আবুরী, (নদীয়া)

চরম কল্যাণ কি ?

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্-
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

পরম কারুণিক মঙ্গলাবতার শ্রীমদ্দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব মহাভারতাদি বহুশাস্ত্র প্রণয়ণেও যখন চিত্তে শান্তি পাইলেন না, তখন শ্রীমন্নারদ উপদেশে সমাধিযোগে দেখিলেন জীবের চরম কল্যাণমার্গ তখনও পরিদর্শিত হয় নাই। তাই তিনি শাস্ত্রশিরোমণি পারমহংস্য সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করিয়া জীবের প্রতি দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। উদ্ধৃত শ্লোকে মানব দেহধারী জীবকে চরম কল্যাণ সন্ধানে প্রেরণা দিতেছেন। "বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ"—সর্ব্বজন্মেইত' বিষয়সেবা আছে, বদ্ধজীব চতুর্দ্দশলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কেবল জড় বিষয় সেবাই করিয়া আসিতেছে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এইগুলি বিষয়, এ সকলে বদ্ধজীব ত' আবহমানকালই তৎপর, জড়বিষয় চেষ্টা নিরত হইয়া

মায়াগ্রস্ত জীব চিরদিনই স্বীয় বন্ধনরজ্জুকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে থাকিয়া উর্ণনাভ-বৃত্তির প্রসার করিয়া আসিতেছে, ক্রমশঃ স্বীয় অশুভ-রাশিকে পুঞ্জীকৃত করিতেছে। সকল জন্মেই বিষয় সেবা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহাতে কি সুবিধা হইয়াছে, ক্রমেই ত' অসুবিধা বাড়িতেছে, ক্রমেইত' বদ্ধাবস্থা ঘনীভূত হইতেছে। "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেল। তৈকারণে মায়াফাঁস গলায় লাগিল॥" জড়বিষয় সেবাদ্বারা সেই ফাঁস ক্রমে ক্রমে গলায় আঁটিয়া বসিতেছে, নিজ নিত্য স্বরূপ যে কৃষ্ণদাস্য তাহা ভুলিয়া নিজে ভোক্তা অভিমানে জড়বিষয়ের আবাহন চলিতেছে। জীব চিদণু বলিয়া তাহারও ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহার অপব্যবহারে জীবের এই দুর্দ্দশা। যে সকল নিত্য মুক্ত জীব এই স্বতন্ত্র ইচ্ছা শক্তির অপপ্রয়োগ করেন নাই, তাঁহারা চেতন ধর্ম্মের অণুত্ব প্রযুক্ত মায়াবশযোগ্য হইলেও মায়াধিকারে প্রবেশ করিয়া বদ্ধ হয়েন নাই। তাঁহারা নিত্য লীলার পরিকররূপে নিত্য হরিসেবা প্রবৃত্ত থাকিয়া নিত্যধর্ম্ম পালন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এই মায়াধিষ্ঠিত দেবীধামে আসিয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্মাদির আশ্রয় লইতে হয় নাই। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥" ভাই রক্ষা! যোল আনা জড়সুখের অধিকারী হইলে জীবের দুর্গতির আর সীমা থাকিত না, সংসারাসক্তি যে আরও কত বাড়িত তাহার ইয়ত্তা নাই। এই দুঃখময় সংসারেই জীবের আসক্তি কত প্রগাঢ়, অমিশ্রসুখ পাইলেত' আর কথাই ছিল না, সকলেই চার্ব্বাকপন্থী হইয়া পড়িত। কেবল ভোগ, কেবল ভোগ, কেবল ভোগ!!! শ্রীকৃষ্ণ পরম দয়াল, এই সংসার মাঝেও ত্রিবিধ দুঃখরূপ কৃপারজ্জু সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিয়াছেন। যখনই আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত জীব জড়সুখে উন্মত্ত হইয়া উত্তরোত্তর ভোগের স্রোতে ভাসমান, অমনি ত্রিতাপ আসিয়া তাহাকে জড়সুখের অস্থায়িত্ব ও হেয়ত্ব স্মরণ করাইয়া দিতেছে

বুঝাইতেছে ভোগ করিতে গেলে শুধু সুখ নয়, দুঃখও ভোগ করিতে হইবে। বলিতেছে, "মূঢ় জীব! ভোগ তোমার নিত্যবৃত্তি নহে, ভগবদ্-দাস্যই তোমার নিত্যবৃত্তি, তুমি নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভোক্তার অভিমান করিয়া দুঃখই আবাহন করিতে থাকিবে, আনন্দ পাইবে না। তোমার নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাস্য, যখন তাহা ভুলিতে পারিয়াছ তখন আনন্দাংশে নিরানন্দই প্রাপ্য। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ফল। এখন ভোক্তার সাজ ছাড়, ও তোমার সাজে না, তাই তোমার ভাল লাগিতেছে না। যাত্রা দলের যে রাজা সাজে সে পোষাকের গরমেই কাতর হ'য়ে পড়ে। প্রথম প্রথম আসরে নামিয়া একটা বড় সুবিধা হইয়াছে মনে করে; মন্ত্রী, সেনাপতি, দূত, প্রহরী, দাস দাসীর উপর কতই আদেশ দিবার সে অধিকার পাইয়াছে, মনে করে তাহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। ক্রমেই অনভ্যাস হেতু পোষাকের গরম তাহাকে উত্তাক্ত করিয়া তুলে। তখন সে সাজ ঘরে গিয়া পোষাক খুলিতে পারিলে বাঁচে এই তার অবস্থা। বদ্ধজীব তোমারও সেই দশা। তুমি ভোগের বিভ্রমে পড়িয়া আপনাকে বড় সুখী ঠাওরাইয়াছিলে. এখন দেখ দেখি তোমার ভোক্তার সাজ কেমন লাগিতেছে। ও সাজ খুলিয়া ফেল দেখি, দেখিবে কত আরাম। স্বধর্ম্মে অবস্থিত হও দেখিবে আর নিরানন্দ তোমায় ব্যাকুল করিতে পারিবে না। সাজা রাজা সাজ ঘরে গিয়া যখন পোষাক খুলিয়া আরামে থাকে তখন সেই সাজা মন্ত্রী, প্রহরী, দাসদাসী সব তারই সমান, তাহারা আর তাহার ভৃত্য নহে. সে এবং আর সকলেই এক অধিকারী মহাশয়ের আজ্ঞাবহ। সেইরূপ জীব তুমি স্বধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া দেখিবে সকল জীবই কৃষ্ণদাস, তুমিও কৃষ্ণদাস, সকলেই ভোগ্য তত্ত্ব, ভোক্তৃতত্ত্ব একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।" সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা আমাদিগকে অনেক সময়েই ভোগের অকিঞ্চিৎ-করত্ব বুঝাইয়া দেয়। নচেৎ সংসারাবর্ত্তেই চিরদিন ডুবিয়া থাকিতেই

চাহিতাম। তথাপি আমাদিগের মধ্যে এমন দুর্ভাগা অনেকেই আছে যাহারা তাহাই চায়। গণ্ডারের চামড়ার ন্যায় তাহাদের মানসত্বক্ অত্যধিক কঠিন হইয়া গিয়াছে, অল্প দুঃখে আর তাহারা বিবেকযুক্ত হয় না। দুঃখের মাত্রা যখন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিবে, তখন তাহাদের কঠিনত্বকে আঘাত লাগিবে। এক্ষণে তাহারা ভোগবর্দ্ধনের জন্য সমধিক যত্নবান্। ভোগকেই তাহারা পরম মঙ্গল বলিয়া মনে করিতেছে। কিন্তু তাহারা বুঝিতেছেনা যে, ভোগ তাহাদের স্বধর্ম্ম নহে, সুতরাং নিত্য মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। তাহা যদি হইত, প্রতিপদেই ভোগ বাধা সঙ্কুল হইত না।

শ্রীভগবান্ বাদরায়ণ সেই নিমিত্ত যে সকল জীব মনুষ্যজন্মের সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে জড় বিষয় সেবাত, সকল জন্মেই হইয়া আসিল, এক্ষণে যে জীবনে পরমার্থানুশীলন তদুপর এমন অর্থদ অথচ দুর্লভ মনুষ্য জন্মেও কি ঐ বিষয় সেবাতেই কাটাইয়া দেওয়া উচিত? মনুষ্য জন্ম ত' নিত্যকালের জন্য পাওয়া যায় নাই যে তাহাতেও ভোগের পরীক্ষা (Experiment) করিয়া দেখিবার যথেষ্ট অবসর আছে। এই অস্থায়ী মনুষ্য জন্মের বিন্দুমাত্রও অপব্যয়িত করা বিধেয় নহে। আমরণ কাল নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ যাহার অপেক্ষা অধিকতর শুভদ মঙ্গল আর নাই তাহার নিমিত্ত ধীর চেতাঃ ব্যক্তি সত্বরই যত্ন করুন— এইটীই শ্রীভগবান্ ব্যাসদেবের উপদেশ। তিনি তার এক শ্লোকে বলিতেছেন,

> "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান ভাগবতানিহ।
> দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম"॥

বয়সের অল্পাধিক্যের বিচারের অবসর নাই, আকৌমার ভাগবতধর্ম আচরণ করিতে হইবে। এজীবন গত হইলে আবার অর্থদ মনুষ্যজন্ম পাওয়া যাইবে কি না অনিশ্চিত। সুতরাং যে জীবন পাওয়া গিয়াছে

তাহারই সদ্ব্যবহার করা ভাল, বাল্যকাল হইতেই নিত্যধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য যত্ন আবশ্যক। মুহূর্ত্তমাত্র ও বৃথা বিষয় কথা ও চিন্তায় যেন ব্যয়িত না হয়। তবেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, নচেৎ বিষয় বুদ্ধি যতই থাকুক না কেন, বিষয়নিরতচিত্ত ব্যক্তিগণ নির্ব্বুদ্ধির একশেষ, শ্রীমদ্ভাগবতের স্থল বিশেষে তাঁহারা গোখর শব্দবাচ্য হইয়াছেন।

ভোগ জীবের স্বরূপ বিরুদ্ধ, সুতরাং উহা মঙ্গল নহে। কিন্তু মনুষ্য দেহধারী জীবদিগের মধ্যে গোখর এত অধিক সংখ্যক যে, দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে জর্জ্জরীভূত হইয়াও পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তি ভোগবাঞ্ছা ত্যাগ করিতে চাহিতেছেনা, বরং উত্তরোত্তর তাহার বৃদ্ধি করিতেছে। এঠিক বিকারগ্রস্থ রোগীর অবস্থা। বৈদ্য বলিলেন, রোগী যেন কোনরূপে জলপান না করে, জলপান করিলে রোগীর জীবন অত্যধিক সংশয়াপন্ন হইবে। কিন্তু রোগীর পিপাসাই বলবতী, রোগীকে কোন মতে ধরিয়া রাখা যায় না, সে এই ক্ষীণ অবস্থাতে জল সংগ্রহের জন্য দ্বিগুণ বা তদধিক বললাভ করিয়াছে। সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া রোগী কলস ধরিয়া গলায় ঢালিতে লাগিল। ক্রমে তাহার ফলও ফলিল। বৈদ্য শুনিয়া বলিলেন, "পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছিলাম।" দুঃখ যতই হয়, দুঃখের কারণকেই তত দুঃখোপশমের উপায় বলিয়া বরণ করিলে গোখর ছাড়া আর কিসের সহিত আমাদের বুদ্ধির উপমা দেওয়া যাইবে?

যে সকল জীব দেখিল ভোগ্যবিষয়সমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও কখন ভোগ্যবিষয়ের অভাব হেতু, কখনও বা ইন্দ্রিয়ের অসমর্থতা প্রযুক্ত দুঃখ আমাদিগকে অভিভূত করিতেছে, তখন জীব সন্ধান তৎপর হইল কিসে এই অভাব ও অসমর্থতার হাত হইতে মুক্ত হইয়া ভোগতৃষ্ণা সফল করিতে পারা যায়। এদিকে প্রায় সকলেই ভোগ নিরত হওয়ায় সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। সুতরাং সামাজিক শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ এমন বিধি সমূহ প্রবর্ত্তন

করিলেন যে ভোগতৃষ্ণার গতি অন্যদিকে ফিরিল, সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রেষ্ঠ ভোগের আশায় মনুষ্য আপাত-ভোগকে হ্রাস করিতে শিখিল। উদ্দাম ভোগবাসনা পরিচালিত হইয়া পাপ না করিয়া পারলৌকিক ভোগের স্থান স্বর্গধাম প্রাপ্তির আশায় লোক শাস্ত্রশাসন মানিয়া পুণ্যকর্ম্ম করিতে লাগিল, নানা দেবদেবীর নিকট ভোগোপকরণ চাহিয়া লইতে লাগিল, ক্রমে তাহারা ধর্ম্মার্থকামের জন্য অনেক ব্রত নিয়মাদি পালন করিতে লাগিল। অবশ্য একথা বলা হইতেছে না যে শাস্ত্রকারগণ মিথ্যা ফল দেখাইয়া ভোগনিবৃত্ত করাইয়াছেন। কর্ম্মিগণ স্বর্গভোগ করুন্ তাহাতে আমাদের আপত্তিও নাই, অবিশ্বাসও না করিতে পারি। কিন্তু ইহাতে কি হইল? চরম মঙ্গল লাভ হইল কি? কর্ম্ম-ফলে কেহ শত, কেহ সহস্র, কেহ না হয় অযুত বর্ষ স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পাইল। পরে? পরে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" পুণ্যক্ষীণ হইলে আবার মর্ত্ত্যধামে আসিয়া জনমমরণমালা ও ত্রিতাপরাশির মধ্যে হাবুডুবু খাইতে হইবে, যেহেতু "তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে" পুণ্যসমাপ্তিকাল পর্য্যন্তই স্বর্গলোকে স্থান পাওয়া যায়, তৎপরে আর নহে। এরূপেত' চরম কল্যাণ লাভ হইল না। তবে উপায় কি? এত কৃচ্ছ্র সাধ্য কষ্টকর ব্রতযজ্ঞাদির ফল ও নিত্য হইল না, তবে চরম কল্যাণ কিসে লাভ করা যায়?

অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান জনগণ দেখিলেন যে উল্লিখিত কর্ম্মবাদীর পন্থায় চরম কল্যাণের উপায় নাই, কালবশে আবার দুঃখরাশির মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয়। সুতরাং আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া তাঁহারা ভোগ সঙ্কোচপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন পন্থার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। এইরূপে স্বর্গকামী ও মোক্ষকামী ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের অবতারণা করিলেন। "ষড়্দর্শন সংক্ষেপ" প্রবন্ধে তাঁহাদের মত সমূহের উল্লেখ ও বিচার হইবে।

এস্থলে বক্তব্য এই যে মোক্ষকামীগণ যদিও বুঝিলেন ভোগ, জীবের স্বরূপ নহে, ভোগবাসনা জনিত নানা ক্লেশের মধ্যে জীবকে পতিত হইতে হয়, ভোগ ব্যতীত জীবের অন্য বৃত্তি আছে, কিন্তু সে স্বরূপ ও বৃত্তি যে কি তাহার নির্ণয়ে তাঁহারা সুষ্ঠু বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহারা যাহাকে যাহাকে চরম কল্যাণ বলিয়া খাড়া করিলেন সেগুলির ওরূপ অভিধান সঙ্গত নহে। তাঁহারা ভাল করিতে গিয়া সমূহ অশুভ সংঘটন করিয়াছেন। কর্ম্মিগণ যে অবস্থায় আছেন তাহা হইতে তাঁহাদের চরম মঙ্গলের পথে চালিত করা বরং সম্ভবপর। কিন্তু যাঁহারা মুক্তাভিমানী হইয়া নিত্য স্বরূপ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা দূর হইতে সুদূরে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তনের আশা বিরল। তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ"॥

যাঁহারা মুক্তাভিমানী, ভগবৎপ্রপত্তির অভাবে যাঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, তাঁহারা অতিকষ্টে উচ্চ পদবী লাভ করিয়াও ভগবচ্চরণ অনাদর করায় অধঃপতিত হন। ক্লেশপ্রাপ্ত উন্নত পদবী স্থায়ী হয় না। সে অবস্থা হইতেও পতন। সুতরাং তাঁহাদের চরম কল্যাণ লাভ ঘটে না, তাঁহাদের প্রণালী অবলম্বনীয় নহে। তাঁহারা যে ভোগত্যাগের আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহার কোন মূল্য নাই, তাহা ফল্গু বা অন্তঃসার শূন্য বৈরাগ্য। শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে ইহার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।"

শ্রীকৃষ্ণানুশীলনোপকরণ সামগ্রীকে যে মোক্ষাভিলাষিগণ মায়িক বলিয়া ত্যাগ করেন তাহা সুষ্ঠু বৈরাগ্য নহে, ফল্গু।

তবে চরম কল্যাণলাভের পন্থা ; কৈ ? ভোগ নয়, ত্যাগ নয়, তবে কি ? ব্যস্ত হইবার কথা নহে, ধীরচিত্তে শাস্ত্রবাক্য বিচার করিতে হইবে। এখন কথা হইতেছে জীবের যে এত অমঙ্গল তাহা কি—এই বিচার প্রথমে হইলে তাহার নিরাকরণের সুষ্ঠু উপায় নির্দ্ধারণ পরে হইতে পারে। মূল ধরিয়া চিকিৎসা করিলেই রোগের উপশম হয়, নচেৎ একটী আধটী লক্ষণ দূর করিলেই নিরাময়সাধন হইল না। জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছা শক্তির অপপ্রয়োগে মায়াবদ্ধ হইয়াছে—এই ত' যত অনর্থের মূল। তাহা হইলে মায়ার হাত এড়ান চাই, কেমন ? মায়ার হাত এড়াইয়া অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে ? ইহার সহজ উত্তর যে সকল জীব মায়াবদ্ধ নহেন তাঁহাদের যেরূপ অবস্থা। ভাল কথা, সেইটীই স্বরূপ অবস্থা। এখন সেই স্বরূপ অবস্থাটী কেমন ও তাহার বৃত্তি কি ? ইহারই উত্তর লইয়া যত গণ্ডগোল বাধিয়া গিয়াছে। "যে সকল জীব মায়াবদ্ধ নহেন" শুনিয়াই ত' কেবলাদ্বৈত বাদী শিহরিয়া উঠিবেন। তাঁহার মতে মায়াবদ্ধ না হইলে ত' জীবত্বই নহে, নিরঞ্জন কেবল ব্রহ্ম। কিন্তু এইমতে নানা স্ববিরুদ্ধ-ভাব সন্দৃষ্ট হয়। এস্থলে সে সকল বিচার উদ্দিষ্ট নহে। তথাপি এ মতের অসারতা একটী সামান্য দৃষ্টান্ত হইতেই পরিস্ফুট হইতে পারে। যিনি গুরু তিনি সিদ্ধ না হইলে অন্যকে কি সাধন দেখাইবেন ? অসিদ্ধ ব্যক্তিকে অন্য কেহ কখনও গুরুর আসন প্রদান করে না। অবশ্য গুরু অর্থে যিনি আমাদের আলোচ্য "চরম কল্যাণের" পথ দেখাইয়া তাহা লাভ করাইয়া দিতে পারেন তিনি। তবলার চাটি শেখাইবার "গুরু" নহে। এই সব অর্থেও "গুরুজী" পদ প্রযুক্ত হইয়া গুরুতত্ত্বকে লঘু বলিয়া প্রতীয়মান করিয়া ফেলিবার প্রযত্ন করিতেছে। গুরু সিদ্ধ। "অহংব্রহ্ম" বাদী গুরুও সিদ্ধ হওয়া চাই। কিন্তু সিদ্ধ হইলে তাঁর বিচার কি ? তিনি নিরঞ্জন ব্রহ্ম, তিনি ভিন্ন আর কোন তত্ত্বই নাই। এই ত কথা ? এ

অবস্থায় তিনি শিষ্য বলিয়া আর এক মূর্ত্তি কোথা পাইবেন যে তাহাকে উপদেশ করিবেন। অতএব উহাঁদের মধ্যে উপদেষ্টা ত' থাকিতেই পারে না, যিনি সিদ্ধ তিনি ত' বুদ হইয়া বসিয়া থাকিবেন। তিনি কি উপদেশ দিবার বা গ্রন্থদ্বারা "অন্যের" অবিদ্যা দূর করিবার প্রযত্ন করিতে পারেন? তাহা সঙ্গত নহে। সুতরাং নির্ভেদ ব্রহ্মবাদীর গ্রন্থাদি অসিদ্ধ ব্যক্তির লেখা, সুতরাং সে সকল বহু মাননের বা অনুবর্ত্তনের যোগ্য নহে। যাহা হউক, কথা হইতেছিল কি? জীবের স্বরূপ অবস্থা। জীবের স্বরূপ নির্ণয়ে অনেক লোক অনেক গোলে প'ড়িয়াছেন। সে গুলির এক এক করিয়া সংক্ষিপ্ত অনুশীলন এ স্থলের অনুপযোগী বলিয়া মনে হয় না।

এক সম্প্রদায় হইতেছে দেহাত্মাভিমানী। তাহাদের মত 'মরা গরু কি ঘাস খায়? এই দেহটাই আমি। এই দেহের সম্পর্কেই সব, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্নেহ ভালবাসা সবই। যখন চক্ষু মুদিলেই অন্ধকার, আর কোন সম্পর্কই থাকেনা, দেহটা বিকল হ'য়ে গেলেই ব্যস্. সব শেষ। তখন আমি কি এই দেহ আমি ছাড়া আর একটা কিছু? এ সম্প্রদায়ের নেতাদের উপদেশ হইল, "হেসে নাও দু'দিন বইত' নয়, কি জানি কখন সন্ধ্যা হয়" ইত্যাদি আর এক ওস্তাদ বিধি দিলেন। "ঋণংকৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" পাশ্চাত্য জগতে বেশীর ভাগ লোকেরই এই মত, Eat, Drink and be merry ইহারা প্রত্যক্ষ জড়বাদী। প্রত্যক্ষ জড়ের চিন্তাছাড়া সূক্ষ্মতত্ত্ব ইহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় না। ইহাদের বুদ্ধি বড় মোটা। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত "গোখর" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বিশ্বাস না হয় প্রমাণ তুলিয়া দেওয়াই ভাল, আমি কেন গালি দেওয়ার দায়িত্ব নিজে ঘাড়ে রাখি, স্বয়ং বেদব্যাস কি বলিতেছেন দেখুন,

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।

বায়ুঃপিত্ত কফাধার চর্ম্ম ভস্ত্রাটীকে যে আত্মবুদ্ধি করে ও তৎসম্পর্কে স্ত্রী পুত্রাদিকে আত্মীয় জানে, সাধুসঙ্গে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি স্বীকার করে না তাহারই বুদ্ধির প্রশংসা এই শ্লোকে করা হইয়াছে। আমরা শ্লোকটী দেখাইয়াই খালাস, ইহার উপর কোন টিপ্পনী করিবার দুরাশা রাখি না। তবে এই পর্যন্ত বলা ভাল যে "আমির" অস্তিত্ব এই দেহারামী জড়বাদী-গণের মধ্যে কাহারও এক বা কয়েক মুহূর্ত্ত, দিন, মাস বা বৎসর, তা'র পরেই সব ঠাণ্ডা। তাহা হইলে এ "আমি" ত' বেশ "আমি।" শিয়াল কুকুরে খাবে, নয়, মাটির ভিতরে পোকায় আত্মসাৎ করবে, নয়, আগুনে ছাই হ'বে এ "আমি" বেশ "আমি।" সর্ব্বদাই ক্লেদযুক্ত, কখন রোগ-গ্রস্ত, কখনও বা পচিতেছে, জীবিত থাকা কালেই এই, এ "আমি" ত' বেশ "আমি।" এমন সাধের "আমি" গো, ইহার ত' এখনই মুখাগ্নি করা ভাল। আর অনেকে এই গোখরের বুদ্ধি লইয়া করিতেছেও তাই ত্রিতাপ এড়াইবার জন্য অনেকেই এই "আমির" দফা শেষ করিয়া পালাইলাম মনে করিতেছে। ছি ছি, ছি! "দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিব-র্ত্তের স্থান," এই বিবর্ত্ত অর্থাৎ ভ্রমকে কি বুদ্ধিমান্ জন মনে স্থান দিতে পারেন? সুতরাং বুদ্ধিমান্ কখনও এই দেহের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধনের জন্য ব্যস্ত হইয়া সমস্ত মেধা ও পরিশ্রম তাহারই সেবায় লাগাইতে প্রস্তুত হইতে পারেন না। তিনি চরম কল্যাণ লাভের জন্য যাঁর অকল্যাণ নাই এমন মহাত্মার অনুসন্ধানে ব্যস্ত, পাইয়া থাকিলে তাঁহার চরণারবিন্দ-মকরন্দে ভৃঙ্গ হইয়া বসিয়া থাকেন।

আর এক সম্প্রদায় বলিতেছেন, "দেহ নয়, দেহ নয়, দেহসহ ইন্দ্রিয়-গুলির যে রাজা সেই মনই আমি। স্থূল দেহটা আবরণ মাত্র। মন যাহা সঙ্কল্প করিতেছে দেহ তাহাই করিতেছে। এই মনই কর্ম্মফল ভোক্তা।

কর্ম্মফল ভোগ করে। সুতরাং ভাল কর্ম্মকরা ভাল, দেহ চলিয়া গেলেও তাহার ফল মন ভোগ করিবে!" এখন জিজ্ঞাস্য এই কোন্ মনটী আমি। যে মনটী শূকর দেহে থাকিয়া বিষ্ঠার আনন্দ ভোগ করে সে মনটী আমি, না যে মন শকুনির অবয়বে শবের পূতিগন্ধে সৌভাগ্য জ্ঞান করে, সেই মনটী আমি। কোন্ মনটী আমি, কীটশরীরস্থ যে মন পূয বিষ্ঠা প্রিয় সেটী, না নরাকারে মাংসাশী পশুর বৃত্তিশীল? বালকের ক্রীড়া-চঞ্চল মনটী আমি, না যুবার কামিনীর ধ্যানশীল মনটী আমি? মনটীর কি স্বরূপ লক্ষণ আমাকে বলিয়া দাওনা গো; যাহা দেখিয়া বুঝিয়া লই যে সেইটী। সকল মনেতেই একটী লক্ষণ দেখা যাইতেছে বটে সেটী চঞ্চলতা, মন সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন শীল। ভিন্ন ভিন্ন দেহ ভেদে মনের অবস্থা ভিন্ন, একই দেহ শিশু প্রৌঢ় বৃদ্ধ ভেদে মনের অবস্থা বিভিন্ন, একই বয়সে প্রাতঃ মাধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় মনের অবস্থা পৃথক পৃথক। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন ক্ষণে ক্ষণে সঙ্কল্প করিতেছে ও তাহার বিকল্প ঘটিতেছে; এখন এক বস্তুর লাভে সুখ বোধ করিতেছে, পরক্ষণেই তাহা বর্জ্জনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে, না পারিলে দুঃখ মানিতেছে। এমন যে মন তাহার পক্ষে কোনটী ভাল ফল, কোনটী মন্দ ফল তাহারত' স্থিরতা নাই। সুতরাং মনের প্রাপ্যফলেরই নির্দ্ধারণ নাই, এমন মনের পরিচয়ে "আমির" পরিচয় দেওয়াও যা' আর দেহকে "আমি" বলাও তা'। ঐ এপিটও যা', ওপিটও তা', দেহ আর মনকে যাহারা 'আমি' বলিয়া স্বীকার করে তাহাদের এই পরিচয়।

অপর এক সম্প্রদায় বলিতেছে, "আমি দেহও নয়, মনও নয়, আমি ব্রহ্ম।" ইহাদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ও ইহাদের ভ্রমাত্মক বিচারের অসামঞ্জস্য দেখাইয়া দিয়াছি। মুখে বলিতেছে, মন "আমি" নয়, কিন্তু তাহাদের যা' কিছু সম্বল সব মন লইয়া। সেই মনকেই নিগ্রহ করিয়া তাহারা ব্রহ্ম করিতে চাহিতেছে।

অন্য এক সম্প্রদায় ঐ দেহ মনকেই "আমি" ধরিয়া তাহাকে পরমাত্মার সহিত মিলাইবার জন্য নাক টিপিয়া মাথায় পা' তুলিয়া কসরৎ করিতেছে। এইরূপ রকমারি সম্প্রদায়ের "আমি' সম্বন্ধে রকমারি ধারণা।

কিন্তু বেদ, বেদান্ত (ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রে, শাঙ্করভাষ্য নহে), তদনুগ শাস্ত্র ও তদনুবর্ত্তী বুদ্ধিমান্ সম্প্রদায় (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুরূপে যে সম্প্রদায়ের মতের প্রামাণিকতা জগৎসমক্ষে বুঝাইয়া দিয়াছেন) "আমি" যে জীবাত্মা তাহাকে দেহ, মন হইতে পৃথক্ তত্ত্ব এবং ব্রহ্ম হইতে স্বরূপ বিচারে অভিন্নতত্ত্ব হইলেও বস্তু পরিমাণ বিচারে বৃহত্ত্ব ও অণুত্বভেদে ভিন্ন বলিয়া জানেন। সেই অণুচিৎ নিত্য জীবের নিত্যবৃত্তি বিভুচিৎ নিত্য ভগবত্তত্ত্বের নিত্য সেবা। দেবীধামে স্থূলদেহ শরীর ও লিঙ্গদেহ মন দ্বারা আবরণযুক্ত হইয়া আত্মার বৃত্তি প্রসুপ্ত আছে। আবরণ উন্মুক্ত হইলেই ঐ নিত্যবৃত্তির স্ফুরণ হয়। আত্মবস্তুর স্বরূপে নিত্যবৃত্তি হইল ভগবদ্দাস্য। এই বদ্ধাবস্থায় সেই ভগবদ্দাস্য বিস্মৃত হইয়াই যত অনর্থ। সেই ভগবদ্দাস্যের আবরণ মোচন করিয়া তাহাতে স্থিত হইতে পারিলে জীবের সমূহ কল্যাণ, চরম কল্যাণ। ইহার উপর জীবের আর কল্যাণ নাই। ব্রহ্মবস্তুর সাযুজ্যাদি চরম কল্যাণ নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে এই চরম কল্যাণ লাভের উপায় বিবৃত হওয়া আবশ্যক। বারান্তরে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

চরমকল্যাণদাতৃ শ্রীগুরুদাসানুদাস

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন।

(শ্রীমায়াপুরে মহামেলায়)

শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে

আয় আজি আয় যাইবি কে ?

(১)

গৌরহরির লীলার স্থান ঐ মায়াপুরে যাইবি কে ?
উড়ছে কেতন, ভক্তি-চেতন,
সাধ্য-রতন সাধ্‌বি কে ?
আয় আজি আয় যাইবি কে ?

(২)

নিত্য-তীর্থ-নবদ্বীপের মায়াপুরে যাইবি কে ?
শুষ্ক জ্ঞানের, মিছা মানের,
জড়ের পোষাক ছাড়বি কে ?
আয় আজি আয় যাইবি কে ?

(৩)

চিত্তে রাখি চিন্ময়ে আজ চেনার মত চিন্‌বি কে ?
প্রাণের যন্ত্রে, ভাবের তন্ত্রে,
নামের মন্ত্র গাইবি কে ?
আয় আজি আয় যাইবি কে ?

(৪)

জড়েরমেলা ভবের খেলা মায়ার বাজী জিত্‌বি কে ?
শুদ্ধ-প্রেমের—অশ্রু-নদের—

কনক-কণা, লইবি কে ?

আয় আজি আয় যাইবি কে ?

(৫)

যোগ-পীঠে আজ ভক্তি-ধূলা মাথায় গায়ে মাখ্‌বি কে ?

গৌরনিতাই, জগাই মাধাই,

উদ্ধারে ওই দেখ্‌বি কে ?

আয় আজি আয় যাইবি কে ?

(৬)

গোদ্রুমেরি খেয়ার ঘাটে পারের তরি বাইবি কে ?

ভক্ত-জনের, শুদ্ধ-গণের

প্রেমের নাচে নাচ্‌বি কে ?

আয় নারে ভাই আস্‌বি যে,

আয় আজি আয় যাইবি কে ?

দীন শ্রীযতীন্দ্রনাথ সামন্ত (কবিশেখর)।

সাং পুটশুরী, (বর্দ্ধমান)

———•———

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রীবাস অঙ্গন।

শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস অঙ্গনের পঞ্চতত্ত্বের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্য সেবিত হইতেছেন। পরম ভাগবত বর্ষীয়ান্ ভক্তবর শ্রীযুত ললিতলাল ভক্তিবিলাস মহোদয়ের প্রযত্নে সম্প্রতি শ্রীবাস অঙ্গনে একটী বিশাল তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে। ভক্তবরের অনূদিত শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল স্তোত্র প্রকাশিত হইতেছেন। ভক্তগণ শ্রীভক্তিবিলাসপাদের নিকট শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীধাম মায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, জেলা নদীয়া ঠিকানায় অনুসন্ধান করিলে শ্রীগ্রন্থ প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবৈষ্ণব-কোষ গ্রন্থ।

বঙ্গদেশে সাধারণ কোষ গ্রন্থের অভাব না থাকিলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব বা পরমার্থশিক্ষার্থী ও শিক্ষক প্রভৃতি সকলেরই একখানি বিস্তৃত পরমার্থ-কোষের সর্ব্বদা অভাব অনুভূত হয়। তাদৃশ অভাব-বিমোচনের জন্য শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার বর্ত্তমান সম্পাদক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীপাদ সপ্তদশবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীমঞ্জুষা-নাম্নী অভিধান-পুস্তিকা সঙ্কলনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নানা কারণে সেই পূর্ব্ব কার্য্যের অধিক অগ্রসর না হওয়ায় বৈষ্ণব জগৎ অভিধানের অভাবহেতু খিন্ন ছিলেন। সেই সমগ্র দুঃখমোচন-কল্পে কাশিমবাজারের পরদুঃখদুঃখী বিদ্যোৎসাহী বৈষ্ণবসমাজবন্ধু বৈষ্ণব মহারাজ বৈষ্ণবাভিধান 'মঞ্জুষা' সঙ্কলনের উদ্দেশে সাতহাজার টাকা দানের অঙ্গীকার করিয়াছেন। সমগ্র বৈষ্ণব জগৎ এবং বিদ্বন্মণ্ডলী এই পরম প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য বৈষ্ণব মহারাজকে ভূরি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমঞ্জুষার সঙ্কলন-কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে

বৈষ্ণব অধ্যাপকবৃন্দ ও সর্ব্বসাধারণ সকলেই শ্রীমঞ্জুষার সেবায় নিজ নিজ চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া এই পরমার্থ-সমাজহিতকর কার্য্যে যোগদান করুন। অনেকের সমবেত চেষ্টায় এই কার্য্যটী সম্পন্ন হইলে বৈষ্ণবজগতের যে কি হিত হইবে তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নহে। অনভিজ্ঞতা-দোষটী বৈষ্ণবের নামে বর্ত্তমানকালে যে দুরপনেয় কলঙ্ক স্থাপনে ধাবিত হইয়াছে শ্রীমঞ্জুষার পাঠকবর্গে তাদৃশ দোষ সম্পূর্ণভাবে স্খালিত হইবে আশা করা যায়। হরিবিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাব হইতেই জড়বিষয়ে পাণ্ডিত্য, পারমার্থিক সমাজকে আবৃত করিয়াছে। আবার সেইদিন আসিবে, যেদিন পরমার্থের বিজ্ঞান জগতে প্রচারিত হইয়া জড়ভোগে বদ্ধ জীব উদাসীন হইতে বললাভ করিবেন। সকল পাণ্ডিত্যের আধার বৈষ্ণবে 'এরণ্ডোপি দ্রুমায়তে' কলঙ্ক অপসারিত হইবে।

শ্রীধাম পরিক্রমা।

গতবর্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিবসের অব্যবহিত পূর্ব্বেই শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা হইয়াছিল। সময়ের স্বল্পতা নিবন্ধন গতবর্ষে শ্রীধামের সকল স্থল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিভ্রমণ হয় নাই। যাহাতে বর্ত্তমান বর্ষে সুষ্ঠুভাবে নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে নবরাত্র পরিক্রমণ যাত্রা হয়, তজ্জন্য শুদ্ধ ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে বন্দোবস্তের ব্যবস্থা হইতেছে। পরিক্রমাকারী ভক্তগণ যাহাতে প্রতিদ্বীপেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রয় পাইতে পারেন, ও যথাকালে প্রসাদাদি পাইতে পারেন, সেই বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই আয়োজন থাকা আবশ্যক। শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী পরিক্রমাকারিগণের সচ্ছন্দ ভ্রমণের জন্য যে যে আনুকূল্য প্রেরণ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা এখন হইতেই পরিক্রমা সমিতির সম্পাদক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, মহাশয়ের নিকট মহেশগঞ্জ পোঃ জিলা নদীয়া ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন। এতৎসম্বন্ধে যাহা কিছু

পারেন। বর্ত্তমান বর্ষেও গত বর্ষের ন্যায় ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ যাত্রিগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধামের সকল স্থান ভ্রমণ ও প্রদর্শন করিবেন। যাঁহারা পরিক্রমায় যোগদান করিতে অথবা নানাপ্রকারে সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা এখন হইতেই উদ্যোগী হউন। বর্ত্তমান বর্ষে চতুরশীতি ক্রোশ গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা সম্ভবপর হইবে না। আগামী ১লা চৈত্র হইতে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইতে পারে।

শ্রীনবদ্বীপ-শতক।

ত্রিদণ্ডিস্বামি কাবেরীতটস্থিত শ্রীরঙ্গনাথ বাস্তব্য শ্রীশ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী স্বামী শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপ উভয় ধামের দুইটী শতক রচনা করেন। তাঁহার রচনার লালিত্য ও ওজস্বিনী ভাষা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রের কাহারও অবিদিত নাই। "শ্রীনবদ্বীপ-শতক" গ্রন্থখানি যাহাতে বহুল প্রচারিত হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, তদুদ্দেশ্যে ঐ গ্রন্থখানি অচিরেই বঙ্গানুবাদসহ প্রচারিত হইবে। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের শিষ্য শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী বৃন্দাবনবাসী ছয় গোস্বামীর অন্যতম। ত্রিদণ্ডিস্বামি মহারাজ মাথুর মণ্ডলে কাম্যবনে বাস করিতেন।

নির্য্যাণ।

মেদিনীপুর ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত রামজীবনপুরের নিকট পাইকমাজিটা গ্রাম নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অভিরামদাস অধিকারী মহাশয় বিগত কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিগত ১৭ই মাঘ তারিখে তাঁহার বিরহমহোৎসব কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে সম্পন্ন হইয়াছে।

যশোহর ডুমদিয়া নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রামচরণ দাস অধিকারী মহাশয় বিগত অগ্রহায়ণ মাসের প্রারম্ভে স্বধাম লাভ করিয়াছেন।

ভক্তি গ্রন্থ-প্রচার।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" প্রতিবর্ষে দুই পাঁচলক্ষ মুদ্রিত হইয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। আধুনিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে অনেকেই এই "প্রার্থনা"র অনুসরণ করিতে অসমর্থ বিধায় শুদ্ধ বৈষ্ণবের হৃদ্গত ভাব গ্রহণ করিতে পারেন না। অধিকন্তু প্রাকৃত সহজিয়া ও অন্যান্য উপসম্প্রদায়গণ শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়ভাব অনুধাবন করিতে না পারিয়া যে বিষাক্ত গরল উদ্গীরণ করে, তদ্দ্বারা সমাজে প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। শুদ্ধ ভক্তের অনুদিত যে প্রার্থনা-রস-বিবৃতি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইতেছে। প্রকাশিত হইলেই শ্রীপত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হইবে।

কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

সজ্জন পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী দিবসে কলিকাতা মহানগরীতে শ্রীমায়াপুরচন্দ্র শ্রীগৌরহরির বিগ্রহ বিরাজমান হইয়াছেন। সম্প্রতি ভক্তজন বন্ধু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু ভূম্যধিকারী মহাশয়ের সাহায্যে ও সহৃদয় চেষ্টায় শ্রীআসনে বৈদ্যুতিক আলোক ও বীজন যন্ত্রের সমাবেশ হইতেছে। শ্রীমায়াপুর চন্দ্রের মহানগরীতে প্রকাশকাল হইতেই বসুজ মহাশয়ের আন্তরিক সেবা-প্রযত্ন দেখিয়া ভগবদ্ভক্ত মাত্রেই নিরতিশয় আনন্দিত হইতেছেন।

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

১। প্রেমবিবর্ত্ত। পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি বিরচিত। প্রাচীন শুদ্ধভক্তিগীতিগ্রন্থ মূল্য।৶০।

২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। শ্রীগোবিন্দদেব কবি বিরচিত গৌরলীলাময় সংস্কৃত মহাকাব্য মূল্য ৸০।

৩। ভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ভাগবতের সার শ্লোকমালা সম্বন্ধ-অভিধেয় ও প্রয়োজন বিভাগে গুম্ফিত মূল ও অনুবাদ মূল্য ২৲।

৪। পদ্মপুরাণ শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু সম্পাদিত (সমগ্রমূল সপ্তখণ্ডাত্মক) মূল্য ৭৲।

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীভক্তি-বিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ মূল্য ১৲।

৬। সৎক্রিয়াসারদীপিকা সংস্কার দীপিকা সহ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি কৃত মূল, বঙ্গানুবাদসহ গৃহস্থের দশসংস্কার বিধি ও ত্যক্তগৃহের বেষাদি দশসংস্কার পদ্ধতি মূল্য ১।০।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত।

৭। তত্ত্বসূত্র। সূত্রাকারে তত্ত্ববিষয়ক বিচার গ্রন্থ ভাষ্য ও ব্যাখ্যাসহ মূল্য ॥০

৮। শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা। মূল অনুবাদাদি সহ মূল্য ১৲।

৯। ভজন রহস্য। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ॥৶০।

১০। ১১। ১২। শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু ও গীতাবলী।

১৩। হরিনাম চিন্তামণি। নাম ভজনের অদ্বিতীয় গ্রন্থ মূল্য ৸০।

১৪। জৈবধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞাতব্য সকল কথা ইহাতে যেমন আছে জগতে আর কোথাও নাই। মূল্য ২৲ ভাল কাগজে, সাধারণ ১।০।

১৫। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (বিরাট সংস্করণ, শ্রীকবিরাজ গোস্বামি কৃত,) তত্ত্বভাষ্য ও অনুভাষ্য সূচীপত্রাদি সহ ২৩৬৮ পৃষ্ঠা মূল্য ৬৲ ছয় টাকা।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম এ, বি এল্)

প্রাপ্তিস্থান— ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।
ও ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

শ্রীপত্রিকার নিয়মাবলী।

১। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুকূল যাবতীয় হরিসেবাপর প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়। মতবাদিগণের ভ্রান্ত ধারণা ইহাতে স্থান পায় না। প্রকৃত আচার্য্য ও প্রচারকের লিখিত অবিসংবাদিত সত্যে ইহা পূর্ণ।

২। বিদ্ধভক্ত ও অচিহ্নিত ভক্তের পরমার্থ বিরোধিনী কথার অকর্ম্মণ্যতা সুষ্ঠুভাবে ইহাতে আলোচিত হয়।

৩। বার্ষিক ভিক্ষা ১৷৷০ মাত্র ডাক মাশুল সহ নির্দ্দিষ্ট আছে।

৪। শ্রীপত্রিকার পূর্ব্ব প্রচারিত অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ ও দ্বাবিংশ খণ্ড ৫৲ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, বি এল্)
ম্যানেজার—সজ্জনতোষণী। কলিকাতা কার্য্যালয়।
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৪ দামোদর ও কেশব।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ৮ম, ৯ম সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা

৪৩৪ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত।

বার্ষিক ভিক্ষা ১।৵ নমুনা প্রেরিত হয় না।

নিবেদন।

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের যাবতীয় জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর একাধারে পাইবার কোন সংগ্রহ গ্রন্থ নাই। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ যাবতীয় বৈষ্ণব গ্রন্থের তাৎপর্য্য, বৈষ্ণবগণের জীবনী, তৎসম্পর্কিত শ্রীমন্দির, শ্রীবিগ্রহ, স্থান প্রভৃতির সকল সংবাদ একাধারে কোন ও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। ঐ সকল সংগ্রহ করা কেবল যে বহু ব্যয়সাধ্য তাহা নহে, অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাবে ঐ সকল তথ্য ধারাবাহিক জানিবারও উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত সকল গ্রন্থাধ্যয়ন, এবং সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ ও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

এই যাবতীয় অভাব মোচন কল্পে একখানি সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণবকোষগ্রন্থ সংগৃহীত হইতেছে।

সম্প্রতি শ্রীমঞ্জুষার উপকরণ সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সমাহরণ বিভাগের কার্য্যভার অবৈতনিক অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ বি এল্ মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্ ঠিকানায় সকল সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে। এই বিরাট কার্য্যের সহায়তার জন্য বিদ্বৎসমাজ ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সকলের নিকট আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইতেছি। কাশিম-বাজারের দানশৌণ্ড বৈষ্ণব মহারাজ এই কার্য্যে বিশেষ আনুকূল্য করিতেছেন। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বহু ভক্ত পণ্ডিতের সহায়তায় মঞ্জুষা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী
(বিদ্যাভূষণ, বি, এ)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী, সুভার মুখপত্রী।

২৩ বর্ষ } দামোদর ও কেশব। ৪৩৪ {৮ম ৯ম সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।

জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৩৫।

বিষ্ণু ৪৩৫ চৈত্র ১৩২৭ মার্চ্চ ১৯২১।

১ বিষ্ণু ১১ চৈত্র ২৪ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার, কারণোদশায়ীবার বা আদিবার উদয় ৬।৫ অস্ত ৬।৮ কৃষ্ণ প্রতিপৎ ব্রহ্মতিথি রা ১।৭ হস্তা বা অব্যক্ত নক্ষত্র রা ১।৪৮।

২ বিষ্ণু ১২ চৈত্র ২৫ মার্চ্চ শুক্র গর্ভোদশায়ী বা নিধিবার উ ৬।৪ অ ৬।৮ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া শ্রীপতিতিথি রা ১২।১২ চিত্রা পুণ্ডরীক নক্ষত্র রা ১।৩৪। গুডফ্রাইডে।

৩ বিষ্ণু ১৩ চৈত্র ২৬ মার্চ্চ শনি ক্ষীরোদশায়ী বা অব্যয় ধার উ ৬।৩ অ ৬।৯ কৃষ্ণ তৃতীয়া বিষ্ণু তিথি রা ১১।৪৬ স্বাতী বিশ্বকর্ম্মা নক্ষত্র রা ১।৫০ ।

৪ বিষ্ণু ১৪ চৈত্র ২৭ মার্চ্চ রবি বাসুদেব বা সর্ব্ববার উ ৬।২ অ ৬.৯ কৃষ্ণ চতুর্থী কপিল তিথি রা ১১।২০ বিশাখা সুবিশ্রবা নক্ষত্র রা ২।৩৪ ।

৫ বিষ্ণু ১৫ চৈত্র ২৮ মার্চ্চ সোম সঙ্কর্ষণ বা সর্ব্ববার উ ৬।১ অ ৬।৯ কৃষ্ণ পঞ্চমী শ্রীধর তিথি রা ১২.২৫ অনুরাধা সম্ভাবন নক্ষত্র রা ৩।৪৯ । ছত্রের মধ্যে ।

৬ বিষ্ণু ১৬ চৈত্র ২৯ মার্চ্চ মঙ্গল প্রদ্যুম্ন বা স্থাণুবার উ ৬।০ অ ৬।১০ কৃষ্ণষষ্ঠী প্রভুতিথি রা ১।৩০ জ্যেষ্ঠা ভাবন নক্ষত্র রা ৫।১১ ।

৭ বিষ্ণু ১৭ চৈত্র ৩০ মার্চ্চ বুধ অনিরুদ্ধ বা ভূতবার উ ৫।৫৯ অ ৬।১০ কৃষ্ণ সপ্তমী দামোদর তিথি রা ৩।১ মূলা ভর্ত্তা নক্ষত্র অহোরাত্র ।

৮ বিষ্ণু ১৮ চৈত্র ৩১ মার্চ্চ বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫৮ অ ৬।১০ কৃষ্ণ অষ্টমী হৃষীকেশ তিথি রা ৪।৫২ মূলা ৬।৩৭ ।

এপ্রিল ১৯২১ ।

৯ বিষ্ণু ১৯ চৈত্র ১ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫৭ অ ৬।১১ কৃষ্ণ নবমী গোবিন্দ তিথি অহোরাত্র পূর্ব্বাষাঢ়া প্রভব নক্ষত্র ১০।৩ ।

১০ বিষ্ণু ২০ চৈত্র ২ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫৭ অ ৬।১১ কৃষ্ণ নবমী ৬।৫৪ উত্তরাষাঢ়া প্রভু নক্ষত্র ১২।৫৮ ।

১১ বিষ্ণু ২১ চৈত্র ৩ এপ্রিল রবি বাসুদেব উ ৫।৫৬ অ ৬।১২ কৃষ্ণ দশমীম ধুসূদন তিথি ৮.৫৮ শ্রবণা অপ্রমেয় নক্ষত্র ৩।১৩ ।

১২ বিষ্ণু ২২ চৈত্র ৪ এপ্রিল সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫৫ অ ৬.১২ কৃষ্ণ

একাদশী ভূধর তিথি ১০।৫৫ ধনিষ্ঠা হৃষীকেশ নক্ষত্র ৫।৩৮। একাদশীর উপবাস।

১৩ বিষ্ণু ২৩ চৈত্র ৫ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫৪ অ ৬।১২ কৃষ্ণ দ্বাদশী গদাধর তিথি ১২।৩৪ শতভিষা পদ্মনাভ নক্ষত্র রা ৭।৪৫। বারুণীর বন্ধ।

১৪ বিষ্ণু ২৪ চৈত্র ৬ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫৩ অ ৬।১২ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী শঙ্খধর তিথি ১।৫০ পূর্ব্বভাদ্রপদ অমর প্রভু নক্ষত্র রা ৯।২৭।

১৫ বিষ্ণু ২৫ চৈত্র ৭ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫২ অ ৬।১৩ চতুর্দ্দশী পদ্মধর তিথি ২।৩৭ উত্তরভাদ্রপদ অগ্রাহ্য নক্ষত্র রা ১০।৪১।

১৬ বিষ্ণু ২৬ চৈত্র ৮ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫১ অ ৬।১৩ অমাবস্যা চক্রধর তিথি ২ ৫৪ রেবতী শাশ্বত নক্ষত্র রা ১১।২৫।

১৭ বিষ্ণু ২৭ চৈত্র ৯ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫০ অ ৬।১৪ গৌর প্রতিপৎ ২।৯০ অশ্বিনী ধাতা নক্ষত্র রা ১১।৪১।

১৮ বিষ্ণু ২৮ চৈত্র ১০ এপ্রিল রবি বাসুদেব উ ৫।৪৯ অ ৬।১৪ গৌর দ্বিতীয়া ১।৫৬ ভরণী কৃষ্ণ নক্ষত্র রা ১১।২৬।

১৯ বিষ্ণু ২৯ চৈত্র ১১ এপ্রিল সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৮ অ ৬।১৫ গৌর তৃতীয়া ১২।৪৬ কৃত্তিকা বিশ্ব নক্ষত্র রা ১০।৪৯।

২০ বিষ্ণু ৩০ চৈত্র ১২ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪৭ অ ৬।১৫ গৌর চতুর্থী ১১।১২ রোহিণী বিষ্ণু নক্ষত্র রা ৯।৪৮। শ্রীরামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব।

২১ বিষ্ণু ৩১ চৈত্র ১৩ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৬ অ ৬।১৫ গৌর পঞ্চমী ৯।১৯ মৃগশিরা বষট্কার নক্ষত্র রা ৮.৩৩। চড়কের বন্ধ।

বৈশাখ ১৩২৮।

২২ বিষ্ণু ১ বৈশাখ ১৪ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪৫ অ ৬।১৬ গৌর ষষ্ঠী ৭।১০ পরে সপ্তমী রা ৪ ৫২ আর্দ্রা ভূতভব্য নক্ষত্র রা ৭।৪।

২৩ বিষ্ণু ২ বৈশাখ ১৫ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৪ অ ৬।১৬ গৌর অষ্টমী রা ২।২৬ পুনর্ব্বসু প্রভু নক্ষত্র ৫।২৮।

২৪ বিষ্ণু ৩ বৈশাখ ১৬ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৩ অ ৬।১৭ গৌর নবমী রা ১২।১ পুষ্যা ভূতভৃৎ নক্ষত্র ৩।৪৮। শ্রীরাম নবমী।

২৫ বিষ্ণু ৪ বৈশাখ ১৭ এপ্রিল রবি বাসুদেব উ ৫।৪২ অ ৬।১৭ গৌর দশমী রা ৯।৩৮ অশ্লেষা ভূতকৃৎ নক্ষত্র ২।১০।

২৬ বিষ্ণু ৫ বৈশাখ ১৮ এপ্রিল সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪১ অ ৬।১৭ গৌর একাদশী রা ৭ ২৫ মঘা ভাব নক্ষত্র ১২।৪০। একাদশীর উপবাস।

২৭ বিষ্ণু ৬ বৈশাখ ১৯ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪১ অ ৬।১৮ গৌর দ্বাদশী ৫।২৪ পূর্ব্ব ফল্গুনী ভূতাত্মা নক্ষত্র ১১।২২।

২৮ বিষ্ণু ৭ বৈশাখ ২০ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪০ অ ৬।১৮ গৌর ত্রয়োদশী ৩।৪০ উত্তর ফল্গুনী ভূতভাবন নক্ষত্র ১০।১৭।

২৯ বিষ্ণু ৮ বৈশাখ ২১ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩৯ অ ৬।১৯ গৌর চতুর্দ্দশী ২।১৯ হস্তা ৯ ৩৫।

৩০ বিষ্ণু ৯ বৈশাখ ২২ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩৮ অ ৬।১৯ পূর্ণিমা চক্রধর তিথি ১।২২ চিত্রা ৯।১৫। শ্রীবংশীবদনের আবির্ভাব।

মধুসূদন ৪৩৫।

১ মধুসূদন ১০ বৈশাখ ২৩ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩৭ অ ৬।২০ কৃষ্ণ প্রতিপদ ১২।৫৪ স্বাতী ৯।২৪। শবেবরাৎ।

২ মধুসূদন ১১ বৈশাখ ২৪ এপ্রিল রবি বাসুদেব উ ৫।৩৬ অ ৬।২০ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ১২।৫৬ বিশাখা ১০।২

৩ মধুসূদন ১২ বৈশাখ ২৫ এপ্রিল সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩৬ অ ৬।২০ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১।৩০ অনুরাধা ১১।১১

৪ মধুসূদন ১৩ বৈশাখ ২৬ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩৫ অ ৬।২১ কৃষ্ণ চতুর্থী ২।৩৩ জ্যেষ্ঠা ১২।৪৪

৫ মধুসূদন ১৪ বৈশাখ ২৭ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩৪ অ ৬।২১ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৪।২ মূলা ২।৪৭

৬ মধুসূদন ১৫ বৈশাখ ২৮ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩৪ অ ৬।২১ কৃষ্ণ ষষ্ঠী অপরাহ্ণ ৫।৪৯ পূর্ব্বাষাঢ়া ৫।১০

৭ মধুসূদন ১৬ বৈশাখ ২৯ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩৩ অ ৬।২২ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ৭।৫০ উত্তরাষাঢ়া রা ৭।৪৩। শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের তিরোভাব।

৮ মধুসূদন ১৭ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩২ অ ৬।২২ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ৯।৫৩ শ্রবণা রা ১০।২০

মে ১৯২১।

৯ মধুসূদন ১৮ বৈশাখ ১ মে রবি বাসুদেব উ ৫।৩২ অ ৬।২৩ কৃষ্ণ নবমী রা ১১।৪৭ ধনিষ্ঠা রা ১২।৪৯

১০ মধুসূদন ১৯ বৈশাখ ২ মে সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩১ অ ৬।২৩ কৃষ্ণ দশমী রা ১।২৫ শতভিষা রা ৩।১

১১ মধুসূদন ২০ বৈশাখ ৩ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩০ অ ৬।২৩ কৃষ্ণ একাদশী রা ২।৩৯ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ৪।৫০। একাদশীর উপবাস।

১২ মধুসূদন ২১ বৈশাখ ৪ মে বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩০ অ ৬।২৪ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ৩।২৫ উত্তরভাদ্রপদ দিবারাত্র।

১৩ মধুসূদন ২২ বৈশাখ ৫ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৯ অ ৬।২৪ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ৩।৪১ উত্তরভাদ্রপদ প্রাতঃ ৬।১০

১৪ মধুসূদন ২৩ বৈশাখ ৬ মে শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৮ অ ৬।২৫ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৩।২৬ রেবতী ৭।১

১৫ মধুসূদন ২৪ বৈশাখ ৭ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৮ অ ৬।২৫ অমাবস্তা রা ২।৪১ অশ্বিনী ৭।২৫

১৬ মধুসূদন ২৫ বৈশাখ ৮ মে রবি বাসুদেব উ ৫।২৭ অ ৬।২৬ গৌর প্রতিপদ রা ১।৩০ ভরণী ৭।১৮

১৭ মধুসূদন ২৬ বৈশাখ ৯ মে সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৭ অ ৬।২৬ গৌর দ্বিতীয়া রা ১১'৫৫ কৃত্তিকা ৬।৪৫

১৮ মধুসূদন ২৭ বৈশাখ ১০ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৬ অ ৬।২৭ গৌর তৃতীয়া রা ১০।১ রোহিণী প্রাতঃ ৫।৫০ পরে মৃগশিরা রা ৪।৫৮। শ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা। শ্রীবদরিনারায়ণের দ্বারোদ্ঘাটন।

১৯ মধুসূদন, ২৮ বৈশাখ ১১ মে বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৫ অ ৬।২৭ গৌর চতুর্থী রা ৭'৫২ আর্দ্রা রা ৩।১১

২০ মধুসূদন ২৯ বৈশাখ ১২ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫ ২৫ অ ৬।২৮ গৌর পঞ্চমী অপরাহ্ন ৫।৩২ পুনর্ব্বসু রা ১।৩৬

২১ মধুসূদন ৩০ বৈশাখ ১৩ মে শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫ ২৪ অ ৬।২৮ গৌর ষষ্ঠী ৩'৫ পুষ্যা রা ১১।৫৭

২২ মধুসূদন ৩১ বৈশাখ ১৪ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৪ অ ৬ ২৯ গৌর সপ্তমী ১২।৩৮ অশ্লেষা রা ১০।১৮

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮।

২৩ মধুসূদন ১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ মে রবি বাসুদেব উ ৫।২৩ অ ৬।২৯ গৌর অষ্টমী ১০।১৪ মঘা রা ৮।৪৬

২৪ মধুসূদন ২ জ্যৈষ্ঠ ১৬ মে সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৩ অ ৬।৩০ গৌর নবমী ৭।৫৯ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৭।২৫ সীতা নবমী। শ্রীজাহ্নবা মাতার আবির্ভাব।

২৫ মধুসূদন ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৭ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২২ অ ৬।৩০ গৌর দশমী প্রাতঃ ৫।৫৬ পরে একাদশী রা ৪।১১ উত্তর ফল্গুনী অপরাহ্ন ৬।১৭

২৬ মধুসূদন ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮ মে বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২২ অ ৬।৩১ গৌর দ্বাদশী রা ২।৪৭ হস্তা অপরাহ্ন ৫।২২। একাদশীর উপবাস।

২৭ মধুসূদন ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৯ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২১ অ ৬।৩১ গৌর ত্রয়োদশী রা ১।১৭ চিত্রা ৫।৫

২৮ মধুসূদন ৬ জ্যৈষ্ঠ ২০ মে শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২১ অ ৬।৩২ গৌর চতুর্দ্দশী রা ১।১৭ স্বাতী ৫।৭। শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী।

২৯ মধুসূদন ৭ জ্যৈষ্ঠ ২১ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২০ অ ৬।৩২ পূর্ণিমা রা ১।১৭ বিশাখা অপরাহ্ন ৫।৩৮। শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল। শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের তিরোভাব।

ত্রিবিক্রম ৪৩৫।

১ ত্রিবিক্রম ৮ জ্যৈষ্ঠ ২২ মে রবিবার বাসুদেব উ ৫।২০ অ ৬।৩৩ কৃষ্ণ প্রতিপৎ রা ১।৪৭ অনুরাধা সায়ং ৬।৪০।

২ ত্রিবিক্রম ৯ জ্যৈষ্ঠ ২৩ মে সোমবার সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৯ অ ৬।৩৪ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ২।৪৭ জ্যেষ্ঠা রা ৮।৭।

৩ ত্রিবিক্রম ১০ জ্যৈষ্ঠ ২৪ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৯ অ ৬।৩৪ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৪।১৩ মূলা রা ১০।৫।

৪ ত্রিবিক্রম ১১ জ্যৈষ্ঠ ২৫ মে বুধবার অনিরুদ্ধ উ ৫।১৯ অ ৬।৩৪ কৃষ্ণ চতুর্থী দিবারাত্র পূর্ব্বাষাঢ়া রা ১২।২৪।

৫ ত্রিবিক্রম ১২ জ্যৈষ্ঠ ২৬ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৯ অ

৬।৩৫ কৃষ্ণ চতুর্থী প্রাতঃ ৬।০ উত্তরাষাঢ়া রা ২।৫৬ ।

৬ ত্রিবিক্রম ১৩ জ্যৈষ্ঠ ২৭ মে শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৯ অ ৬।৩৫ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৮।০ শ্রবণা দিবারাত্র । রায় শ্রীরামানন্দের তিরোভাব ।

৭ ত্রিবিক্রম ১৪ জ্যৈষ্ঠ ২৮ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৯ অ ৬।৩৫ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ১০।১ শ্রবণা প্রাতঃ ৫।৩৪ ।

৮ ত্রিবিক্রম ১৫ জ্যৈষ্ঠ ২৯ মে রবি বাসুদেব উ ৫।১৯ অ ৬।৩৬ কৃষ্ণ সপ্তমী ১১।৫৫ ধনিষ্ঠা ৮।৫

৯ ত্রিবিক্রম ১৬ জ্যৈষ্ঠ ৩০ মে সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৮ কৃষ্ণ অষ্টমী ১।৩২ শতভিষা ১০।৩৩

১০ ত্রিবিক্রম ১৭ জ্যৈষ্ঠ ৩১ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৮ অ ৬।৩৬ কৃষ্ণ নবমী ২।৪৬ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১২।১৮

জুন ১৯২১ ।

১১ ত্রিবিক্রম ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৮ অ ৬।৩৭ কৃষ্ণ দশমী ৩।৩৩ উত্তর ভাদ্রপদ ১।৪৩

১২ ত্রিবিক্রম ১৯ জ্যৈষ্ঠ ২ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৩৭ কৃষ্ণ একাদশী ৩।৪৮ রেবতী ২।৪২ । একাদশীর উপবাস । শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব ।

১৩ ত্রিবিক্রম ২০ জ্যৈষ্ঠ ৩ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৩৭ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৩।৩৩ অশ্বিনী ৩।১২ ।

১৪ ত্রিবিক্রম ২১ জ্যৈষ্ঠ ৪ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৩৮ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ২।৪৯ ভরণী ৩।২২

১৫ ত্রিবিক্রম ২২ জ্যৈষ্ঠ ৫ জুন রবি বাসুদেব উ ৫।১৮ অ ৬।৩৮ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ১।৩৮ । কৃত্তিকা ২।৪৬

১৬ ত্রিবিক্রম ২৩ জ্যৈষ্ঠ ৬ জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৮ অ ৬,৩৯ অমাবস্যা ১২।৩ রোহিণী ১।৫৬। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব।

১৭ ত্রিবিক্রম ২৪ জ্যৈষ্ঠ ৭ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৮ অ ৬,৩৯ গৌর প্রতিপদ্ ১০।৮ মৃগশিরা ১২।৪৭

১৮ ত্রিবিক্রম ২৫ জ্যৈষ্ঠ ৮ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৮ অ ৬.৩৯ গৌর দ্বিতীয়া ৭।৫৯ আর্দ্রা ১১।২৫। ইদলফেতরের বন্ধ।

১৯ ত্রিবিক্রম ২৬ জ্যৈষ্ঠ ৯ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪০ গৌর তৃতীয়া প্রাতঃ ৫।৩৯ পরে চতুর্থী রা ৩।১১ পুনর্ব্বসু ৯।৫৩

২০ ত্রিবিক্রম ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১০ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪০ গৌর পঞ্চমী রা ১২।৪৪ পুষ্যা ৮।৪৪। শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব।

২১ ত্রিবিক্রম ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১১ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪০ গৌর ষষ্ঠী রা ১০।১৮ অশ্লেষা প্রাতঃ ৬।৩৫ পরে মঘা রাত্রি শেষ ৫।০

২২ ত্রিবিক্রম ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২ জুন রবি বাসুদেব উ ৫।১৮ অ ৬।৪১ গৌর সপ্তমী রা ৮।১ পূর্ব্ব ফল্গুনী রা ৩।৩৬

২৩ ত্রিবিক্রম ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩ জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৮ অ ৬ ৪২ গৌর অষ্টমী অপরাহ্ণ ৫।৫৭ উত্তর ফল্গুনী রা ২।২৫

২৪ ত্রিবিক্রম ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন ৫।১৮ অ ৬।৪২ গৌর নবমী ৪।৯ হস্তা রা ১।৩২। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের তিরোভাব।

আষাঢ় ১৩২৮।

২৫ ত্রিবিক্রম ১ আষাঢ় ১৫ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৮ অ ৬।৪১ গৌর দশমী ২।৪৩ চিত্রা ১।২। শ্রীগঙ্গামাতার আবির্ভাব। দশহরা বন্ধ।

২৬ ত্রিবিক্রম ২ আষাঢ় ১৬ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪৩ গৌর একাদশী ১।৪১ স্বাতী রা ১২।৫৭। একাদশীর উপবাস।

২৭ ত্রিবিক্রম ৩ আষাঢ় ১৭ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪৩ গৌর দ্বাদশী ১।৮ বিশাখা রা ১।২৪।

২৮ ত্রিবিক্রম ৪ আষাঢ় ১৮ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪৪ গৌর ত্রয়োদশী ১।৫ অনুরাধা রা ২।১৮। শ্রীদাস গোস্বামীর দণ্ডমহোৎসব।

২৯ ত্রিবিক্রম ৫ আষাঢ় ১৯ জুন রবি বাসুদেব উ ৫।১৮ অ ৬।৪৪ গৌর চতুর্দ্দশী ১।৩২ জ্যেষ্ঠা রা ৩।৪০

৩০ ত্রিবিক্রম ৬ আষাঢ় ২০ জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৮ অ ৬।৪৫ পূর্ণিমা ২।৩০ মূলা দিবারাত্র। শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব।

বামন ৪৩৫।

১ বামন ৭ আষাঢ় ২১ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৮ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ প্রতিপদ ৩।৫৩ মূলা ৫ ৩২ প্রাতঃ। শ্রীশ্যামদাস আচার্য্যের তিরোভাব।

২ বামন ৮ আষাঢ় ২২ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৮ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া অপরাহ্ন ৫.৩৭ পূর্ব্বাষাঢ়া ৭ ৪৬

৩ বামন ৯ আষাঢ় ২৩ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৭।৩৫ উত্তরাষাঢ়া ১০ ১৬

৪ বামন ১০ আষাঢ় ২৪ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬ ৪৬ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ৯।৩৭ শ্রবণা ১২'৫৪। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব।

৫ বামন ১১ আষাঢ় ২৫ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৯ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ১১।৩১ ধনিষ্ঠা ৩।২৭

৬ বামন ১২ আষাঢ় ২৬ জুন রবি বাসুদেব উ ৫।১৯ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ১।১০ শতভিষা অপরাহ্ণ ৪।৪৯

৭ বামন ১৩ আষাঢ় ২৭ জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৯ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ২।২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ৭।৫০

৮ বামন ১৪ আষাঢ় ২৮ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২০ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ৩।১৪ উত্তরভাদ্রপদ রা ৯।২২

৯ বামন ১৫ আষাঢ় ২৯ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২০ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ নবমী রা ৩।৩১ রেবতী রা ১০।২৮

১০ বামন ১৬ আষাঢ় ৩০ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২১ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ দশমী রা ৩।১৭ অশ্বিনী রা ১১।৪

জুলাই ১৯২১

১১ বামন ১৭ আষাঢ় ১ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২১ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ একাদশী রা ২।৩৫ ভরণী রা ১১।১১। একাদশীর উপবাস। শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব।

১২ বামন ১৮ আষাঢ় ২ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২২ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ১।২৪ কৃত্তিকা রা ১০।৫০

১৩ বামন ১৯ আষাঢ় ৩ জুলাই রবি বাসুদেব উ ৫।২২ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ১১।৫১ রোহিণী রা ১০।৫

১৪ বামন ২০ আষাঢ় ৪ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২২ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৯।৫৭ মৃগশিরা রা ৯।০

১৫ বামন ২১ আষাঢ় ৫ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৩ অ ৬।৪৬ অমাবস্যা রা ৭।৪৮ আর্দ্রা রা ৭।৪২। কালিকাপুরে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব মহোৎসব। শ্রীনবদ্বীপ গোদ্রুমে (স্বরূপগঞ্জে) শ্রীস্বানন্দসুখদ কুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।

১৬ বামন ২২ আষাঢ় ৬ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৩ অ ৬।৪৬ গৌর প্রতিপদ অপরাহ্ণ ৫।২৮ পুনর্ব্বসু অপরাহ্ণ ৬।১১

১৭ বামন ২৩ আষাঢ় ৭ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৩ অ ৬।৪৬ গৌর দ্বিতীয়া ৩।১ পুষ্যা ৪।৩৩। শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। শ্রীল দামোদর স্বরূপ গোস্বামীর তিরোভাব।

১৮ বামন ২৪ আষাঢ় ৮ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৪ অ ৬।৪৬ গৌর তৃতীয়া ১২।৩২ অশ্লেষা ২।৫৪

১৯ বামন ২৫ আষাঢ় ৯ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৪ অ ৬।৪৬ গৌর চতুর্থী ১০।৭ মঘা ১।১৯

২০ বামন ২৬ আষাঢ় ১০ জুলাই রবি বাসুদেব উ ৫।২৫ অ ৬।৪৬ গৌর পঞ্চমী ৭।৪৯ পূর্ব্বফল্গুনী ১১।৫২। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী বিজয়, হোরা পঞ্চমী।

২১ বামন ২৭ আষাঢ় ১১ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৫ অ ৬।৪৫ গৌর ষষ্ঠী প্রাতঃ ৫।৪৪ পরে সপ্তমী রা ৩।৫৪ উত্তরফল্গুনী ১০।৩৯

২২ বামন ২৮ আষাঢ় ১২ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৬ অ ৬।৪৫ গৌর অষ্টমী রা ২।২৬ হস্তা ৯।৪০

২৩ বামন ২৯ আষাঢ় ১৩ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৬ অ ৬।৪৫ গৌর নবমী রা ১।২২ চিত্রা ৯।৩৬

২৪ বামন ৩০ আষাঢ় ১৪ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৬ অ ৬।৪৫ গৌর দশমী রা ১২।৪৭ স্বাতী ৮।৫৪। পুনর্যাত্রা।

২৫ বামন ৩১ আষাঢ় ১৫ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৬ অ ৬।৪ গৌর একাদশী রা ১২।৪১ বিশাখা ৯।১৩। শ্রীহরিশয়ন। একাদশীর উপবাস।

২৬ বামন ৩২ আষাঢ় ১৬ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৭ অ ৬।৪৫ গৌর দ্বাদশী রা ১।৬ অনুরাধা ১০।০। দ্বাদশ্যারম্ভ পক্ষে এবং কোনমতেও

চাতুর্ম্মাস্যে ব্রতারম্ভ। তদ্বিধিঃ—শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছকং দধিভাদ্রপদে তথা। দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ," শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ, কার্ত্তিকে মাষ, অলাবু-আদি আমিষ ত্যাগ করিবে, নখ, কেশ, লোম ধারণ করিবে, কলম্বী ও পটোল বর্জ্জন করিবে, সর্ব্বপ্রকার ভোগ ত্যাগ করতঃ সংযমের সহিত সদা শ্রীহরিভজন করিবে।

শ্রাবণ ১৩২৮।

২৭ বামন ১ শ্রাবণ ১৭ জুলাই রবি বাসুদেব উ ৫।২৭ অ ৬।৪৫ গৌর ত্রয়োদশী রা ২।১ জ্যেষ্ঠা ১১।১৮

২৮ বামন ২ শ্রাবণ ১৮ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৭ অ ৬।৪৫ গৌর চতুর্দ্দশী রা ৩।২২ মূলা ১ ৩

২৯ বামন ৩ শ্রাবণ ১৯ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫ ২৮ অ ৬।৫৫ পূর্ণিমা রা ৫।৫ পূর্ব্বাষাঢ়া ৩.১৩। শ্রীসনাতন গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীকৃষ্ণের নব মেঘোৎসব।

শ্রীধর ৪৩৫।

১ শ্রীধর ৪ শ্রাবণ ২০ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৮ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ প্রতিপদ দিবারাত্র উত্তরাষাঢ়া অপরাহ্ণ ৫।৪০। চান্দ্রমতে চাতুর্ম্মাস্যারম্ভ। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর তিরোভাব।

২ শ্রীধর ৫ শ্রাবণ ২১ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৮ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ প্রতিপদ ৭।২ শ্রবণা রা ৮।১৬

৩ শ্রীধর ৬ শ্রাবণ ২২ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৮ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৯।৩ ধনিষ্ঠা রা ১০।৫১

৪ শ্রীধর ৭ শ্রাবণ ২৩ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৯ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১০।৫৮ শতভিষা রা ১।১৫

৫ শ্রীধর ৮ শ্রাবণ ২৪ জুলাই রবি বাসুদেব উ ৫।২৯ অ ৬।৪৩ কৃষ্ণ চতুর্থী ১২।৩৮ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ৩.২১

৬ শ্রীধর ৯ শ্রাবণ ২৫ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৯ অ ৬।৪৩ কৃষ্ণ পঞ্চমী ১।৫৪ উত্তর ভাদ্রপদ শেষ রাত্রি ৫।০। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।

৭ শ্রীধর ১০ শ্রাবণ ২৬ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩০ অ ৬।৪৩ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ২।৪৬ রেবতী দিবারাত্র।

৮ শ্রীধর ১১ শ্রাবণ ২৭ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩০ অ ৬.৪২ কৃষ্ণ সপ্তমী ৩।৫ রেবতী প্রাতঃ ৬.১২

৯ শ্রীধর ১২ শ্রাবণ ২৮ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫.৩১ অ ৬।৪২ কৃষ্ণ অষ্টমী ২।৫৪ অশ্বিনী ৬।৫৫ শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব-

১০ শ্রীধর ১৩ শ্রাবণ ২৯ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩১ অ ৬.৪১ কৃষ্ণ নবমী ২।১৪ ভরণী ৭।৯

১১ শ্রীধর ১৪ শ্রাবণ ৩০ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩২ অ ৬.৪১ কৃষ্ণ দশমী ১।৬ কৃত্তিকা ৬।৫২

১২ শ্রীধর ১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই রবি বাসুদেব উ ৫।৩২ অ ৬।৪০ কৃষ্ণ একাদশী ১১।৩৫ রোহিণী প্রাতঃ ৬।১৩ পরে মৃগশিরা রাত্রি শেষ ৫।১১ একাদশীর উপবাস।

আগষ্ট ১৯২১।

১৩ শ্রীধর ১৬ শ্রাবণ ১ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩৩ অ ৬.৪০ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৯।৪৩ আর্দ্রা রা ৩।৫৫

১৪ শ্রীধর ১৭ শ্রাবণ ২ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩৩ অ ৬।৩৯ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৭।৫৫ পরে চতুর্দ্দশী রাত্রি শেষ ৫।১৬ পুনর্ব্বসু রা ২।৩৭

১৫ শ্রীধর ১৮ শ্রাবণ ৩ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩৪ অ ৬,৩৮ অমাবস্যা রা ২।৪৯ পুষ্যা রা ১২।৫০

১৬ শ্রীধর ১৯ শ্রাবণ ৪ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩৪ অ ৬,৩৮ গৌর প্রতিপদ রা ১২।২১ অশ্লেষা রা ১১।১১

১৭ শ্রীধর ২০ শ্রাবণ ৫ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫,৩৫ অ ৬।৩৭ গৌর দ্বিতীয়া রা ৯।৫৫ মঘা রা ৯।৩৪

১৮ শ্রীধর ২১ শ্রাবণ ৬ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩৫ অ ৬,৩৭ গৌর তৃতীয়া রা ৭,৩৭ পূর্ব্ব ফল্গুনী রা ৮,৪

১৯ শ্রীধর ২২ শ্রাবণ ৭ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৩৫ অ ৬,৩৬ গৌর চতুর্থী ৫।৩১ উত্তর ফল্গুনী সন্ধ্যা ৬,৪৮

২০ শ্রীধর ২৩ শ্রাবণ ৮ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫,৩৬ অ ৬।৩৫ গৌর পঞ্চমী ৩।৪০ হস্তা অপরাহ্ণ ৫,৪৬

২১ শ্রীধর ২৪ শ্রাবণ ৯ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫,৩৬ অ ৬।৩৫ গৌর ষষ্ঠী ২।১২ চিত্রা ৫,৫

২২ শ্রীধর ২৫ শ্রাবণ ১০ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩৭ অ ৬,৩৪ গৌর সপ্তমী ১।৭ স্বাতী ৪।৪৮

২৩ শ্রীধর ২৬ শ্রাবণ ১১ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩৭ অ ৬,৩৩ গৌর অষ্টমী ১২।৩১ বিশাখা ৫,০

২৪ শ্রীধর ২৭ শ্রাবণ ১২ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩৭ অ ৬।৩৩ গৌর নবমী ১২,২৪ অনুরাধা অপরাহ্ণ ৫।৪১

২৫ শ্রীধর ২৮ শ্রাবণ ১৩ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩৮ অ ৬।৩২ গৌর দশমী ১২।৪৮ জ্যেষ্ঠা সন্ধ্যা ৬,৫১

২৬ শ্রীধর ২৯ শ্রাবণ ১৪ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৩৮ অ ৬,৩১ গৌর একাদশী ১।৪৩ মূলা রা ৮।২৯। একাদশীর উপবাস। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রারম্ভ।

২৭ শ্রীধর ৩০ শ্রাবণ ১৫ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩৮ অ ৬।৩০ গৌর দ্বাদশী ৩।৩ পূর্ব্বষাঢ়া রা ১০।৩৩। শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের ও শ্রীগোবিন্দ দাসের তিরোভাব। ইত্যুদ্ভোহার বন্ধ।

২৮ শ্রীধর ৩১ শ্রাবণ ১৬ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩৯ অ ৫।৩০ গৌর ত্রয়োদশী ৪।৪৬ উত্তরাষাঢ়া রা ১২.৫৭

ভাদ্র ১৩২৮।

২৯ শ্রীধর ১ ভাদ্র ১৭ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩৯ অ ৬।২৯ গৌর চতুর্দ্দশী সন্ধ্যা ৬।৪৩ শ্রবণা রা ৩।১১

৩০ শ্রীধর ২ ভাদ্র ১৮ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ী ৫.৩৯ অ ৬।২৮ পূর্ণিমা রা ৮।৪৬ ধনিষ্ঠা দিবারাত্র। শ্রীবলদেবের আবির্ভাব হিন্দোল যাত্রা (ঝুলন) শেষ।

হৃষীকেশ ৪৩৫।

১ হৃষীকেশ ৩ ভাদ্র ১৯ আগষ্ট শুক্রবার গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪০ অ ৬.২৭ কৃষ্ণ প্রতিপদ রা ১০।৪২ ধনিষ্ঠা প্রাতঃ ৬।৮

২ হৃষীকেশ ৪ ভাদ্র ২০ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪০ অ ৬।২৭ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ১২ ২৪ শতভিষা ৮।৩৫

৩ হৃষীকেশ ৫ ভাদ্র ২১ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৪০ অ ৬।২৬ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ১।৪৩ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১০।৪৫

৪ হৃষীকেশ ৬ ভাদ্র ২২ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪১ অ ৬.২৫ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ২।৩৭ উত্তরভাদ্রপদ ১২ ৩২

৫ হৃষীকেশ ৭ ভাদ্র ২৩ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪১ অ ৬।২৪ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ২।৫৯ রেবতী ১।৫১

৬ হৃষীকেশ ৮ ভাদ্র ২৪ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫৪১ অ ৬।২৪ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ২।৫১ অশ্বিনী ২।৩৯।

৭ হৃষীকেশ ৯ ভাদ্র ২৫ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪১ অ ৬।২৩ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ২।১৩ ভরণী ২।৫৯।

৮ হৃষীকেশ ১০ ভাদ্র ২৬ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪২ অ ৬।২২ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ১ ৮ কৃত্তিকা ২।৪৮। শ্রীজন্মাষ্টমীর উপবাস। কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীভগবান্ ও ভক্তের মাসব্যাপী আবির্ভাব মহোৎসব আরম্ভ।

৯ হৃষীকেশ ১১ ভাদ্র ২৭ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪২ অ ৬।২১ কৃষ্ণ নবমী রা ১১।৩৯ রোহিণী ২।১৪। শ্রীনন্দোৎসব।

১০ হৃষীকেশ ১২ ভাদ্র ২৮ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৪৩ অ ৬।২০ কৃষ্ণ দশমী রা ৯।৪৯ মৃগশিরা ১।১৬।

১১ হৃষীকেশ ১৩ ভাদ্র ২৯ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৩ অ ৬।১৯ কৃষ্ণ একাদশী রা ৭।৪৩ আর্দ্রা ১২।২। একাদশীর উপবাস।

১২ হৃষীকেশ ১৪ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪৩ অ ৬।১৮ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৫।২৬ পুনর্ব্বসু ১০।৩৫।

১৩ হৃষীকেশ ১৫ ভাদ্র ৩১ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৪ অ ৬।১৭ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৩।১ পুষ্যা ৮।৫৯।

সেপ্টেম্বর ১৯২১।

১৪ হৃষীকেশ ১৬ ভাদ্র ১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪৪ অ ৬।১৬ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ১২।৩৩ অশ্লেষা ৭।২০ পরে মঘা রাত্রি শেষ ৫।৪০।

১৫ হৃষীকেশ ১৭ ভাদ্র ২ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৪ অ ৬।১৫ অমাবস্যা ১০।৮ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৪।৯।

১৬ হৃষীকেশ ১৮ ভাদ্র ৩ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৫ অ ৬।১৪ গৌর প্রতিপদ ৭।৫১ উত্তর ফল্গুনী রা ২।৫০ সৌর মতে শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের জন্ম দিন।

১৭ হৃষীকেশ ১৯ ভাদ্র ৪ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেব উ ৫।৪৫ অ ৬।১ গৌর দ্বিতীয়া প্রাতঃ ৫।৪৫।২২ পরে তৃতীয়া রা ৩।৫৫ হস্তা রা ১।৪৩।

১৮ হৃষীকেশ ২০ ভাদ্র ৫ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৬ অ ৬।১ গৌর চতুর্থী রা ২।২৬ চিত্রা রা ১২।৫৭।

১৯ হৃষীকেশ ২১ ভাদ্র ৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪৬ অ ৬।১ গৌর পঞ্চমী রা ১।২১ স্বাতী রা ১২।৩৪ শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

২০ হৃষীকেশ ২২ ভাদ্র ৭ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৬ অ ৬।১ গৌর ষষ্ঠী রা ১২।৫৫ বিশাখা রা ১২।৩৯।

২১ হৃষীকেশ ২৩ ভাদ্র ৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪ অ ৬।৯ গৌর সপ্তমী রা ১২।৩৮ অনুরাধা রা ১।১৩। শ্রীললিতা সপ্তমী।

২২ হৃষীকেশ ২৪ ভাদ্র ৯ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৭ অ ৬। গৌর অষ্টমী রা ১।৩ জ্যেষ্ঠা রা ২।১৭। শ্রীরাধাষ্টমী। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব।

২৩ হৃষীকেশ ২৫ ভাদ্র ১০ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৭ অ ৬।৭ গৌর নবমী রা ১।৫৮ মূলা রা ৩।৪৬।

২৪ হৃষীকেশ ২৬ ভাদ্র ১১ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেব উ ৫।৪৭ অ ৬। গৌর দশমী রা ৩।১৯ পূর্ব্বাষাঢ়া রাত্রি শেষ ৫।৪৬।

২৫ হৃষীকেশ ২৭ ভাদ্র ১২ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৮ অ ৬। গৌর একাদশী রাত্রি শেষ ৫।৩ উত্তরাষাঢ়া দিবারাত্র। পার্শ্বৈকাদশী।

২৬ হৃষীকেশ ২৮ ভাদ্র ১৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪৮ অ ৬। গৌর দ্বাদশী দিবারাত্র উত্তরাষাঢ়া ৮।৬ বঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস

২৭ হৃষীকেশ ২৯ ভাদ্র ১৪ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৮ অ ৬।৩ গৌর দ্বাদশী ৭।২ শ্রবণা ১০।৩৮। ৭।২ মধ্যে পারণ। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব।

২৮ হৃষীকেশ ৩০ ভাদ্র ১৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪৯ অ ৬।২ গৌর ত্রয়োদশী ৯।৬ ধনিষ্ঠা ১।১৫। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব। কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে বিরাট মহামহোৎসব।

২৯ হৃষীকেশ ৩১ ভাদ্র ১৬ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৯ অ ৬।১ গৌর চতুর্দ্দশী ১১.৪ শতভিষা ৩।৪৫। অনন্ত চতুর্দ্দশী। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

আশ্বিন ১৩২৮।

৩০ হৃষীকেশ ১ আশ্বিন ১৭ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৯ অ ৬।০ পূর্ণিমা ১২।৪৯ পূর্ব্বভাদ্রপদ সন্ধ্যা ৫।৫৯। শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব।

পদ্মনাভ ৪৩৫।

১ পদ্মনাভ ২ আশ্বিন ১৮ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেব উ ৫।৫০ অ ৫।৫৯ কৃষ্ণ প্রতিপদ ২।১০ উত্তরভাদ্রপদ রা ৭।৫২।

২ পদ্মনাভ ৩ আশ্বিন ১৯ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫০ অ ৫।৫৮ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৩।৬ রেবতী রা ৯।১৪।

৩ পদ্মনাভ ৪ আশ্বিন ২০ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫০ অ ৫।৫৭ কৃষ্ণ তৃতীয়া ৩।৩০ অশ্বিনী রা ১০।১০।

৪ পদ্মনাভ ৫ আশ্বিন ২১ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫১ অ ৫।৫৬ কৃষ্ণ চতুর্থী ৩।২৪ ভরণী রা ১০।৩৭।

৫ পদ্মনাভ ৬ আশ্বিন ২২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫১ অ ৫।৫৫ কৃষ্ণ পঞ্চমী ২।৪৮ কৃত্তিকা রা ১০।৩৩।

৬ পদ্মনাভ ৭ আশ্বিন ২৩ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫১ অ ৫।৫৪ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ১।৪৬ রোহিণী ১০।৪।

৭ পদ্মনাভ ৮ আশ্বিন ২৪ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫২ অ ৫।৫৩ কৃষ্ণ সপ্তমী ১২।১৯ মৃগশিরা রা ৯।১২।

৮ পদ্মনাভ ৯ আশ্বিন ২৫ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেব উ ৫.৫২ অ ৫।৫২ কৃষ্ণ অষ্টমী ১০.৩১ আর্দ্রা রা ৮।০।

৯ পদ্মনাভ ১০ আশ্বিন ২৬ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫২ অ ৫।৫১ কৃষ্ণ নবমী ৮।২৭ পুনর্ব্বসু রা ৬।৩৭।

১০ পদ্মনাভ ১১ আশ্বিন ২৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫.৫১ অ ৫।৫০ কৃষ্ণ দশমী ৬।১২ পরে একাদশী রা ৩।৫৮ পুষ্যা ৫।২।

১১ পদ্মনাভ ১২ আশ্বিন ২৮ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫৩ অ ৫।৪৯ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ১।২২ অশ্লেষা ৩ ২২। একাদশীর উপবাস।

১২ পদ্মনাভ ১৩ আশ্বিন ২৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫ ৫৩ অ ৫।৪৮ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ১।[illegible] মঘা ১.৪২।

১৩ পদ্মনাভ ১৪ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫৪ অ ৫।৪৭ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৮।৪৩ পূর্ব্বফল্গুনী ১২।৮।

অক্টোবর ১৯২১।

১৪ পদ্মনাভ ১৫ আশ্বিন ১ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫.৫৪ অ ৫।৪৬ অমাবস্যা সন্ধ্যা ৬।৪০ উত্তরফল্গুনী ১০।৪৫। মহালয়ার শ্রাদ্ধ।

১৫ পদ্মনাভ ১৬ আশ্বিন ২ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৫।৫৪ অ ৫।৪৫ গৌর প্রতিপদ ৪।৫১ হস্তা ৯।৩৪।

১৭ পদ্মনাভ ১৮ আশ্বিন ৪ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫৫ অ ৫।৪৩ গৌর তৃতীয়া ২।২১ স্বাতী ৮।১৫।

১৮ পদ্মনাভ ১৯ আশ্বিন ৫ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫৫ অ ৫ ৪২ গৌর চতুর্থী ১।৪৫ বিশাখা ৮।১২।

১৯ পদ্মনাভ ২০ আশ্বিন ৬ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫৬ অ ৫।৪১ গৌর পঞ্চমী ১।৪০ অনুরাধা ৮।৪১।

২০ পদ্মনাভ ২১ আশ্বিন ৭ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫৬ অ ৫।৪০ গৌর ষষ্ঠী ২।৬ জ্যেষ্ঠা ৯।৩৭।

২১ পদ্মনাভ ২২ আশ্বিন ৮ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫৬ অ ৫।৩৯ গৌর সপ্তমী ৩ ৪ মূলা ১১।০। দুর্গাপূজাবকাশ।

২২ পদ্মনাভ ২৩ আশ্বিন ৯ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৫।৫৭ অ ৫।৩৮ গৌর অষ্টমী ৪।২৭ পূর্ব্বাষাঢ়া ১২।৫৪।

২৩ পদ্মনাভ ২৪ আশ্বিন ১০ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫৭ অ ৫।৩৭ গৌর নবমী রা ৬।১৩ উত্তরাষাঢ়া ৩ ৪।

২৪ পদ্মনাভ ২৫ আশ্বিন ১১ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫৮ অ ৫।৩৬ গৌর দশমী রা ৮।১৪ শ্রবণা সন্ধ্যা ৫।৪০। শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব। বিজয়ার বন্ধ।

২৫ পদ্মনাভ ২৬ আশ্বিন ১২ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫৮ অ ৫।৩৫ গৌর একাদশী রা ১০।২৮ ধনিষ্ঠা রা ৮।১৭। একাদশীর উপবাস।

২৬ পদ্মনাভ ২৭ আশ্বিন ১৩ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫৮ অ ৫।৩৪ গৌর দ্বাদশী রা ১২।২২ শতভিষা রা ১০।৪৯। উর্জ্জা ব্রতারম্ভ। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ

২৭ পদ্মনাভ ২৮ আশ্বিন ১৪ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫৯ অ ৫।৩৪ গৌর ত্রয়োদশী রা ২।৮ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ১।৮।

২৮ পদ্মনাভ ২৯ আশ্বিন ১৫ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫৯ অ ৫।৩৩ গৌর চতুর্দ্দশী রা ৩।৩২ উত্তরভাদ্রপদ রা ৩।৬।

২৯ পদ্মনাভ ৩০ আশ্বিন ১৬ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৬।০ অ ৫।৩২ পূর্ণিমা রা ৪।২৯ রেবতী রা ৪।৩৫। শ্রীমুরারি গুপ্তের তিরোভাব। লক্ষ্মীপূজার বন্ধ। চন্দ্রগ্রহণ।

দামোদর ৪৩৫।

১ দামোদর ৩১ আশ্বিন ১৭ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।০ অ ৫।৩১ কৃষ্ণ প্রতিপদ রা ৪।৫৬ অশ্বিনী রাত্রিশেষ ৫।৩৭।

কার্ত্তিক ১৩২৮।

২ দামোদর ১ কার্ত্তিক ১৮ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।১ অ ৫।৩০ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ৪।৫২ ভরণী দিবারাত্র।

৩ দামোদর ২ কার্ত্তিক ১৯ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।১ অ ৫।২৯ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৪।১৭ ভরণী ৬।১১।

৪ দামোদর ৩ কার্ত্তিক ২০ আক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।২ অ ৫।২৮ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ৩।১৬ কৃত্তিকা ৬।১৪ পরে রোহিণী রা শেষ ৫।৫০।

৫ দামোদর ৪ কার্ত্তিক ২১ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।২ অ ৫।২৭ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ১।৪৯ মৃগশিরা রা শেষ ৫।৩। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।

৭ দামোদর ৬ কার্ত্তিক ২৩ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৬।৩ অ ৫।২৬ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ১০।২ পুনর্ব্বসু রা ২।৩৫।

৮ দামোদর ৭ কার্ত্তিক ২৪ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪ অ ৫।২৫ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ৭।৪৮ পুষ্যা রা ১।৪।

৯ দামোদর ৮ কার্ত্তিক ২৫ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪ অ ৫।২৪ কৃষ্ণ নবমী সন্ধ্যা ৫।২৬ অশ্লেষা রা ১১।২৪।

১০ দামোদর ৯ কার্ত্তিক ২৬ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৫ অ ৫।২৩ কৃষ্ণ দশমী ৩।৩ মঘা রা ৯।৪৫।

১১ দামোদর ১০ কার্ত্তিক ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৫ অ ৫।২৩ কৃষ্ণ একাদশী ১২।৪২ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৮।৯। একাদশীর উপবাস।

১২ দামোদর ১১ কার্ত্তিক ২৮ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৬ অ ৫।২২ কৃষ্ণ দ্বাদশী ১০।২৮ উত্তরফল্গুনী রা ৬।২৪। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।

১৩ দামোদর ১২ কার্ত্তিক ২৯ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৬ অ ৫।২১ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৮।২৭ হস্তা সন্ধ্যা ৫।২৯।

১৪ দামোদর ১৩ কার্ত্তিক ৩০ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৬।৭ অ ৫।২১ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ৬।৪১ পরে অমাবস্যা রাত্রি শেষ ৫।১৬। শ্যামাপূজার বন্ধ।

১৫ দামোদর ১৪ কার্ত্তিক ৩১ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৭ অ ৫।২০ গৌর প্রতিপদ রা ৪।১৫ স্বাতী ৩।৫৮। গোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব।

নবেম্বর ১৯২১।

১৬ দামোদর ১৫ কার্ত্তিক ১ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৮ অ ৫।২০ গৌর দ্বিতীয়া রা ৩।৪৩ বিশাখা ৩।৪৮। শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব।

১৭ দামোদর ১৬ কার্ত্তিক ২ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৮ অ ৫।১৯ গৌর তৃতীয়া রা ৩।৪১ অনুরাধা ৪।১০।

১৮ দামোদর ১৭ কার্ত্তিক ৩ নবেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৯ অ ৫।১৮ গৌর চতুর্থী রা ৪।৯ জ্যেষ্ঠা ৫.০।

১৯ দামোদর ১৮ কার্ত্তিক ৪ নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬ ৯ অ ৫।১৮ গৌর পঞ্চমী রাত্রি শেষ ৫।৯ মূলা সন্ধ্যা ৬।১৯।

২০ দামোদর ১৯ কার্ত্তিক ৫ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬.১০ অ ৫।১৭ গৌর ষষ্ঠী দিবারাত্র পূর্ব্বাষাঢ়া ৮.৭।

২১ দামোদর ২০ কার্ত্তিক ৬ নবেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।১১ অ ৫।২৭ গৌর ষষ্ঠী ৬।৩৬ উত্তরাষাঢ়া রা ১০।১৮।

২২ দামোদর ২১ কার্ত্তিক ৭ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।১১ অ ৫।১৬ গৌর সপ্তমী ৮ ২৫ শ্রবণা রা ১২।৪৬।

২৩ দামোদর ২২ কার্ত্তিক ৮ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।১২ অ ৫।১৬ গৌর অষ্টমী ১০।২৯ ধনিষ্ঠা রা ৩।২৩। শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুরের, শ্রীগদাধর দাসের ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব।

২৪ দামোদর ২৩ কার্ত্তিক ৯ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।১৩ অ ৫ ১৫ গৌর নবমী ১২।৩৮ শতভিষা রাত্রি শেষ ৫।৫৭। জগদ্ধাত্রী পূজার বন্ধ।

২৫ দামোদর ২৪ কার্ত্তিক ১০ নবেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।১৩ অ ৫ ১৪ গৌর দশমী ২।৪১ পূর্ব্বভাদ্র দিবারাত্র।

২৬ দামোদর ২৫ কার্ত্তিক ১১ নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।১৪ অ ৫।১৪ গৌর একাদশী ৪।২৯ পূর্ব্বভাদ্রপদ ৮।২১। উত্থান একাদশীর

২৭ দামোদর ২৬ কার্ত্তিক ১২ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।১৫ অ ৫।১৪ গৌর দ্বাদশী সন্ধ্যা ৫।৫৪ উত্তরভাদ্রপদ ১০।২৫। হর্য্যুত্থান মতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতসমাপন।

২৮ দামোদর ২৭ কার্ত্তিক ১৩ নবেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।১৫ অ ৫।১৩ গৌর ত্রয়োদশী রা ৬।৫৩ রেবতী ১২।১।

২৯ দামোদর ২৮ কার্ত্তিক ১৪ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।১৬ অ ৫।১৩ গৌর চতুর্দ্দশী রা ৭।২০ অশ্বিনী ১।১০।

৩০ দামোদর ২৯ কার্ত্তিক ১৫ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।১৭ অ ৫।১৩ পূর্ণিমা রা ৭।১৬ ভরণী ১।৫০। শ্রীরাসযাত্রা। উর্জ্জাব্রত শেষ। চান্দ্র মতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত-সমাপন। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব।

কেশব ৪৩৫।

১ কেশব ৩০ কার্ত্তিক ১৬ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।১৭ অ ৫।১২ কৃষ্ণ প্রতিপদ রা ৬।৪৩ কৃত্তিকা ২।১। কার্ত্তিকপূজার বন্ধ।

অগ্রহায়ণ ১৩২৮।

২ কেশব ১ অগ্রহায়ণ ১৭ নবেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।১৮ অ ৫।১২ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া সন্ধ্যা ৫।৪২ রোহিনী নক্ষত্র ১।৪৩।

৩ কেশব ২ অগ্রাহয়ণ ১৮ নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।১৮ অ ৫।১২ কৃষ্ণ তৃতীয়া ৪।১৭ মৃগশিরা ১।২।

৪ কেশব ৩ অগ্রহায়ণ ১৯ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।২০ অ ৫।১১ কৃষ্ণ চতুর্থী ২।৩১ আর্দ্রা ১১।৫৮।

৫ কেশব ৪ অগ্রহায়ণ ২০ নবেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।২০ অ ৫।১১ কৃষ্ণ পঞ্চমী ১২।৩০ ...

৬ কেশব ৫ অগ্রহায়ণ ২১ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।২১ অ ৫।১০ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ১০।১৮ পুষ্যা ৯।১২। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।

৭ কেশব ৬ অগ্রহায়ণ ২২ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।২২ অ ৫।১০ কৃষ্ণ সপ্তমী ৭।৫৮ পরে অষ্টমী রাত্রিশেষ ৫।৩৬ অশ্লেষা ৭।৩৫ পরে মঘা রাত্রি-শেষ ৫।৫৫।

৮ কেশব ৭ অগ্রহায়ণ ২৩ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।২৩ অ ৫।১০ কৃষ্ণ নবমী রা ৩।১৮ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৪।১৯।

৯ কেশব ৮ অগ্রহায়ণ ২৪ নবেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।২৪ অ ৫।৯ কৃষ্ণ দশমী রা ১।৭ উত্তর ফল্গুনী রা ২।৫০।

১০ কেশব ৯ অগ্রহায়ণ ২৫ নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।২৪ অ ৫।৯ কৃষ্ণ একাদশী রা ১১।৮ হস্তা রা ১।৩৫। একাদশীর উপবাস।

১১ কেশব ১০ অগ্রহায়ণ ২৬ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।২৫ অ ৫।১০ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ৯।২৬ চিত্রা রা ১২।৩৭। শ্রীকালা কৃষ্ণ দাসের তিরোভাব।

১২ কেশব ১১ অগ্রহায়ণ ২৭ নবেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।২৫ অ ৫।১০ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ৮।৪ স্বাতী রা ১১।৫৫। শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের তিরোভাব।

১৩ কেশব ১২ অগ্রহায়ণ ২৮ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।২৬ অ ৫।১০ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৭।৮ বিশাখা রা ১১।৩৯।

১৪ কেশব ১৩ অগ্রহায়ণ ২৯ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।২৭ অ ৫।১০ অমাবস্যা রা ৬।৩৯ অনুরাধা রা ১১।৫৪।

১৫ কেশব ১৪ অগ্রহায়ণ ৩০ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।২৭ অ ৫।১০ গৌর প্রতিপদ রা ৬।১১ জ্যেষ্ঠা রা ১২।৩৭।

ডিসেম্বর ১৯২১।

১৬ কেশব ১৫ অগ্রহায়ণ ১ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।২৮ অ ৫।১০ গৌর দ্বিতীয়া রা ৭ ১৩ মূলা রা ১।৫০।

১৭ কেশব ১৬ অগ্রহায়ণ ২ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।২৮ অ ৫।১০ গৌর তৃতীয়া রা ৮।১৭ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ৩ ৩০।

১৮ কেশব ১৭ অগ্রহায়ণ ৩ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।২৯ অ ৫।১০ গৌর চতুর্থী রা ৯.৪৬ উত্তরষাঢ়া রাত্রিশেষ ৫।৩৬। শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব।

১৯ কেশব ১৮ অগ্রহায়ণ ৪ ডিসেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।৩০ অ ৫।১১ গৌর পঞ্চমী রা ১১।৩৮ শ্রবণা দিবারাত্র।

২০ কেশব ১৯ অগ্রহায়ণ ৫ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬ ৩০ অ ৫ ১১ গৌর ষষ্ঠী রা ১।৪৪ শ্রবণা ৮.২।

২১ কেশব ২০ অগ্রহায়ণ ৬ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬ ৩১ অ ৫।১১ গৌর সপ্তমী রা ৩ ৫৫ ধনিষ্ঠা ১০।১৬।

২২ কেশব ২১ অগ্রহায়ণ ৭ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৩২ অ ৫ ১১ গৌর অষ্টমী রাত্রিশেষ ৫।৫৮ শতভিষা ১।১৩।

২৩ কেশব ২২ অগ্রহায়ণ ৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৩২ অ ৫।১১ গৌর নবমী দিবারাত্র পূর্ব্বভাদ্রপদ ৩।৪০।

২৪ কেশব ২৩ অগ্রহায়ণ ৯ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬ ৩৩ অ ৫।১২ গৌর নবমী ৭ ৪৭ উত্তরভাদ্রপদ সন্ধ্যা ৫।৪৯।

২৫ কেশব ২৪ অগ্রহায়ণ ১০ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩৪ অ ৫।১২ গৌর দশমী ৯.১২ রেবতী রা ৭।৩৩।

২৬ কেশব ২৫ অগ্রহায়ণ ১১ ডিসেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।৩৪ অ ৫.১২ গৌর একাদশী ১০।১০ অশ্বিনী রা ৮.৪১।

২৭ কেশব ২৬ অগ্রহায়ণ ১২ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৩৫ অ ৫।১২ গৌর দ্বাদশী ১০।৩৭ ভরণী রা ৯।৩৫। (দরবার ডে বন্ধ)

২৮ কেশব ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩৬ অ ৫।১২ গৌর ত্রয়োদশী ১০।৩৩ কৃত্তিকা রা ৯।৫৪।

২৯ কেশব ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৩৬ অ ৫।১৩ গৌর চতুর্দ্দশী ৯।৫৮ রোহিণী রা ৯।৪১

৩০ কেশব ২৯ অগ্রহায়ণ ১৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৩৭ অ ৫।১৩ পূর্ণিমা ৮।৫৭ মৃগশিরা রা ৯।৬।

নারায়ণ ৪৩৫।
পৌষ ১৩২৮।

১ নারায়ণ ১ পৌষ ১৬ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৩৮ অ ৫।১৩ কৃষ্ণ প্রতিপদ ৭।৩১ পরে দ্বিতীয়া রাত্রিশেষ ৫।৪৫ আর্দ্রা রা ৮।৭।

২ নারায়ণ ২ পৌষ ১৭ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩৮ অ ৫।১৩ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ৩।৪৩ পুনর্ব্বসু রা ৬।৫৩।

৩ নারায়ণ ৩ পৌষ ১৮ ডিসেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।৩৯ অ ৫।১৪ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ১।৩১ পুষ্যা অপরাহ্ন ৫।২৬।

৪ নারায়ণ ৪ পৌষ ১৯ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪০ অ ৫।১৪ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ১১।১১ অশ্লেষা ৩।৫১।

৫ নারায়ণ ৫ পৌষ ২০ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪১ অ ৫।১৪ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ৮।৫১ মঘা ২।১২।

৬ নারায়ণ ৬ পৌষ ২১ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪১ অ ৫।১৫ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ৬।৩৩ পূর্ব্ব ফল্গুনী ১২।৩৫।

৭ নারায়ণ ৭ পৌষ ২২ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪২ অ ৫।১৫ কৃষ্ণ অষ্টমী ৪।২৪ উত্তর ফল্গুনী ১১।৪।

৮ নারায়ণ ৮ পৌষ ২৩ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৩ অ ৫।১৫ কৃষ্ণ নবমী ২।২৮ হস্তা ৯।৪৬।

৯ নারায়ণ ৯ পৌষ ২৪ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৩ অ ৫।১৫ কৃষ্ণ দশমী ১২।৪৮ চিত্রা ৮।৪১। বড়দিনের বন্ধ।

১০ নারায়ণ ১০ পৌষ ২৫ ডিসেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।৪৪ অ ৫।১৬ কৃষ্ণ একাদশী ১১।৩০ স্বাতী ৭।৫৮। একাদশীর উপবাস। বড়দিন।

১১ নারায়ণ ১১ পৌষ ২৬ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৪ অ ৫।১৭ কৃষ্ণ দ্বাদশী ১০।৩৬ বিশাখা ৭।৩৭। শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব।

১২ নারায়ণ ১২ পৌষ ২৭ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৩ অ ৫।১৮ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ১০।১১ অনুরাধা ৭।৪৪। শ্রীমহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

১৩ নারায়ণ ১৩ পৌষ ২৮ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৫ অ ৫।১৮ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ১০।১৬ জ্যেষ্ঠা ৮।২১।

১৪ নারায়ণ ১৪ পৌষ ২৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৫ অ ৫।১৯ অমাবস্যা ১০।৫১ মূলা ৯।২৭।

১৫ নারায়ণ ১৫ পৌষ ৩০ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৫ অ ৫।২০ গৌর প্রতিপদ ১১।৫৯ পূর্ব্বাষাঢ়া ১০।৫৯।

১৬ নারায়ণ ১৬ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৫ অ ৫।২০ গৌর দ্বিতীয়া ১।৩১ উত্তরাষাঢ়া ১০

জানুয়ারী ১৯২২।

১৭ নারায়ণ ১৭ পৌষ ১ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৬ অ ৫।২১ গৌর তৃতীয়া ৩।২৫ শ্রবণা ৩।২২ নিউইয়ার্স ডে বন্ধ। শ্রীজীবগোস্বামীর তিরোভাব।

১৮ নারায়ণ ১৮ পৌষ ২ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬৪৬ অ ৫।২২ গৌর চতুর্থী সন্ধ্যা ৫।৩২ ধনিষ্ঠা সন্ধ্যা ৫ ৫৫। শ্রীকৃষ্ণের শাল্যোদনী যাত্রা।

১৯ নারায়ণ ১৯ পৌষ ৩ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৬ অ ৫।২৩ গৌর পঞ্চমী রা ৭।৪৩ শতভিষা রা ৮।৩২।

২০ নারায়ণ ২০ পৌষ ৪ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৬ অ ৫।২৩ গৌর ষষ্ঠী রা ৯ ৪৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ১১।২।

২১ নারায়ণ ২১ পৌষ ৫ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৬ অ ৫।২৪ গৌর সপ্তমী রা ১১।৩২ উত্তর ভাদ্রপদ ১।১৫।

২২ নারায়ণ ২২ পৌষ ৬ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৭ অ ৫।২৫ গৌর অষ্টমী রা ১২।৫৫ রেবতী রা ৩।৬।

২৩ নারায়ণ ২৩ পৌষ ৭ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৭ অ ৫।২৫ গৌর নবমী রা ১।৫১ অশ্বিনী রা ৪।২৮।

২৪ নারায়ণ ২৪ পৌষ ৮ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৭ অ ৫.২৬ গৌর দশমী রা ২।১৫ ভরণী রাত্রি শেষ ৫।২১।

২৫ নারায়ণ ২৫ পৌষ ৯ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৭ অ ৫।২৭ গৌর একাদশী রা ২।৮ কৃত্তিকা রাত্রি শেষ ৫।৪৭। একাদশীর উপবাস।

২৬ নারায়ণ ২৬ পৌষ ১০ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৭ অ ৫।২৭ গৌর দ্বাদশী রা ১।৩২ রোহিণী রা শেষ ৫।৪১। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

২৭ নারায়ণ ২৭ পৌষ ১১ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৮ অ ৫।২৮ গৌর ত্রয়োদশী রা ১২।২৮ মৃগশিরা রা শেষ ৫।১১।

২৮ নারায়ণ ২৮ পৌষ ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৮ অ ৫।২৯ গৌর চতুর্দ্দশী রা ১১।: আর্দ্রা রা ৪।১৮।

২৯ নারায়ণ ২৯ পৌষ ১৩ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৮ অ ৫।২৯ পূর্ণিমা রা ৯।১৪ পুনর্ব্বসু রা ৩।৬। শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা।

মাধব ৪৩৫।

১ মাধব ৩০ পৌষ ১৪ জানুয়ারী শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৬.৪৮ অ ৫।৩০ কৃষ্ণ প্রতিপদ রা ৭।১১ পুষ্যা রা ১।৪১।

মাঘ ১৩২৮।

২ মাধব ১ মাঘ ১৫ জানুয়ারী রবিবার বাসুদেব উ ৬ ৪৮ অ ৫.৩০ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৪।৫৮ অশ্লেষা রা ১২।৭।

৩ মাধব ২ মাঘ ১৬ জানুয়ারী সোমবার সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৮ অ ৫।৩১ কৃষ্ণ তৃতীয়া ২।৩৮ মঘা রা ১০।২৮। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব।

৪ মাধব ৩ মাঘ ১৭ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬.৪৮ অ ৫।৩২ কৃষ্ণ চতুর্থী ১২.১৮ পূর্ব্ব ফল্গুনী রা ৮।৪৮।

৫ মাধব ৪ মাঘ ১৮ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৮ অ ৫.৩২ কৃষ্ণ পঞ্চমী ১০।০ উত্তর ফল্গুনী রা ৭।১৬।

৬ মাধব ৫ মাঘ ১৯ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৯ অ ৫।৩৩ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৭।৫২ পরে সপ্তমী রাত্রিশেষ ৫।৫৬ হস্তা সন্ধ্যা ৫।৫৫।

৭ মাধব ৬ মাঘ ২০ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৯ অ ৫।৩৩ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ৪।১৭ চিত্রা ৪।৪৬।

৮ মাধব ৭ মাঘ ২১ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬ ৪৯ অ ৫।৩৪ কৃষ্ণ নবমী রা ৩০ স্বাতী ৩।৫৭।

৯ মাধব ৮ মাঘ ২২ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬,৪৯ অ ৫,৩৪ কৃষ্ণ দশমী রা ২।৯ বিশাখা ৩।৩১।

১০ মাধব ৯ মাঘ ২৩ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৫ কৃষ্ণ একাদশী রা ১।৪৬ অনুরাধা ৩।৩১। একাদশীর উপবাস।

১১ মাধব ১০ মাঘ ২৪ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৭।৪৮ অ ৫।৩৬ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ১।৫৩ জ্যেষ্ঠা ৪।২।

১২ মাধব ১১ মাঘ ২৫ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৭ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ২।৩১ মূলা ৫।০।

১৩ মাধব ১২ মাঘ ২৬ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৮ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৩।৪০ পূর্ব্বাষাঢ়া সন্ধ্যা ৬।২৬ শ্রীঊদ্ধবদেব, শ্রীলোচন ঠাকুর ও শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব।

১৪ মাধব ১৩ মাঘ ২৭ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৭ অ ৫।৩৮ অমাবস্যা রা ৫।১৪ উত্তরাষাঢ়া রা ৮।২১।

১৫ মাধব ১৪ মাঘ ২৮ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৭ অ ৫।৩৯ গৌর প্রতিপদ দিবারাত্র শ্রবণা রা ১০।৩৯।

১৬ মাধব ১৫ মাঘ ২৯ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৬ অ ৫।৪০ গৌর প্রতিপদ ৭।৮ ধনিষ্ঠা রা ১।১০।

১৭ মাধব ১৬ মাঘ ৩০ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৬ অ ৫।৫১ গৌর দ্বিতীয়া ৯।১৫ শতভিষা রা ৩।৪৭।

১৮ মাধব ১৭ মাঘ ৩১ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৬ অ ৫।৪১ গৌর তৃতীয়া ১১।২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ রাত্রি শেষ ৬।১৮।

ফেব্রুয়ারী ১৯২২।

১৯ মাধব ১৮ মাঘ ১ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৫ অ ৫।৪২ গৌর চতুর্থী ১।২৬ উত্তরভাদ্রপদ দিবারাত্র।

২০ মাধব ১৯ মাঘ ২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৫ অ ৫।৪৩ গৌর পঞ্চমী ৩।১০ উত্তর ভাদ্রপদ ৮।৩৭। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে ও কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে উৎসব। সরস্বতী পূজারম্ভ।

২১ মাধব ২০ মাঘ ৩ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৫৫ অ ৫।৪৩ গৌরষষ্ঠী ৪।৩০ রেবতী ১০।৩৩

২২ মাধব ২১ মাঘ ৪ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী ৬।৪৪ অ ৫।৪৪ গৌর সপ্তমী ৫।২১ অশ্বিনী ১১।৫৯। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব। শ্রীমায়াপুর অদ্বৈতচতুষ্পাঠী-ভবনে উৎসব।

২৩ মাধব ২২ মাঘ ৫ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৪ অ ৫।৪৫ গৌর অষ্টমী ৫।৪২ ভরণী ১।০

২৪ মাধব ২৩ মাঘ ৬ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৩ অ ৫।৪৫ গৌর নবমী ৫।৩১ কৃত্তিকা ১।৩১। শ্রীমধ্বাচার্য্যের তিরোভাব।

২৫ মাধব ২৪ মাঘ ৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৩ অ ৫।৪৬ গৌর দশমী ৪।৫১ রোহিণী ১।৭২।

২৬ মাধব ২৫ মাঘ ৮ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪২ অ ৫।৪৬ গৌর একাদশী ৩।৪৪ মৃগশিরা ১।৭। ভৈমী একাদশীর উপবাস।

২৭ মাধব ২৬ মাঘ ৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪২ অ ৫।৪৭ গৌর দ্বাদশী ২।১৩ আর্দ্রা ১২।১৯। বরাহ দ্বাদশীর উপবাস।

২৮ মাধব ২৭ মাঘ ১০ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪১ অ ৫।৪৮ গৌর ত্রয়োদশী ১২।২৪ পুনর্ব্বসু ১১।১০। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব।

২৯ মাধব ২৮ মাঘ ১১ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪১ অ ৫।৪৮ গৌর চতুর্দ্দশী ১০।১৯ পুষ্যা ৯।৪৯।

৩০ মাধব ২৯ মাঘ ১২ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪০ অ ৫ ৪৯ পূর্ণিমা ৮।৪ পরে কৃষ্ণ প্রতিপদ রাত্রি শেষ ৫।৪৩ অশ্লেষা ৮।১৭ পরে মঘা রাত্রি শেষ ৬।৩৮। শ্রীকৃষ্ণের মধুরোৎসব। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব।

গোবিন্দ ৪৩৫
ফাল্গুন ১৩২৮

১ গোবিন্দ ১ ফাল্গুন ১৩ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৩৯ অ ৫।৪৯ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ৬,২২ পূর্বফল্গুনী রা ৪।৫৮

২ গোবিন্দ ২ ফাল্গুন ১৪ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩৯ অ ৫।৫০ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ১।৪ উত্তর ফল্গুনী রা ৩।২৩

৩ গোবিন্দ ৩ ফাল্গুন ১৫ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৩৮ অ ৫।৫০ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ১০।৫৫ হস্তা রা ১।৫৭

৪ গোবিন্দ ৪ ফাল্গুন ১৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৩৮ অ ৫।৫১ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৯।০ চিত্রা রা ১২।৪৪

৫ গোবিন্দ ৫ ফাল্গুন ১৭ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৩৭ অ ৫।৫১ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ৭।২১ স্বাতী রা ১১।৪৯

৬ গোবিন্দ ৬ ফাল্গুন ১৮ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩৬ অ ৫।৫২ কৃষ্ণ সপ্তমী সন্ধ্যা ৬ ৪ বিশাখা রা ১১।২৭

৭ গোবিন্দ ৭ ফাল্গুন ১৯ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬.৩৬ অ ৫।৫২ কৃষ্ণ অষ্টমী ৫।১২ অনুরাধা রা ১১।১০

৮ গোবিন্দ ৮ ফাল্গুন ২০ [illegible] সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৩৫ অ ৫।৫৩

৯ গোবিন্দ ৯ ফাল্গুন ২১ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩৫ অ ৫।৫৩ কৃষ্ণ দশমী ৪।৫৮ মূলা রা ১২।২৭

১০ গোবিন্দ ১০ ফাল্গুন ২২ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৩৪ অ ৫।৫৪ কৃষ্ণ একাদশী সন্ধ্যা ৫।৩৬ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ১।৪৭। একাদশীর উপবাস।

১১ গোবিন্দ ১১ ফাল্গুন ২৩ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৩৩ অ ৫।৫৪ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ৬।৪৫ উত্তরাষাঢ়া রা ৩।৩৭

১২ গোবিন্দ ১২ ফাল্গুন ২৪ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৩২ অ ৫।৫৫ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ৮।১৯ শ্রবণা রাত্রিশেষ ৫।৪৯। শিবরাত্রির ব্রত।

১৩ গোবিন্দ ১৩ ফাল্গুন ২৫ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩১ অ ৫।৫৬ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ১০।১৩ ধনিষ্ঠা দিবারাত্র।

১৪ গোবিন্দ ১৪ ফাল্গুন ২৬ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৩০ অ ৫।৫৬ অমাবস্যা রা ১২।১৯ ধনিষ্ঠা ৮।১৭

১৫ গোবিন্দ ১৫ ফাল্গুন ২৭ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।২৯ অ ৫।৫৭ গৌর প্রতিপদ রা ২।২৬ শতভিষা ১০।৫৩

১৬ গোবিন্দ ১৬ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।২৮ অ ৫।৫৭ গৌর দ্বিতীয়া রা ৪।২৫ পূর্ব্ব ভাদ্রপদ ১।২৭

মার্চ্চ ১৯২২

১৭ গোবিন্দ ১৭ ফাল্গুন ১ মার্চ্চ বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।২৮ অ ৫।৫৮ গৌর তৃতীয়া রাত্রিশেষ ৬।৬ উত্তরভাদ্রপদ ৩।৪৮

১৮ গোবিন্দ ১৮ ফাল্গুন ২ মার্চ্চ বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।২৭ অ ৫।৫৮ গৌর চতুর্থী দিবারাত্র রেবতী ৫।৫১

১৯ গোবিন্দ ১৯ ফাল্গুন ৩ মার্চ্চ শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।২৬ অ ৫।৫৯ গৌর চতুর্থী ৭।২২ অশ্বিনী রা ৭।২৩

২০ গোবিন্দ ২০ ফাল্গুন ৪ মার্চ্চ শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।২৫ অ ৫।৫৯ গৌর পঞ্চমী ৮।১০ ভরণী রা ৮।৩০

২১ গোবিন্দ ২১ ফাল্গুন ৫ মার্চ্চ রবি বাসুদেব উ ৬।২৪ অ ৬।০ গৌর ষষ্ঠী ৮।২৭ কৃত্তিকা রা ৯।৮

২২ গোবিন্দ ২২ ফাল্গুন ৬ মার্চ্চ সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।২৩ অ ৬।০ গৌর সপ্তমী ৮।১২ রোহিণী রা ৯।১৬

২৩ গোবিন্দ ২৩ ফাল্গুন ৭ মার্চ্চ মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।২২ অ ৬।১ গৌর অষ্টমী ৭।২৮ পরে নবমী রাত্রিশেষ ৬।১৮ মৃগশিরা রা ৮।৫৬

২৪ গোবিন্দ ২৪ ফাল্গুন ৮ মার্চ্চ বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।২১ অ ৬।১ গৌর দশমী রা ৪।৪৫ আর্দ্রা রা ৮।২২

২৫ গোবিন্দ ২৫ ফাল্গুন ৯ মার্চ্চ বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।২০ অ ৬।২ গৌর একাদশী রা ২।৫৩ পুনর্ব্বসু রা ৭।৮

২৬ গোবিন্দ ২৬ ফাল্গুন ১০ মার্চ্চ শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।১৯ অ ৬।২ গৌর দ্বাদশী রা ১২।৪৫ পুষ্যা ৫।৪৯। একাদশীর উপবাস। গোবিন্দ দ্বাদশী। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর ও শ্রীহৃদয়ানন্দের তিরোভাব।

২৭ গোবিন্দ ২৭ ফাল্গুন ১১ মার্চ্চ শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।১৮ অ ৬।৩ গৌর ত্রয়োদশী রা ১০।২৮ অশ্লেষা ৪।১৮

২৮ গোবিন্দ ২৮ ফাল্গুন ১২ মার্চ্চ রবি বাসুদেব উ ৬।১৭ অ ৬।৩ গৌর চতুর্দ্দশী রা ৮।৫ মঘা ২।৪০

২৯ গোবিন্দ ২৯ ফাল্গুন ১৩ মার্চ্চ সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।১৬ অ ৬।৩ পূর্ণিমা ৫।৪১ পূর্ব্ব ফল্গুনী ১।০। শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মভিটায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্ম-মহামহোৎসব। পূর্ণিমান্তে শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৬ আরম্ভ। দোলের বন্ধ।

সঙ্গত্যাগ।

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্‌॥

দান, প্রতিগ্রহ, গুহ্যবিষয় বলা ও শুনা, এবং খাওয়ান ও খাওয়া, এই ছয় প্রকার সঙ্গের লক্ষণ। সঙ্গত্যাগ বলিলে এই ষড়্‌বিধ ব্যবহারের নিষেধ পর বাক্য বুঝায় এবং সঙ্গত্যাগ চৌষট্টি ভক্ত্যাঙ্গের অন্যতম। সৎ ও অসৎ ভেদে সঙ্গ দ্বিবিধ এবং সঙ্গত্যাগ বলিলে অসৎ-সঙ্গকেই লক্ষ্য করে। কারণ সৎসঙ্গ জীবমাত্রেরই লক্ষ্য বিষয় যথা :—

(ভাঃ ১১ স্কঃ ২৬ অঃ ২৬ শ্লোক)

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্‌।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

অর্থাৎ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করিবেন কারণ সাধুগণ সদুপদেশ দ্বারা বিষয়-নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির মনমল অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি-বিরোধিনী বাসনাসকল ছেদন করেন। আরও—

(ভাঃ ৩ স্কঃ ২৫ অঃ ১৩ শ্লোক)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

ভগবান্‌ কপিলদেব স্বীয় জননী দেবহূতি দেবীকে বলিলেন—সাধুসঙ্গ ক্রমে মদ্বিষয়ক হৃদয় ও কর্ণতৃপ্তিকর কথা সকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে অপবর্গ পথ স্বরূপ আমাতে শীঘ্র প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়। এবং

(তত্রৈব ১১ স্কঃ ২ অঃ ২৮ শ্লোক)

অতঃ আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্ন্ণাম্ ॥

অর্থাৎ হে নিষ্পাপ সকল, আপনাদের নিকট হইতে জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিব। এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধ পরিমাণ সাধুসঙ্গই জীবদিগের পক্ষে অমূল্য বস্তু।

সুতরাং আত্যন্তিক অর্থাৎ পরম মঙ্গল লাভ করিতে হইলে অসৎসঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ-গ্রহণ জীবমাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য। সঙ্গত্যাগ বিচারে উপনীত হইতে গেলে প্রথমে অসৎ বলিলে কি বুঝায় দেখিতে হইবে। ভুবনমঙ্গল-অবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু অভিধেয়-লক্ষণ-বিচারে ভক্তপ্রবর শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন —

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর ॥

চৈঃ চঃ মধ্য ২২ পঃ ৮৪ সং।

প্রথমতঃ— স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ। বৈষ্ণবধর্ম্ম পর স্ত্রীসঙ্গ যাহাতে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ অধর্ম্মপর এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা হেতু কর্ম্মফল জন্য নরকাদি। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী এবং বৈধ স্ত্রীতে অতিশয় অনুরাগী বা স্ত্রৈণব্যক্তি উভয়েই স্ত্রীসঙ্গী। যথা ঃ—

(ভাঃ ৩ স্কঃ ৩১ অঃ ৩৫ শ্লোক)

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥

স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গি সঙ্গ জীবের যেরূপ মোহবন্ধ হয় এরূপ আর

(তত্রৈব ৩১ অঃ ৩৩।৩৪ শ্লোক)

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্ব সাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥

অর্থাৎ সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি লজ্জা, শ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সমস্তই যাহার সঙ্গক্রমে ক্ষয় হইয়া যায় সেই যোষিৎক্রীড়া-মৃগ শোচ্য, আত্মবিনাশকারী, অশান্ত মূঢ় অসাধুরে কখনই সঙ্গ করিবে না। কারণ :—

(তত্রৈব ৫ স্কঃ ৫ অঃ ২ শ্লোক)

মহৎ-সেবা দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥

অর্থাৎ মহৎ-সেবা বিমুক্তির দ্বার স্বরূপ। যোষিৎ অর্থাৎ স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ তমোদ্বার। সাধুরা মহদ্ব্যবসায়ী, সমচিত্ত, প্রশান্ত, অক্রোধ এবং সর্ব্বসুহৃদ্।

অতএব স্ত্রীসঙ্গী এবং স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। যোষিৎ শব্দে যাবতীয় ভোগ্যবস্তুকে বুঝায়, এবং স্ত্রী সর্ব্ববিষয়ে সাক্ষাৎ ভোগ্যবস্তু। নিত্য কৃষ্ণদাস জীব নিজকে কৃষ্ণভোগ্য না ভাবিয়া ভোক্তাভিমানে অবিদ্যা-বদ্ধ হইয়া সংসার গতি লাভ করেন। সর্ব্ব-ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণকে তখন বদ্ধজীব স্বীয় প্রাণনাথ বলিয়া না জানিয়া নিজেই অপরের প্রভু সাজিয়া বসেন ও যাবতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। সুতরাং স্ত্রীসঙ্গীকে অন্যাভোগী বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—কৃষ্ণাভক্ত, বা কৃষ্ণের অভক্ত। কৃষ্ণ শব্দের বিশেষত্ব প্রথমে লক্ষিতব্য বিষয়। জীবসমূহ আরাধক তত্ত্ব এবং শ্রীভগবান্ আরাধ্য তত্ত্ব। শ্রীভগবদ্ বিচারে উপনীত হইয়া কামকামী ব্যক্তিসকল স্বীয় স্বীয়

অভীষ্ট-প্রদাকে, মোক্ষকামী ব্যক্তিসকল ব্রহ্মকে এবং ভক্তি-কামী জনসমূহ শ্রীকৃষ্ণকেই ভগবানাখ্যা দিয়া থাকেন। এই ত্রিবিধ ব্যক্তি সমূহের দূরে অবস্থান করিয়া নিরপেক্ষ বিচার করিলে চতুর্থ ব্যক্তি দেখিতে পান যে সর্ব্বকামদাতা, পরমব্রহ্ম, প্রেমনিধি শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভগবান্। যথা :—

(পদ্মপুরাণে)

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা—
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম—
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥

অর্থাৎ সেই সেই পুরাণ আগম গ্রন্থসকল তত্তদুদ্দিষ্ট দেবতাগণকে চরাচরের মোহ উৎপাদনের জন্য প্রবীন বলিয়া কল্পাবধী জল্পনা করিতে থাকুন। সেই সমস্ত আগমাদি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে সিদ্ধান্তস্থলে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুকেই নিশ্চয় করিলেন।

(ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অঃ ১ শ্লোক)

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দাপর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥

চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ ১৫৫ সংখ্যা

(ভাঃ ১ স্কঃ ৩ অঃ ২৮ শ্লোক)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াং ১৮ অঃ ৬৭ শ্লোক অর্জ্জুনং প্রতি কৃষ্ণবাক্যম্‌

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

"মামেকং" বাক্যে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভগবান্ তাহা শ্রীভগবানের দ্বারাই স্থিরীকৃত হইল।

(ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অঃ ৪৬ শ্লোক)

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটী—
কোটীষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নং।
তং ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

অর্থাৎ কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা পৃথক্‌কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

সুতরাং সর্ব্বশাস্ত্রবিচারিত এবং শ্রীভগবানের দ্বারা নিরূপিত ভগবত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভগবান্। তাই ভক্তগণ কামকামী হইয়া অন্য দেবতার উপাসনা করেন না বা অন্য দেবদেবীদিগকে ভগবান্ বলেন না, এবং ভগবানের অঙ্গকান্তি ব্রহ্মতত্ত্বকে সর্ব্বাদ্যতত্ত্ব না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই সেবা করেন। তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্যে প্রেমদাতা প্রেম-বারিধি সর্ব্বজীবপ্রভু সর্ব্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যনিলয়, শরণাগতপালক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনা করেন।

(ভাঃ ১০ স্কঃ ৪৮ অঃ ২ শ্লোক শ্রীকৃষ্ণং প্রতি অক্রূর-বাক্যং)

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।

সর্ব্বান্দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥

অর্থাৎ প্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃদ্ ও কৃতজ্ঞরূপ আপনাকে ছাড়িয়া কোন পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন হন? ভজনশীল সুহৃদ্‌ব্যক্তিগণকে সমস্ত কাম এবং আপনাকে পর্যান্ত আপনি দিয়া থাকেন অথচ আপনার হ্রাস বৃদ্ধি নাই।

(তত্রৈব ৩ স্কঃ ২ অঃ ২১ শ্লোঃ বিদুরং প্রতি উদ্ধব-বাক্যং)

অহো বকীয়ং যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়া পায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥

অহো এই বকাসুর-ভগ্নী পুতনা যাঁহাকে বধ করিবার জন্য অসাধুবৃত্তি হইয়াও স্তন-কালকূট পান করাইয়াছিল এবং তাহা করিয়াও মাতৃযোগ্য গতি লাভ করিয়াছিল, অতএব তদ্ব্যতীত আর কোন দয়ালুর শরণাপন্ন হইতে পারি?

তাই, ভক্তগণ সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় রত। তাঁহারা পদ্মপুরাণোক্ত বচনটী সারবাক্য বলিয়া জানেন :—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

বিষ্ণু-স্মরণ, ভজন, কীর্ত্তনাদিই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। এবম্বিধ সাধু শ্রীকৃষ্ণ-সেবক ব্যতীত কামকামী ও মোক্ষকামী সকলকেই কৃষ্ণাভক্ত বলিয়া জানেন ও তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বদা দূরে বর্জ্জন করেন। তাই কাত্যায়ন-সংহিতায়াং —

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।

ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্॥

অপিচ বিষ্ণুরহস্যে —

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্রজলৌকসাং।

ন সঙ্গং শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাম্॥

বরং ব্যাঘ্র, ভল্লুক, জলৌকায় আলিঙ্গন শ্রেয়, তথাপি বিদ্ধমান শূলের ন্যায় নানা দেবদেবীসেবকদিগের সঙ্গ করা উচিত নহে।

অতএব অনন্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবক হইতে হইলে সর্ব্বজনবন্দ্য পতিতপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীগুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক তৎসমীপে শ্রীশ্রীকৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষা পূর্ব্বক সেই ভুবনারাধ্য প্রভুর শ্রীশ্রীপাদপদ্ম সেবায় নিজকে উৎসর্গ করিয়া তদানিষ্ট সেবাকার্য্যে কায়মনোবাক্য নিয়োগ পূর্ব্বক দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা অনন্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবকের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। 'দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি' প্রভৃতি ষড় বিধ উপায়ে দুঃসঙ্গ না করিয়া মনে মনে স্ত্রীসঙ্গী প্রভৃতি দুঃসঙ্গের চিন্তাদ্বারাও দুঃসঙ্গ করা হয়। তাই, দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইলে সৎসঙ্গ-সেবাই একান্ত আশ্রয়নীয়। দ্বিতীয় বস্তুর সম্যক্ আশ্রয়ে প্রথম গৃহীত বস্তুত্যাগ অনিবার্য্য। যিনি যে পরিমাণে সৎসঙ্গ গ্রহণ করিবেন শ্রীকৃষ্ণ-কৃপাক্রমে তাঁহার দুঃসঙ্গ-ত্যাগ সেই পরিমাণেই হইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন দুঃসঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ না করিয়াও জনশূন্য স্থানে বাস করিলে দুঃসঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনতা লাভ হইতে পারে। একথা কতদূর সঙ্গত তাহা বুদ্ধিমান্ জনগণের বোধগম্য। নির্জ্জনতা বা দুঃসঙ্গ ত্যাগ উপরিউক্তভাবে লভ্য হয় না। কারণ, কৃষ্ণেতর বিষয়সেবীই দুঃসঙ্গ, এমন কি মনও দুঃসঙ্গ কারণ মায়িক পদার্থ মন, মায়ার সেবা ভিন্ন মায়ার অধীশ্বরের সেবা করিতে চায় না। সুতরাং কৃষ্ণসেবকের

সঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণেতর বাসনা নষ্ট হয় না। তাই, সৎসঙ্গ সেবাই দুঃসঙ্গ-ত্যাগের পরম এবং একমাত্র উপায়।

শুদ্ধসাধুসঙ্গপ্রার্থী

শ্রীনয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী

সম্প্রদায়বৈভব-ভক্তিশাস্ত্র-পঞ্চরাত্রাচার্য্য।

নারায়ণপুর, যশোহর।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার কর্য্যাকরী সমিতির অধিবেশন বিবরণ।

শ্রীশ্রীমায়াপুর যোগপীঠের নাটমন্দিরে গত ১২ই চৈত্র, ১৩২৭, ২৫শে মার্চ্চ ১৯২১, বা বিষ্ণু, ৪৩৫ শ্রীগৌরাব্দ শুক্রবার অপরাহ্ণে শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার কর্য্যকরী সমিতির অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়।

উপস্থিত—

সভাপতি—পরমহংস পরিব্রাজকচার্য্য শ্রীমৎ স্বামিভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর।

ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত বিদ্যাভূষণ এম্ এ

" হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্ এ বি এল

" পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন

" যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ

" বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু

ব্রহ্মচারী " অনন্তবাসুদেবদাস বিদ্যাভূষণ বি, এ,

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বরদাস অধিকারী
 " বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম
 " নকুলেশ্বর রায়
 " কালীভূষণ সেন বি, এ,

কার্য্যাবলী :—

১। সর্ব্ব প্রথমে বিগত বর্ষের কার্য্যকরী সমিতির বিবরণ পঠিত হয়। তৎপর যথারীতি প্রস্তাব, অনুমোদন ও সমর্থনের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে এই সভার সদস্যদ্বয় রাজর্ষি ব্রজেন্দ্র কুমার রায় এবং শ্রীলোকনাথ দাস মহাশয়ের এবং এই সভার কোষাধ্যক্ষ রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুরের পরলোক প্রাপ্তি হেতু সভা হইতে দুঃখ প্রকাশ করা হউক।

২। নিম্নলিখিত ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ শ্রীসভার কার্য্যকরী সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ সম্মত আছেন, জ্ঞাত করা হইলে তাঁহাদিগকে নূতন সভ্যশ্রেণী ভুক্ত করা হউক।

(১) শ্রীযুক্ত রাজমোহন পাল
 আবদুল্লা পুর (ঢাকা)।
(২) " প্রফুল্লকুমার রায় বাণীব্রত
 ৭৩।২ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা।
(৩) " কুমুদরঞ্জন দত্ত
 কৈলাসগঞ্জ কাছারী, দাকুপী, (খুলনা)।
(৪) " অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
 অধ্যক্ষ, অতুল লাইব্রেরী, ঢাকা।
(৫) " সতীশচন্দ্র বসু, বাগমারি কলিকাতা।
(৬) " অতুলচন্দ্র দত্ত ডি টি এম্ অফিস, ধানবাদ।
(৭) " অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ডি টি এম্ অফিস ধানবাদ।

(৮) শ্রীযুক্ত রাধানাথ দাস অধিকারী লোহাগড়া, যশোহর।

(৯) ,, গৌরীকিশোর ঘোষ ও } জমিদার, রসোড়া ষ্টেট

(১০) ,, গিরিজাকিশোর ঘোষ } নদীয়া।

(১১) ,, নটবর পোদ্দার

৩৯।২ কেনেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা

(১২) ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র

১৩ নং হরলাল দাসের লেন যোড়াবাগান কলিকাতা

(১৩) ,, শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস বি এল, উকিল, মাগুরা, যশোহর।

(১৪) ,, সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, ডাক্তার, নৈহাটি।

(১৫) ,, গজেন্দ্রনাথ সাহা চেৎলা, ২৪ পরগণা।

(১৬) ,, ক্ষুদিরাম মিত্র কোটচাঁদপুর, যশোহর।

৩। স্থির হইল যে নিম্নলিখিত ভক্তগণকে সভা হইতে ধন্যবাদ প্রদত্ত হউক—

(ক) শুদ্ধভক্তি-প্রচারে অদম্য উৎসাহের জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ঠাকুর মহাশয়।

(খ) শুদ্ধভক্তি ও গ্রন্থপ্রচারের সহায়তার জন্য শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়।

(গ) শ্রীভাগবদ্-ভাগবত-সেবায় অকপট চেষ্টার জন্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়।

(ঘ) পরিক্রমার জন্য প্রভূত চেষ্টা ও পরিশ্রম প্রদর্শন করায় বর্ষীয়াণ বিরক্ত ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়দাস বাবাজী মহাশয়।

(ঙ) শ্রীগৌড়ীয়া নামক সার্ব্বভৌম বৈষ্ণবকোষ গ্রন্থ-প্রকাশে বিশেষ সহায়তার জন্য কাশীমবাজারাধিপতি মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে সি আই ই মহাশয়।

৪। পরলোকগত দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ গিরিজানাথ রায়ের অভাবে তৎস্থলে কাশিমবাজারাধিপতি মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে সি আই ই মহোদয়কে এই সভার কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি-পদ গ্রহণ করিবার জন্য এই সভার পক্ষ হইতে অনুরোধ করা হউক।

৫। বিগত বর্ষের আয়ব্যয়হিসাব একাল পর্য্যন্ত প্রস্তুত না হওয়ায় কোষাধ্যক্ষ ও হিসাব-রক্ষক মহাশয়দ্বয়কে উহা বর্ত্তমান বর্ষের আয়ব্যয় হিসাব সহ একমাসের মধ্যে দাখিল করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

৬। বর্ত্তমান বর্ষে সার্ব্বভৌম উপাধি পরীক্ষা স্বতন্ত্রভাবে গৃহীত না হওয়ায় উপাধি পরীক্ষা সমূহ বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সহযোগিতায় গৃহীত হইবে।

৭। শ্রীসভার সভ্যগণ যাহাতে প্রত্যেকেই ভক্তিশাস্ত্র-শিক্ষালাভে ত্রুটি না করেন, তজ্জন্য প্রত্যেক সভ্যই দৃঢ়প্রযত্ন হউন।

অনন্তর সভাপতি প্রণামান্তে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা কালে সভা ভঙ্গ হয়।

সাধারণ সভার অধিবেশন।

সেই দিবস কার্য্যকরী সমিতি-ভঙ্গের পরই নাটমন্দিরে শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার অষ্টাবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়। প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও নাটমন্দির বহুজনাকীর্ণ হইয়াছিল। বিশেষতঃ শুদ্ধভক্তি প্রচারক বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ত্রিদণ্ডিস্বামিশ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপতীর্থ ঠাকুরের আবেগময়ী ও ওজস্বিনী বক্তৃতায় এবং ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত আশীকাটি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র মহাশয়ের পঞ্চোপাসনা ও কৃত্রিম ভক্তির হেয়ত্ব ও অকর্ম্মণ্যতা বর্ণন এবং শুদ্ধভক্তির সৌন্দর্য্য-কীর্ত্তন আবালবৃদ্ধবণিতা সমাগত সকলেই পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিয়াছিলেন।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কভূষণ তর্কতীর্থ
,, বনমালী তর্কতীর্থ
,, নলিনীনাথ বিদ্যারত্ন
,, নিখিলানন্দ কাব্যতীর্থ
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ব্যাকরণ তীর্থ
,, দেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ
,, বঙ্কবিহারী শর্ম্মা
,, বীরভদ্র শর্ম্মা
,, রঘুনাথ শর্ম্মা

এবং কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত ভক্তগণ—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ
,, অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
,, নীলকান্ত মিশ্র
,, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
,, আচার্য্যদাস পঞ্চরাত্রাচার্য্য
,, হরিদাস বনচারী
,, মুকুন্দবিনোদদাস বাবাজি
,, রাধামাধবদাস ,,
,, প্রিয়দাস ,,
,, হরিপদ দাস অধিকারী
,, ব্রজমোহনদাস ,,
,, শ্রীনাথদাস ,,
,, রাধানাথদাস ,,

„ উপেন্দ্রনাথদাস অধিকারী

„ কুঞ্জবিহারীদাস „

„ নরহরিদাস ব্রহ্মচারী

„ হৃদয়চৈতন্যদাস „

„ রাসবিহারিদাস „

শ্রীযুক্ত সনাতনদাস ব্রহ্মচারী

„ কল্পতরুদাস „

„ পরমেশ্বরীদাস „

„ রঘুনাথদাস „

শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহাশয়ের প্রস্তাবে ও পরমহংস স্বামি শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় বিগত বর্ষের সভার বিবরণ পাঠ করিলে এবং কার্য্যকরী সমিতির প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ঠাকুর উঠিয়া স্বাভাবিক দৃঢ়কণ্ঠে ও ওজস্বিনী ভাষায় হরিভজনের অনুকূল ও প্রতিকূল সঙ্গবিচার, বর্ণাশ্রম ও পারমহংস্যাধিকার বিচার, দৈব ও আসুর সৃষ্টি বিচার, পঞ্চোপাসনা বিচার, এবং অবশেষে অপ্রাকৃত বৈষ্ণব সদ্গুরুর পদাশ্রয় পূর্ব্বক শ্রবণজনিত সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়া আসন পরিগ্রহ করেন। তৎপর শ্রীনিখিলানন্দ কাব্যতীর্থ উঠিয়া বলেন "আজ কাল সব জিনিষের জাল হইতেছে। এই সাক্ষাৎ ভগবদ্ধামেরও জাল হইতেছে। তবে একমাত্র ভক্তগণই মার্কা দেখিয়া আসল ও নকল চিনিয়া লইতে পারেন। আজ প্রায় ৪৩৫ বৎসর পূর্ব্বে সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম পরতত্ত্ব

অবতারী শ্রীগৌরসুন্দর এই ক্ষিতায় প্রকট হইয়া কৃষ্ণবিমুখ জীবকুলকে বেদবেদান্তোপনিষৎপুরাণাদি-প্রতিপাদ্য দুর্লভ পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিয়া দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন! সেই কৃষ্ণপ্রেম বিতরণে অবতারীই সমর্থ, অংশাবতারগণ নহেন। সেই পূর্ণ অবতারী গৌরসুন্দরের অঙ্গকান্তিকে জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলেন। জ্ঞানে বস্তুর সম্যগ্ দর্শন হয় না। অতএব ভগবৎ করুণা-লাভের জন্য ভক্তিই অনুশীলনীয়। জ্ঞানিগণ একদেশ লক্ষ্য করেন বস্তুতঃ ভক্তগণই সম্যগ্‌দৃষ্টিযুক্ত এবং সমদৃক্। শ্রীহরিনামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য।"

তদনন্তর শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র মহাশয় উঠিয়া প্রথমে সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে তৎকালীন বঙ্গের ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় ও গ্লানির অবস্থা বর্ণন করেন। তখন শাস্ত্রালোচনার মধ্যে কেবল শুষ্ক ন্যায়ের বক্তালোচনার প্রাবল্য লক্ষিত হইত। নানা ইতর দেবোপাসনা ও নাস্তিকতা সমাজে তাণ্ডব নৃত্য করিত। শ্রীগৌরসুন্দর এবম্বিধ ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। এবার অন্যান্য যুগের অন্যান্য অবতারের ন্যায় অস্ত্র নিক্ষেপ বা রক্তপাত না করিয়া বিনা অস্ত্রে বিনা রক্তপাতে নিরীশ্বর কুতর্কী, জ্ঞানী কর্ম্মী পাষণ্ডাসুরগণকে কোল দিয়া ভববিরিঞ্চি-দুর্লভ অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিয়া চরম করুণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শতসহস্র বৎসরের কৃষ্ণবিস্মৃতি রূপ গভীর নিদ্রার পর মানবগণ স্ব-স্বরূপ ও কৃষ্ণ-স্বরূপ জানিতে পারিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া নিত্য কাল সেব্য কৃষ্ণের সেবা করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিল। এখন পরম দয়াল ঠাকুরের অপ্রাকৃত ধামে আসিয়া আবার যেন আমরা মায়া-পিশাচীর হাতে পড়িয়া বিবিধ কামনা পরবশ হইয়া গৃহব্রত ও পঞ্চোপাসক না হইয়া পড়ি। আবার এমন একদিন আসিতেছে যেদিন জগতের সর্ব্বত্র

মায়াবাদ ভক্তির হানিকারক

সাধারণতঃ নির্ভেদ ব্রহ্ম-জ্ঞানকে মায়াবাদ কহে। এই মায়াবাদে জীব নিজেকেই ব্রহ্ম অভিমান করেন। জীব ব্রহ্ম হইয়া পড়িলে ভক্তির অস্তিত্বই জগৎ হইতে লুপ্ত হয়। কারণ সকলেই এক একটী ঈশ্বর হইয়া পড়ে। ভক্তি দ্বৈত বুদ্ধিতেই সিদ্ধ, একজন সেবক ও আর একজন সেব্য, এই দুই তত্ত্বের পৃথক অস্তিত্বের অভাবে ভক্তি সিদ্ধ হয় না। মায়াবাদী "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" 'সোহং' প্রভৃতি প্রাদেশিক বাক্য নিচয়কেই মহাবাক্য বলেন। জীবগণ যদি প্রত্যেকে ভগবান অর্থাৎ সেব্য, তবে সেবক কে? মায়াবাদী বলেন 'আমি ভগবান্ বটে, তবে আমি অধুনা মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত আছি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাভ্যাস দ্বারা আমার মায়াচ্ছাদন অপসরণ করিতে পারিলেই আমার ব্রহ্মাবস্থা পুনঃ প্রকাশিত হয়।' ইহাকেই মুক্তি কহে। এই মায়াবাদে জীব বলিয়া একটী তত্ত্বের অস্তিত্ব নাই। সেব্য ও সেবক ভাব পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত না হইলে ভক্তি যখন সিদ্ধ হয় না এবং মায়াবাদে সেই বৃহচ্চৈতন্যরূপ সেব্য ও অণুচৈতন্যরূপ সেবকের ভাব এই উভয় উপাদেয় দ্বৈতাদ্বৈতভাবেরই যখন স্থান নাই, সুতরাং তখন প্রচণ্ড মায়াবাদ একবার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে নিজ উপাদেয় সেবক ভাব অন্তর্হিত হইয়া জীবের সর্ব্বনাশ করে। আসব-পানোন্মত্ত ব্যক্তি যেরূপ মদ্যের ক্রিয়ায় স্ফীত হইয়া আপনাকে দীন দুনিয়ার মালিক বাদশাহ অভিমান করতঃ তদনুরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হয়, মায়াবাদোন্মত্ত ব্যক্তিও তদ্রূপ স্বয়ং ব্রহ্মাভিমান করিয়া নিজের অণুচৈতন্য স্বরূপ বিস্মৃত হয়। এরূপ উন্মত্তাবস্থায় ভক্তি অর্থাৎ সেবাবুদ্ধি আসিতে পারে না। তজ্জন্য ঐ অবস্থা ভক্তির হানিকারক।

ভক্তির মূলে ভগবানের নিত্য অস্তিত্বে এবং নিজের নিত্য অস্তিত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমান; অর্থাৎ নিত্য সেব্য তত্ত্ব (ভগবান), নিত্য সেবক

তত্ত্ব (জীবাত্মা) এবং এতদুভয় তত্ত্ব আবার ভক্তি-সূত্রে পরস্পর নিত্য আবদ্ধ। মায়াবাদী যদি ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে তাহা হইলেও 'বৃহত্বাৎ বৃংহণাচ্চ ব্রহ্ম' এই ন্যায় অনুসারে বিভুচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে নিজ হইতে একটী শ্রেষ্ঠতর তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অণু এবং বিভু-চৈতন্যের মধ্যে নিত্যকাল ভক্তি বর্ত্তমান। মায়াবাদী যখন বৃহচ্চৈতন্য ভগবৎ স্বরূপ একটী সেব্য তত্ত্বের অস্তিত্বই স্বীকার করে না তখন সে নাস্তিক ব্যতীত আর কোন্ শব্দ-বাচ্য হইতে পারে? অতএব শাস্ত্রকারগণ মায়াবাদীকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" আখ্যায় অভিহিত করিয়া সত্যের যে অপলাপ করিয়াছেন তাহা তো মোটেই মনে হয় না। কর্ম্মী নিজভোগ-তাৎপর্য্যময় হইয়াও তাহাতে ভগবৎসেবা-সম্পর্ক না থাকায় মূঢ়; কিন্তু ব্রহ্ম-অভিমানী মায়াবাদী পণ্ডিতাভিমানের ছলে সাযুজ্যমুক্তিকামী হওয়ায় ভোগপর কর্ম্মী হইতেও অত্যন্ত ভোগী; কেবল তাহাই নহে, ভগবৎসেবা-বিরোধী হওয়ায় ভগবানের নিকট নিত্যকাল অপরাধী। সুতরাং মায়াবাদী কর্ম্মী অপেক্ষাও অজ্ঞান এবং মূঢ় অতএব সেবনোন্মুখ ব্যক্তি অমঙ্গলাবহ মায়াবাদ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবেন। আবার এই ভীষণ মায়াবাদ প্রলম্বাসুরের ন্যায় ভক্তি-সজ্জায় কিরূপে শুদ্ধ, নির্ম্মল ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়া কোমলশ্রদ্ধ জনগণের ভক্তিলতার সমূলে উচ্ছেদ সাধন করে বারান্তরে তাহা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, কলিকাতা

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

১। প্রেমবিবর্ত্ত। পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি বিরচিত। প্রাচীন শুদ্ধভক্তিগীতিগ্রন্থ মূল্য ।৵০।

২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। শ্রীগোবিন্দদেব কবি বিরচিত গৌরলীলাময় সংস্কৃত মহাকাব্য মূল্য ৸০।

৩। ভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ভাগবতের সার শ্লোকমালা সম্বন্ধ-অভিধেয় ও প্রয়োজন বিভাগে গুম্ফিত মূল ও অনুবাদ মূল্য ২৲।

৪। পদ্মপুরাণ শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু সম্পাদিত (সমগ্রমূল সপ্তখণ্ডাত্মক) মূল্য ৭৲।

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীভক্তি-বিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ মূল্য ১৲।

৬। সৎক্রিয়াসারদীপিকা সংস্কার দীপিকা সহ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি কৃত মূল, বঙ্গানুবাদসহ গৃহস্থের দশসংস্কার বিধি ও ত্যক্তগৃহের বেষাদি দশসংস্কার পদ্ধতি মূল্য ১।০।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত।

৭। তত্ত্বসূত্র। সূত্রাকারে তত্ত্ববিষয়ক বিচার গ্রন্থ ভাষ্য ও ব্যাখ্যাসহ মূল্য ॥০

৮। শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা। মূল অনুবাদাদি সহ মূল্য ১৲।

৯। ভজন রহস্য। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ॥৵০।

১০। ১১। ১২। শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু ও গীতাবলী।

১৩। হরিনাম চিন্তামণি। নাম ভজনের অদ্বিতীয় গ্রন্থ মূল্য ৸০।

১৪। জৈবধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞাতব্য সকল কথা ইহাতে যেমন আছে জগতে আর কোথাও নাই। মূল্য ২৲ ভাল কাগজে, সাধারণ ১।০।

১৫। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (বিরাট সংস্করণ, শ্রীকবিরাজ গোস্বামি কৃত,) তত্তাষ্য ও অনুভাষ্য সূচীপত্রাদি সহ ২৩৬৮ পৃষ্ঠা মূল্য ৬৲ ছয় টাকা।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম এ, বি এল্)

প্রকাশিত হইয়াছে

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক

সিদ্ধান্ত।

ইহাতে ২০৪ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের স্বরূপ নির্ণয়, তাঁহাদের বিভিন্ন বিভাগ, তাঁহাদের অধিকার ও যোগ্যতা, ইতিহাস প্রভৃতি বেদ পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনবাক্যাদির প্রমাণ সহ দৃঢ়সদ্‌যুক্তিমূলে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ব্যবহার কাণ্ডে পরস্পরের তারতম্য বিষয়িণী মীমাংসা আছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিবার পরে কাহারও আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। গ্রন্থের মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র। ভিঃ পিতে ৵০ মাত্র।

শ্রীযশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর কলিকাতা।

শ্রীপত্রিকার নিয়মাবলী।

১। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুকূল যাবতীয় হরিসেবাপর প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়। মতবাদিগণের ভ্রান্ত ধারণা ইহাতে স্থান পায় না। প্রকৃত আচার্য্য ও প্রচারকের লিখিত অবিসংবাদিত সত্যে ইহা পূর্ণ।

২। বিদ্ধভক্তি ও অচিহ্নিত ভক্তের পরমার্থ বিরোধিনী কথার অকর্ম্মণ্যতা সুষ্ঠুভাবে ইহাতে আলোচিত হয়।

৩। বার্ষিক ভিক্ষা ১৷৷০ মাত্র ডাক মাশুল সহ নির্দ্দিষ্ট আছে।

৪। শ্রীপত্রিকার পূর্ব্ব প্রচারিত অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ ও দ্বাবিংশ খণ্ড ৫৲ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী এম্‌ এ, বি এল্‌)

ম্যানেজার—সজ্জনতোষণী। কলিকাতা কার্য্যালয়।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৪ নারায়ণ।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা

৪৩৪ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত।

বার্ষিক ভিক্ষা ১।৷০ নমুনা প্রেরিত হয় না।

নিবেদন।

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের যাবতীয় জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর একাধারে পাইবার কোন সংগ্রহ গ্রন্থ নাই। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ যাবতীয় বৈষ্ণব গ্রন্থের তাৎপর্য্য, বৈষ্ণবগণের জীবনী, তৎসম্পর্কিত শ্রীমন্দির, শ্রীবিগ্রহ, স্থান প্রভৃতির সকল সংবাদ একাধারে কোন ও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। ঐ সকল সংগ্রহ করা কেবল যে বহু ব্যয়সাধ্য তাহা নহে, অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাবে ঐ সকল তথ্য ধারাবাহিক জানিবারও উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত সকল গ্রন্থাধ্যয়ন, এবং সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ ও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

এই যাবতীয় অভাব মোচন কল্পে একখানি সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণবকোষগ্রন্থ সঙ্কলিত হইতেছে।

সম্প্রতি শ্রীমঞ্জুষার উপকরণ সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সমাহরণ বিভাগের কার্য্যভার অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়ক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ বি এল্ মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্ ঠিকানায় সকল সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে। এই বিরাট কার্য্যের সহায়তার জন্য বিদ্বৎসমাজ ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সকলের নিকট আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইতেছি। কাশিমবাজারের দানশৌণ্ড বৈষ্ণব মহারাজ এই কার্য্যে বিশেষ আনুকূল্য করিতেছেন। পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বহু ভক্ত পণ্ডিতের সহায়তায় মঞ্জুষা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী
(বিদ্যাভূষণ বি, এ)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২৩ বর্ষ । নারায়ণ। ৪৩৪ । ১০ম সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস।

"নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ।"

ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ২ লহরী।

(১) শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের একাঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণতীর্থ বলিলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী দ্বারকা, মথুরা, গোকুল প্রভৃতি স্থান সমূহ বুঝায় এবং অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন, বৃষভানুসুতাযুক্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের লীলাস্থলী শ্রীনবদ্বীপ ধামকেও লক্ষ্য করে। শ্রীবৃন্দাবন, নবদ্বীপ

প্রভৃতি স্থান, প্রাপঞ্চিক বলিয়া লোকনয়নে প্রতীত হইলেও বাস্তবিক অপ্রাপঞ্চিক। কারণ, শ্রীভগবানের ন্যায় তদীয় তদ্রূপবৈভব লীলাক্ষেত্র-সমূহও বৈকুণ্ঠ এবং অপ্রাকৃত। তাই, ভগবানের বিহারস্থলী, শ্রীধাম বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীধামসমূহ সচ্চিদানন্দ ভগবানের সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ। যথা—

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥

চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ ৬৪।৬৫

তথাহি—স বৈ হ্লাদিন্যাঃ প্রণয়বিকৃতে হ্লাদিনরতঃ
তথা সম্বিচ্ছক্তিপ্রকটিতরহোভাবরসিতঃ।
তয়া শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদ তদ্ধামনিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে॥

দশমূল ৪ শ্লোকঃ

প্রকৃতির অতীত রাজ্যে দ্বারকা, মথুরা, গোলোক প্রভৃতি স্থান সেই ভগবানের প্রকট লীলায় তদীয় ধামসমূহ তাঁহার সহিত প্রপঞ্চে উদিত হন

সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর নাহি দুই কায়।

চৈঃ চঃ আদি ৫ম ১৮।১৯

এবং প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও অপ্রাকৃতভাবে অবস্থান করেন। যথা—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।

ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

ভাঃ ১স্ক ১১ অঃ ৩৭ শ্লোঃ

তাই, সেই অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণবিহারস্থলী অর্থাৎ শ্রীধামে বাস করিলে কৃষ্ণদাস জীবের কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণতীর্থবাসের প্রাধান্য আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই—

সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবত-শ্রবণ।

মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥

সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

চৈঃ চঃ মধ্য ২২ পঃ

তথাহি—শ্রদ্ধাবিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।

নামসংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ

ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ১১০ অঙ্কে

তত্রৈব—দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।

যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥

দ্বারকাদৌ বাসো যথা স্কান্দে—

সংবৎসরং বা ষন্মাসান্ মাসং মাসার্দ্ধমেব বা

দ্বারকা-বাসিনঃ সর্ব্বে নরা নার্য্যশ্চতুর্ভুজাঃ॥

আদি পুরাণে পুরুষোত্তমবাসশ্চ যথা ব্রাহ্মে—

অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমন্তাদ্দশযোজনং।

দিবিষ্ঠা যত্র পশ্যন্তি সর্ব্বানেব চতুর্ভুজান্॥

গঙ্গাদিবাসো যথা প্রথমে—

সা বৈ লসচ্ছ্রীতুলসীবিমিশ্র
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী।
পুনাতি লোকানুভয়ত্র সেশান্
কস্তাং ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ॥

তীর্থবাস বলিলে তীর্থক্ষেত্রের প্রকৃত তত্ত্ববোধে কায়মনোবাক্যে সেই তীর্থাশ্রয়কে তীর্থবাস বলে। তীর্থবাস দুই প্রকারে হইতে পারে—বাহ্য ক্ষেত্রে বসবাস এবং মানসে তীর্থাশ্রয়; যথা—

'ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।'

এইক্ষণ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে তীর্থক্ষেত্রে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিলে কি তীর্থ বাস হয় এবং যদি হয়, তবে কেন দেখা যায় যে তীর্থবাসী অনেকেই বাস্তাশী? উত্তরে বলা যায় যে তীর্থক্ষেত্রের প্রকৃত তত্ত্ব এবং তীর্থবাসীর আত্মতত্ত্বজ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রাকৃত বুদ্ধিতে তীর্থক্ষেত্রে গৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিলে তীর্থবাস হয় না; কারণ, বস্তুতত্ত্বজ্ঞানাভাবে বস্তুর আদর ও বস্তুসঙ্গ লাভ হয় না; যেমন, শাস্ত্রে দেখা যায়—

এক কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে।
পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে॥
সেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥

আরও দেখা যায়—

কোটিজন্ম করে যদি কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

উপরি উক্ত শাস্ত্রবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে জীব যদি নিরন্তর ভগবন্নামে কীর্ত্তন করেন তবুও জীবের কোন মঙ্গলোদয় হয় না; কিন্তু তাই বলিয়া বুঝিতে হইবে না যে কৃষ্ণনাম অক্ষরাত্মক হেতু পাপ দূরীকরণে অসমর্থ। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণব-সঙ্গে জীবের অনর্থাপগমে কৃষ্ণসেবা লাভ হয়; যথা—

'তোমার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।'

ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥

কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় যে প্রকৃত সাধুসঙ্গে যুগাবধি বাস করিয়াও কাহারও কাহারও সংসার-ক্ষয় না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে—ইহাতে বুঝিতে হইবে না যে সাধু পাপ দূরীকরণে অসমর্থ। পক্ষান্তরে বুঝিতে হইবে যে, সাধুকে সাধু বলিয়া না জানাই সংসার-বৃদ্ধির হেতু।

শ্রীবৃন্দাবনে বহু বৎসর বাস হইল, সংসার প্রবৃত্তি দূর না হইয়া ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ঘোর সংসারী হইল, হায়! বৃন্দাবনের সে মাহাত্ম্য নাই; কিন্তু জীব! তুমি কি শুন নাই ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব কি বলিয়াছেন—তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'হে ভগবন্! আমি যেন জন্ম জন্ম বৃন্দাবনের গুল্মলতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি, কেননা তাহা হইলে তোমার প্রিয়া গোপিগণের ভ্রমণকালে তাঁহাদের পদধূলি-সংস্পর্শে আমি ধন্য হইব'।

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" ভগবানের এই শ্রীমুখবাক্যে জানা যায় যে, শ্রীবৃন্দাবনই শ্রীভগবানের নিত্য বসতিস্থল; কিন্তু জীব! এ হেন বৃন্দাবনে থাকিয়া তোমার দশা কি হইল? না, তুমি গোপীপদরেণু

পাইয়া, গোপীজনবল্লভের সেবা পাওয়ার পরিবর্ত্তে কামিনীকাঞ্চনের দাস হইয়া মায়ার সেবা পাইলে !

হে নবদ্বীপ-ধাম-বাসি ! তোমার দশা দেখিলেও বড়ই কষ্ট হয় ; কুটীর বাঁধিয়া, কৌপিন আটিয়া, তিলকমালা ধরিয়া, তুমি ধামবাস করিলে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন গৌরসেবা প্রাপ্তি দূরে থাকুক, কৃষ্ণদাসী মায়ার সেবা পাইয়া দাস্যাশী হইলে !

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥

এ হেতু শ্রীনবদ্বীপধামে বাস করিয়া শ্রীগৌরলীলা দর্শন দূরে থাকুক গৌরবিমুখ জনের লীলাদর্শন-লাভে গৌরবিমুখতা-লাভ ভাগ্যে ঘটিল !

মাটিয়া বুদ্ধি হইয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে গেলে প্রাকৃত লাভই হয়। চক্ষুর দ্বারা মিষ্টান্নের আস্বাদ করিতে গেলে, মিষ্টান্নের আস্বাদ প্রাপ্তি না হইয়া যেমন চক্ষুরই নাশ হয়, সেইরূপ প্রাকৃত বুদ্ধিতে অপ্রাকৃত তত্ত্বের উপলব্ধি না হইয়া অধিকতর অপরাধী হইতে হয়। হে জীব ! শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনবদ্বীপ প্রভৃতি শ্রীধামসমূহ প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত— এ ধামসমূহের ধূলিকণা, বৃক্ষাদি, তৃণলতা সবই অপ্রাকৃত।

চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥
প্রেম-নেত্রে দেখে তার স্বরূপে প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস ॥

চৈঃ চঃ আদি ৫ম ২০।২১

(ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অ, ২৫ শ্লোক)

চিন্তামণি প্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং।

লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥

তাই বলি, প্রাকৃত বুদ্ধিতে এ ধামে কেহ যেন বাস না করেন। এ ধামে বাস করিয়া ধামবাসের ফললাভ করিতে হইলে সম্বন্ধজ্ঞান দরকার। সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও শ্রীধামবাস কিছুই হয় না। কারণ, বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানই বস্তুসঙ্গগুণদায়ক।

হায় জীব! আমাদের নিজের জ্ঞানে বা চেষ্টায় অপ্রাকৃত তত্ত্বের উপলব্ধি হইবে না। পরম দয়াল ভগবানের কৃপা না পাইলে, পতিতপাবন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা না পাইলে আমরা কখনই অপ্রাকৃত জ্ঞানলাভে সমর্থ হইব না। শ্রীধামদর্শন কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীধামের কৃপা ব্যতীত ভাগ্যে ঘটিবে না। জড় আশা নিবৃত্ত হইয়া স্বস্বরূপ-জ্ঞানোদয়ে শ্রীধামদর্শন হয়; তাই, গৌরভক্তচূড়ামণি পরমহংস শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাইলেন :—

কবে হবে হেন দশা মোর।
ত্যজি জড় আশা, বিবিধ বন্ধন
ছাড়িব সংসার ঘোর ॥
বৃন্দাবনাভেদে, নবদ্বীপ ধামে
বাঁধিব কুটির খানি।
শচীর নন্দন চরণ আশ্রয়
করিব সম্বন্ধ মানি ॥
জাহ্নবী-পুলিনে চিন্ময় কাননে
বসিয়া বিজন স্থলে।
কৃষ্ণনামামৃত, নিরন্তর পিব
ডাকিব গৌরাঙ্গ ব'লে ॥

হা গৌর নিতাই, তোরা দুটী ভাই
পতিত জনের বন্ধু।
অধম পতিত, আমি হে দুর্জ্জন,
হও মোরে কৃপাসিন্ধু॥
কাঁদিতে কাঁদিতে ষোলক্রোশ ধাম
জাহ্নবী-উভয়কূলে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কভু ভাগ্যফলে
দেখি কিছু তরুমূলে॥
হা হা মনোহর, কি দেখিনু আমি
বলিয়া মূর্চ্ছিত হব।
সম্বিত পাইয়া কাঁদিব গোপনে
স্মরি দুঁহু কৃপা লব॥ —'কল্যাণ কল্পতরু'

[illegible]—— ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু সঙ্গ হয়।
পুনরায় গুপ্ত নিত্য ধর্ম্মের উদয়॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা হয় আলোচন।
পূর্ব্বভাব উদি কাটে মায়ার বন্ধন॥
কৃষ্ণ প্রতি জীব যবে করেন ঈক্ষণ।
বিদ্যারূপা মায়া করে বন্ধন ছেদন॥
মায়িক জগতে বিদ্যা নিত্য বৃন্দাবন।
জীবের সাধন জন্য করে বিভাবন॥
সেই বৃন্দাবনে জীব ভাবাবিষ্ট হ'য়ে।
নিত্য সেবা লাভ করে চৈতন্য-আশ্রয়ে॥
প্রকটিত লীলা আর গোলোক-বিলাস।
এক তত্ত্ব ভিন্ন হয় দ্বিবিধ প্রকাশ॥

নিত্য লীলা নিত্য দাসগণের নিলয়।
এ প্রকট লীলা বদ্ধ জীবের আশ্রয়॥
অতএব বৃন্দাবন জীবের আবাস।
অসার সংসারে নিত্যতত্ত্বের প্রকাশ॥
বৃন্দাবন-লীলা জীব করহ আশ্রয়।
আত্মগত রতিতত্ত্ব যাহে নিত্য হয়॥

শ্রীচরিতামৃতে :—অপ্রাকৃত বস্তু না হয় প্রাকৃতগোচর।
ভক্তিরসামৃতে :—অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবাপ্রার্থী
শ্রীনয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী
সম্প্রদায়বৈভব-ভক্তিশাস্ত্র-পঞ্চরাত্রাচার্য্য।
নারায়ণপুর, পোঃ পাঁজিয়া (যশোহর)

বিষয় সেবা।

আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ প্রণয়াধিকরণে বিষয় ও আশ্রয় ভেদে পদার্থ-মণ্ডলীকে বিভক্ত করিয়াছেন। সেবা দ্বারা যাহাকে পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা পাওয়া যায়, যাহার পরিতৃপ্তিতে সেবক স্বয়ং প্রীতিলাভ করে, তাহাকে বিষয় বলে। আর বিষয় যাঁহার নিকট সেবা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সেবক ও সেবোপকরণ আশ্রয়তত্ত্ব। ভোগ্যবস্তু মাত্রই আশ্রয়জাতীয়। আলঙ্কারিক বা সাহিত্যিকগণ জড়জগতের সেব্য ও সেবক, ভোক্তা ও ভোগ্যকে বিষয় ও আশ্রয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন। তাঁহারাই ভাষার মালিক, সুতরাং ভাষা ব্যবহার করিতে গেলেই তাঁহাদের পরিভাষা ব্যবহার করিয়া পরস্পর ভাবের আদান প্রদান করিতে হয়। চিজ্জগতের কথা এ জগতে পরস্পরের

মধ্যে আলোচনা করিতে গেলেও জড় মন ও দেহ এই দুইটী আবরণের মধ্য দিয়া ভাব প্রকাশ করিতে হয়, সুতরাং চিদালোচনার মধ্যেও সাহিত্যিক পরিভাষা প্রবেশ লাভ পাইয়াছে, উপায়ান্তর অভাবে চিদ্ধর্ম্মের সাহিত্যের মধ্যেও আলঙ্কারিকের বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। আলম্বন, উদ্দীপন, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ প্রভৃতি শব্দ প্রাকৃত জড়প্রণয় ও অপ্রাকৃত প্রেম উভয় বিচারেই প্রযোজ্য হইয়া থাকে। জড়প্রণয়ের প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র ভাব নাই, উহা চিদ্রাজ্যের উপাদেয় প্রেমতত্ত্বের হেয় বিকৃত জড়ীয় প্রতিফলন। সুতরাং এই উভয় ব্যাপারে উপাদেয়ত্ব ও হেয়ত্ব ভেদ থাকিলেও উহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট। যেমন মুকুরে প্রতিফলিত বিম্বের বিপরীত ভাব হয় অর্থাৎ আপনি বামহস্ত উত্তোলন করিলে আপনার প্রতিবিম্ব তাহার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে, আপনি মুকুরকে আপনার পূর্ব্ব দিকে রাখিয়া আপনি পূর্ব্বমুখে দণ্ডায়মান হইলে, প্রতিবিম্ব পশ্চিমমুখী হয়, অথচ সহসা আপনার ও প্রতিবিম্বের এই ভেদ পরিলক্ষিত হয় না, উভয়ই সম বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ চিদ্রাজ্যের প্রেম ও এই জগতের প্রণয় অসতর্ক দ্রষ্টার নিকট সম ও অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়, জড়ীয় প্রতিফলনে যে উপাদেয়ত্ব নাশ ও হেয়ত্ব বিধান ঘটিয়া গিয়াছে তাহা তাঁহার বোধশক্তির অধিগম্য নহে। এই অসতর্কতাতেই জীবের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। কেহ প্রতিফলনে হেয়ত্ব দেখিয়া চিদ্রাজ্যেও হেয়ত্বের আরোপ দ্বারা অপরাধ সঞ্চয় করিতেছে, আবার কেহ চিদ্রাজ্যের প্রেমের মাহাত্ম্য শ্রবণে জড়ীয় নায়ক নায়িকার প্রণয়ে উপাদেয়ত্ব আছে মনে করিয়া তাহারই রসে রসিক হইতে গিয়া স্বীয় নিরয় আবাহন করিতেছে। ইহারা উভয়েই শোচ্য, ইহা "শ্রীকৃষ্ণ-লীলা" শীর্ষক প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে। হইলেও, জড়প্রণয়ের সাহিত্যে ও চিজ্জগতের প্রেমবিচারে একই পরিভাষা ব্যবহারে বিশেষ দোষস্পর্শের আশঙ্কা নাই।

বিষয় যদি সেব্যবস্তু হইল, তাহা হইলে 'বিষয়-সেবা' পদটী অসংলগ্ন নহে, বরং 'বিষয়-ভোগ' যে প্রচলিত পদ আছে তাহা অসমঞ্জস। ভোগ্য-বস্তুকেই ভোগ হয়, ভোক্তা ভোগ করেন বা সেবা গ্রহণ করেন, ভুক্ত হইবার যোগ্য নহেন। তবে বৈয়াকরণিক পদটী সিদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। বিষয় কর্ত্তৃপদ, কর্ত্তার ষষ্ঠী হইবার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু "বিষয় ভোগ" বলিলে সে অর্থ পরিস্ফুট হয় না, "বিষয়" কর্ম্মেই প্রযোজ্য হয়, বিষয়কে ভোগ এই সাধারণ অর্থ। সুতরাং অসামঞ্জস্যই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সাধারণ ভাষায় আলঙ্কারিক পরিভাষার স্থান নাই, সুতরাং "বিষয়-ভোগ" পদেরই বহুল প্রচার। আর "বিষয়" অর্থে ভোগ্যবস্তুই নির্দ্দিষ্ট হয়। এইখানে সাধারণ ভাষায় আলঙ্কারিকের শ্রাদ্ধ করা হয়।

বিষয়-সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। চতুর্দ্দশভুবনে বিষয় অর্থাৎ ভোক্তৃ-তত্ত্ব একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। জীব স্বরূপে "নিত্য কৃষ্ণদাস"। যখনই জীব নিজে ভোক্তা এই অভিমান করে, তখনই তাহার স্বরূপ বিভ্রম ঘটিয়াছে জানিতে হইবে। জড়জগতের সকল জীবেরই অল্পবিস্তর স্বীয় কৃষ্ণদাস্যাভিমান বিস্মৃতি ঘটিয়া ভোক্তৃত্বাভিমান প্রবল হইয়াছে, স্বরূপবৃত্তিতে বিষয়-সেবার পরিবর্ত্তে জড়জগতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ভোগ আবাহন করা হইয়াছে এবং তাহাকেই প্রথমে বিষয়-সেবা, পরে বিষয়-ভোগ আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ "বিষয়-সেবা" অর্থে কৃষ্ণসেবাই উদ্দিষ্ট হওয়া উচিত, কিন্তু মায়ারাজ্যে তাহার বৈপরীত্য ঘটিয়াছে।

মায়ারাজ্যে জীব স্বীয় স্বরূপবিরুদ্ধ ভোক্তৃত্বাভিমান করিয়া ভোক্তার সাজে দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার সেবা ধর্ম্মই ফুটিয়া বাহির হয়, তবে সেবা সম্বন্ধে ব্যতিক্রম ঘটিয়া গিয়াছে। সেব্য বিষয় শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে মায়িক বিষয় তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছে; জীব মনে করে সে জাগতিক বস্তুনিচয়ের ভোক্তা, কিন্তু সে তাহাদের ভোগ না করিয়া

সেবাই করিতেছে। তবে সেব্যবিচারে ভুল করিয়া সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই অঙ্গীকার করিতেছে। যিনি নিত্য ভোক্তৃ-তত্ত্ব, ভোগেই তাঁহার সদানন্দ; যাঁহারা ভোগ্য-তত্ত্ব, সেবাতেই তাঁহাদিগের সদানন্দ। ইহার বিরোধ ঘটিলে নিরানন্দই তাহার মূল্য। জীবের তাহাই ঘটিয়াছে। বিষয় সেবা করিয়া বিষয়বিচারে ভ্রান্তি হেতু নিত্যানন্দের স্থানে নিরানন্দই প্রাপ্যবস্তু হইয়াছে। দুর্ভাগ্য জীব! তুমি স্বরূপ-বিচারে বিষয় নির্ণয় করিয়া লইয়া তাঁহার সেবা কর, ভগবদ্দাস্যে অধিষ্ঠিত হও, তাহা হইলে তুমি নিরানন্দমুক্ত হইয়া সদানন্দ-সুখে মগ্ন হইবে।

মায়িক বিষয় ষড়্‌বেগরূপে আমাদের প্রভু হইয়া বসিয়া আছে। তাহাদের সেবামুক্ত হইয়া তাহাদিগকে জয় করিয়া কৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই আমাদের পরম লাভ হইবে। যাঁহার সে সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, তিনিই ইন্দ্রিয়জিৎ, পৃথিবীপতি, গোস্বামী বা গুরু, নচেৎ মনে মনে ভোক্তার অভিমানে স্ফীত হইলেও জড়বিষয় আমাদের উপর প্রভুত্ব করিয়া আমাদিগের দ্বারা সেবা করাইয়া লইতেছে, আমরা গো-দাস লঘুতম। আমাদের ন্যায় যাহার অবস্থা, সে যে বংশেই জাত হউক, সে কখনই "গোস্বামী" নহে, গো-দাস মাত্র, ইন্দ্রিয়সেবাপরায়ণ। মূর্খ লোক তাহারই আশ্রয় করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছে। এই ষড়্‌বেগ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদ ভক্ত শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ কর্ত্তৃক 'শ্রীউপদেশামৃত' গ্রন্থ-শিরোমণিতে বিবৃত হইয়াছে; যথা,—

"বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগং।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

কৃষ্ণবিমুখ লোক বৃথা জড় বিষয়-কথাতেই সারা জীবন কাটাইয়া দিয়া জন্মমরণ-মালা আবাহন করিয়া লক্ষ্য বস্তু হইতে ক্রমশঃই দূরতর প্রদেশে চলিয়া যাইতেছে। গ্রাম্য কথার মধ্যে বৃথা পরচর্চ্চাই অধিক, পরের

কুৎসা লইয়াই ব্যস্ত থাকি। তাহার ফল সেই সকল ঘৃণিত ব্যাপারের আলোচনা দ্বারা আমাদিগের মনোমুকুর সর্ব্বদা মলযুক্ত থাকায় ভগবচ্চিন্তা-রূপ সুনির্ম্মল বিগ্রহ তাহাতে স্থান পায় না, কেবল একটী বিকৃত প্রতিফলন লইয়াই নিজেনিজেকে ভজনশীল অভিধানে অঙ্কিত করিয়া স্বীয় সর্ব্বনাশ সাধন করি। তবে সৎবিচার-স্থলে নিজ-মঙ্গলকাম ব্যক্তি অসদাচার-ত্যাগ-মানসে ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের নিন্দনীয় আচরণ বিচার করিয়া সতর্ক হইতে গেলে তিনি বাদ্বেগের দাস না হইতে পারেন, আর শিষ্যের মঙ্গলপ্রার্থী গুরু শিষ্যকে সেইরূপ উপদেশ দিবেন। ভ্রমান্ধ লোক তাহাতে বাদ্বেগের গন্ধ পাইয়া স্বীয় অপরাধ বর্দ্ধন করেন। এরূপ স্থলে সেই বৈষ্ণবের পাদরজে অভিষিক্ত না হইলে সে অপরাধের মোচন নাই। আবার কৃষ্ণসেবানুকূল ব্যাপারে প্রযুক্ত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া জড়বিষয়ান্ধ ভ্রান্ত নর সেগুলি স্বীয় জড়বিষয় সেবার অনুরূপ দেখিয়া কৃষ্ণসেবাপর মহাত্মাকে স্বীয় বিষয়ভোগাভিসন্ধিময় মনে করিবার সময় অপরাধরাশি সঞ্চয় করে। তাহারও প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বানুরূপ, সেই মহাত্মার কৃপা লাভ না করিলে তাঁহার আর বিষয়-সেবা ঘুচিবে না।

২। মনোবেগ :—কৃষ্ণসেবানুকূল চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তাসমূহ জড় বিষয়-চিন্তা মাত্র সে সকলই মনোবেগের অন্তর্গত। কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবেশজনিত ভয়, শোক, স্পৃহা ইত্যাদি মনোবৃত্তিনিচয় মনোবেগ নামে অভিহিত। দেহে আত্মবুদ্ধি, পুত্র, গৃহ, কলত্রাদিতে মমতাবুদ্ধি, জড়-বস্তুতে সেব্যবুদ্ধি, সলিলাদিতে তীর্থবুদ্ধি, সাধুগুরুবৈষ্ণবে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি এ সকলই মনোবেগের উদাহরণ। নিজের ভোগ্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সেব্যবুদ্ধিই সকল মনোবেগের মূল। জড়বাসনাসমূহ মনোবেগের বিকাশ। সে সকল হইতেই ঈর্ষা, দ্বেষ, মৎসরতা, জড় অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির উৎপত্তি। জড়কামের নামান্তর মনোজ বা মনোভব। সুতরাং মন দান্ত

না হইলে হরিভজন-পথে অগ্রসর হইবার আশা অত্যন্ত অল্প। হরিভজন-তৎপর ব্যক্তি জীবে দয়া কর্ত্তব্য বলিয়া সর্ব্বদা জীব-মঙ্গল সাধনে ব্রতী। জীবের চরম কল্যাণোপায় শ্রীহরি-নামাশ্রয় জানিয়া তিনি হরিনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে সহস্রবদন, এবং যাহাতে জীব পঞ্চোপাসনা ত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক হরিভজনোন্মুখ হইবা সাধুগুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক শুদ্ধ হরিনামে নিরত হয় তজ্জন্য কীর্ত্তনমুখে প্রচারই স্বীয় একমাত্র কৃত্য বলিয়া বরণ করিয়াছেন, কেন না, তাহাই শ্রীভগবন্মুখনিঃসৃত আদেশ ও শাস্ত্রমর্ম্মার্থও তাহাই। তিনি জড়বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতিকে অবিদ্যা জানিয়া তাহাতে সময়ক্ষেপকে মনোবেগেরই ফল বলিয়া জানেন, পরাবিদ্যার অর্থাৎ বেদ বেদান্তভাগবত এক করিয়া যে পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করা যায় তদতিরিক্ত অন্য জ্ঞানকে বহুমানন করেন না, তাহাকে মনোবেগ-প্রসূত বলিয়া সাবধানে বর্জ্জন করেন। হরিভজনবিমুখ হইয়া নৈতিক জীবন-যাপনের জন্য যে চেষ্টা দেখা যায়, তাহা বহির্দৃষ্টিতে সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হইলেও তাহা মনোবেগ পরিচালিত বলিয়াই ধীরচেতা তাহারও আদর করিতে উদ্যত নহেন। তিনি জানেন হরিভক্ত জনই সর্ব্ব গুণের আধার, হরিভক্তিহীন জনে গুণের বর্ত্তমানতা কিরূপে সম্ভবপর? তবে যে অন্যত্রও গুণের আভাস দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কেবল বাহ্য, মনোরথের দ্বারা অসৎ বস্তুতে চিত্ত ধাবমান হয়।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

এরূপ লোকের নৈতিক জীবন কেবল প্রতিষ্ঠাশায় পরিচালিত। কিন্তু কৃষ্ণ ও ভক্ত-বিদ্বেষিজনকে উপেক্ষা দ্বারা যে কৃপা ভক্তজন দেখান, তাহা তাহাদের ও অন্যের মঙ্গলপ্রদ, তাহা যেন কেহ ভক্তবরের মনোবেগ জানিয়া অপরাধ অর্জ্জনে ব্যস্ত না হন, এরূপ ধারণা বর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ।

৩। ক্রোধ-বেগ :—ক্রোধের উৎপত্তি মনে, সুতরাং ক্রোধবেগ এক হিসাবে মনোবেগেরই অন্তর্গত, তথাপি তাহাতে ক্রিয়াগত বাহ্য প্রকাশ থাকায় উহার স্বতন্ত্র গণনা হইয়াছে। ক্রোধের ঝঞ্ঝার তাড়না অনেককেই সহ্য করিতে হইয়াছে, তখন প্রত্যেকেই বুঝেন যে ক্রোধবেগ মনোবেগের উপর আরও কিছু। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ অনেক সময় এমন বীভৎস কার্য্য করিয়া বসে যাহার জন্য তাহাকে পরে অনুতপ্ত হইতে হয়। ক্রোধের বশে লোকে মিত্রকে উদাসীন করে, উদাসীনকে শত্রু করিয়া তুলে। ক্রোধ চণ্ডালাদি অন্ত্যজগণেরই বৃত্তি, তবে সময়ে সময়ে উন্নতচেতাঃ ব্যক্তিগণের মধ্যেও পরিদৃষ্ট হয়। তৎকালে তাঁহাদেরও চণ্ডাল-সদৃশ মূর্ত্তি হয়—চণ্ডালবৃত্তিই প্রবল হয়। ক্রোধ-বেগের বিকাশ তখন লোককে উন্মত্তবৎ করিয়া তুলে। কিন্তু অনেকের পক্ষে ক্রোধ মনোবেগেরই অন্ততম, মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ করেন না। তাহাতে তাঁহাদিগকে লোকের বিশেষ অপ্রীতিভাজন হইতে হয় না বটে, কিন্তু সেই মনোবেগ তাঁহাদিগকে যন্ত্রণা প্রদান করে। সেরূপ ক্রোধ অন্যান্য ক্রোধবেগের ন্যায় প্রচণ্ড না হইলেও মনোবেগ বলিয়া তাহাও সাবধানতার সহিত বর্জ্জনীয়। ক্রোধের মূল ভোগস্পৃহা, সেব্যাভিমান। আমাকে সকল দিক হইতে লোকে সেবা করুক, আমার প্রীতি সম্পাদন করুক, আমাদের আদেশ বা উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য চলুক, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমেই আমার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল, প্রতিবিধানাশক্তের বাহ্যচেষ্টায় তাহা পরিস্ফুটভাবে বিকশিত হইয়া অগ্নির ন্যায় ক্রোধী ও ক্রোধের পাত্র উভয়কেই দগ্ধ করিতে লাগিল সুতরাং ক্রোধের মূলীভূত কারণ আমাদের স্বরূপ-বিভ্রম। যদি আমাদের সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় হয়, যদি আমরা দৃঢ়ভাবে অনুভব করিতে পারি যে আমরা নিত্য কৃষ্ণদাস, আমাদের

অধিকার আমাদের নাই, তাহা হইলে ক্রোধের স্থানই থাকে না। সুতরাং যতক্ষণ আমি ক্রোধবেগের দাস থাকিব, ততক্ষণ আমার সম্বন্ধজ্ঞান হয় নাই জানিতে হইবে। আবার এই কথা শুনিয়া অনেক কপট ভণ্ডাচার ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় কৃত্রিমভাবে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ দমন করিয়া মনোবেগের দাস্য করে, কেননা মনোবেগ সকলে সময়ে বাহিরে প্রকাশ পায় না। আমার ন্যায় তাহারা কপট দৈন্য এরূপ অভ্যাস করিয়াছে যে লোকে তাহাদিগকে "তৃণাদপি সুনীচ"-ধর্ম্মের আদর্শ বলিয়া বরণ করে। কিন্তু আমার ঘরের সংবাদ যাঁহারা রাখেন তাঁহারা জানেন আমার অন্তর তৃণাধিক হীন হয় নাই, আমি তাহার অভিনয় করিয়া লোক-ভুক্কে উন্নত অধিকারের ভক্ত-আখ্যালাভের জন্য যত্নবান্। আমার ভক্তি-পথের বিরোধী অনেক কার্য্য গোপনে সংসাধিত হয়, কিন্তু আপনারা আমাকে ভক্ত বলিয়া বরণ করিয়া থাকেন, তাহাতে আমার যশোভোগ-লিপ্সা তৃপ্ত হয়। বাস্তবিকই কি আমি অক্রোধ! সে বিচার সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া আপনারাই করুন। আর এক কথা—আমরা এক প্রভুর ভৃত্য। আমি যদি প্রভুভক্ত না হই, প্রভুর সেবাকার্য্যে অবহেলা করি, তাহা হইলে আমার মঙ্গলের জন্য আপনি আমাকে প্রভুর সেবা করিতে উপদেশ করিবেন। কিন্তু যদি আমি প্রভু-বিদ্বেষী ও যাহারা প্রভুভক্ত তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি, তখন আপনার কি কর্ত্তব্য হওয়া উচিত, বলুন দেখি? বিদ্বেষীকে উপদেশ দিলে তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি হয়। "উপদেশোহি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।" তখন প্রভুভক্ত আপনি, প্রভু-বিদ্বেষীর প্রতি বিরক্ত হওয়াই আপনার স্বাভাবিক গতি। আপনার আমার প্রতি যে ক্রোধ-প্রকাশ তাহা ক্রোধবেগের বিষয়ীভূত নহে, তাহাই আপনার সেবাধর্ম্মের অঙ্গ, সেরূপ স্থলে ক্রোধ-প্রকাশে "তৃণাদপি সুনীচ"—ধর্ম্মের ব্যত্যয় হয় না। ওরূপ স্থলে "তৃণাধিক হীন" হইয়া

ভগবদ্বিদ্বেষ, সাধুগুরুবৈষ্ণবাবমাননা নির্ব্বাকৃভাবে ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিলে ধৈর্য্যধর্ম্মের অপব্যবহার হয়, ঐ বিদ্বেষের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়—বিদ্বেষীর পোষকতা হইয়া যাওয়ায় অপরাধসঞ্চয় হইয়া পড়ে। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় প্রতিপদে "হেন নিত্যানন্দের যেই পরিহার করে। তবে লাথি মারোঁ। তার শিরের উপরে॥" এই ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না। আবার তাহাও বলি, কোন কোন ভণ্ড কপট ভক্তাভিমানী লোক ইহাতে তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া গুরুবর্গের উপর গুরুগিরি দেখাইয়া নিজে খুব বড় ভক্ত এইটী জাহির করিতে প্রয়াস পায় ও অনন্ত নিরয়কে আলিঙ্গন করে। গোস্বামিপাদ বৈষ্ণবনিন্দকের "জিহ্বা ছেত্তব্যা তদশক্তৌ স্বপ্রাণত্যাগঃ তদসামর্থ্যেঽপি স্থানত্যাগঃ" এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা আমার ন্যায় মূঢ় লোকের দেখা নাই, দেখা থাকিলেও গোস্বামিবাক্যে বিশ্বাস নাই। হায় হায়, আমাদের দুর্গতি কি হইবে? তাদৃশ কপট ভক্তাভিমানীর (ও তাহারই সংখ্যা অধিক) তৃণাধিক হীনতার অভিনয় দেখিয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব স্থির করিয়া রাখিয়াছে বৈষ্ণবগণ দুর্ব্বল, উহাদের উপর যত পার অত্যাচার কর, কৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তের যত পার নিন্দা কর, উহারা দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত সহ্য করিয়া যাইবে, উহাদের ধর্ম্মই তাই। হায়, হায়, "তৃণাদপি সুনীচের" এই পরিণাম! আর এক দিক্ আছে, সেইটী বিচার করিয়া ক্রোধবেগ-বিচার সমাপ্ত হইবে। সে দিক্—শিষ্যের প্রতি গুরুর ব্যবহার। গুরু শিষ্যের মঙ্গলপ্রার্থী, জড়-বিষয়াবিষ্টচিত্ত শিষ্যের মনোরঞ্জক নহেন। যিনি শিষ্য-প্রীণন মাত্র কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন তিনি গুরুবস্তু নহেন, লঘু, অসৎসঙ্গ ও বর্জ্জনীয়। শিষ্যকে মায়িক বিষয় ছাড়াইয়া পরমার্থে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ গুরু-করণের আবশ্যকতা কি? গৃহস্থালী মতে "গুরু, পুরোহিত, ধোপা, নাপিতের" মধ্যে গুরু এক বৃত্তি, সংসারে একটী করিয়া গুরু

কাড়িবার ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাকে কিছু কিছু বার্ষিক, তাহার পুত্রকন্যার বিবাহে এক আধ খানি অলঙ্কার, গৃহস্থের মধ্যে কাহারও বিবাহাদি হইলে গুরু-বরণের কাপড় একখানি (তাহাও সাধারণতঃ কলের কাপড়, যতটা কম দামে সারা যায়) এই সব দেওয়ার নাম শিষ্যত্ব হইয়া পড়িয়াছে। এ সবের ত্রুটী হইলে গুরুর (?) যে ক্রোধ হয় তাহা ক্রোধ বেগ। কিন্তু সদ্‌গুরু শিষ্যের পারমার্থিক মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাকে তৎসম্বন্ধে উদাসীন দেখিলে তাহার বিষয়াসক্তি-গ্রন্থি-ছেদন করিবেন, ইহাই তাঁহার কৃত্য।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

আসক্তি-ছেদন জন্য শিষ্যকে শাসন করিবেন, "শিষ্য" শব্দের অর্থই শাসনযোগ্য; এরূপ স্থলে গুরুর যে ক্রোধ-প্রকাশ তাহা ক্রোধবেগের অন্তর্ভুক্ত নহে। অনেক স্থলে গুরুর ব্যবহারের ঔচিত্যে সন্দিহান হইয়া শিষ্য অপরাধ সঞ্চয় করিয়া বসে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ শিষ্য গুরুর নিকট আপাতমনোরম বাগ্বিন্যাস ও স্বীয় ভোগানুকূল প্রবৃত্তির অনুমোদন আশা না করিয়া গুরু কর্তৃক শাসনকে পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া আসক্তি-ত্যাগে প্রস্তুত হ'ন।

৪। জিহ্বাবেগ:—রসাস্বাদনের দ্বার জিহ্বা। এই ইন্দ্রিয় দ্বারে বিষয়-সেবার স্পৃহাই জিহ্বা-বেগ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-পার্ষদবর শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত উপদেশ করিতেছেন, "ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।" রসনার তৃপ্তিকর আহার্য্য ও পেয় সংগ্রহ-কামনা জিহ্বা-বেগের ফল। হরি-ভজনপ্রয়াসী মানব যাবন্নির্ব্বাহপ্রতিগ্রহ দ্বারা হরিভজনানুকূল নরদেহ-রক্ষার যত্ন লইবেন, তদতিরিক্ত দ্রব্য-সংগ্রহের চেষ্টা বা আগ্রহ সাধারণভাবে এই চতুর্থ বেগের অন্তর্ভুক্ত। যে যে বস্তু ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে

সকলের অনিবার্য্যভাবে আবশ্যক তাহার স্বীকারে জিহ্বাবেগের প্রাবল্য দেখা যায় না, কিন্তু তদ্ব্যতীত যাহা কিছু গ্রহণ করা যায় তাহা বিলাসোপকরণ, তাহাতে জিহ্বাবেগের বশ্যতাপন্ন হইতে হয়। ভজনপ্রবৃত্ত মানবের পক্ষে শ্রীহরিপ্রসাদ ও ভক্তোচ্ছিষ্টরূপ মহামহাপ্রসাদের যথাযোগ্যরূপে গ্রহণ বিধেয়, নচেৎ জিহ্বাবেগের দাস হইয়া পড়িতে হইবে। মৎস্য, মাংস, পলাণ্ডু প্রভৃতি অমেধ্য দ্রব্যগুলি শ্রীহরি-সেবায় প্রযোজ্য নহে, সুতরাং সে সকল হরি-প্রসাদ হইতে পারে না। অতএব যাহারা সেগুলির উপযোগ করে তাহাদের জিহ্বাবেগ প্রবল। হিন্দুত্বাভিমানী সকলেরই মনু-বাক্য স্মরণ রাখা উচিত (মনুসং ৫ম অঃ) :—

"মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদাস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ"।

মৎস্যাশী ও গোশূকরভোজীতে পার্থক্য নাই। মৎস্যভোজনও করিব আর ভক্তনামেও পরিচিত হইবার যত্ন করিব, ইহা অপেক্ষা আর কি কি বিড়ম্বনা হইতে পারে? তৎপরে, যাহারা কোনরূপ নেশার দাস, তাহাদেরও জিহ্বাবেগ প্রবল ও নেশা থাকিতে তাহাদের ভজনপথে প্রবেশাধিকার নাই। মাদকদ্রব্য ত' অন্নদুগ্ধাদির ন্যায় অপরিহার্য্য প্রয়োজন বস্তু নহে। তাম্রকূট (তামাকু), সুরা, অহিফেন, গঞ্জিকা প্রভৃতি দ্রব্যের সেবন হরিসেবন-বিরোধী। অনেক ভণ্ড বৈষ্ণবচিহ্নে-চিহ্নিত ব্যক্তি প্রসাদবস্তু বলিয়া তাম্বুল-সেবনে রসনার তৃপ্তিসাধন ও অধর রঞ্জিত করিয়া সুখবোধ করে, তাহাদের ভোক্তৃত্বাভিমান প্রবল, তাহারা জিহ্বাবেগের দাস। তাম্বুল, গুবাক্ প্রভৃতি ভোগোপকরণ, বিলাসসামগ্রী। তাহা একমাত্র ভোক্তৃ-তত্ত্ব বিলাসময় শ্রীভগবানেরই অধিকার, অন্যের নহে। অন্য সকলেই ভোগ্যতত্ত্ব। এই কথা ভুলিয়া যাওয়াতে ভক্তি-জগতে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়াছে। তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, বৈষ্ণব-প্রদত্ত প্রসাদবস্তু সুরস হইলে সম্মান করিতে হইবে না। তবে

প্রসাদ-নির্ব্বাচনে সুরস বিরস বিচার করিয়া সুরসগ্রহণেই প্রসাদসম্মান হয় না, সে ক্ষেত্রে সুরস-ভোগের স্পৃহার অর্থাৎ জিহ্বাবেগেরই প্রাবল্য অধিক, প্রসাদবুদ্ধিতে নিস্পৃহ হইয়া সুরসদ্রব্য-গ্রহণেও জিহ্বাবেগ হয়। লোভই পরিবর্জ্জনীয়, হরিসম্বন্ধি বস্তু পরিহরণীয় নহে। সেইরূপ ঔষধার্থে তাম্বুল রস অনুপান কিংবা হোমিওপ্যাথিক ঔষধে সুরাসার-যোগ বলিয়া এগুলি বর্জ্জনীয় নহে, ইহাদের পরিহারে কেবল গোঁড়ামি প্রকাশ পায়, শাস্ত্রার্থ বিচার না করিয়া 'ওস্তাদি' দেখাইবার প্রবৃত্তি না থাকিলে এ বুদ্ধি হয় না।

(ক্রমশঃ)

অপ্রাকৃতবিষয়সেবা-প্রার্থী হরিদাসানুদাস-সিষেবিষু
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন।

শুদ্ধভক্তি।

'ভজ্' ধাতুর সহিত 'ক্তি' প্রত্যয়যোগে 'ভক্তি' শব্দ। ভজ্ ধাতু অর্থে সেবা করা বুঝায়। 'শুদ্ধভক্তি' বলিলে তদ্বিপরীত 'বিদ্ধভক্তি' বলিয়া আর একটী কথা আমরা অনুধাবন করিয়া থাকি। সেই বিদ্ধভক্তি দ্বিবিধ ; কর্ম্ম-বিদ্ধা ও জ্ঞান-বিদ্ধা। শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি ব্যতীত অপর বিষয়টীর নাম অন্যাভিলাষ ; তাই, শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদ 'শুদ্ধভক্তি'র সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিলেন,

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

তাৎপর্য্য এই যে, অন্যাভিলাষশূন্য, কর্ম্ম ও জ্ঞান দ্বারা অনাবৃত এবং অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনই 'উত্তমা ভক্তি' বা 'শুদ্ধা ভক্তি'। 'অন্যাভিলাষ' অর্থে এই বুঝা যায় যে, জীব বদ্ধাবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আত্মাভিমানক্রমে

দেহ ও মনের সুখে ব্যস্ত হইয়া এত দূর স্বার্থান্ধ হইয়া পড়ে যে, যথেচ্ছাচার অবলম্বন পূর্ব্বক অবৈধসুখ-প্রয়াসী হয়; আবার, কর্ম্ম-প্রণোদিত হইয়া ধর্ম্মার্থকামপিপাসু বদ্ধ জীব পরলোকে নিজসুখপ্রাপ্তি-লোভে নানাবিধ সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন। আর নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানী, ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ বন্ধনের কারণ জানিয়া তাহা ধিক্কার করতঃ অপৌনর্ভবরূপ মুক্তি-লাভে ধাবমান হন। অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ পাপপরায়ণ এবং যথেচ্ছাচার-প্রণোদিত হইয়া নানা অকর্ম্ম-কুকর্ম্ম-বিকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া নিরয়গামী হয়। আর কর্ম্মকাণ্ডানুষ্ঠানরত ব্যক্তি ধর্ম্মার্থকাম লাভ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বদ্ধদশা যায় না—তিনি নিত্য মঙ্গল হইতে সুদূরে অবস্থিত। আবার জ্ঞানবিদ্ধভক্তিবাঞ্ছী ব্যক্তিগণের মধ্যে ত্রিবর্গ-লাভের প্রয়াস না থাকিলেও ভোগের দ্বারা বদ্ধদশা ঘুচিবে না জানিয়া মুক্তি-লাভের জন্য যে নির্ব্বিশেষব্রহ্মানুসন্ধানে ব্যস্ত হন তাহার মূলে মুক্তিরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা থাকায় উহাও ভোগের প্রকারান্তর মাত্র। এইরূপভাবে বিদ্ধানুশীলনে নিত্য উপাদেয় অবস্থা-প্রাপ্তি বা মঙ্গললাভ হয় না। যদি জীব যথেচ্ছাচাররূপ অন্যাভিলাষ পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ-কাম বাঞ্ছা ও মোক্ষলাভের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া অনুকূলভাবে ভগবানের প্রীতি উৎপাদনের জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকেন তবেই জীবের শুদ্ধভক্তি লাভ হইবে। কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি অসুরগণ প্রতিকূলভাবে অর্থাৎ শত্রুর ন্যায় ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেন। সেইটী শুদ্ধভক্তি বা অনুকূল-ভাবে কৃষ্ণানুশীলন নয়।

কর্ম্মীগণ পুণ্যফলে ধর্ম্মার্থকাম প্রাপ্ত হইলেও উহা ক্ষয়শীল। তাই, শ্রীগীতা বলেন, "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" মোক্ষাভিলাষী জ্ঞানী ব্যক্তিগণও মোক্ষলাভে অশক্ত হইয়া পুনরায় বদ্ধ হইয়া ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হ'ন।

"জ্ঞানী মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"
—শ্রীচরিতামৃত।

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"
—শ্রীমদ্ভাগবত

পুনশ্চ—
"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"
—শ্রীমদ্ভাগবত।

জীবের পরম উপাস্য ভগবান্ নিত্যবস্তু। ভগবানের বিভিন্নাংশ জীবও নিত্য বস্তু এবং জীব যে সেবনধর্ম্মক্রমে ভগবানে নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট সেই সেবনধর্ম্মটীও নিত্য। উহাতে নিত্যতার অভাব নাই, সুতরাং নিত্য জীবাত্মার ধর্ম্মার্থকাম বা মোক্ষের প্রয়াস নাই, পরন্তু নির্হেতুক ভগবৎপ্রীতি-অনুসন্ধানেই জীবের নিত্য সেবনধর্ম্ম নিত্য প্রকটিত। ধর্ম্মার্থকাম পরিবর্ত্তন-যোগ্যতা হেতু অধর্ম্ম, অনর্থ ও অকামে পর্য্যবসিত হয়। তেমনই আবার মুক্তির প্রয়াসও বন্ধন আনয়ন করে। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, বহুপুণ্যশীল ব্যক্তিগণ কালবশে পুণ্যক্ষয়ে পাপগ্রস্ত হ'ন। মোক্ষাভিলাষী পরাশর, বিশ্বামিত্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি উগ্রতপা ঋষিগণ মুক্ত-অভিমানে বিচরণ করিয়াও কালবশে জড়বিষয়ে আসক্তিক্রমে তাঁহাদের বহুকৃচ্ছ্র-সাধনের ফল বিনষ্ট করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, শ্রীহরিদাস ঠাকুর বিষয়ের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া নিষ্কাম আত্মধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হওয়া দূরে থাকুক, বিদ্বেষী রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত একটী বিবিধহাবভাব বিলাস-চটুলা বারযোষিৎকে এবং এমন কি, সাক্ষাৎ কুহকিনী মায়াদেবীকেও

নিজ কৃষ্ণভজনপ্রাথর্য্যপ্রভাবে উদ্ধার করিয়া ভক্তিমতী করিয়াছিলেন! অহো, শুদ্ধভক্তির কি আশ্চর্য্য প্রভাব! আবার দেখিতে পাই, ভক্ত বরং প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, তথাপি নিজের নিত্য সেবনধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তাই, গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,

"স্বধর্ম্মেনিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ।"

"খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় মোর প্রাণ।
তথাপি বদনে মুই না ছাড়ি হরিনাম॥" (শ্রীহরিদাস ঠাকুর)

শুদ্ধভক্তির অপর একটী সংজ্ঞা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা॥"

—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত পঞ্চরাত্রবচন।

বদ্ধাবস্থায় দেহ-মনেতে আত্মবুদ্ধিক্রমে যে সকল অনিত্য জড় সম্বন্ধ-জ্ঞান উপস্থিত হয় সে সমুদয় হইতে সম্যক্‌রূপে বিমুক্ত হইয়া জীব ভগবৎ-সেবাতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইলে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় সাহায্যে নির্ম্মল মন বা আত্মায় যে ভগবদনুশীলন করেন, উহাই উত্তমা ভক্তি। জীব জড়োপাধিগ্রস্ত হইয়া স্থূল ও লিঙ্গ শরীর দ্বারা কখনও আপনাকে পুরুষ, স্ত্রী, দেবতা, মানুষ ও ইতর প্রাণী রাজা, প্রজা, দীন দরিদ্র, বৈশ্য, শূদ্র, উচ্চ নীচ, প্রভৃতি বিবিধ অভিমান-ক্রমে সুখ ও দুঃখ লাভ করিয়া কালচক্রে ভ্রাম্যমাণ হয়। আত্মবিৎ সাধুসঙ্গ-ক্রমে তাহার এই অনিত্য জড় পরিচয় বিদূরিত হইলে তিনি জানিতে পারেন, সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই তাহার একমাত্র প্রভু, তিনি তাঁহার নিত্য-দাস এবং অপরাপর বদ্ধ-মুক্ত সকল জীবই তাঁহার নিত্যদাস, ভগবানের নিত্য ধাম বা বিহারস্থলী গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি তাঁহার সন্ধিনী শক্তির বিকাশ এবং বদ্ধজীবের ভোগক্ষেত্র অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের অচিৎ বা মায়াশক্তির

বিকাশ। এই অনুভূতিই জীবের শুদ্ধজ্ঞান। শুদ্ধজ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া নিরন্তর ভগবদ্ভজনপরায়ণ হ'ন। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে অবস্থানকালেও ঐগুলি সর্ব্বদা ভগবৎসেবায় ব্যাপৃত রাখিয়া যে কোনও অবস্থায় অবস্থিত থাকুন না কেন, সকল অবস্থাতেই মুক্ত, যথা—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ সউচ্যতে॥"

কায়মনোবাক্যে হরিসেবারত জন যাবতীয় অবস্থাতেই মুক্ত। আর, হরির প্রীতির উদ্দেশ্য ব্যতীত নিজের প্রীতিকে উদ্দেশ করিয়া ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ-লাভ এই উভয়ের প্রয়াসই সকাম। উহাই জীবের অজ্ঞান তম বা কৈতব। যথা—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেমনাম॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত॥
অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা-আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥"

বদ্ধ অবস্থায় ধর্ম্মার্থকাম-ভোগ এবং মুক্তি-লাভই পরমপ্রাপ্য বস্তু বলিয়া জীবের ভ্রান্তি হয়। যদিও এই সকল প্রাপ্তির মূলে নিত্যমঙ্গলেচ্ছা নিহিত নয়, তথাপি জীব সৎসঙ্গ ব্যতিরেকে কোনও কালেই সে কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। অতএব সৎসঙ্গই তাহার পরম মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়। সৎসঙ্গ আবার সুকৃতি ব্যতীত লভ্য নহে। যথা—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥"

সৎসঙ্গপ্রাপ্ত জীব ভক্তিলাভের জন্য হরিপ্রীতির উদ্দেশ্যে সাধুজনানুমোদিত যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করেন তাহা 'বৈধীভক্তি' নামে কথিত হয়। সেই বৈধীভক্তির অঙ্গসমূহ অসংখ্য। তন্মধ্যে চৌষট্টি প্রধান। তদ্বিবরণ 'শ্রীচরিতামৃত' ও 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। শ্রীসজ্জনতোষণীতেও ও ঐগুলি ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অপ্রাসঙ্গিক ও বাহুল্য ভয়ে তাহা এস্থলে উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। এই বৈধীভক্তির অনুশীলনক্রমে জীব অবশেষে পরা ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি লাভ করেন; যথা—

"স্বধর্ম্মে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সেব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥"

শুদ্ধভক্তি-প্রার্থী—
অধিকারী শ্রীযশোদানন্দন ভাগবতভূষণ
শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, কলিকাতা।

মহাপ্রসাদ ভোজন।

'মহাপ্রসাদ-ভোজন' চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে আহরিত অন্নের নাম নৈবেদ্য বা আমান্ন, তৎপর ভগবদুচ্ছিষ্ট সেই অন্নেরনাম 'মহাপ্রসাদ'। 'মহাপ্রসাদ'কেও 'নৈবেদ্য' আখ্যা দেওয়া যায়। নৈবেদ্যাদি জড়বিচারে প্রকৃতিজাত দ্রব্য হইলেও ভগবদুদ্দেশ্যে নিবেদিত হওয়ায় অপ্রাকৃত। সেই অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদ-সেবনে জীবের অবিদ্যা-দুরিত বিদূরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেবোন্মুখতা-প্রাপ্তি হয়। সুতরাং মহাপ্রসাদ অতীব আদরের বস্তু। যথা—

(একাদশীতত্ত্বধৃত মৎসংহৃক-বচনম্ স্কান্দে চ)

পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং নৈবেদ্যঞ্চ বিশেষতঃ।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা গ্রাহ্যং বিষ্ণোঃ প্রযত্নতঃ।

এ হেন পবিত্র হইতে পবিত্র বিষ্ণুনৈবেদ্যাদি-ভোজনে জীবের জড়বুদ্ধি অপসারিত হইয়া সংসার ক্ষয় হয় এবং নিত্য সুকৃতি লাভ হয়; কিন্তু অন্য দেবদেবীর নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হয়; যথা, পাদ্মে—

নৈবেদ্যমন্নং তুলসীবিমিশ্রং
বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তং।
যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ
প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুতকোটিপুণ্যম্॥

পুনশ্চ বহ্বৃচগৃহ্য-পরিশিষ্ট ঋগ্‌বেদে—

পবিত্রং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥

এই স্থলে জড়ভোগপর নানাদেবদেবীর সেবিরা বলিতে পারেন, বৈষ্ণবেরা স্বভাবতঃই গোঁড়ামীপ্রিয় ও অন্য দেবদেবীদিগকে নিন্দা করেন; তদুত্তরে বলা যায় যে, তাঁহারা যদি সরল হইয়া নিরপেক্ষভাবে কয়েকটী কথা শুনেন তবে বোধ হয়, তাঁহাদের এই অজ্ঞানোত্থ ধারণা চিরদিনের জন্য দূর হয় এবং তাঁহারাও নিষ্কপটচিত্তে বিষ্ণু-নৈবেদ্যাস্বাদনের সুযোগ পান।

প্রথমতঃ—বিষ্ণুর অনন্য-সেবকই বৈষ্ণব, এবং বিষ্ণুই একমাত্র পরমেশ্বর তত্ত্ব, সর্ব্বাদি ও সর্ব্বকারণ-কারণ। অন্যান্য দেবদেবী, মনুষ্য, তির্য্যক্, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সমস্তই সেই পরমেশ্বরের শক্তি হইতে প্রকাশিত নশ্বর ও ভিন্ন; তাই সকলেই সেই সর্ব্বশক্তিমানের অধীন তত্ত্ব বা সেবক। বিষ্ণু ব্যতীত আর কেহই ভগবান্ নহেন—একথার প্রমাণ সর্ব্বশাস্ত্রে, সর্ব্বস্থলেই দৃষ্ট হয়। সুতরাং, এস্থলে তাহার প্রয়োগ

উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হয় না। কিন্তু মনুষ্য অবিদ্যা বা ভগবদ্বিস্মৃতি-ক্রমে সংসার-আবর্ত্তে পড়িয়া জড় দেহ ও মনকে আত্মা ভ্রমে দেহ ও মনের সেবায় ব্যস্ত থাকেন, সুতরাং সংসারে দেহ ও মনের সুখভোগোপকরণ সংগ্রহ হয়, সেই মায়াবদ্ধ জীবের একমাত্র লক্ষ্য বস্তু, তখনই তাঁহার বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবদেবীর সেবাচেষ্টা ও তদ্দ্বারা নশ্বর নিজেন্দ্রিয়প্রীতি-সংগ্রহ। কিন্তু মানুষ নিজ চেষ্টায় দেহ ও মনের সুখভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারে না বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন সুখভোগদাতৃদেবদেবীর উপাসনায় প্রাবৃত্ত হয়। এইরূপে সংসারে নানাদেবদেবীর উপাসনার সৃষ্টি হইয়াছে।

(যথা, ভাঃ ২ স্কঃ ৩ অঃ ২-৯ শ্লোক)

ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্।
ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্॥ ২॥
দেবীং মায়াস্তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্।
বসুকামোবসূন্ রুদ্রান্ বীর্য্যকামোঽথ বীর্য্যবান্॥ ৩॥
অন্নাদিকামস্ত্বদিতিং স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্।
বিশ্বান্ দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকো বিশাম্॥ ৪॥
আয়ুস্কামোঽশ্বিনৌ দেবৌ পুষ্টিকামো ইলাং যজেৎ।
প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ॥ ৫॥
রূপাভিকামো গন্ধর্ব্বান্ স্ত্রীকামোঽপ্সর উর্ব্বশীম্।
আধিপত্যকামঃ সর্ব্বেষাং যজেত পরমেষ্ঠিনম্॥ ৬॥
যজ্ঞং যজেৎ যশস্কামঃ কোষকামঃ প্রচেতসম্।
বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থ উমাং সতীম্॥ ৭॥
ধর্ম্মার্থ উত্তমঃশ্লোকং তন্তুং তন্বন পিতৄন যজেৎ।
রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদ্গণান॥ ৮॥
রাজ্যকামো মনূন্ দেবান্ নির্ঋতিংত্বভিচরণ্ যজেৎ।
কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্॥ ৯॥

কিন্তু যে কালে জীব সৌভাগ্যক্রমে শ্রীহরিকেই সর্ব্বকামদাতা ও সর্ব্বদেবময় জানিতে পারেন তখন তিনি জীবের একমাত্র প্রভু শ্রীহরির ভজন ভিন্ন অন্য দেবদেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হ'ন না।

(যথা ভাঃ ২ স্কঃ ৩ অঃ ১০ শ্লোক)

অকামো সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

তখন সেই অনন্যকৃষ্ণসেবক কৃষ্ণকেই সর্ব্বপ্রভু জানিয়া অন্য দেবদেবীকে কৃষ্ণের ন্যায় সম্মান দেন না; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অন্য দেবদেবীর অসম্মান করেন না, অর্থাৎ অন্য দেবদেবীর নিন্দা-স্তুতি, সম্মান-অবমাননা, সর্ব্ব বিষয়েই উদাসীন থাকেন, তখন তিনি জীব অপেক্ষা অধিকতর গুণবান্ অথচ জীবতত্ত্ব অন্য দেবদেবীদিগকে জীবের ন্যায়ই দেখেন। সম্রাটকে চিনিতে পারিলে যেমন কোন প্রজা, ক্ষুদ্র প্রহরী হইতে মন্ত্রী পর্য্যন্ত—একই জীব অথচ গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতাপ্রাপ্ত—কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া একমাত্র সম্রাটের সেবাতে ব্যস্ত হয়, সেইরূপ বিশ্বসম্রাট্ শ্রীহরির তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ে জীব আব্রহ্মসকলকেই সমজ্ঞানে একমাত্র কৃষ্ণের সেবায় ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে নিন্দক বলিতে হইবে না। কারণ, শ্রীহরি পূজিত হইলে আব্রহ্ম সকলেই সন্তুষ্ট হ'ন। যথা—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে বিচারে উপনীত হইয়া বিষ্ণু-সেবকের বিষ্ণু-নৈবেদ্যের সম্মান ও অন্য দেবসেবিদের তত্তৎ অভীষ্ট দেবদেবীর প্রসাদের সম্মান-বিষয়ে প্রচুর তারতম্য লক্ষিত হয়।

অন্য দেবদেবীসেবী প্রসাদের পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া (১) প্রসাদকে গুণগত জড়বস্তু জ্ঞান করায় (২) স্পর্শদোষ, (৩) নিজ নিজ বিভিন্ন

কামনা-পূরণের সুবিধা বিচার, (৪) সময়ের বিচার, (৫) শুক্না বাসি বিচার করেন, কিন্তু বিষ্ণুভক্তের এতাদৃশ অজ্ঞান ধারণা নাই, তিনি জানেন—

(১) নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥
ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধিসমাগ্রস্তাঃ পুত্রদারববর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাস্তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥

স্মৃতৌ—একাদশীতত্ত্বে

ব্রহ্মচারিগৃহস্থৈশ্চ বনস্থযতিভিস্তথা।
ভোক্তব্যং বিষ্ণু-নৈবেদ্যং নাত্রকার্য্যবিচারণা॥

অন্যত্র চ

(২) কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পাবনং মহৎ।

(পদ্মপুরাণে চ)

(৩) শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাপি নীতম্বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যবিচারণা॥
ন দেশ-নিয়মস্তত্র ন কাল-নিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে রেবা-খণ্ডে

(৪) বিষ্ণোর্নিবেদিতং পুষ্পং নৈবেদ্যং চ ফলং জলং।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং ত্যাগেন ব্রহ্মহা জনঃ॥
ভ্রষ্টশ্রীর্ভ্রষ্টবুদ্ধিশ্চ ভ্রষ্টজ্ঞানো ভবেন্নরঃ।
যস্ত্যজেদ্বিষ্ণুনৈবেদ্যং ভাগ্যে নোপস্থিতং শুভং॥

প্রাপ্তিমাত্রেণ যো ভুংক্তে ভক্ত্যা বিষ্ণুনিবেদিতং।
পুংসাং শতং সমুদ্ধৃত্য জীবন্মুক্তঃ স্বয়ং ভবেৎ॥
সদৃচ্ছয়া তন্নৈবেদ্যং যো ভুংক্তে সাধুসঙ্গতঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণাং প্রাপ্নোতি তপসাং ফলম্॥

বিষ্ণুভক্ত, বিষ্ণু-নৈবেদ্যকে যে কত সম্মান করেন তাহা উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্যসমূহের আলোচনায় আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বৈষ্ণবেরা মহাপ্রসাদকে মুখে অপ্রাকৃত বলেন না, কার্য্যেও দেখান। আমরা বৈষ্ণব-প্রাণ, জগদেকবরেণ্য, চতুর্দ্দশভুবনপতি কলিপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহা-প্রভুর সহিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মিলনে দেখিতে পাই—

আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দরশনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে॥
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন মালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা॥
সেই প্রসাদান্ন-মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হঞা॥
অরুণোদয়-কালে হৈল প্রভুর আগমন।
সেই কালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্ফুট কহি' ভট্টাচার্য্য জাগিলা।
কৃষ্ণনাম শুনি' প্রভুর আনন্দ বাড়িলা॥
বাহিরে প্রভুর তিঁহো পাইল দরশন।
আস্তে ব্যস্তে আসি কৈল চরণ বন্দন॥
বসিতে আসন দিয়া দুহেঁত বসিলা।
প্রসাদান্ন খুলি' প্রভু তাঁর হাতে দিলা॥

প্রসাদান্ন পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হৈল।
স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল॥
চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।
এই শ্লোক পড়ি' অন্ন ভক্ষণ করিল॥
"শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যবিচারণা॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ"॥
দেখিয়া আনন্দ হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥
দুইজনে ধরি দুঁহে করেন নর্ত্তন।
প্রভু-ভৃত্য দুঁহা স্পর্শে দুঁহে ফুলে মন॥
স্বেদ-কম্প-অশ্রু দুঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা॥
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হইল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হইল সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণ-প্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি' কৈলে প্রসাদ-ভক্ষণ॥

এবম্বিধ অপ্রাকৃত বিষ্ণুনৈবেদ্যে অন্য দেবদেবীসেবীর ও অল্প পুণ্যবানের বিশ্বাস হয় না। যথা, মহাভারতে—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

শ্রীশ্রীগুরুপ্রসাদ-প্রার্থী
শ্রীনয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী,
সম্প্রদায়বৈভব-ভক্তিশাস্ত্র-পঞ্চরাত্রাচার্য্য।
নারায়ণপুর, পাঁজিয়া পোঃ (যশোহর)

প্রকাশিত হইয়াছে

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক

সিদ্ধান্ত।

ইহাতে ২০৪ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের স্বরূপ নির্ণয়, তাঁহাদের বিভিন্ন বিভাগ, তাঁহাদের অধিকার ও যোগ্যতা, ইতিহাস প্রভৃতি বেদ পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনবাক্যাদির প্রমাণ সহ দৃঢ়সদ্‌যুক্তিমূলে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ব্যবহার কাণ্ডে পরস্পরের তারতম্য বিষয়িণী মীমাংসা আছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিবার পরে কাহারও আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। গ্রন্থের মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র। ভিঃ পিতে ৸০ মাত্র।

শ্রীযশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর কলিকাতা।

শ্রীপত্রিকার নিয়মাবলী।

১। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুকূল যাবতীয় হরিসেবাপর প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়। মতবাদিগণের ভ্রান্ত ধারণা ইহাতে স্থান পায় না। প্রকৃত আচার্য্য ও প্রচারকের লিখিত অবিসংবাদিত সত্যে ইহা পূর্ণ।

২। বিদ্ধভক্ত ও অচিহ্নিত ভক্তের পরমার্থ বিরোধিনী কথার অকর্ম্মণ্যতা সুষ্ঠুভাবে ইহাতে আলোচিত হয়।

৩। বার্ষিক ভিক্ষা ১৷৷০ মাত্র ডাক মাশুল সহ নির্দ্দিষ্ট আছে।

৪। শ্রীপত্রিকার পূর্ব্ব প্রচারিত অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ ও দ্বাবিংশ খণ্ড ৫৲ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, বি এল্)
ম্যানেজার—সজ্জনতোষণী। কলিকাতা কার্য্যালয়।
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৪, মাধব ও গোবিন্দ।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা
৪৩৪ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত।

বার্ষিকা ভিক্ষা ১॥০ নমুনা প্রেরিত হয় না।

গ্রাহকগণের প্রতি।

শ্রীপত্রিকার ত্রয়োবিংশ বর্ষ সমাপ্ত হইল। গ্রাহক মহোদয়গণ বর্ষের প্রথম হইতে দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত মিলাইয়া রাখিবেন। যদি কেহ কোন সংখ্যা ডাকের গোলযোগে না পাইয়া থাকেন তাহা হইলে আমার নিকট জানাইলে আগামী বৎসরের চতুর্বিংশ খণ্ড ১ম সংখ্যার সহিত উহা প্রেরিত হইতে পারে। বর্ষ শেষ হইয়াছে। আগামী বর্ষের ১ম সংখ্যা ভি পি ডাকযোগে সকলের নিকট প্রেরিত হইবে, তাঁহারা কৃপা করিয়া শ্রীপত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা ডাক মাশুল সহ ১৸০ দিয়া ভি, পি গ্রহণ করিবেন।

নিবেদন।

সকলেই অবগত আছেন, ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য, বৈষ্ণবগণের জীবনী, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সম্পর্কিত শ্রীমন্দির, শ্রীপাটাদি তীর্থ, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান একাধারে পাইবার কোন সংগ্রহ-গ্রন্থ নাই। এই অভাব-মোচন-কল্পে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সম্পাদকতায় 'মঞ্জুষা' নামক একখানি সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণবকোষ গ্রন্থ সঙ্কলনের বিপুল আয়োজন হইতেছে। কাশিমবাজারের দানশৌণ্ড বৈষ্ণব মহারাজ এই কার্য্যে বিশেষ আনুকূল্য করিতেছেন। বহুলোকের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এই সুমহৎ অনুষ্ঠান অসম্ভব। তজ্জন্য আমরা বিনীতভাবে বিদ্বৎসমাজ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেরই নিকট এই বিরাট্ অনুষ্ঠানে স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী সর্ব্ববিধ সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (ভক্তিশাস্ত্রী, এম্.এ, বি, এল,)
অধ্যক্ষ, শ্রীসজ্জন তোষণী ও শ্রীমঞ্জুষা কার্য্যালয়।
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—:o:—

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২৩ বর্ষ } মাধব ও গোবিন্দ। ৪৩৪ { ১১শ ১২শ সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

—:o:—

মায়াবাদ ভক্তির হানিকারক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

'মায়াবাদ' কথাটা আরও একটু তলাইয়া বুঝা যাউক্। 'মায়া' বা 'বহিরঙ্গা' শক্তি বস্তুতঃ 'স্বরূপ' বা 'অন্তরঙ্গা' শক্তির ছায়া মাত্র। 'স্বরূপ' বা 'অন্তরঙ্গা' শক্তি কৃষ্ণের সহিত বস্তুতঃ অভিন্ন। 'স্ব-রূপ' বা 'অন্তরঙ্গা' শক্তি লইয়াই শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা; কিন্তু 'মায়া' কৃষ্ণের 'বহিরঙ্গা' শক্তি বলিয়া তাহার চিজ্জগতে বা ভগবদ্ধামে প্রবেশ নাই; কারণ, "যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।" এই মায়াই জড় জগতের অধিকর্ত্রী। 'গীতে অনয়া

ইতি মায়া', অতএব এই জড় জগৎ বা তৎসম্পর্কিত বস্তু বা ক্রিয়ানিচয় প্রাকৃত ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশেন্দ্রিয়) দ্বারা গ্রাহ্য বলিয়া মায়া এইরূপ অনন্তকোটি জড় ব্রহ্মাণ্ডসমূহের অধিকর্ত্রী। ভগবদ্বিমুখ বদ্ধজীব অনাত্ম-অভিমানে স্থূল ও সূক্ষ্ম করণ-সাহায্যে যে বিষয় গ্রহণ বা পরিমাণ করিবার চেষ্টা করে তাহা সবই প্রকৃতি, মায়া বা অবিদ্যার অধীন অর্থাৎ প্রাকৃত। পরমাত্মা জীবাত্মার অধীশ্বর। তিনি প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ মায়াধীশ তত্ত্ব, এজন্য তাঁহার অপর নাম 'অধোক্ষজ' (অধঃকৃতং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যস্মিন্ স ইতি)। তাঁহার লীলা বা বিলাস এবং তৎসম্বন্ধি সকল বস্তুই নিত্য ও অপ্রাকৃত। তিনি স্বেচ্ছাময়, ইচ্ছাক্রমে স্বীয়-প্রকট লীলায় স্বয়'-অবতারি-অবতার ও অপ্রকট লীলায় অভিন্ন শ্রীনাম ও অর্চ্চা এবং উভয়লীলায় তদীয়-প্রসাদ-পদরজ-পাদোদক, এই কয়েকটী তত্ত্ব অপ্রাকৃত হইয়াও প্রপঞ্চরূপ জড় জগতে অবতীর্ণ। তাঁহাদের প্রকট ও অপ্রকট লীলাভেদে লীলাগত পার্থক্য থাকিলেও বস্তুতঃ অভেদ। আর, শ্রীহরি এবং তৎসম্বন্ধি বস্তু সমূহের বিশেষত্বই এই যে তাঁহারা প্রাকৃতজগতে অবস্থান করিয়াও স্বয়ং প্রকৃতির অতীত।

নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু মায়াবাদী নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত বিচারে আপনাকে অনাত্ম বুদ্ধিতে বদ্ধজ্ঞান করেন, সুতরাং প্রাকৃত বা অনাত্ম বিচার মূলে তাঁহার প্রপঞ্চবন্ধন হইতে মুক্তিবাঞ্ছা লক্ষিত হয়। অত্যন্ত জড় বিচারাসক্ত বলিয়া তত্ত্ব বস্তুকে, তিনি বৈচিত্র্যময় জড়ের বিপরীত তত্ত্ব নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ নাম-রূপ-গুণ-লীলারহিত চিন্মাত্র ব্রহ্মনামে অভিহিত করেন এবং তৎসাযুজ্যরূপ মোক্ষকেই চরম প্রয়োজন মনে করিয়া তল্লাভোদ্দেশ্যে পঞ্চোপাসনারূপ অনিত্যসাধনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হ'ন। সাধ্য ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া আপনাকে এবং স্বীয় অনিত্য উপাস্য ও উপাসনাকে 'রসাতলে'

প্রেরণ করেন। আবার সাধনকালে বৈরাগ্যভ্যাস করিতে গিয়া তাঁহার বৈরাগ্য এতই উৎকট হইয়া পড়ে যে, যাবতীয় প্রাকৃত বস্তুকে স্বীয় বন্ধনের কারণ জানিয়া জড়সঙ্গ জড়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে করিতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ প্রাবল্যহেতু বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে, প্রপঞ্চে প্রকটিত হরি বা হরিসম্বন্ধি অপ্রাকৃত চিন্ময়তত্ত্ব বস্তুগুলিকেও প্রাপঞ্চিক বোধে পরিত্যাগ করেন। প্রাকৃত বস্তু বা ক্রিয়াতে স্বীয় রাগ সঙ্কোচ করিতে গিয়া তিনি অপ্রাকৃত বস্তুতেও রাগ সঙ্কোচ করিয়া বসেন অর্থাৎ 'নেতি' বা ব্যতিরেক বিচার জড় বিষয়ে বৃদ্ধি করিতে গিয়া চিদ্বিষয়েও 'নেতি' বা ব্যতিরেক বিচার আবাহন করেন। তিনি জড় অনুশীলন পরিত্যাগ করিতে গিয়া চিদনুশীলনও পরিত্যাগ করেন। তাদৃশ বৈরাগ্য ফল্গু বা শুষ্ক বৈরাগ্য নামে আখ্যাত হইয়াছে। যথা—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

কারণ, নিতান্ত মূঢ় তিনি, তাঁহার জানা নাই—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥" (শ্রীভাগবত)।

চিদ্বস্তুর যে স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বতন্ত্র শক্তি অবশ্য আছে, তাহা তিনি মানেন না। তিনি বলেন, জীব বলিয়া কোন বিশেষ নাই অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরূপ বিশেষ বা বিলাসরহিত চিন্মাত্র। জ্ঞেয়, জ্ঞানও জ্ঞাতার পৃথগবস্থান নাই। মায়া-সম্বন্ধ পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব, মায়া-সম্বন্ধ বিমুক্ত হইলেই জীবের ব্রহ্মত্ব। মায়া হইতে পৃথক হইয়া চিৎকণ জীবের অবস্থিতি নাই। মায়াবাদী কেবল যে জীব-সত্তাকেই অস্বীকার করিলেন, তাহা নহে, উপরন্তু বলেন যে, অজ্ঞান সমষ্টির নাম ঈশ্বর বা মায়োপহিত চৈতন্যই ভগবান্। তাহার এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হইলে তিনি মায়িক নাম, মায়িক দেহ, মায়িক

গুণ, মায়িক উপাধি ধারণ করিয়া কার্য্য-সমাপ্তির পর স্বীয় মায়িক শরীরকে এই জগতে রাখিয়া যান। সুতরাং মায়াবাদী 'প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর' অতএব 'তাহার অপরাধের সীমা নাই'। শাস্ত্র তাঁহাকে 'নারকী' বা 'পাষণ্ডী' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যথা—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীগুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

তাই, অপার কারুণিক স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

এস্থলে মায়াবাদী 'কৃষ্ণাভক্তে'র অন্তর্গত। আবার ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী কি বলিয়াছেন, দেখুন—

"অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা-আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥" শ্রীচরিতামৃত।

অতঃপর, মায়াবাদ-কীট কিরূপে অলক্ষ্যে মিশিয়া 'প্রচ্ছন্ন শত্রু'রূপে কোমলা ভক্তি-লতিকার মূলচ্ছেদন করিতে বদ্ধপরিকর, তাহা সংক্ষেপে বলিব। ভক্ত-সজ্জায় সজ্জিত দুঃসঙ্গগুলি দশ প্রকার শুনা যায়, যথা—

"আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোঁসাই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী।
'তোতা' কহে এই দশের সঙ্গ নাহি করি॥"

এই দশপ্রকার দুঃসঙ্গ আবার বুভুক্ষু বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ এবং মুমুক্ষু বা পরিণামে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্যকামি-ভেদে দ্বিবিধ। এই শেষোক্ত দলের মধ্যে আবার প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের কথা সংক্ষেপে বলিব। তৎপূর্ব্বে গৌরাঙ্গনাগরীদের কাহিনীটা একবার আলোচনা করা যাউক। "গৌরাঙ্গলীলা বুঝিতে না পারিয়া যে সকল প্রাকৃত স্বার্থকামী মায়াবদ্ধ জীব নিজের উষ্ণমস্তিষ্কের প্রখরকল্পনাপ্রভাবে কৃষ্ণ বা গৌর-তত্ত্বে মায়ার আরোপ করিয়াছেন, তাঁহারাই মায়াবাদী। তাঁহারা গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন না জানিয়া ভেদবুদ্ধি করতঃ গৌরকে কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করেন সুতরাং "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর" এই স্বয়ং মহাপ্রভুর উক্তিরই বিরুদ্ধাচরণপূর্ব্বক "যাহা কৃষ্ণ নহে" এরূপ মায়া গৌরের সহিত মিশ্রিত করিয়া মায়াবাদরূপ অপরাধে নিমজ্জিত। কথাটা আরও একটু খুলিয়া বলিতেছি। স্থায়িভাব-কৃষ্ণরতিতে সামগ্রীচতুষ্টয়ের মিলনেই রসের উৎপত্তি। সামগ্রীর প্রথমেই বিভাব। বিভাবের দুইটী বিভাগ, আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন, বিষয় ও আশ্রয়ভেদে দ্বিবিধ। দ্বাপরান্তে বৃন্দাবনে বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের মধুর বিহার এবং কিঞ্চিদধিক চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে সেই বিষয়বিগ্রহের আশ্রয়ভাবাঙ্গীকারে আস্বাদন-বিহার এই দুই প্রকার লীলাগত আস্বাদন নিত্য প্রকাশিত হন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ভক্তভাব-অঙ্গীকারলীলাই গৌরলীলা এবং ভগবদ্ভাব অঙ্গীকার করিলে উহাই আবার কৃষ্ণলীলা। শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগরভাবে ভজন করিতে গেলেই অপ্রাকৃত গৌরকলেবরেই বিষয়বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং আশ্রয়বিগ্রহ বৃষভানুকুমারী চিন্ময়চক্ষে প্রতিভাত হন। শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমের বিষয় হইয়া নবদ্বীপে কখনও পরপত্নীর সহ আস্বাদনরসে মত্ত হ'ন নাই এবং কৃষ্ণচন্দ্রও প্রেমের আশ্রয় হইয়া ব্রজে কখনও শ্রীরাধিকাকে

তদভিমানেই বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি শ্রীগৌরের রাধাকৃষ্ণলীলা-দর্শন। কৃষ্ণেতর বস্তুই মায়া, সেজন্য বিষ্ণুতত্ত্ব সর্ব্বত্রই অভেদ, কেবল লীলারসগত চিদ্বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে। কৃষ্ণ ও গৌরের মধ্যে জড় মায়া নাই। শ্রীগৌর শ্রীরাধাগোবিন্দের সহ অভিন্ন একই তত্ত্ব-ইহাই চিন্ময় বুদ্ধি। তাঁহাকে জড়বুদ্ধিদ্বারা মায়িক, পরিচ্ছিন্ন বা ভিন্ন জ্ঞান করিলে যে জড় ভেদটুকু করা হয় উহাই মায়া। সৌভাগ্যের বিষয় শ্রীসজ্জন তোষণীর প্রচারে এই প্রচ্ছন্ন মায়াবাদিগণ সিংহরবে শশগণের ন্যায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া লুক্কায়িত আছে।

অন্যদিকে দেখা যায়, প্রাকৃত যোষিৎক্রীড়ামৃগ মূর্খ বাউলগণ কৃষ্ণ-অভিমানে প্রাকৃত কামিনী-সঙ্গে বস্ত্রহরণাদি ব্যভিচারানুষ্ঠান করিয়া আপনাদিগের অনন্ত নিরয়পথ পরিষ্কার করিতেছে। এই সব উপপত্যচারী নারকীগণ বস্ত্রহরণ রাসলীলাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তর্পণে ~~অগ্রসর হয় বটে কিন্তু~~ গোবর্দ্ধন-ধারণের বেলায় সম্পূর্ণরূপে পশ্চাৎপদ।

কতকগুলি মূঢ় দুর্ভাগা লোক আবার প্রচারক (প্রতারক ?)-সজ্জায় ভগবত্তত্ত্ব ও ভগবদ্ধাম-আবিষ্কারের ছলে স্বীয় প্রাকৃত বুদ্ধিতে অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তের ক্রিয়ামুদ্রা ও অপ্রাকৃত ধামকে প্রাকৃতজ্ঞানে মাপিতে গিয়া অনন্ত রৌরবের আবাহন করিতেছে। ইহারা জানেনা—বুঝেনা যে, কেবল ইহাদের অসচ্চেষ্টা নিরাকরণ জন্যই সর্ব্বশাস্ত্র বারংবার দৃঢ়কণ্ঠে ফুকারিয়া বলিতেছে "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।"

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দির মধ্যে বঙ্গদেশে ধূমকেতুর ন্যায় কতকগুলি মায়াবাদীর প্রাদুর্ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে বহু কোমলশ্রদ্ধ তরলমতি লোকের প্রভূত অনিষ্ট ঘটিয়াছে। নির্ম্মল শারদাকাশে রাহুগ্রস্ত শুক্লপক্ষীয় পূর্ণ শশধরের ন্যায় ভক্তিদেবী এই সব ভীষণ মায়াবাদী অসুরের বিক্রমাস্ফালনে, বিকট উন্মত্ত তাণ্ডব নর্ত্তনে সঙ্কুচিতা ও আবৃতা হইয়া নিজের নিত্য অমল

সতীত্ব অতি গোপনে রক্ষা করিয়াছেন। এতাদৃশ হিরণ্যকশিপুদের 'হাম খোদাই' ভাব এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে কেহ আপনাকে গৌরের অবতার, কেহ আপনাকে নিত্যানন্দের অবতার, কেহ বা আপনাকে গৌর-কৃষ্ণের মিলিত অবতার সাজিয়া আপনাদিগকে নিজেরা বা চেলাদের দ্বারা ঢাক পিটাইয়া প্রচার করিতেছে। পাঠক! দেখুন, সকলেই 'অবতারী' সাজিতেই ব্যগ্র অবতার বা অংশ (ছোট কিনা, তাই) হইতে মোটেই ইচ্ছুক নহে! এই সব জীবশত্রু নিজেরা আকণ্ঠ মায়াবাদ-হলাহল পান করিয়া আত্মবিনাশ-সাধনে ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেই, উপরন্তু তাহাদের ঘন ঘন মায়াবাদ-বিষোদ্গীরণফলে অনভিজ্ঞ সরল মুগ্ধজনগণের কোমলা শ্রদ্ধালতিকাও সেই তীক্ষ্ণবিষ-সম্পৃক্ত বায়ু স্পর্শে চিরতরে শুষ্ক হইয়া বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইতেছে! হায়, কি শোচনীয় অবস্থা! এই পাষণ্ডগণ জানেনা যে, মর্ত্ত্য জীব হইয়া ঈশ্বরসাযুজ্যলাভচেষ্টা (উহা ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতেও ভীষণতর!) বা ঈশ্বরাভিমান যুগেযুগে অসুরগণের ঈশ্বরত্ব-লাভের পরিবর্ত্তে তাহাদের আত্মবিনাশ সাধনই ঘটাইয়াছে। এই সব মূঢ় অহং গ্রহোপাসক জানে না—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং॥"

জানেনা যে, ঈশ্বরের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়া শ্রীনৃসিংহ-হস্তে হিরণ্য-কশিপুর দশা ঘটিবে। এই অতীব শোচ্য পাষণ্ডগণের কল্মষদ্বিরদ নাশ করিবার জন্য ঐ দেখুন পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবত গুরুগম্ভীর বজ্রনাদে তাহাদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিয়া হুঙ্কার করিয়া বলিতেছেন,

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥"

ইহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। ইহারা ভীষণ নামাপরাধী। ইহারা কখনও হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে পারে না, কারণ, ইহাদের শ্রবণ ও কীর্ত্তন কৃষ্ণ-অঙ্গে শেল বিদ্ধ করে। দৈবাৎ ইহাদের বাক্যাবলী শ্রবণ-গোচর হইলে তৎক্ষণাৎ সচেল গঙ্গাস্নান কর্ত্তব্য। ইহাদের সংস্পর্শে একবার আসিলে ধ্বংস অনিবার্য্য। ইহারা ভগবদ্বিদ্বেষী বলিয়া অসম্ভাষ্য। এই হেতু কোমলশ্রদ্ধকে সাবধান করিবার জন্য কৃপালু শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসম্বাস বৈশসম্॥"
অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে॥

আর পরম দয়াল শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বদ্ধ জীবকে 'শরণাগতি' উপদেশ কালে অন্যতম অঙ্গ 'প্রতিকূল বর্জ্জন' শিক্ষা দিতে গিয়া গাহিলেন, —আর আসুন, পাঠক, আমরাও মায়াবাদ-হলাহল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আনুগত্যে তদ্রচিত এই মঙ্গলময় গীতামৃত পান করিতে করিতে আনন্দভরে নৃত্য করি—

"মায়াবাদ-দোষ যার হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তার বজ্রসম ভেল॥
ভক্তির স্বরূপ আর বিষয় আশ্রয়।
মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া সব কয়॥
ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥
মায়াবাদ সব ভক্তিপ্রতিকূল তাই।
অতএব মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি চাই॥

ভকতিবিনোদ মায়াবাদ দূর করি।
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে বৈসে নামাশ্রয় ধরি॥

"বৈমুখ-বন্ধনে ভটসো সবু
নিরমিল বিবিধ পসার।
দণ্ডবত দূরত ভকতিবিনোদ ভেল,
ভকত চরণ করি সার॥"

শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী,
শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, কলিকাতা।

বিষয় সেবা।

(পূর্ব্ববৃত্তানুক্রমে ২৬০ পৃষ্ঠার পর)

যাঁহাদিগকে মস্তিষ্কের আলোচনা করিতে হয় তাঁহাদিগের পক্ষে দুগ্ধ ও তজ্জাত ঘৃতাদি ব্যবহার আবশ্যক। তাহা দেখিয়া যেন কাহারও ভ্রম না হয় যে কোন বৈষ্ণব জিহ্বাবেগের দাস। আবার কেহ কোন ভক্তকে প্রসাদবৈচিত্র দর্শনে বা স্বাদে আনন্দিত দেখিয়া যেন মনে না করেন যে তাঁহার জিহ্বাবেগ ঘটিয়াছে, কেননা ভক্ত প্রসাদসেবনে জানিতে পারেন যে ভগবান উত্তম ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ; স্বীয় জিহ্বা-পরিতৃপ্তির জন্য নহে। কিন্তু আমার যদি সুরস প্রসাদজন্য লোভ হয়, আমি ঐ আম্রপ্রসাদ বা সন্দেশপ্রসাদ পাইব এরূপ ইচ্ছা বলবতী হয় তাহা হইলে প্রসাদ পাইয়াও আমি জিহ্বাবেগের বশ্যতা স্বীকার করিয়া ভক্তিচ্যুত হইলাম। সর্ব্বস্থলেই এইরূপ বিচার আবশ্যক। নচেৎ অনেক স্থলে জিহ্বাবেগ ও প্রসাদ সেবনরূপ ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলনে এই

প্রকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জিহ্বাবেগের অনুরূপ আর একটী বেগ আছে, তাহার স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই, তাহা সুদৃশ্য পরিচ্ছদের আকাঙ্ক্ষা। কেশের পারিপাট্য সাধন, বেশ ভূষাদি করণ এই বেগের বিষয়ীভূত। তবে এরূপ যেন কেহ মনে না করেন যে, ছিন্ন মলিন ক্লেদযুক্ত বসন পরিধান না করিলেই এই বেগের অধীনত্ব হইয়া গেল। বিষয়টী এই যে যেখানে বিলাসের জন্য বেশপারিপাট্য সেইখানেই এই বেগ, নচেৎ কৃষ্ণ সেবানুকূল কোন কার্য্যনিমিত্ত উক্ত কার্য্যের বিধিমত কোন বিশেষ পরিধেয় পরিধানে কৃষ্ণসেবায় ব্যাঘাত হয় না। তবে নিরপেক্ষ ভজনশীল মহাভাগবতের বেশের প্রতি আদৌ দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু ভক্তির যতক্ষণ কর্ম্মাঙ্গত্বের ন্যায় আকার থাকে, ততক্ষণ কিছু কিছু অপেক্ষা থাকে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন কাল পর্য্যন্ত লোকাপেক্ষা রাখিতে হয়, ততক্ষণ অযথা পরিপাটী না হইলেও পরিধেয় জঘন্য ও ঘৃণিত হইলে চলে না। এস্থলে যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ ব্যবস্থাই যুক্ত। পরমহংসাবস্থায় এসকল বিধি-ব্যবস্থা কিছু নাই। ভক্তের মণিবন্ধে ঘটিকাযন্ত্র দেখিয়া অনেকে ধাঁধাঁর মধ্যে পড়িয়া তাঁহাতে বিষয়সেবা দর্শন করিয়া অপরাধ অর্জ্জন করিয়া বসে। তাহারা স্মরণ রাখে না যে, ভক্তই সর্ব্বাপেক্ষা সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, তিনি অনুপল-মাত্র-কাল বৃথা অপব্যয় করেন না, কৃষ্ণানুশীলনে তাঁহার সর্ব্বক্ষণ যাপিত হয়। অহোরাত্রের বিভিন্নাংশে ভিন্ন ভিন্ন সেবা কার্য্য তাঁহাকে করিতে হয়, ঘটিকা যন্ত্রের উদ্ভাবনে তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা। সাধারণ লোক ঘড়ি লইয়া জড়ের কার্য্য সমাধা করিবার সুযোগ গ্রহণ করে, ভক্তের পরমার্থালোচনায় সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু পিশুনপ্রকৃতি লোকেরা তাহা না বুঝিয়া মনে করে ভক্ত সবছাড়ন আর তাহারা নিজের ভোগের মাত্রা বাড়াইয়া লয়, ভক্ত নির্ব্বোধ

ইঁহাদের বিচার মাৎসর্য্যময়, মৎসরলোকের মঙ্গলের আশা দূর হইতে সুদূর পরাহত। কেননা ভাগবত-ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিতকৈতব ও নির্মৎসর সাধুগণের সেব্য। কৈতব অর্থাৎ কপটতাযুক্ত ও সমৎসর ব্যক্তির ভাগবত-ধর্ম্ম অনুশীলনের যোগ্যতা হয় না।

(৫) উদরবেগ—এই বেগও যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ-ধর্ম্মের লঙ্ঘন জনিত। ইহা জিহ্বাবেগেরই অন্তর্ভুক্ত বলিলেও চলে, কেননা জিহ্বার লালসা-বশে লোকে অত্যধিক আহার করিয়া বসে। তবে সময়ে সময়ে এমন অত্যাহার-প্রিয় লোকও দেখা যায় যাহারা রসনার তৃপ্তিকর বস্তু না পাইলে অন্যান্য বস্তুদ্বারাও প্রয়োজনাধিক উদর পূর্ত্তির জন্য ব্যস্ত। এরূপ উদর পরায়ণ লোকদিগের হরিভজন-প্রবৃত্তি হইতে পারে না; তাঁহারা সর্ব্ব সময়ই আহার্য্যানুসন্ধানে ব্রতী, উদরপূর্ত্তির আশানুরূপ অভাবে সর্ব্বদাই খিন্ন, তাহাদের কৃষ্ণসেবা-চিন্তাই থাকিতে পারে না। এক্ষেত্রেও বহির্ম্মুখজনগণ স্থলবিশেষে ভক্তচরিত্রে দোষ দেখিয়া অপরাধী হইয়া বসেন। ভজনানুকূল শরীর রক্ষার জন্য সকলেরই এক পরিমাণের আহার্য্য আবশ্যক এরূপ নিয়ম থাকিতে পারে না। কাহারও কাহারও এরূপ দেখা যায় সাধারণ-পরিমাণের আহার-দ্বারা শরীরের সামর্থ্য রক্ষিত হয় না। তাহার সাধারণাপেক্ষা কিছু অধিক মাত্রায় প্রসাদ-সেবন করিলে যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ-ধর্ম্মের ব্যত্যয় হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে উদর বেগের স্থল নাই।

(৬) উপস্থবেগ—কামাহত হইয়া মৈথুন প্রবৃত্তির নাম উপস্থবেগ। ইহার বশে কামিনী সংগ্রহ, অনৈসর্গিক ইন্দ্রিয়পরিচালন ও মানসিক স্ত্রীসঙ্গস্পৃহাদ্বারা লোকে ভজন-পথচ্যুত হয়। এই বেগকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিবার মানসে সমাজে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, নচেৎ সমাজে যৌন-বিশৃঙ্খলতার প্রাদুর্ভাব হইত। উপস্থবেগ অত্যন্ত প্রবল

বেগ। অনেক স্থলে লোকাপেক্ষার অনুরোধে বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও ইহা মনকে বিলোড়িত করে। তাহাতে আদৌ ভজনের চেষ্টা থাকে না। স্ত্রীসম্ভাষণ, স্ত্রীদর্শন, স্ত্রীচরিত্র শ্রবণে অসংযতচেতাঃ ব্যক্তি উপস্থবেগের অভিভাব্য হইয়া পড়ে। সুতরাং অনর্থযুক্তাবস্থায় এসকল হইতে দূরে থাকাই মঙ্গল-কাম-ব্যক্তির বিধেয়। সেই নিমিত্ত নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ সাধন-প্রবৃত্ত-শিষ্যগণের মঙ্গলার্থে তাঁহাদের ভজনকুঞ্জের চতুঃসীমা মধ্যে স্ত্রীলোকের সমাগম নিষেধ করিতেন। সেই নিমিত্ত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্ত্রীসম্ভাষণাপরাধে ছোটহরিদাসকে বর্জ্জন-দণ্ড দিয়াছিলেন। কালাকৃষ্ণ-দাসের চরিত্রে এই বিধি-উপযোগিতা সম্যগ্ দৃষ্ট হয়। এমন কি স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গীর পর্য্যন্ত সঙ্গ করিতে নাই। শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামী সাধককে বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, "স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর।" শ্রীমদ্ভাগবতের বহু স্থলে যোষিৎ ও যোষিৎক্রীড়া-মৃগের সঙ্গ বিষভক্ষণাপেক্ষাও ভয়াবহ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই বেগের এতদূর প্রাবল্য যে হরিভজন-মানসে সদ্গুরু-সন্নিধানে দীক্ষা প্রাপ্ত কোন কোন নরনারীকে এমনকি গুরু-ভাই-ভগিনীকেও পরস্পর সান্নিধ্য সম্ভাষণপ্রযুক্ত অসাবধানতা প্রযুক্ত ব্যভিচার-পঙ্কে নিমগ্ন করে। তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হয় ও আত্ম বিশ্বাস কমিয়া যায়। তাহাদের দৃষ্টান্তে সকলেরই সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আমরা যেন আত্ম-চরিত্র-দৃঢ়তায় বলীয়ান্ হইয়া স্ত্রীসম্ভাষণাদি ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে উপস্থবেগ প্রবল হইয়া আমাদিগকে অধঃপাতিত করিবে। যাহাদের সেবা প্রবৃত্তি আমাদের আদর্শস্থানীয় ছিল, আজ তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণত্ব হইতে অন্ত্যজত্বে পতন দেখিয়া আমাদের স্ত্রীলোক হইতে বহুদূরে থাকিবার প্রযত্ন হওয়া আবশ্যক। আজ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত

বেগের দাস এবং তাহারা সেই দাস্যকেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আনুগত্য বলিয়া জগতে প্রচার করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজকে লোকচক্ষে হেয় করিয়া তুলিতেছে। হায়! হায়! যে চৈতন্যের দাসগণ বৈরাগ্য প্রধান, তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া যে বীভৎস ব্যাপার চলিতেছে তাহার মূলে উপস্থবেগ বলবান্। আবার অন্যপক্ষে বৈষ্ণবকে উপস্থবেগের দাস ভাবিয়া আমরা অনেক স্থলে অপরাধ স্বীকার করিয়া থাকি। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রকটকালের শেষ অবস্থায় শ্রীজাহ্নবা ও বসুধা মাতৃদ্বয়ের পাণিপীড়ন করিয়া উপস্থ বেগকে প্রশ্রয় দিয়াছেন এরূপ যাহাদের বিশ্বাস তাহাদের জন্য শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বেশ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, "তবে লাথি মারো তা'র শিরের উপরে।" বর্ত্তমান যুগের বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গোষ্ঠী বহুল দেখিয়া অনেক পাষণ্ড কটাক্ষ করিতে প্রস্তুত হয়। তাহারা অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-বৈষ্ণবকে নিজ প্রাকৃত সহজিয়া-বৃত্তির দাস ভাবিয়া বৈষ্ণবে বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে পারে না। তাহারা জানে না যে, বৈষ্ণব গৃহে থাকিয়া গৃহধর্ম্মও করিতে পারেন, আর সন্ন্যাসাশ্রয়ে ত্যক্তসংসারও হইতে পারেন, উভয়াবস্থায় কোন পার্থক্য নাই যদি হরিভজন প্রবল থাকে। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন, "গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে' ডাকে, নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ।" বিচার করিতে হইবে নিষ্কিঞ্চন ভাবে "হা গৌরাঙ্গ" বলিবার সামর্থ্য আছে কি না। নচেৎ কিঞ্চন ভাব রাখিয়া বনে গেলেও সংসার ঘুচে না। বৈষ্ণব গৃহস্থ হইতে পারেন, কৃষ্ণ-সংসার করিতে পারেন, কৃষ্ণদাসদাসীর পিতা হইতে পারেন, কিন্তু তিনি গৃহমেধী হইতে পারেন না, কিংবা বৈরাগীর কাচকাচিয়া বাস্তাশী হইতে পারেন না। তিনি কভু স্ত্রৈণ নহেন, তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন তিনিই যথার্থ বিরাগবিশিষ্ট। তিনি কভু উপস্থবেগের দাস নহেন এটী

আমাদের মনোযোগের সহিত স্মরণীয়। তবে অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়রত ব্যক্তিমাত্রেই উপস্থবেগের দাস ; সুতরাং অবৈষ্ণব।

এই ষড়বেগের দাস হইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ-চেষ্টা-পরায়ণ-মানব বিষয়ী হইয়া উঠে। ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তিই যে বিষয়ী আর কেহ নহে এরূপ কথা নহে। জড় ভোগতৎপর-ব্যক্তি-মাত্রেই বিষয়ী, সে ধনীও হইতে পারে, দরিদ্রও হইতে পারে। ভক্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়া তড়িদ্বীজনপূর্ণ-অট্টালিকাকক্ষে বাস করিয়াও নির্ব্বিষয়ী, আর অশান্তাত্মা দরিদ্র-কুটীর বা বৃক্ষতলে মৃত্তশয্যায় শয়ন থাকিয়াও বিষয়ী। বিষয়ী বা নির্ব্বিষয়ী বিচার চিত্তবৃত্তির বিচারই কর্ত্তব্য। যে বিষয়ী তাহার সঙ্গ করিতে নাই, যোষিৎসঙ্গের ন্যায় তাহা বিষভক্ষণ হইতেও অসাধু। "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।" বিষয়-সেবা-পরায়ণ ব্যক্তি এতদূর বহির্ম্মুখ যে তাহার দর্শনে পর্য্যন্ত ভক্তিনাশ হইবার সম্ভাবনা। অতএব সাধনপরায়ণ-ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষয়ী হইতে দূরে থাকিবেন। বিষয়ীর সঙ্গে সর্ব্বদা জড়বিষয়-প্রসঙ্গ-ক্রমে জড়বিষয়-সেবা-প্রবৃত্তি লুপ্ত হইবার পরিবর্ত্তে পরিবর্দ্ধিত হয়, অপ্রাকৃত বিষয় যে ভগবান্ তাঁহার সেবারূপ যে আমাদের নিত্যধর্ম্ম, স্বরূপধর্ম্ম তাহা হইতে আরও অধিক বিচ্যুত হইয়া পড়ি। ইন্দ্রিয়দ্বারে জড়-বিষয়-গ্রহণ আমাদের ধর্ম্মাঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়, নিজে ভোক্তা এই অভিমান প্রবল হইয়া ধর্ম্মের ভাণে আমাদিগকে সাঁই, দরবেশ, কর্ত্তাভজা, সখীভেকী, বাউল প্রভৃতির আনুগত্য করায়, হামখোদাই-মত প্রবল হইয়া উঠে, তখন সোঽহং মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দুনিয়াখানা আমারই ভোগ্য এই ঠিক হইয়া যায়, তখন কৃষ্ণ-বিষ্ণু মাত্র খাড়াকরাঠাকুর মনে হয়; এইরূপে ক্রমে আমরা অধঃপতনের অধস্তন স্তরে পাতিত হই।

এখন এই বিষয়সেবার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায় কিরূপে? ব্রত, জপ, হোম, তপস্যা, যজ্ঞ, সন্ন্যাস, বর্ণাশ্রম বিধি—এই সকলের দ্বারা কি

বিষয়-সেবা-মুক্ত হইয়া কৃষ্ণভজনে অধিকার জন্মে? না, সাধু-গুরু-চরণে আত্মসমর্পণ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বেদের প্রপক্ক ফল অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থশিরোমণিতে ভরতমুনি রহূগণরাজকে বলিতেছেন,

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপনাৎ গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ
বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥" (ভা, ৫।১২।১২)

স্বয়ং যে বিষয়াসক্ত, বিষয়-সেবা-পরায়ণ তাহাকে আশ্রয় করিলে বিপরীত ফল হয়, আজকাল সচরাচর তাহাই দেখা যাইতেছে। যথার্থ নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের চরণাশ্রয় আবশ্যক। প্রহ্লাদ মহারাজ গুরুপুত্রকে শ্রীমদ্ভাগবতে উপদেশ করিতেছেন,

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"
(ভা, ৭।৫।২৫)

নচেৎ অন্ধের অন্ধকে পথ দেখানের মত দুরবস্থা হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র আদেশ করিতেছেন,

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্ত-গোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥"

যাহারা অদান্ত, গো, অর্থাৎ গোদাস, যাহারা ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া জড়বিষয়ের পুনঃ পুনঃ ভোগে তৃপ্ত না হইয়া চর্ব্বিত পদার্থের পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণের ন্যায় ভুক্তবস্তুর ভোগে রত, গৃহস্থ ধর্ম্মপালনের ছলে যাহাদের সংসারই ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহারা প্রতিপদেই মায়াকূপে গাঢ়

প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের শ্রীকৃষ্ণচরণে আদৌ রতি নাই, তাহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আশায় বাহ্য অর্থের বহুমানন করে, তাহাদের দশা অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধব্যক্তির ন্যায়, তাহারা বুঝেনা যে বিষ্ণুই সকলের স্বার্থগতি, তদ্ভিন্ন মঙ্গলকাম জীবের অন্য কোন অবলম্বনীয় বিষয় নাই। কিন্তু তাহারা বিষ্ণুশক্তি মানিলেও তাহারা ভগবানেরই শক্তি-সম্ভূত মায়ারজ্জু দ্বারা আবদ্ধ। তাহারা বিষয়ী। এইরূপ অনেক গোদাস গোস্বামীর (জিতেন্দ্রিয়) অভিধানে অভিহিত হইয়া, গোস্বামীর সন্তান অতএব আমিও গোস্বামী এই অভিমানে স্ফীত হইয়া, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিতে যে সকল শিষ্য করে, সেই অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া সাধুগণের হৃদয় ব্যথিত হয়, তাই তাঁহারা ঐ সকল বিষয়ীর শিষ্যত্বাভিমানী ভ্রান্ত নরনারীগণের প্রতি কৃপাপরবশ তাহাদিগকে বুঝাইবার প্রয়াস পান যে বিষয়ীর শিষ্যত্ব করিলে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার নামে কেবল বিষয়-সেবাই বাড়িতে থাকে, যতদিন না নিষ্কিঞ্চন ভক্তমহাজনের শ্রীচরণাশ্রয় করা যায় ততদিন মঙ্গলের কিছুমাত্র আশা নাই। ইহাতে সমৎসর ভক্তদ্বেষিগণ কৃষ্ণ-সেবাস্থলে বালকৃষ্ণকে হলাহলসিক্তস্তন্যদায়িনী পুতনারাক্ষসীর অনুচর মিছাভক্তগণ তাহাতে নিজেদের পসার নষ্ট হয় দেখিয়া কৃপালু বৈষ্ণবের দৈন্যের অভাব অসতর্ক দুর্ভাগ্য লোককে দেখাইয়া তাহাদের হৃদয়ে বৈষ্ণববিদ্বেষ জন্মাইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। হায়! হায়! এই সকল জগদহিতকর পাষণ্ডিদিগের হস্ত হইতে কবে অতাকিক জীবগণ মুক্তি পাইবে, কবে সাধু-গুরুপাদাশ্রয় লাভ করিয়া তাহারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অমল শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্ব স্ব শ্রেয়ঃ সাধন করিবে? তাহা হইলে সেই স্রোতে আমাদেরও ভক্তিতরণী বাহিত হইবে এই আশায় আমাদের এতদূর আগ্রহ।

অনেককে দেখা যায় তাহারা ভক্তিধর্ম্মের যাজন করিতে বসিয়া সদ্‌গুরুর পাদাশ্রয়ের অভাবে নানা কল্পিত মতবাদের গর্ত্তে নিমগ্ন হইয়া আত্মনাশের

প্রযত্ন করে। উদাহরণ—নামাবলী গায়ে দিয়া ঝুলিহস্তে মালাজপ করিতে করিতে দশহরায় গঙ্গাস্নান করিয়া গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া ভক্তবেশী বৃদ্ধ মনসা-পূজার জন্য শীঘ্র শীঘ্র বাটী ফিরিল। এই পঞ্চোপাসনা প্রবৃত্ত-লোক কিরূপে গোস্বামীর শিষ্য তাহা বুঝা যায় না। গোস্বামী ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনশীল পঞ্চোপাসনা রহিত, তিনি কিরূপে স্বীয় অনুগত লোকের মনসা, মাকাল, ঘেঁটু-পূজার প্রশ্রয় দিতে পারেন? তিনি কখনও মায়াবাদ বিস্তারের সহায় হইতে পারেন না। গোদাস-গণেরই সেরূপ অভক্তোচিত ব্যাপার।

গোদাস যখন গুরুসজ্জায় সজ্জিত হইয়া শিষ্যগৃহে উপস্থিত হয়, তখন তাহার হরিকথা কহিবার অবসর নাই। "আমার গৃহের গোয়ালটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে, পশ্চিমদিকের কুঠারীটীর কড়ি বদ্‌লাইতে হইবে, আর তোমাদের খেতুদিদির (গোদাস-কন্যার) শ্বশুরবাটীতে তত্ত্ব করিতে হইবে, এই সব কারণে এবার একটু বেশী সাহায্য তোমাদের কাছে চাইতে হ'চ্ছে। আর একখানি গরদের চাদর না হ'লে ভদ্রতা রক্ষা হয় না, সেটী আর কার কাছে চাইব? তুমি ভক্তিমান্ তোমাকেই বলি, তুমি ছাড়া এ আব্দার আর কে মেটাবে বল?" ইত্যাদি রকমের কথাই গুরুবেশী বঞ্চকের নিকট শুনা যায়! আদৌ হরিকথা নাই। তবে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চতুর আছে, তাহারা মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণরসের রসান দিয়া ভাবুক পরিচয়ে পরিচিত হইয়া তবে নিজের সংসারের অপ্রতুলতার কথা জানায়। এদিকে শিষ্যও গুরু আসিয়াছে, অতএব সংসারে যত অসুবিধার কথা, কতকগুলি মিথ্যা দিয়া সাজাইয়া অর্থের অভাবের কথা গুরুর নিকট পাড়িতে বসিল। উদ্দেশ্য যাহাতে গুরুর কিছু অধিক অর্থ চাহিবার পথ বন্ধ করে। এইরূপ দুইটী বিষয়ীর পরস্পর সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, পরমার্থালোচনার গন্ধও নাই। হায়! হায়! এই কি গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ, না বিষয় সেবা? তবে যদি

বল শিষ্য ঐ সাজা-গুরুর জন্য অর্থব্যয় করে কেন ? তাহার অর্থ এই যে সমাজে থাকিয়া গুরু, পুরোহিত, ধোপা, নাপিত বিদায় না দিতে পারিলে অপদস্থ হইতে হয়, কৃপণ বলিয়া অখ্যাতি হয়, তাই-এরূপ গুরু কাড়া, তাহার কাছে দীক্ষা লওয়া বিষয়সেবার নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব না ছাড়িতে পারিলে কৃষ্ণসেবা আরম্ভ হইতে পারে না, সাধুসঙ্গই হইবে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও এরূপ লোকের সঙ্গ করেন না। তিনি কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইয়া বিষয়-সেবার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। তিনি ঐকান্তিকভাবে স্বতন্ত্র জ্ঞানে অন্য দেবদেবীর উপাসনা করেন না, তিনিপিতৃপিতামহের প্রেতশ্রাদ্ধ করেন না, তিনি গোস্বামিশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া স্মার্ত্তবিধির দাস নহেন, তিনি কৃষ্ণাভক্তজনকে বিষয়ীর ন্যায় আত্মীয়-জ্ঞান করেন না, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ পালন করেন,

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ,
পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎস্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥"

কৃষ্ণবিমুখতা আমাদের নিত্য জীবনের বিরুদ্ধ অবস্থা, সুতরাং মৃত্যু স্বরূপ। যাহারা সেই মৃত্যু হইতে উদ্ধারের সহায়ভূত না হইবে তাহারা দৈহিক যে কোন সম্বন্ধেই সম্বন্ধযুক্ত হউক না কেন, তাহারা পিতা, মাতা বা পুত্র, গুরু-সজ্জায়-সজ্জিত-ব্যক্তি, পতি বা পত্নী যেই হউক না কেন, তাহারা আমাদের স্বজন নহে। জনক জননী পর্য্যন্ত এমনকি দেবতাও কৃষ্ণ-ভজনানুকূল না হইলে তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাজ্য ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের আদেশ। ইহা বিষয়-সেবা-নিরত-ব্যক্তির স্থূলাবরণ মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করিবে না। যিনি চরমকল্যাণ প্রয়াসী, তাঁহার কৃষ্ণবিমুখসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তিনি ফল্গুবৈরাগ্যের জন্য ব্যস্ত হইবেন না, কেননা

প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে হরি-সম্বন্ধি-বস্তুর ত্যাগ কেবল কৈবল্যকামীই করে, তাহা জড়ভোগ-ত্যাগ হইলেও মুক্তিবাঞ্ছা আত্মদুঃখনাশাত্মক, ভগবৎ সেবাত্মক নহে, সুতরাং তাহাও বিষয়সেবা। তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন, গৃহেই থাকুন আর বনেই থাকুন, তিনি যুক্ত-বৈরাগ্য-বিশিষ্ট। গৃহে থাকিলেও তিনি কৃষ্ণের সংসার করেন, নির্ব্বিষয়ী। গৃহত্যাগী হইলেও ফল্গুবৈরাগ্য তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে না। ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাশূন্য ভক্তই নির্ব্বিষয়ী, আর ভুক্তি-মুক্তি-অশান্তচেতাঃ-মাত্রই বিষয়ী, তা' সে যে কাচই কাচুক না কেন? হায়! হায়! নির্ব্বিষয়ীর সঙ্গ সৌভাগ্য পাইয়াও আমার কেন বিষয়সেবা প্রবৃত্তি দূর হইতেছে না?

বিষয়-সেবামুক্ত শুদ্ধ-বৈষ্ণব-পাদাবলেহী
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম্ এ, বি এল,
(ভক্তিশাস্ত্রী, কাব্যভূষণ)
শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীমায়াপুর।

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্থাস্বাদন।

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্বঃ লঃ ৪০ শ্লোকে)

অর্থাৎ একজাতীয় বাসনাদ্বারা, স্নিগ্ধ অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করিবে।

কারণ—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

ভাঃ ১স্কঃ ১ অঃ ৩ শ্লোকে

এই ভাগবত শাস্ত্র বেদরূপ কল্পবৃক্ষের গলিত ফল। শুকদেবের মুখামৃতদ্রবসংযুক্ত এই ফলের রসকে হে রসিক সকল! সর্ব্বদা পান কর। হে ভাবুক সকল! রসতত্ত্বে পরমলয় অর্থাৎ নিমগ্নভাব না হওয়া পর্য্যন্ত এই জগতে ভাবুকরূপে ভাগবত আস্বাদন কর, বিমগ্ন হইলে এই পরম রস আবার নিত্যপান করিতে থাকিবে।

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত অভিন্ন ভগবত্তনু। ইহা জীববিশেষের প্রস্তুত নহে। ইহা আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে প্রকটিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বাঞ্ছা এই কৈতব চতুষ্টয়শূন্য পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তববস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানপ্রদ। ইহার শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব ভাগবত ব্যতীত অন্যশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? যথা—

(ভাঃ ১ স্কঃ ১ অঃ ২ শ্লোকে)

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তুশিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

(হরিভক্তিবিলাসস্য ১০ম বিলাসে ২৮৩ অঙ্কধৃতগরুড়পুরাণবাক্যং।)

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সম্বর্দ্ধিত।

(১ম স্কন্ধস্য ১ম শ্লোক-ব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিধৃতগরুড়পুরাণীয়শ্লোকদ্বয়ং)

গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ॥

১৮০০০ শ্লোকপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থসমস্ত বেদ-ইতিহাসের সার হইতে সমুদ্ধৃত। শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তসার বলিয়া বলা যায়। ভাগবতের রসামৃততৃপ্তপুরুষের অন্য কোন শাস্ত্রে রতি হয় না।

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥
অতএব ভাগবতে এই তিন কয়।
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনময়॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫ পঃ)

তত্রৈব—

দুই ভাই (গৌর, নিত্যানন্দ) হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করেন সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥ (চৈঃ চঃ আদি ১ পঃ)
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা।
হরি গুরুবৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥ নরোত্তম ঠাকুর।

উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্য ও ভক্তবাক্যসমূহ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণভক্তি-প্রদাতা বলিয়া প্রমাণিত হইতেছেন। অতএব সাধুসঙ্গের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের আলোচনাও শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির উপায়। শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সাধুসঙ্গে অপ্রাকৃত শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণে যেমন শ্রীহরি-

কীর্ত্তনের সুযোগ পান এবং পুনরায় প্রাপ্তসাধু বা গুরুর উপদেশানুসারে নিরপরাধে অকপটচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ফলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হন, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের আস্বাদপ্রাপ্ত রসিক ভক্তের নিকট শ্রীভাগবত পাঠ করিতে হয় এবং তৎসঙ্গে কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি হয়। তাই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শ্রীপাদ রূপ প্রভু বলিয়াছেন—

"শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।"

এইস্থলে রসিক শব্দে জড়রসের রসিক নহে, অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তিরসের রসিককেই লক্ষ্য করে।

কাহার নিকট ভাগবত শাস্ত্র পড়িতে হইবে এবং কাহার নিকট পড়িলে প্রকৃত তত্ত্ববস্তুর স্ফূর্ত্তি হইবে এ মীমাংসায় উপনীত হইতে গেলে আমরা দেখিতে পাই,—ভুবনপাবনাবতার, মহাবদান্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, দুর্গত জীবের পরম মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থানকালে শ্রীপাদ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন—

বৈষ্ণব পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।

বৈষ্ণব অর্থাৎ অনন্য বিষ্ণুসেবক, অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বাসনাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত বুদ্ধি, এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা কারীই শ্রীমদ্ভাগবত পড়াইবার প্রকৃত অধিকারী। যিনি যে বস্তুর অনধিকারী, তিনি সে বস্তু অপরকে দিতে পারেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্ত বৈষ্ণব ঠাকুরই অপরকে ভক্তিরস আস্বাদন করাইতে পারেন। কিন্তু বাহ্যে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, বৈষ্ণব চিহ্নধারী, অন্তরে দম্ভ ও কপটতাযুক্ত জড় রসিক, কৃষ্ণেতর বাসনাপূর্ণ, কর্ম্মজ্ঞান-কষায়-জর্জ্জরিত ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের রসাস্বাদনে স্বয়ং বঞ্চিত এবং অপরকেও আস্বাদন করাইতে অসমর্থ। জড়বিদ্যা-পারঙ্গত হইয়া,

টীকা ব্যাখ্যা করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনাদ্বারা ভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদন করা ও করান যায় না। জড়বস্তু প্রাকৃত চেষ্টায় লভ্য কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তু, স্বয়ং প্রকাশ হেতু আনুগত্যভাবেই প্রাপ্য। শ্রীমদ্ভাগবত কিন্তু জড়রসের গ্রন্থ নহে :—

প্রভু কহে কেনে কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ॥
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥ (চৈ চঃ মধ্য ২৪প)

(প্রাচীনকৃত শ্লোকঃ)

অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥

মহাদেব বলিলেন—আমি জানি, শুক জানেন, ব্যাস জানেন বা না জানেন, ভক্তিদ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য হন, বুদ্ধি বা টীকা দ্বারা হন না। সুতরাং ভক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরানুরক্তির দ্বারাই শ্রীমদ্ভাগবততত্ত্বের উপলব্ধি হয়।

আজকাল প্রায়ই দেখা যায় যে, পণ্ডিত বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষিগণ অর্থ লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করেন, ইঁহাদ্বারা জগতের কোন উপকার হয় কিনা প্রশ্নোত্তরে বলা যায় যে তদ্দ্বারা কোনই মঙ্গল হয় না, অধিকন্তু অশুভ ফল প্রসব করে। কেননা—শ্রীকৃষ্ণ সেবক, কৃষ্ণসেবাপ্রার্থী এবং সেবাপ্রার্থী বা সেবকের, সেব্যবস্তুর সেবায় নিজের ভোগত্যাগই হয়। যেস্থলে সেবকের ভোগলাভ, সেস্থলে সেব্যবস্তুর সেবার ব্যাঘাত। আরও ভক্ত, কৃষ্ণ-সেবা-ফলে, কৃষ্ণপ্রেমেরই প্রার্থী হন। কিন্তু যেস্থলে জীব কৃষ্ণ-সেবানুষ্ঠানে জড় ভোগপ্রার্থী হন, সে স্থলে কৃষ্ণসেবা না হইয়া মায়ারই সেবা হয় এবং

উপরি উক্ত স্থলে সেবক বৈষ্ণব না হইয়া অবৈষ্ণব সংজ্ঞাই লাভ করেন। অন্যাভিলাষী কৃষ্ণসেবক নহেন। সুতরাং অর্থলিপ্সু ভাগবত-পাঠকের নিকট অপ্রাকৃত রসশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে শ্রীমদ্ভাগবত-ফল, কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে অপরাধসঞ্চয়-লাভই হয়।

সঙ্গই সর্ব্বশুভাশুভ ফলপ্রদ। শুদ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গে জীবের কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি এবং অসাধু সঙ্গে কৃষ্ণেতর সেবা লাভ ঘটে।

অর্থলিপ্সু ভাগবত-পাঠকের ন্যায় শ্রীনাম বিক্রেতা, শ্রীগ্রন্থ বিক্রেতা, ও শ্রীমূর্ত্তির ভাড়াটিয়া পূজকেরা সকলেই অবৈষ্ণব।

এক সময় আমার পরম গুরুর নিকট সেবাভিলাষী জনৈক ভক্ত, তচ্চরণ-প্রান্তে বসিয়া শ্রীনাম করিতেছিলেন। অনতিদূরে কোন শ্রীমন্দিরে বায়নাপ্রাপ্ত, সুকণ্ঠ নামধারী মিছা বৈষ্ণব উচ্চকণ্ঠে শ্রীগৌরনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। সুরের শব্দে মোহিত হইয়া সেই ভক্ত উক্ত কীর্ত্তনশ্রবণ-পিপাসু হইয়া আমার পরম গুরুদেবের নিকট শ্রীমন্দিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থী হইলে, অকিঞ্চন কৃষ্ণ-ভক্তি-রসভাবিত, পরমগুরু আমায় বলিলেন—"বৎস, ওখানে শ্রীগৌর নাম কীর্ত্তন হইতেছে না "টাকা টাকা" কীর্ত্তন হইতেছে।" আমরা পতিতপাবন বৈষ্ণব ঠাকুরের এই উপদেশ হইতে জানিতে পারি যে অন্যাভিলাষী কৃষ্ণ কীর্ত্তনের অধিকারী নহেন।

সুতরাং অনন্য-কৃষ্ণসেবকের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করিতে হয়। যিনি বৈষ্ণবের নিকট সরল চিত্তে, অনুগত বুদ্ধিতে শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ শ্রবণ করেন তাঁহার জড়রতির অবসান হয় এবং অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে তিনি মায়ার সংসার ছাড়িয়া অনন্য-কৃষ্ণসেবক হন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় লীলাবসান করিলে ধর্ম্ম কাহার শরণাপন্ন হইয়াছেন—শৌনকাদি ঋষিগণ এই প্রশ্ন করিলে শ্রীসূত বলিয়াছিলেন যে কৃষ্ণস্বধাম

গমন করিলে ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত নষ্টচক্ষু কলিজনের সম্বন্ধে এই পুরাণার্ক (শ্রীমদ্ভাগবত) এখন উদিত হইয়াছেন।

(ভাঃ ১স্কঃ ১অঃ ২৩ শ্লোক)

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ॥

(তত্রৈব ৩ অঃ ৪৩ শ্লোকে)

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র পাঠ্য। দুর্গতজীব অবিদ্যাবশে মত্ত হইয়া বিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণসেবাবিমুখ হন। পুনরায় জড়বিদ্যালোচনায় গভীর হইতে গভীরতম অন্ধ প্রদেশে গমন পূর্ব্বক সংসারচক্রে পেষিত হন কিন্তু পুনরায় নির্ব্যলীক হইয়া কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সাধুর শরণাপন্ন হইয়া তদাদিষ্টপথে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি সাক্ষাৎ শুদ্ধ ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানে তাহার বিবিধ যন্ত্রণার শান্তি হয় এবং সেই জীব অনন্ত-কৃষ্ণসেবক হইবার সুযোগ পান। জড়গ্রন্থের আলোচনায় জীবকে জড়রসে আকর্ষণ করিয়া বাট্‌পাড়ের ন্যায় পথিকের ধন ও পরিশেষে প্রাণসংহারের ন্যায় জীবের সর্ব্বনাশ হয়। পক্ষান্তরে অপ্রাকৃত রসতত্ত্বপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে জীবের অবিদ্যা-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায় এবং পরাবিদ্যাশ্রয়ে বিদ্যাবধূজীবনের সেবা লাভ হয়। তাই শাস্ত্রে দেখা যায়—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র জড়মলশূন্য অপ্রাকৃত সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনাত্মক রসতত্ত্বে পূর্ণ হেতু অপ্রাকৃত রসে রসিক বৈষ্ণবগণের প্রিয়; ইহাতে ব্রহ্মাণ্ডন্তর্গত বর্ণাশ্রমাতীত পারমহংস্য অমল এবং পরম জ্ঞানের কথাই আছে। ইহাতে জীবের নিজ জড়ভোগতাৎপর্য্য অথবা ভোগরাহিত্য শুষ্ক জ্ঞানের মীমাংসা নাই বরং যাবতীয় বস্তুতে ভগবানের সেবোপকরণ জ্ঞান, জীবের নিজ ভোগত্যাগ বা বিরাগ এবং ভগবৎসেবানুষ্ঠান কর্ম্ম (সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥) নারদ পঞ্চরাত্রে ভক্তি ব্যতীত যাবতীয় কৃষ্ণেতর কর্ম্মের নিরসনের কথা উক্ত হইয়াছে। শ্রদ্ধাবান্ জীব ভক্তিযুক্ত (নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুধা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং উপনিষদ) এবং তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী (তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া—গীতা) হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও পাঠ করিলে ভগবানের অঘটনঘটনপটীয়সী ভোক্তৃবুদ্ধিদাত্রী মায়ার কবল হইতে মুক্ত হন সুতরাং :—

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাঃ শ্রীমদ্ভাগবতং সদা॥

শ্রীভাগবতচরণরেণু-প্রার্থী
শ্রীনয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী।
সম্প্রদায়বৈভব ভক্তিশাস্ত্র পঞ্চরাত্রাচার্য্য।
নারায়ণপুর, পোঃ পাঁজিয়া (যশোহর)।

অপ্রাকৃত।

শাস্ত্রে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম এই পাঁচটী অর্থ বর্ণিত আছে। বিভুসম্বিৎ ঈশ্বর, অণুসম্বিৎ জীব, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আশ্রয় দ্রব্যই প্রকৃতি, ত্রৈগুণ্যশূন্য জড়দ্রব্য কাল, ও পুরুষপ্রযত্ন-নিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদিশব্দ-বাচ্য কর্ম্ম। রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সম্মিলনে অব্যক্ত প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে গুণত্রয় উদ্ভূত, তাহাতেই নশ্বর জগৎ প্রকাশিত। এজন্য হরিবিমুখ অণুসম্বিৎ বদ্ধজীবের ভোগ্য গুণত্রয়নির্ম্মিত জগৎ প্রাকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেখানে নশ্বরতা নাই, সেখানে জীবের ভোগবদ্ধ অনুভূতির অভাব। তথায় নিত্যধর্ম্ম প্রবল। প্রাকৃত গুণত্রয়ে অণুসম্বিৎ ধর্ম্মের মিশ্রভাব বর্ত্তমান। অবিমিশ্র অণুসম্বিৎ প্রাকৃত গুণ গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত অদ্বয়ভাবে মিশ্রিত হন না। যেখানে অণুসম্বিৎ গুণ সহ মিশ্রভাবাপন্ন তথায় উহা বদ্ধাভিমান ও নশ্বরধর্ম্মসংশ্লিষ্ট। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে নিত্য-কাল বর্ত্তমান, অবিমিশ্র চেতন বর্ত্তমান। তথায় অণুচিদ্ধর্ম্মে অচিৎ গুণত্রয় স্পর্শ করিতে অসমর্থ। অচিৎ শব্দের অর্থ অজ্ঞান, অর্থাৎ তাহাতে অবিমিশ্র চিৎএর লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। প্রাকৃত জগতে আনন্দ-ধর্ম্ম নিত্য নহে এবং অবিমিশ্র চেতনের অভাবপ্রযুক্ত তদ্বিপরীত গুণবিশিষ্ট। নশ্বর জগতের মিশ্রানন্দে প্রীতির পূর্ণাদর্শ নাই। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অর্থাৎ যথায় গুণত্রয় নাই, সেইস্থলে অখণ্ড নিত্যকাল অবিমিশ্র চেতন ধর্ম্ম ও নিরবচ্ছিন্ন অবিমিশ্র আনন্দ বর্ত্তমান। সেজন্য অপ্রাকৃত রাজ্যকে 'সচ্চিদানন্দ' অভিধানে প্রাকৃত জগতের দর্শনে সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়। প্রাকৃত জড়জগৎ গুণত্রয়ের লীলাভূমি হওয়ায় ইহা বদ্ধজীবের বিহার-ক্ষেত্র। এখানে বিভুচিৎএর সচ্চিদানন্দ প্রকাশত্রয়ের নিত্যকাল অবিমিশ্র চিদানন্দ প্রকাশিত নহে। এখানে খণ্ডকালের অভ্যন্তরে, খণ্ডদেশের মধ্যে, খণ্ড পাত্র রূপে যে সচ্চিদা-

নন্দ-বিগ্রহ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অপ্রাকৃত বস্তুর সম্যক্ ধারণা করাইতে অসমর্থ। এজন্যই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত দেশকে মায়িক এবং প্রকৃতির বহির্ভূত অবকাশকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া প্রচারিত আছে। বদ্ধজীব বাহ্যজ্ঞানে বৈকুণ্ঠবস্তুর ধারণা করিতে অসমর্থ। কিন্তু বহিঃপ্রজ্ঞা দ্বারা অচিজ্জগতের অন্যতম দৃশ্যবস্তুজ্ঞানে বৈকুণ্ঠবস্তুকে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার প্রয়াস পরিহার করিলে তাহার সুপ্ত অবিমিশ্র অণুসম্বিৎ নিত্যাধিষ্ঠানে বৈকুণ্ঠ দর্শন হইতে পারে। বৈকুণ্ঠবস্তুতে পূর্ণ চিদ্ধর্ম্ম অবস্থিত হওয়ায় অচিৎএর ন্যায় তাহার স্বতঃকর্তৃত্ব নাই বলিয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। বদ্ধজীব মহত্তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃত জগতের সহিত পঞ্চতন্মাত্রযোগে অনিত্য সম্বন্ধে ধাবিত হয়। সে সময়ে অণুসম্বিতের কেবলাবৃত্তি ভগবৎসেবা সুপ্ত থাকায় অন্যভাববৃত্তিতে কর্ম্ম ও জ্ঞানপথে বিচরণ করিয়া যথাক্রমে ভোগ বা ত্যাগে লিপ্ত বা উদাসীন হয়। অচিৎ ভোগ বা অচিৎ ত্যাগ এই বৃত্তিদ্বয়কে কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ অভক্তি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়েই মায়িক বৃত্তি। ভক্তিই একমাত্র বৈকুণ্ঠবৃত্তি। ভক্তিতে অণুসম্বিদের ভোগবৃত্তি ও ভোগ-ত্যাগবৃত্তি নাই। তাহার ভোগ বা ত্যাগ-বৃত্তির পরিবর্ত্তে নিত্য ভোগ্যবুদ্ধি ও বিভুসম্বিতে ভোক্তৃবুদ্ধি প্রবল। যে নিত্যকাল চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠে বিভুসম্বিৎরূপে নিত্যভোক্তা নিত্য অবিমিশ্র অণুসম্বিৎ জীবকে ভোগ করেন তাহা নশ্বর স্বর্গ বা কর্ম্মভূমি নহে, অথবা ত্যাগপর নির্ব্বিশেষ রাজ্য নহে। সেই দেশের নাম অপ্রাকৃত বা বৈকুণ্ঠ।

অপ্রাকৃত দেশকে পরব্যোম বলে। প্রাকৃত দেশকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। প্রাকৃত কালকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানাত্মক খণ্ডকাল বা নশ্বর ধর্ম্মবিশিষ্ট বলে। অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠের কাল অখণ্ড বা নিত্য অর্থাৎ তথায় ভূতভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিবিধ খণ্ডকালের যুগপৎ অবস্থান। অপ্রাকৃত পাত্র অদ্বয় বিভু-সম্বিৎ ও অসংখ্য অণুসম্বিৎ। প্রাকৃত পাত্র অসংখ্য গুণত্রয়বিপন্ন অণুসম্বিৎ।

অণুসম্বিদের ধর্ম্মে নিত্য অণুসম্বিৎ অধিষ্ঠান আছে। অণুত্বপ্রযুক্ত প্রাকৃত জগতে আসিবার যোগ্যতা খণ্ডকালের অভ্যন্তরে সিদ্ধ। নশ্বর জগতে বদ্ধাভিমান তাহার নিত্যকালের জন্য নহে, যেহেতু জড়ব্যোমে নশ্বরতা ধর্ম্মের অবস্থান হেতু ভোক্তা বদ্ধজীবের প্রতীতিতে কালপ্রভাবে উহা পরিবর্ত্তনশীল। পরব্যোমের দ্রষ্টা নিত্যধর্ম্মবিশিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনশীল। প্রাকৃত রাজ্যে প্রত্যেক অণুসম্বিৎ জীবই অজ্ঞানতা বশতঃ বিভুসম্বিদের স্বায়ত্তীকৃত ভোক্তৃধর্ম্মে চেষ্টাবিশিষ্ট, কিন্তু অণুত্বপ্রযুক্ত বৈভবশক্তির অভাবে পরিভূত। সেই অপ্রাকৃত রাজ্যকে কৃষ্ণের বিহারস্থলী বৃন্দাবন বলে। তথায় পাত্ররাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন হ্লাদিনীসারসমবেতবিগ্রহ বৃষভানু-নন্দিনীর সহিত চিদ্বিলাসবিশিষ্ট হইয়া অনন্ত স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ পার্ষদ অণুসম্বিৎগণের দ্বারা নিত্যকাল সেবিত। সেব্য বিষয়জাতীয় বিভুসম্বিৎ এবং স্বাংশ আশ্রয়জাতীয় বিভুসম্বিৎশক্তি নানাপ্রকারে পাঁচটী রস বিস্তার করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধামের ন্যায় নীরসতা তথায় নাই, পরন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়রস পূর্ণমাত্রায় বিলাসবিশিষ্ট। প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা অপ্রাকৃতের ধারণা অসম্ভব। ভগবানের এক পাদ বিভূতি হইতে প্রাকৃত জগৎ এবং ত্রিপাদ বিভূতি হইতে অপ্রাকৃত জগৎ। সুতরাং এক পাদদ্বারা ত্রিপাদ-বৈভব আয়ত্তাধীন হয় না।

প্রাকৃত জগতে অণুসম্বিৎ জীব দেহ ও মনের দ্বারা আচ্ছন্ন। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত জগতে স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিদ্বয় দ্বারা অণুসম্বিদের নয়ন আবরণ করিয়াছে। দেহ ও মনের বৃত্তিদ্বারা ভ্রমণ করিতে গেলে কর্ম্ম ও জ্ঞান রাজ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতে বদ্ধজীবের প্রাকৃত দর্শন ঘটে। কর্ম্মজ্ঞানাবরণমুক্ত হইলে অণুসম্বিৎ জীব কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া বিভুসম্বিৎ কৃষ্ণের অনুকূলভাবে অনুশীলন করেন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান অণুসম্বিৎ জীবকে প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করায়। সেজন্য অনাত্মমার্গরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

পথই ভক্তিপথ। তাহা অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে অবস্থিত, কৃষ্ণসেবা বিস্মৃতি-ফল জীবের ভোগময়ী ও ত্যাগময়ী প্রবৃত্তি পুনরায় অবিমিশ্র অণুসম্বিৎ কৃষ্ণসেবন-বৃত্তি ও কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া অপ্রাকৃত ভক্তিপথে চলিতে থাকিলে প্রাকৃত-সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হইয়া উঠেন। প্রাকৃত কর্ম্ম বদ্ধজীবের দেহ মনের প্রাপ্য। প্রাকৃত নির্ব্বিশেষজ্ঞান জীবের দেহ ও মনের ধ্বংসবিষয়ক, আত্মার ধর্ম্মে অবিমিশ্র অপ্রাকৃত অবস্থিত। বিভুত্ব ও অণুত্ব বিচারে সেই আত্মবস্তু বিলাসময়। তাদৃশ বিলাসে কোনপ্রকার প্রাকৃত, হেয়, পরিচ্ছিন্ন ও অনিত্য ভাব নাই। প্রাকৃত রাজ্যে ঐগুলিই অবস্থিত। অণুসম্বিৎ জীবের অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মে ভক্তি—প্রেমভক্তি আছে। অণুসম্বিদের প্রাকৃত জগতে অবস্থানকালে প্রাকৃত সহজধর্ম্ম তাহার অপ্রাকৃত বুদ্ধিকে আবরণ করে। অপ্রাকৃত গুরু অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে বদ্ধজীবকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করেন, তখনই অপ্রাকৃত বিবেক উদিত হয়। অপ্রাকৃত বিবেকাভাবে জীব প্রাকৃতবিবেকানন্দ থাকেন।

শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবা।

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকলসাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ।

শ্রদ্ধাশব্দে অপ্রাকৃত বিশ্বাস। অপ্রাকৃত চেষ্টায় অপ্রাকৃতবিগ্রহের সেবা। পরম করুণ সর্ব্বজীব-প্রভু, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অহৈতুকী কৃপাপরবশে তাঁহার

নিত্যদাস জীবসমূহের পরম মঙ্গলহেতু শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীবিগ্রহরূপে গোলোকে নিত্যকাল এবং অর্চ্চায় প্রপঞ্চেও প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রকৃতিরাজ্যের পরপারে অপ্রাকৃত শ্রীবৈকুণ্ঠধাম বিরাজমান, তদুপরি দ্বারকা, মথুরা, ও গোকুলাখ্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণলোকের অবস্থিতি। তথায় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ নিত্যলীলাময়। যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় তখন শ্রীভগবান্ সাধুদিগের সংরক্ষণ, দুষ্কৃতগণের দমন ও ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠান হেতু মর্ত্তাধামে অবতীর্ণ হন। পুনরায় স্বীয় লীলাবসানে প্রপঞ্চে অর্চ্চা বিগ্রহরূপে বিরাজ করেন। সুতরাং নিত্যলীলা মগ্ন অবতারী শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ও শ্রীমূর্ত্তিতে কোন ভেদ নাই। শাস্ত্রে কথিত আছে সপরিকর লীলাময় শ্রীভগবানের আট প্রকার অর্চ্চামূর্ত্তির অর্চ্চন করা যায়—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা মতা॥

এখন শ্রদ্ধায়ে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা বলার তাৎপর্য্য কি? না, উপরিউক্ত অষ্টবিধ শ্রীমূর্ত্তি প্রকৃতিজাত দ্রব্যে প্রস্তুত বলিয়া কেহ যেন শ্রীমূর্ত্তিকে প্রাকৃত বলিয়া বিবেচনা না করেন; সেইজন্য 'শ্রদ্ধা' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 'শ্রদ্ধা' শব্দে অপ্রাকৃত তত্ত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস বুঝায়। প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন শালগ্রাম শিলা প্রাকৃত প্রস্তরনির্ম্মিত, তাহা আবার সাক্ষাৎ ভগবান্ কি করিয়া হইল? প্রাকৃত বস্তু সমস্ত সময়েই প্রাকৃত। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে অপ্রাকৃত তত্ত্বের এই একটা অলৌকিক শক্তি যে প্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত হইয়াও সর্ব্বদা অপ্রাকৃত দর্শনে অপ্রাকৃত। যেমন অক্ষরাত্মক বর্ণসমূহের মধ্যে "কৃষ্ণ" এই শব্দ অক্ষরাত্মক হইয়াও অপ্রাকৃত কৃষ্ণাভিন্ন; যথা—"সেই নাম সেই কৃষ্ণ।" অপর শ্রীভগবান্ প্রকটলীলায় মানব-দেহের ন্যায় দেহ ধারণ করেন, কিন্তু তাঁহার সেই দেহ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোমনির্ম্মিত জড়দেহ নহে; যথা—

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯ অঃ ১১ শ্লোক অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরম্ ॥

তাই শাস্ত্র বলেন—(ভাঃ ১স্কঃ ১১ অঃ ৩৩ শ্লোক)

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥

অর্থাৎ অপ্রাকৃত বস্তু প্রকৃতিস্থ হইয়াও তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয় তখন তাহা মায়া-সন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না।

কিন্তু শ্রীমূর্ত্তিতে এবম্বিধ অপ্রাকৃত বিশ্বাস সুকৃতি অর্থাৎ ভক্ত্যুন্মুখী ক্রিয়া ব্যতীত হয় না। পুণ্যকর্ম্মে বা ব্রহ্মজ্ঞানালোচনায় এ প্রকার বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। ভক্তেরই একমাত্র শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রদ্ধা। কর্ম্মী ও জ্ঞানী কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বা অভক্ত বলিয়া তাহাদের শ্রীমূর্ত্তিতে অপ্রাকৃত বিশ্বাস নাই। যদিও কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রাকৃতবুদ্ধিতে শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন, তবুও স্থিরচিত্ত হইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে তাহাদের শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রাকৃত সুতরাং কাল্পনিক। কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যবিগ্রহ স্বীকার করেন না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুই তাহাদের উপাস্য তত্ত্ব। কেবলমাত্র ধ্যানের সুবিধার জন্য কল্পনানির্ম্মিত সগুণ মূর্ত্তির আবাহন—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনং"। তাই, তাঁহারা মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা করিয়া কিছুকাল উপাসনা করেন, পরে সেই মূর্ত্তির বিসর্জ্জন দেন। কাল্পনিক নিরাকার ধারণায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া ক্ষণকালের জন্য জড়ীয় সাকার চিন্তায় মগ্ন থাকেন, পরে পুনরায় নিরাকার ব্রহ্মৈক্যলাভে আত্মঘাতী হন। কিন্তু ভক্ত বা বৈষ্ণবের শ্রীমূর্ত্তিপূজা এরূপ কাল্পনিক নহে। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্য বিগ্রহের

উপলব্ধি করেন এবং তাঁহাদের আরাধ্য বস্তুই অপ্রাকৃত সবিগ্রহ শ্রীভগবান্। সুতরাং শ্রীমূর্ত্তিতে তাঁহাদের সুদৃঢ় ভগবদ্‌বিশ্বাস। ইহার উদাহরণ দেখা যায়--

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ)

এত বলি প্রভু রঘুনাথে প্রসাদ করিল।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জা মালা তারে দিল॥
গোবর্দ্ধনের শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু শিরে করে॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ কলেবর॥
প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

আরও কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন দক্ষিণদেশ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন তত্ত্ববাদিদিগের নিকট সাধ্য-সাধন-তত্ত্ববিচারে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
সত্যবিগ্রহ ঈশ্বর করহ নিশ্চয়ে॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম প)

বাস্তবিকই শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ।

ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা শ্রীসাক্ষীগোপালের ইতিবৃত্ত হইতে জানিতে পারি। ছোট বিপ্র যখন সাক্ষ্য আনিতে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোপালদেবকে বলিয়াছিলেন— (চৈঃ চ মধ্য ৫ম পঃ)

ব্রহ্মণ্যদেব তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয়॥
কন্যা পাব মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুঃখ॥
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়।
জানি' সাক্ষী নাহি দেই তার পাপ হয়॥
কৃষ্ণ কহে বিপ্র তুমি যাহ স্বভবনে।
সভা করি মোরে তুমি করিহ স্মরণে॥
আবির্ভাব হঞা আমি তাঁহা সাক্ষী দিব।
তবে দুই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব॥
বিপ্রবলে যদি হও চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।
তবু তোমার বাক্যে কারো না হবে প্রতীতি॥
এই মূর্ত্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি তবে সর্ব্বলোকে শুনে॥
কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কোথাহ না শুনি।
বিপ্র বলে প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী।
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য করণ॥

অন্যত্র (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ)

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহে সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যম-দণ্ড্য॥

শ্রীবিগ্রহে যাহাদের অপ্রাকৃত বিশ্বাস নাই তাহারা ঘোর নারকী; কারণ,

বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর॥

—(চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ)

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি
বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তিপূজক প্রাকৃত বা কনিষ্ঠভক্ত। কনিষ্ঠভক্ত তদীয়ের অর্থাৎ বৈষ্ণবের সেবা বিষ্ণুসেবার ন্যায় কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারেন না, কেবলমাত্র শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন। এই কনিষ্ঠভক্ত সাধুসঙ্গফলে ক্রমে মধ্যম ও পরে উত্তম অধিকারী হন। শ্রীমূর্ত্তিতে অপ্রাকৃত বিশ্বাসে তিনি ভক্ত বলিয়া পরিচিত।

(ভাঃ ১১ স্কঃ ২য় অঃ ৪৫ শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং)

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

এইরূপ অপ্রাকৃত বিশ্বাসে বহু জন্ম শ্রীভগবানের অর্চ্চা-শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-ফলে জীবের অপ্রাকৃত শ্রীহরিনামে রুচি হয় যথা—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।

সুতরাং পরমমঙ্গললাভেচ্ছু ব্যক্তি কখনই শ্রীমূর্ত্তিতে প্রাকৃতবুদ্ধি করিবেন না। মায়াবদ্ধ জীবের স্বরূপবিস্মৃতিতে অপ্রাকৃততত্ত্বে অবিশ্বাসেরই সম্ভব ; কিন্তু শ্রীভগবানে ও তদ্ভক্তে আনুগত্যবুদ্ধি থাকিলে মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা, নচেৎ দাম্ভিক হইলে চিরনরকই লাভ হয়।

শ্রীনয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী।

সম্প্রদায়বৈভব-ভক্তিশাস্ত্র-পঞ্চরাত্রাচার্য্য।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নির্য্যাণ।

পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় আচার্য্যরত্ন মহাশয় বিগত ১৬ই মাঘ বেলা দশ ঘটিকার সময় বালেশ্বরে ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি বিগত কয়েক বর্ষ হইতে বালেশ্বর সহরে "গৌর কিশোর আশ্রম" স্থাপন করিয়া তথায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। বর্ত্তমান বৈষ্ণব সাহিত্যে ও কাব্য-জগতে তাঁহার স্থান নিতান্ত ন্যূন নহে। আচার্য্যরত্ন মহাশয় কুমারহট্টের নিবাসী হইলেও বঙ্গের নানাস্থানে ও ভারত-বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থানকালে ভক্তিধর্ম্মের যাজন করিয়াছিলেন। শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর অনেকেই তাঁহাকে বিশেষ আদর করেন। তিনি প্রয়াগে অবস্থিতি কালে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদঠাকুরের সহিত পরিচিত হন ও তদবধি শ্রীঠাকুরমহাশয়ের গুণগ্রহণ করিয়া প্রকটকালের শেষ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরমাত্মীয় জানিতেন। তাঁহার বিরহে তাঁহার সুবিস্তৃত ভক্তবন্ধু-

ভক্ত শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীগৌরকিশোর শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীরাসবিহারী ভক্তিভূষণ মহাশয়ের নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করেন। আচার্য্যরত্ন মহাশয়ের অনুগত ভক্তমণ্ডলীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। তদ্রচিত গদ্য, কবিতা ও নাটকাদি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

ত্রিপুরায় নাম প্রচার।

বিগত ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে চাঁদপুরের নিকটবর্ত্তী আশীকাটী গ্রামে শ্রীশ্যামসুন্দরহরিসভার সম্পাদক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র মহাশয়ের সাদর আহ্বানে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুগমনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রভৃতি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার কতিপয় প্রচারক হরিসভার বার্ষিক বিরাট অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও শ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মেরুদণ্ডরূপে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া হরিনাম প্রচারে উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে কিছুমাত্র কৃপণতা প্রকাশ করেন নাই। সভায় শুদ্ধভক্তি ও শ্রীনাম সম্বন্ধে তিন চারি দিবসকাল অনেকগুলি বক্তৃতা হইয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসিবর্গের অনেকেই শুদ্ধভক্তির উৎকর্ষশ্রবণে অতিশয় আগ্রহ ও কৌতূহল প্রকাশ করেন। কতিপয় ব্যবসায়ী ও তাহাদের অনুচরবর্গ শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের স্বার্থপর ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে আশঙ্কা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থের ওজস্বিনী বাণী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়াকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মিশ্র মহাশয়ের আন্তরিক আদর-যত্নে কেহই কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করেন নাই। চারিদিবসকাল অহরহঃ শুদ্ধ হরিকথা প্রসঙ্গে সকলেই পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

ঢাকায় নাম প্রচার।

চাঁদপুর হইতে প্রচারকবর্গ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় ঢাকা মহানগরীতে শুভগমন করেন। শ্রীপত্রিকার পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, বিগত শারদীয় পূজাবকাশের পর হইতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহোদয় কতিপয় ভক্তসহ ঢাকা মহানগরীতে শুদ্ধ নাম প্রচার এবং বিদ্ধনাম হইতে নগরবাসিদিগকে অবসর দিবার জন্য অবস্থান করিতে-ছিলেন। "তিনি অদম্য উৎসাহে নগরীর বিভিন্ন স্থানে সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যেই পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা সাহায্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমল শিক্ষা প্রচারে অনুক্ষণ যত্ন করিতেছিলেন। তদ্দ্বারা ব্যবসায়িগণের বিদ্ধনাম ও অশুদ্ধভক্তিপ্রচার-অপনোদনহেতু শ্রীগৌরসুন্দরের নির্ম্মল উদার উপদেশ নানা শ্রেণীর মধ্যে আদরের ও কৌতূহলের বিষয় হয়। ভাড়াটিয়া বক্তা পাঠক গায়ক প্রভৃতি অর্থলোভে প্রচারের ছলনায় যে বিদ্ধ ভক্তির অনুশীলনকে সদ্ধর্ম্ম বলিয়া লোক প্রতারণা করিতেছিলেন, তাহাতে ঢাকার অধিকাংশ কোমলশ্রদ্ধ লোকের শুদ্ধসেবাপ্রবৃত্তি হ্রাস হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অমল ধর্ম্ম বহুকাল যাবৎ আবৃত ও লুক্কায়িত হওয়ায় ভক্তির নামে ভণ্ডের তাণ্ডব নৃত্য, নামমন্ত্র-প্রদান ও ভাগবত পাঠের নামে ক্রয়বিক্রয়রূপ ব্যবসায় এবং কামনা-কলুষিত কর্ম্মচেষ্টা অবাধে চলিতেছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় ঢাকাবাসীর সৌভাগ্যক্রমে বহুদিন পরে সেই বঞ্চকবঞ্চিতের বিলাস-ক্ষেত্রে পুনরায় সকলেই শুদ্ধ হরিনামকীর্ত্তন-শ্রবণের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঢাকা বার-লাইব্রেরী গৃহে শ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর "সনাতন ভাগবত ধর্ম্ম" সম্বন্ধে দীর্ঘ তিন ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া অনর্গল গবেষণাময়ী বক্তৃতা করেন। শিক্ষিত শ্রোতৃবর্গ বিশেষ আগ্রহ ও অভিনিবেশের সহিত তাঁহার কথা

শ্রবণ করেন। ইহার পর ঢাকার প্রসিদ্ধ গায়ক পরলোকগত চন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের ভবনে পরমহংস ঠাকুর "সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন" বিষয়ে দীর্ঘ তিন চার ঘণ্টা কাল কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় অধিকাংশ বিচারকবর্গ কলেজের অধ্যাপক, এঞ্জিনিয়র প্রমুখ বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি ঠাকুরের শ্রীমুখে প্রগাঢ় গবেষণ পূর্ণ দার্শনিক বিচারময় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া পারলৌকিক বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিজ্ঞানে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। ঢাকা সহরের অন্যান্য কতিপয় স্থানেও প্রচারকবর্গ শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতেও বহু শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি বৈষ্ণব দর্শন ও শুদ্ধভক্তিকথালোচনায় অভিনব বিস্ময় ও আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা।

বিগত বঙ্গাব্দ সন ১৩২৭ সালের ১লা চৈত্র হইতে ৯ই চৈত্র পর্যান্ত দীর্ঘ নয়দিবস কাল ব্যাপিয়া ষোলক্রোশী নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে বালকবৃদ্ধবনিতা, পণ্ডিতমূর্খ, ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে শতশত লোক এই বিরাট পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছিল। গতবৎসরও পরিক্রমা হইয়াছিল কিন্তু নানাকারণ বশতঃ অল্পদিনের মধ্যে শেষ হওয়ায় দর্শন-পিপাসাতুর যাত্রিগণ সমগ্র লীলাস্থলীগুলি দর্শন করিতে পারে নাই, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়াই তাহারা ক্ষুব্ধহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় এবার আর তাহা ঘটে নাই। এবার নয়টীদ্বীপের সমগ্র দ্রষ্টব্য স্থানগুলিই প্রামাণিক গ্রন্থ ও মানচিত্র সাহায্যে বিশদ্‌ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রতি দ্বীপের বিশ্রামস্থলে ভক্তিরত্নাকর, নবদ্বীপধামমাহাত্ম্য, নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রবণ করান হইয়াছিল। বলা বাহুল্য সর্ব্বত্রই যাত্রিগণ অহরহঃ হরিনাম-কীর্ত্তন ও হরিকথা-আলোচনায়

মগ্ন ছিলেন। বিগত দুইশত বৎসরের মধ্যে এরূপ সুশৃঙ্খল ও সুপ্রণালী-বদ্ধভাবে এরূপ বিরাট্ নবদ্বীপধাম পরিক্রমার কথা শ্রুতিগোচর হয় নাই।

এই পরিক্রমার আরও একটী বিশেষত্ব এই যে উহা শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যের অনুগমনে শুদ্ধভক্তগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তনমুখে সম্পাদিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব ঠাকুরের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া জীব দেহাত্মবুদ্ধি করতঃ প্রাকৃত দ্রষ্টাভিমানে অপ্রাকৃত তদ্রূপবৈভব দর্শন করিতে ধাবমান হইয়া ভোগ্য প্রাকৃত জগৎ দর্শন করে। উহাই অবৈষ্ণবধর্ম্ম। নিত্যধামবাসী বৈষ্ণব-ঠাকুরের কৃপা-প্রভাবেই জীব দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রাকৃত গৃহবাস ছাড়িয়া স্বরূপে অবস্থিত হইয়া অপ্রাকৃত ধামে বাস করিতে পারেন, নতুবা নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন, "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এবং শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভুও ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন, "যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈব।" সুতরাং যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হওয়াই বিধি। হরিজন-সঙ্গে, হরিকথা-প্রসঙ্গে, হরিনাম-কীর্ত্তনে হরিধাম-পরিক্রমার মত বাঞ্ছনীয় আর কিছুই নাই। কীর্ত্তনমুখে এই বিরাট পরিক্রমা এক মহাযজ্ঞ বিশেষ। নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরসুন্দর এ যজ্ঞের অধিদেবতা, প্রাকৃত গৃহবাসকাম ইহার হব্য, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজের শ্রীমুখোচ্চারিত 'হরে কৃষ্ণ' নাম ইহার মহামন্ত্র, শ্রীগৌর ও গৌরধামে অনুরাগ বা অপ্রাকৃত সম্বন্ধজ্ঞানই এ যজ্ঞের বৈশ্বানর, গৌরজনানুগ শুদ্ধ ভক্তগণ এ যজ্ঞের হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা, এবং শুদ্ধনামপ্রচাররূপ গৌরসেবায় কায়মনোবাগ্বেগরূপ দুঃসঙ্গ-উৎসর্গই ইহার পূর্ণাহুতি। এই কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা শুদ্ধ ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। নিত্যকাল এই মহাযজ্ঞের যজমান গৌরসেবানুরাগরূপ দিব্যজ্ঞানানল প্রজ্বালিত রাখিয়া সমগ্র বদ্ধ কৃষ্ণবিমুখ জীবকুলের অভিমুখে সে অনলশিখাকে অনন্ত মুখে সঞ্চারিত রাখেন। সেই অপ্রাকৃত অনলসংস্পর্শে জীবের কল্মষ-

কলুষরাশি ভস্মীভূত ও ধ্বংস হইলে জীব সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া নির্ম্মল আত্মায় সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কায়মনোবাক্যে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়া জীবে দয়া করিবার জন্য ব্যগ্র হ'ন। তজ্জন্যই এই মহাযজ্ঞের এবম্বিধ বিরাট্ অনুষ্ঠান। পরিক্রমা এবার শুদ্ধভক্তগণকর্ত্তৃক পরম সমারোহে সম্পাদিত হইবে শুনিয়া এবং স্ব স্ব কলুচেষ্টা ব্যর্থ হইবে আশঙ্কায় বিদ্বেষিগণ সিংহরবে শৃগালবৎ স্ব স্ব গৃহগর্ত্তেই লুক্কায়িত ছিল। যাত্রিগণও প্রতীপদিগের কনককামিনীপ্রতিষ্ঠালোভজনিত অসচ্চেষ্টা, সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায়, অচিরেই প্রশমিত হইবে জানিয়া পরিক্রমা করিতে করিতে উল্লাসভরে নৃত্য করিয়া গাহিয়াছিল—

"অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ নাচে ঘাটে ঘাটে।
(তখন) পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে॥
(ভাইরে) কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে।
(তাই) দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥"

হায়, তখন যদি ঐ সকল মূঢ়ব্যক্তি বিপ্রনিন্দারূপ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া পরম দয়াল আচার্য্য ঠাকুরের কোটিচন্দ্রসুশীতল অপ্রাকৃত চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করিত, তাহা হইলে নিজেদের বিদ্বেষানলে নিজেরা দগ্ধীভূত হইয়া স্ব স্ব ধ্বংসের আবাহন করিত না। তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্যই ত' নিখিল শাস্ত্রসমূহ বজ্রনির্ঘোষে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর। অপরাধ নাহি আর ইহার উপর॥" সেই মূঢ় শোচ্যগণ কি শুনে নাই যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু মাপিতে গিয়া অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুও নিজের বিনাশই ঘটাইয়াছিল এবং তাদৃশ প্রাকৃত কলুষিত চেষ্টা পরিত্যাগ না করিলে তাহারাও অচিরে ঐরূপ ফল পাইবে? যাহা হউক, এবারও বঞ্চকগণ বঞ্চিত হইল—আত্মবস্তুকে ধাক্কা দিতে গিয়া আত্মঘাতীই হইয়া

পড়িল। হায়, মূঢ়, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, কৃষ্ণবিমুখ যম-দণ্ড্য জীব আমরা, কি ভীষণ আস্পর্দ্ধা আমাদের—আমরা কি না আবার এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, প্রাকৃত, পরিচ্ছিন্ন, ক্ষণবিধ্বংসী বুদ্ধি সম্বল করিয়া মহীয়ান্ বৈকুণ্ঠ বস্তুকে ধাক্কা দিতে যাই এবং তাঁহাকে আমাদের ন্যায় জড়েন্দ্রিয়তর্পণরত প্রাকৃত স্বার্থপর মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গে বিবাদ করিতে কোমর বাঁধি! নিরয়প্রেরক বাতুল (বাউল) চেষ্টা আর কাহাকে বলে? প্রজ্ঞাচক্ষুহীন, অন্তর্দৃষ্টিশূন্য আমরা, আমরা তাই দেখিতে পাই না যে, তিনি আমাদের উদ্দাম অশান্ত মনকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য কখনও কখনও কঠোর বাগ্‌দণ্ড দ্বারা নিগ্রহ করিলেও অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে করুণামৃতের নিত্য উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে। যদি আমরা কখন প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট (সমিৎপাণি) হইয়া তাঁহার নিকট অভিগমন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, আমাদের প্রচণ্ডভবদাবদগ্ধ চিত্তকে সর্ব্বদা হৃৎকর্ণ-রসায়ন হরিকথার স্নিগ্ধ-প্রলেপে সুশীতল করিবার জন্য তাহার স্নেহার্দ্র করুণ-কোমল হৃদয়টী কতই না ব্যগ্র! বাস্তবিকই দয়ার সাগর পতিতপাবন, ভুবনমঙ্গল বৈষ্ণবঠাকুর জগতে অতুল সম্পদ—প্রাকৃত প্রপঞ্চে প্রকৃত অপ্রাকৃত ধন। তিনি অনিত্য সংসারে নিত্য সেব্য—বন্ধুহীন জীবের একমাত্র নিত্য বান্ধব। এ হেন দয়াল ঠাকুরের আনুগত্যে ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনমুখে সম্পাদিত হওয়ায় বিগত পরিক্রমা বাস্তবিকই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বলভাবে চির-অঙ্কিত থাকিবে, সন্দেহ নাই।

সেই বিরাট্ দলের অগ্রে অগ্রে দুইটী কিশোর বালক পরিক্রমনামাঙ্কিত বৃহৎ পতাকাটী দুই পার্শ্বে ধারণ করিয়া কীর্ত্তনের সুরে সুর মিশাইয়া তালে তালে পদ নিক্ষেপ করিতে করিতে যাইতেছিল। পশ্চাতে শ্রীপাদ সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ-

তীর্থ-প্রমুখ শত শত ভক্তবৃন্দ নৃত্য করিতে করিতে শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত—

"গৌর আমার যে সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরিব আমি
প্রণয়ী ভকত সঙ্গে॥"

এই গীতটী গাহিয়া, কখনও বা লোকালয়ের সমীপবর্ত্তী হইলে "রাধা-কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল, এই মাত্র ভিক্ষা চাই" বলিয়া গ্রামবাসিদিগকে শুদ্ধ কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করিবার জন্য আহ্বান করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন। তৎকালে সমবেত জনসঙ্ঘের মিলিতকণ্ঠোত্থিত সুগভীর হরিনাম-কীর্ত্তন-রোল, মৃদঙ্গের গুরু-গম্ভীর ধ্বনি, তৎসহ যুগপৎ শঙ্খ-ঘণ্টা-করতালের সম্মিলিত বাদ্যধ্বনি আর শতশত হস্তধৃত গৌরপার্ষদ-গণের নামাঙ্কিত বিচিত্রবর্ণের সুচারু পতাকাবলী শ্রোতা ও দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব উৎপাদন করিয়াছিল। সমীপবর্ত্তী কোন কোন সৌভাগ্যবান্ পথিক, উদ্বেলিত বিশাল বন্যাস্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় কীর্ত্তনরত সেই বিপুল জনসঙ্ঘে মিশিয়া গিয়া স্ব স্ব গৃহপরিজন ভুলিয়া কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইল। আর যাহারা সেই বিপুল জনসঙ্ঘ হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল বা যোগদান করিতে অসমর্থ হইল, তাহারা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে, নিস্পন্দ নেত্রে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছিল এবং নিজেদের গৃহধর্ম্মে ধিক্কার দিতে দিতে ভাবিতেছিল, 'আহা! তাঁহারাই ধন্য, যাঁহারা এই অনিত্য প্রবাসে—এই ক্ষণস্থায়ী সংসার-পান্থনিবাসের অনিত্য গৃহজনবৈভব প্রভৃতির নশ্বর সম্পর্ক তুচ্ছজ্ঞানে পদদলিত করিয়া ভক্তকেই একমাত্র আত্মীয়স্বজন-জ্ঞানে তাঁহার কীর্ত্তন-আহ্বানে আত্মার নিত্য নিবাসস্থলী অনন্ত বৈকুণ্ঠের যাত্রী হইয়া তাঁহার

প্রদর্শিত পথে এমনই করিয়া আকুল প্রাণে উধাও হইয়া ছুটে।' ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ গোমহিষাদিও লোকবিরল পল্লীগ্রামে অকস্মাৎ বিচিত্র পতাকারাজী ও প্রচুর জনসমাগম মূকবিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতেছিল এবং উচ্চকীর্ত্তন ও বাদ্যধ্বনি উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতেছিল। সাধুমুখোচ্চারিত হরিধ্বনি শ্রবণে আচ্ছাদিতচেতন জঙ্গম পশু পক্ষী বা স্থাবর বৃক্ষাদির চেতন শক্তি তৎকালে কিঞ্চিন্মাত্রও উন্মেষিত হইয়াছিল কিনা কে বলিবে? তবে ভক্তমুখনিঃসৃত হরিনাম শ্রবণে তাহারা যে স্ব স্ব পারলৌকিক সুকৃতি সঞ্চয় করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। সেই কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া কোমলপ্রাণ ক্ষুদ্র চপল শিশু তাহার বড় আদরের—বড় আরামের মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া, তৎস্বচ্ছ মাতৃস্নেহ বিস্মৃত হইয়া সঙ্কীর্ত্তনের তালে তালে হাততালি দিয়া আধ আধ স্বরে হরি বোল বলিয়া নৃত্য করিতেছিল—তরুণ বালক তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়া কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়াছিল।' আবার মধ্যে—[illegible] শতশত ভক্তের মিলিতকণ্ঠসমুত্থিত সুগভীর হরি-ধ্বনি দূরবর্ত্তী গ্রামবাসিদিগের সুপ্ত হরিসেবনবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে মিশাইয়া যাইতেছিল। সেই সুমহৎ হরিধ্বনি ভক্তবৃন্দের উল্লাস বর্দ্ধন করিলেও পাষণ্ডগণের অপরাধকলুষিত হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল। অহো ধন্য তাঁহারা—যাঁহারা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সেই বৈকুণ্ঠের ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়া মানব জন্ম সার্থক করিয়াছিল!

বিগত পরিক্রমায় যাত্রিগণের আহার ও বিশ্রামের জন্য প্রত্যেক দ্বীপের বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্যস্থানে বা তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে এক একটী ছত্রের অভাব সমবেত প্রত্যেকেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। যাহাতে ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িত শ্রমক্লান্ত ভক্ত যাত্রিগণ ক্ষুৎপিপাসা দূর করিয়া এক এক দ্বীপে এক এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া তত্তদ্দিবসের ভ্রমণ-ক্লান্তি দূর করিতে

পারেন, তজ্জন্য প্রতিদ্বীপে তদনুরূপ এক একটী ছত্র নির্মিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক ও একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে অর্থশালী গৌরভক্তগণের দৃষ্টিও আমরা আকর্ষণ করিতেছি।

এইবার পরিক্রমার সময় প্রতিদ্বীপের বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি উল্লেখ করিব। প্রথম দিন ১লা চৈত্র অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ দর্শনান্তে বিরাট পরিক্রমার দলটী দুই ভাগে বিভক্ত হইল। আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস অধিকারী ভক্তিসিন্ধু অগ্রবর্ত্তী দলের এবং লোহাগড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধানাথদাস অধিকারী পশ্চাদ্বর্ত্তী দলের মূল গায়করূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রত্যহই এই দুইটী দল পরিক্রমার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিতেন। প্রথমতঃ নাগারিয়া ঘাট, বারকোণা ঘাট, মাধাইয়ের ঘাট পার হইয়া বামুনপুকুরের অন্তর্গত কাজীর সমাধি প্রদক্ষিণ করিয়া তৎপর তন্তুবায়পল্লী, শঙ্খ ও কংসবণিক পল্লী অতিক্রম করিয়া শ্রীধর-অঙ্গন প্রদক্ষিণ ও কীর্ত্তনান্তে সেই দিন অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা শেষ করেন।

দ্বিতীয় দিবস ২রা চৈত্র প্রাতে বহির্গত হইয়া শোনডাঙ্গা সিমুলিয়া গ্রামের মধ্যদিয়া মেঘারচর ও বেলপুকুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পথে শরডাঙ্গার শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরসম্মুখে বিশ্রাম ও বিগ্রহ দর্শনান্তে সীমন্তদ্বীপের পরিক্রমা শেষ করেন।

তৃতীয় দিবস ৩রা চৈত্র প্রাতে পরিক্রমায় বহির্গত হইয়া মহেশগঞ্জ, অতিক্রম করিয়া সুবর্ণবিহারে বিশ্রাম ও কীর্ত্তনান্তে সকলে স্বরূপগঞ্জে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে আসিয়া বিশ্রাম করেন।

চতুর্থ দিবস ৪ঠা চৈত্র প্রত্যুষে বহির্গত হইয়া গাদিগাছা অতিক্রম করিয়া ভক্তগণ হরিহরক্ষেত্রের সেবাসেবক শ্রীহরিহরের অপূর্ব্ববিগ্রহ দর্শনানন্তর কীর্ত্তন করিতে করিতে দেবপল্লীর শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে বিশ্রাম ও শ্রীবিগ্রহ

দর্শন করিয়া গোদ্রুমদ্বীপের পরিক্রমা শেষ করিলেন। পরে মাজিদা গ্রাম অতিক্রম করিয়া ভালুকার নিকটবর্ত্তী হাটডাঙ্গা পর্য্যন্ত গমন করিয়া মধ্য দ্বীপের পরিক্রমা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এইরূপে গঙ্গার পূর্ব্বতটস্থিত দ্বীপচতুষ্টয়ের পরিক্রমা শেষ হইল।

পঞ্চম দিবস ৫ই চৈত্র প্রাতে স্বরূপগঞ্জের খেয়ায় গঙ্গাপার হইয়া কুলিয়া নূতনচড়ায় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীপাদ পরমহংস বাবাজী মহারাজের সমাধিকুঞ্জ দর্শন ও প্রদক্ষিণান্তে গদখালির চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রগড়ের দিকে অগ্রসর হইয়া কোলদ্বীপের পরিক্রমা শেষ হয়।

ষষ্ঠ দিবস ৬ই চৈত্র প্রাতে কুলিয়া নবদ্বীপ হইতে বহির্গত হইয়া প্রায় দুইক্রোশ দূরবর্ত্তী চাঁপাহাটি গ্রামে গমন করিয়া দ্বিজ বাণীনাথ স্থাপিত চারি শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত অর্চ্চারূপী শ্রীগৌরনিত্যানন্দের একটী সুজীর্ণ মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিশ্রাম করা হয়। কিন্তু শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের সেবা এবং যত্নের শৈথিল্য ও অবহেলা-দর্শনে ভক্তগণ নিতান্ত ব্যথিত এবং প্রাণে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপ্রতিকারকল্পে শ্রীঅর্চ্চা-যুগলের সেবার সৌষ্ঠব ও ঔজ্জ্বল্য সংসাধনে সকলেই আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মন্দির প্রদক্ষিণান্তে সকলে পুনরায় অগ্রসর হইলেন। অতঃপর বিদ্যানগর গ্রামে আসিয়া শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-অর্চ্চার মন্দির-প্রাঙ্গণে বিশ্রাম করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শনান্তে ঋতুদ্বীপের পরিক্রমা শেষ করিয়া সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সপ্তম দিবস ৭ই চৈত্র পূর্ব্ববৎ প্রাতে বহির্গত হইয়া নবদ্বীপ হইতে দুইক্রোশ ব্যবধান জহ্নুদ্বীপ বা জান্নগর গমন করিয়া ব্রহ্মাণীতলা, অর্কটীলা বা একডালা, মামগাছি বা মাউগাছি, মাতাপুরের কাকড়ের মাঠে নবনির্ম্মিত

পরিক্রমা শেষ হয়। এই দিবস সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিক্রমা হয়। জহ্নুদ্বীপের জমিদার সাহাবংশীর জনৈক কৃতবিদ্য যুবকের আতিথ্যে সকলেই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

তৎপর দিন বিশ্রাম করিয়া নবম দিবস ৯ই চৈত্র প্রাতে সকলে বহির্গত হইয়া মাতাপুরের নিকট দিয়া নিদয়ার ঘাট পার হইয়া পূর্ব্বস্থলীর নিকটবর্ত্তী রুদ্রপাড়া, ইদ্রাকপুর, গঞ্জেরডাঙ্গা, শঙ্করপুর প্রভৃতি গ্রাম অতিক্রম করিয়া শ্রীনাথপুর গ্রামের মধ্য দিয়া শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে বেলা দ্বিপ্রহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আসিয়াই—

"নদীয়া ভ্রমিয়া গৌরনিতাই এল ঘরে।
(ওরে) গৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে॥"

এই গীতটী উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে ভক্তগণ শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া স্ব স্ব বিশ্রামস্থলে গমন করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় দীর্ঘ নয় দিবস ব্যাপি পরিক্রমায় প্রচুর দৈহিক শ্রম হইলেও কেহই কোনরূপ পীড়াক্রান্ত হন নাই। সকলেই নিশ্চিন্ত মনে নির্ব্বিঘ্নে পরিক্রমার শেষ পর্য্যন্ত যোগদান করিতে পারিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলেন। নয় দিন পূর্ব্বে ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরের নাম ও জয় কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহির হইয়া তাঁহার কৃপায় নয়দিন পর শ্রীধাম-প্রদক্ষিণান্তে পুনরায় তাঁহারা জন্মভিটায় আসিয়া তদীয় নিজজনের ও তাঁহার উচ্চ জয়ধ্বনি করিয়া পরিক্রমা সমাপ্ত করিলেন।

তৎপর তিন দিবস শ্রীযোগপীঠে শ্রীজন্মোৎসব উপলক্ষে অহরহঃ কীর্ত্তন ও মহোৎসব হইয়াছিল। বালকবৃদ্ধবনিতা-নির্ব্বিশেষে অনাহূত, রবাহূত শত শত নরনারী সুদূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে আসিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত আকণ্ঠ ভরিয়া প্রসাদ সেবা করিয়াছিল। উৎসবের কর্ণধার নিষ্কিঞ্চন ভক্ত শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদদাস বাবাজী মহোদয়ের সুনিপুণ তত্ত্বাবধানে ও

সুযোগ্য অধ্যক্ষতায় বিরাট উৎসবটী নির্ব্বিঘ্নে পরম সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীগৌরজন্মদিনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্‌.এ,বি,এল্‌ মহাশয়ের আন্তরিক ইচ্ছাফলে শ্রীঅদ্বৈত ভবনে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ অর্চ্চারূপে প্রকটিত হইলেন। তদুপলক্ষে ১৩ই চৈত্র তিনি একটী বৈষ্ণব মহোৎসব সম্পাদন করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় বহুদিনের পর শ্রীঅদ্বৈত-ভবন নির্ম্মিত হইয়া তথায় একটী সেবা সংস্থাপিত হইল। সম্প্রতি শ্রীমায়াপুরে ক্রমে ক্রমে চারিটী নিত্য সেবার স্থান হইল।

শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা, যেন প্রতিবৎসর এইরূপ হরিজনসঙ্গে তাঁহার ধাম প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিষ্কপটে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে পারি, আর তদীয় নিজজনের আনুগত্যে নিষ্কপটে গাইতে পারি—

কবে গৌর-বনে সুরধুনী-তটে,
হা রাধে হা কৃষ্ণ ব'লে,
(আমি) কাঁদিয়া বেড়াব দেহসুখ ছাড়ি'
নানা লতা তরুতলে।
(কবে) শ্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাইব
পিব সরস্বতী-জল।
(কবে) পুলিনে পুলিনে গড়াগড়ি দিব
করি' কৃষ্ণ কোলাহল॥
(কবে) ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ।
(কবে) বৈষ্ণব-চরণ রেণু গায় মাখি'
ধরি' অবধূত বেশ॥
(কবে) গৌড়ব্রজবনে ভেদ না হেরিব
হইব বরজ-বাসী।
(কবে) ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে
হইব রাধার দাসী॥

বিরহ-সংবাদ।

পরমভাগবত বর্ষীয়ান্ শ্রীযুক্ত ব্রজমোহনদাস অধিকারী মহাশয় বিগত বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে স্বধাম গমন করিয়াছেন। তিনি গত বৎসর হইতে যোগপীঠে শ্রীমন্দিরে সেবাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। সৌজন্য এবং মৃদু-নম্রব্যবহারে তিনি আপামর সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। বৃদ্ধ হইলেও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের নানাবিধ সেবাকার্য্য যথাসাধ্য সম্পাদন করিতে তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন।

খুলনায় প্রচার।

পরিক্রমা-উৎসবান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্থানীয় বৃহৎ 'করোনেশন পার্কে' প্রবলবেগে শুদ্ধভক্তি প্রচার আরম্ভ করেন। বিগত জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম ভাগে, খুলনার আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস অধিকারী ভক্তিসিন্ধু এবং আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত নয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের সাদর আহ্বানে তিনি ঢাকা হইতে কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে খুলনা বাগেরহাটের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে নামযজ্ঞ উপলক্ষে শুভগমন করিয়াছিলেন। খুলনা হইতে তথায় শ্রীযুক্ত ভক্তিসিন্ধু মহাশয় প্রমুখ কতিপয় শুদ্ধভক্ত প্রচারে যোগদান করেন। তথায় দুই দিবস অহরহঃ শুদ্ধ নামকীর্ত্তন হইয়াছিল। প্রথম দিন প্রাতে নগর সংকীর্ত্তন হয়, পরে অপরাহ্নে হরিসভার নাটমন্দিরে সমবেত বহু শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে শ্রীযুক্ত তীর্থ মহারাজ সম্বন্ধাভিধেয় বিষয়ে প্রায় তিনঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় দিনও পূর্ব্ববৎ প্রাতে নগর সঙ্কীর্ত্তনের পর অপরাহ্নে স্বামিজী ঐরূপ শুদ্ধভক্তিবিষয়ক নানা কথা আলোচনা করেন। তৎফলে গিরীশ বাবু প্রমুখ কতিপয় শৌক্র-ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভদ্রবেশে সদাচারসম্পন্ন হইয়া হরিনাম গ্রহণ করিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

পরদিন ঝাড়িপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত নিত্যলাল ঘোষ মহাশয়ের ঠাকুর-বাড়ীতে "যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। গ্রামের বহু সম্ভ্রান্ত নরনারী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে বাগের-হাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত গুপ্ত বি, এ, মহাশয়ের গৃহে স্থানীয় বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি শুদ্ধভক্তি-কথা শ্রবণে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

তৎপর দুই দিবস বেলফুলিয়া গ্রামে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বরদাস অধিকারী মহাশয়ের ভবনে তীর্থস্বামী "শুদ্ধ ভক্তি" ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত "শিক্ষাষ্টক" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্থানীয় জমিদার ও অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তি হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। খুলনা হইতে জজের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ ও আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত নয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন শুদ্ধ ভক্ত এই স্থলে প্রচারে যোগদান করেন। ভক্ত অধিকারী মহাশয়ের আদর্শ ও অতুলনীয় সেবা-প্রযত্নে সকলেই পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

তৎপর তিন দিবস কাল শ্রীফলতলা গ্রামে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অকিঞ্চন দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু মহাশয়ত্রয়ের স্ব স্ব ভবনে হরিকথা কীর্ত্তন হইয়াছিল।

পর দিবস সন্নবাহিরদিয়া গ্রামে আসিয়া প্রাতে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইলে বহু সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি যোগদান করেন। অপরাহ্ণে স্থানীয় হরিসভার নাটমন্দিরে তীর্থস্বামী "জীবের নিত্যধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় কৃতবিদ্য অনেক ভদ্র ব্যক্তি ও অন্যান্য সাধারণ লোক ও হরিকথা শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

তৎপর দিবস সাতবেড়িয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত জনার্দ্দনদাস অধিকারী মহাশয়ের গৃহে 'কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে ভক্তিই একমাত্র অভিধেয়' সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়া তীর্থস্বামী পরদিবস কলিকাতা শ্রীআসনে আগমন করেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার মুখপত্রী

ত্রয়োবিংশ খণ্ড।

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

---:o:---

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৪।

লেখকের নামানুসারে

প্রবন্ধ সূচী।

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

আচার ও আচার্য্য।

আচার ও আচার্য্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন ও তাহার শাস্ত্রসিদ্ধ অপূর্ব্ব মীমাংসা। প্রত্যেক আচার ও আচার্য্যাভিলাষীকে আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্ব স্ব জীবনযাপন করিতে অনুরোধ করি। মূল্য ।৵০।

সাধন পথ

এতদিন পরে প্রকাশিত হইল। এক্ষণে সৌভাগ্যবান্ সাধক এই নিষ্কণ্টক পথ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হউন, তবেই পরম পুরুষার্থ লাভ করিবেন। প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিত্য পাঠ্য। শ্রীশিক্ষাষ্টক, শ্রীউপদেশামৃত, প্রাকৃত রসশতদূষণী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ এবং শ্রীগোস্বামিপাদ-বচন সহ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য

১। প্রেমবিবর্ত্ত। পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি বিরচিত। প্রাচীন শুদ্ধভক্তিগীতি-গ্রন্থ মূল্য ।৵০।

২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। শ্রীগোবিন্দদেব কবি বিরচিত গৌরলীলাময় , সংস্কৃত মহাকাব্য মূল্য ৸০।

৩। ভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ভাগবতের সার শ্লোকমালা সম্বন্ধ-অভিধেয় ও প্রয়োজন বিভাগে গুম্ফিত মূল ও অনুবাদ মূল্য ২৲।

৪। পদ্মপুরাণ শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু সম্পাদিত (সমগ্রমূল সপ্তখণ্ডাত্মক) মূল্য ৭৲।

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীভক্তি-বিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ মূল্য ১৲।

৬। সৎক্রিয়াসারদীপিকা সংস্কার দীপিকা সহ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি কৃত মূল, বঙ্গানুবাদসহ গৃহস্থের দশসংস্কার বিধি ও ত্যক্তগৃহের বেষাদি দশসংস্কারপদ্ধতি মূল্য ১।০

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত।

৭। তত্ত্বসূত্র। সূত্রাকারে তত্ত্ববিষয়ক বিচার গ্রন্থ ভাষ্য ও ব্যাখ্যাসহ মূল্য ॥০

৮। শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা। মূল অনুবাদাদি সহ মূল্য ১৲।

৯। ভজন রহস্য। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ॥৵০।

১০। ১১। ১২। শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু ও গীতাবলী।

১৩। হরিনাম চিন্তামণি। নাম ভজনের অদ্বিতীয় গ্রন্থ মূল্য ৸০।

১৪। জৈবধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞাতব্য সকল কথা ইহাতে যেমন আছে জগতে আর কোথাও নাই। মূল্য ২৲ ভাল কাগজে, সাধারণ ১।০।

১৫। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (বিরাট সংস্করণ, শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-কৃত,) তত্থ্য ও অনুভাষ্য সূচীপত্রাদি সহ ২৩৬৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ৬৲ ছয় টাকা।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম এ, বি এল্)

প্রাপ্তিস্থান— ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীপত্রিকার নিয়মাবলী।

১। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুকূল যাবতীয় হরিসেবাপর প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়। মতবাদিগণের ভ্রান্ত ধারণা ইহাতে স্থান পায় না। প্রকৃত আচার্য্য ও প্রচারকের লিখিত অবিসংবাদিত সত্যে ইহা পূর্ণ।

২। বিদ্ধভক্ত ও অচিহ্নিত ভক্তের পরমার্থ-বিরোধিনী কথার অকর্ম্মণ্যতা সুষ্ঠুভাবে ইহাতে আলোচিত হয়।

৩। বার্ষিক ভিক্ষা ১৸০ মাত্র ডাক মাশুল সহ নির্দ্দিষ্ট আছে।

৪। শ্রীপত্রিকার পূর্ব্ব প্রচারিত অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ ও দ্বাবিংশ খণ্ড ৫৲ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, বি এল্)

ম্যানেজার—সজ্জনতোষণী। কলিকাতা কার্য্যালয়।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর।